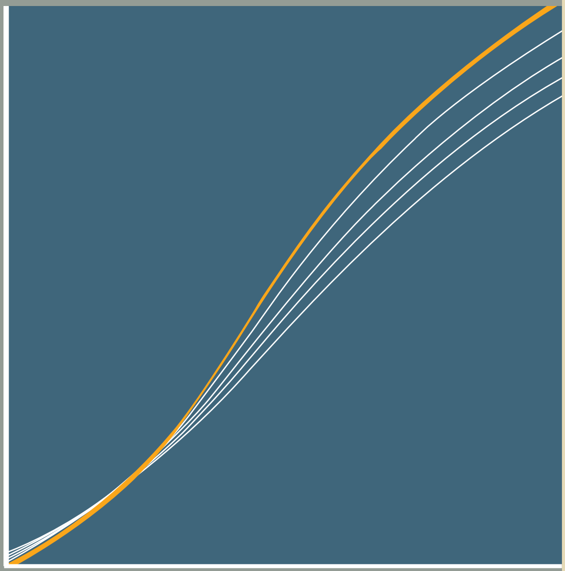

বার্ষিক রিপোর্ট
2011-2012

বাংলাদেশ ব্যাংক

বার্ষিক রিপোর্ট

(জুলাই ২০১১-জুন ২০১২)

বাংলাদেশ ব্যাংক

†ciY cÎ

evsjv‡`k e¨vsK

XvKv
7 gvP 2013

mwPe
e¨vsK I Avw_K cwZôvb wefvM
A_ gšYvjq
MYcRvZšx evsjv‡`k miKvi
XvKv|

g‡nv`q,

evsjv‡`k e¨vsK AWi 1972 (wc, I b¤i 127) Gi 40(2) b¤i avivi Abhvqx evsjv‡`k e¨vs‡Ki 2011-2012 A_eQ‡ii ewlK wi‡cvU MYcRvZšx evsjv‡`k miKv‡ii wbKU †ciY Kiv n‡jv| e¨vs‡Ki D³ A_eQ‡ii wbixw¶Z wnmve weeiYx 30 AvM÷ 2012 G †ciY Kiv n‡q‡Q|

Avcbvi wek¯—,

আতিউর রহমান
(W. AwZDi ingvb)
Mfbi

cwiPvjK cl`

W. AwZDi ingvb	mfvcwZ
Rbve †gvt Avej Kv‡mg*	cwiPvjK
W. †gvnv¤§` Zv‡iK	cwiPvjK
W. bwmiDwÏb Avn‡g`	cwiPvjK
W. †gv¯dv Kvgvj g‡Rix	cwiPvjK
Aa¨vcK mbr Kgvi mvnv	cwiPvjK
W. mw`K Avn‡g`	cwiPvjK
Aa¨vcK nvbvbv †eMg	cwiPvjK
Rbve †gvt kwdKi ingvb cv‡Uvqvix	cwiPvjK
Rbve Avn‡g` Rvgvj**	mwPe

---

* Rbve †gvt Avej Kv‡mg 13 †de«qvwi 2012 ZvwiL †_‡K e¨vs‡Ki cwiPvjK cl‡`i cwiPvjK wn‡m‡e Rbve †gvt bRi“j û`v Gi ¯jwfwl³ nb|

** Rbve Avn‡g` Rvgvj 3 Rb 2012 ZvwiL †_‡K e¨vs‡Ki cwiPvjK cl‡`i mwPe wn‡m‡e Rbve †gvt Rvnv½xi Avjg Gi ¯jwfwl³ nb|

†bvU t Rbve †gvt Rvnv½xi Avjg 17 †g 2012 ZvwiL chš cwiPvjK cl‡`i mwPe wQ‡jb|

গভর্নর

ড. আতিউর রহমান

ডেপুটি গভর্নর

মোঃ আবুল কাসেম
আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান
সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী
নাজনীন সুলতানা

চীফ ইকোনমিস্ট

ড. হাসান জামান*

নির্বাহী পরিচালক

এ এইচ এম কায়-খসরু
মোঃ আহসান উল্লাহ
মোঃ এবতাদুল ইসলাম
সুধীর চন্দ্র দাস
দাশগুপ্ত অসীম কুমার
মোঃ আতাউর রহমান
ম. মাহফুজুর রহমান
এস, এম, মনিরুজ্জামান
মোঃ আব্দুল হামিদ
মোঃ আবদুল হক
মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী
আহমেদ জামাল

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

---

* ড. হাসান জামান ১ নভেম্বর ২০১২ থেকে চীফ ইকোনোমিস্ট হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

নোট ঃ নির্বাহী পরিচালক জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এ প্রেষণে নিয়োজিত আছেন।

cavb Kvhvj‡qi wefvMmgn Ges wefvMxq cavbMY*

একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	আ খ ম রহমত উল্যাহ, মহাব্যবস্থাপক
কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ	নির্মল চন্দ্র ভক্ত, মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী	শুভংকর সাহা, মহাব্যবস্থাপক
	শেখ আব্দুল্লাহ, মহাব্যবস্থাপক
	শেখ আজিজুল হক, মহাব্যবস্থাপক
	জোয়ারদার ইসরাইল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
	লাইলা বিলকিস আরা, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ	কে, এম, আব্দুল ওয়াদুদ, মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট	দেবপ্রসাদ দেবনাথ, মহাব্যবস্থাপক
সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট সেল	এ, এন, এম, আবুল কাশেম, মহাব্যবস্থাপক
কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১	এ, কে, এম, ফজলুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-২	কে, এম, নকিবুল আলম, মহাব্যবস্থাপক
ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো	গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, মহাব্যবস্থাপক
ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	বিষ্ণু পদ সাহা, মহাব্যবস্থাপক
ডিপোজিট ইন্সুরেন্স ডিপার্টমেন্ট	খগেশ চন্দ্র দেবনাথ, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১	ড. আবুল কালাম আজাদ, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২	আবুল মনসুর আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩	মোঃ হুমায়ুন কবির, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এন্ড পেমেন্ট সিস্টেমস্	মোঃ মজিবর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ	মোঃ সোহরাওয়ার্দী, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন	এস, এম, রবিউল হাসান, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স	এফ, এম, মোকাম্মেল হক, মহাব্যবস্থাপক
এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	মোহাম্মদ আক্কাস উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক
ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট	দেবাশীষ চক্রবর্তী, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ	মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার, মহাব্যবস্থাপক
ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট	মোঃ শফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ	মোঃ মাসুদ বিশ্বাস, মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স বিভাগ	মোঃ সাইফুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক
ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	কাজী ছাইদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
গভর্নর সচিবালয়	এ, এফ, এম, আসাদুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১	কে,এম, গাওছুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক
হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-২	মোঃ আজিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক
ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট	মোঃ রিজুয়ানুল হক, সিস্টেমস ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত)
ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট	মোঃ সদরুল হুদা, মহাব্যবস্থাপক
আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট	কাজী নাছির আহমেদ, সিস্টেমস ম্যানেজার
আইন বিভাগ	অশোক কুমার দে, মহাব্যবস্থাপক
মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট	বেগম সুলতানা রাজিয়া, মহাব্যবস্থাপক
গবেষণা বিভাগ	মোঃ আখতারুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ শহিদুল আলম. মহাব্যবস্থাপক
	বিলকিস সুলতানা, মহাব্যবস্থাপক
নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগ	লেঃ কর্নেল (অবঃ) মোঃ মাহমুদুল হক খান চৌধুরী (পিএসসি), মহাব্যবস্থাপক
এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ	সুকোমল সিংহ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক
স্পেশাল স্টাডিজ সেল	মোঃ হুমায়ুন কবীর, মহাব্যবস্থাপক
পরিসংখ্যান বিভাগ	মোঃ আব্দুল হাই, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ আব্দুস সাত্তার মিয়া, মহাব্যবস্থাপক
	বিশ্বনাথ সরকার, মহাব্যবস্থাপক
	মোঃ নূর-উন-নবী, মহাব্যবস্থাপক

নোট ঃ ১. মোঃ গোলাম মোস্তফা, মহাব্যবস্থাপক, মোহাম্মদ মোবারক হোসেন, মহাব্যবস্থাপক, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক, মোঃ শাহ আলম, মহাব্যবস্থাপক যথাক্রমে আইবিবি, যুবক সংক্রান্ত কমিশন, ইইএফ ইউনিট এবং দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ, এ প্রেষণে নিয়োজিত আছেন ।

২. আহমেদ এহতেশামুল হায়দার, মহাব্যবস্থাপক এবং মোঃ ইলিয়াস সিকদার, মহাব্যবস্থাপক, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এ সংযুক্ত আছেন।

৩. ড. মোঃ গোলাম মুস্তাফা, মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগের গ্রন্থাগার শাখার আধুনিকায়নের কাজে নিযুক্ত আছেন ।

* ৩০ জুন ২০১২ তারিখে।

kvLv Awdmmgn Ges Awdm cavbMY*

বরিশাল	নূরুল আলম কাজী, মহাব্যবস্থাপক
বগুড়া	মহাঃ নাজিমুদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক
চট্টগ্রাম	মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া, মহাব্যবস্থাপক
খুলনা	শ্যামল কুমার দাস, মহাব্যবস্থাপক
মতিঝিল	মোঃ আব্দুর রহিম, মহাব্যবস্থাপক মোঃ সাইফুল ইসলাম খান, কারেন্সী অফিসার (মহাব্যবস্থাপক) ডাঃ মিহির কান্তি চক্রবর্তী, চীফ মেডিকেল অফিসার (মহাব্যবস্থাপক-চিকিৎসা)
রাজশাহী	জিন্নাতুল বাকেয়া, মহাব্যবস্থাপক
রংপুর	মোঃ আব্দুল হামিদ, মহাব্যবস্থাপক
সদরঘাট	মোঃ মোছলেম উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক
সিলেট	সুলতান আহাম্মদ, মহাব্যবস্থাপক

---

* ৩০ জুন ২০১২ তারিখে

mwPcÎ

Aa¨vqmgn côv

c_g Aa¨vq mvgwóK A_‰bwZK MwZavi v, ¯í I ga¨ †gqvw` m¤vebv 1
wek A_‰bwZK cwi‡ek 1
evsjv‡`‡ki A_bxwZi MwZavi v 3
cewׂi MwZavi v 3
mÂq I wewb‡qvM 4
gj¨ cwiw¯wZ 5
g`v I FY cwiw¯wZ 5
miKwi A_ms¯vb 6
ˆe‡`wkK LvZ 7
Awi_K Lv‡Zi Bm¨mgn 8
evsjv‡`‡ki A_bxwZi ¯í I ga¨‡gqvw` m¤vebv 9
wØZxq Aa¨vq †`kR cKZ A_bxwZ 11
A_‰bwZK cewׂ 11
KwI LvZ 11
wkí LvZ 12
†mev LvZ 13
wRwWwcÔi LvZ wfwËK KvVv‡gv 14
e¨q-wfwËK wRwWwc 14
mÂq I wewb‡qvM 15
ZZxq Aa¨vq gj¨ I gRwi 16
ˆewkK gj¨ùxwZi `k¨cU 16
evsjv‡`‡ki †fv³vgj¨ 16
gRwi nv‡ii MwZavi v 19
¯í‡gqvw` gj¨ùxwZi cevfvl 20
PZ_ Aa¨vq g`v I FY 23
g`v I FYbxwZi †KŠkjMZ Ae¯vb 23
wiRvf g`v cwiw¯wZ 25
g`vi Avq MwZ 26
e¨vsK FY 26
e¨vsK AvgvbZ 27
FY/ AvgvbZ AbcvZ 27
evsjv‡`k e¨vsK n‡Z Zdwmwj e¨vsK¸‡jvi KR 27
evsjv‡`k e¨vs‡K Zdwmwj e¨vsK¸‡jvi Rgv Ges Zv‡`i wbR¯ wm›`‡K iw¶Z Znwej 28

সূচিপত্র

Aa¨vqmgn côv

তফসিলি ব্যাংকগুলো কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (CRR) ২৮
তফসিলি ব্যাংকগুলো কর্তৃক তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা (SLR) ২৮
ব্যাংক রেট ২৮
আমানত ও আগামের উপর সুদের হার ২৮
মুদ্রা ও ঋণনীতি বিষয়ক বিধি নির্দেশনায় পরিবর্তনসমূহ ২৯

cÂg Aa¨vq e¨vswKs Lv‡Zi Kg`¶Zv, cweavb Ges e¨vsK¸‡jvi ZËveavb 32

ক) ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতা ৩২
- সমন্বিত স্থিতিপত্র ৩৩
- ব্যাংকগুলোর কার্যদক্ষতা ও মূল্যায়ন ৩৪
- মূলধন পর্যাপ্ততা ৩৪
- সম্পদের গুণগত মান ৩৬
- ব্যাংকগুলোর মন্দ-ঋণ প্রভিশনিং ৩৮
- ভারীত গড় আমানত ও ঋণের সুদের হার ৩৯
- মন্দ ঋণ অবলোপন ৩৯
- সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ৩৯
- মুনাফা ও উপার্জনশীলতা ৪০
- নীট সুদ আয় ৪১
- তারল্য ৪১
- ক্যামেলস রেটিং ৪২
- ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল ৪২
- কুইক রিভিউ রিপোর্ট ৪৩
- ইসলামি ব্যাংকিং ৪৩
- আন্তঃব্যাংক ইসলামি তহবিল মার্কেট চালুকরণ ৪৩
- আমানত বীমা স্কীম ৪৪

খ) আইন কাঠামো সংস্কার ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স ৪৪
- ব্যাংকগুলোর জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা ৪৪
- বিভিন্ন চার্জ হার যৌক্তিকীকরণ ৪৫
- সুদ হার যৌক্তিকীকরণ ৪৬
- গ্রীন ব্যাংকিং সংক্রান্ত পলিসি গাইডলাইন্স ৪৬
- পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ERM) সংক্রান্ত গাইডলাইন্স ৪৬
- এসসিবি মনিটরিং সেল ৪৬
- ব্যাংকগুলোর কর্পোরেট গভর্নেন্স ৪৭
- কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ৪৭
- ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর কার্যক্রম ৪৯

গ) ব্যাংকগুলোর সুপারভিশন ৪৯

সূচিপত্র

Aa¨vqmgn côv

- ব্যাংকগুলোর অন-সাইট পরিদর্শন ৫০
- ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ৫২
- সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ৫৩
- ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ৫৩

Iô Aa¨vq Aw_K cwZôvbmg‡ni Kg`¶Zv, cweavb Ges ZËveavb 55

- বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পটভূমি ৫৫
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ৫৫
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ও রেটিং ৫৬
- মূলধন পর্যাপ্ততা ৫৭
- সম্পদের গুণগত মান ৫৭
- ব্যবস্থাপনা ৫৭
- উপার্জন ক্ষমতা ৫৭
- তারল্য পরিস্থিতি ৫৮
- সমন্বিত ক্যামেল রেটিং ৫৮
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শেয়ারে বিনিয়োগ ৫৮
- বন্ড ও সিকিউরিটাইজেশন ৫৮
- আইনী সংস্কার ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স ৫৮
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন ৫৮
- সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং ৫৯
- ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা ৫৯
- বিবিধ চার্জ হার ৫৯
- কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ৫৯
- মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ৫৯
- পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ৬০
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাসেল একোর্ড বাস্তবায়নে অগ্রগতি ৬০
- স্ট্রেস টেস্টিং ৬০
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অন-সাইট তত্ত্বাবধান ৬০

mßg Aa¨vq Aw_K evRvi 61

- মুদ্রা বাজার ৬১
  - কল মানি মার্কেট-অর্থবছর ১২ ৬১
  - পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ১২ ৬১
  - বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ১২ ৬২
  - বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ৬৩
- সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেট ৬৩
  - সরকারি ট্রেজারী বিলের নিলাম ৬৩

সূচিপত্র

Aa¨vqmgn côv

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড (বিজিটিবি) এর নিলাম ৬৩
বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড) ৬৪
পুঁজিবাজার ৬৫
বাংলাদেশে বিনিয়োগ অর্থায়ন ঃ পুঁজিবাজারের মধ্যম ভূমিকা ৬৫
অর্থবছর ১২-এ পুঁজিবাজারের কার্যক্রম ৬৬
প্রাথমিক ইস্যু ৬৬
সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম ৬৬
অনিবাসী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ ৬৭
আইসিবি কার্যক্রম ৬৭
পুঁজিবাজারে তফসিলি ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ ৬৮
পুঁজিবাজার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ ৬৮
ঋণ বাজার ৬৯
অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম ৬৯
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ ৭১
মেয়াদি ঋণ বিতরণের নীতিমালা জোরদারকরণ পদক্ষেপ ৭২
শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণের তহবিল বৃদ্ধি ৭২
ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনারশীপ ফান্ড (EEF) ৭৪
আর্থিক খাতে প্রতারণা ৭৫
গৃহনির্মাণ অর্থসংস্থান ৭৬
বৈদেশিক মুদ্রা বাজার ৭৭

Aóg Aa¨vq Kwl I MvgxY A_vqb 78

বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচি ৭৮
অর্থবছর ১২-এ কৃষি ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ ৭৯
বিতরণ ৮০
আদায় ৮১
কৃষি ঋণের উৎসগুলো ৮১
কৃষি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান ৮২
বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানাধীন কৃষিঋণ প্রকল্প/ কর্মসূচিসমূহ ৮২
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন ৮৩
গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ৮৬

beg Aa¨vq miKwi A_ms¯vb 87

অর্থবছর ১২-এর বাজেট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি ৮৭
ক) রাজস্ব প্রাপ্তি ৮৭
খ) ব্যয় ৯০
গ) অর্থবছর ১২-এর বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন ৯১
অর্থবছর ১৩-এর বাজেট ৯১

সূচিপত্র

Aa¨vqmgn côv

ক) রাজস্ব প্রাপ্তি ৯২
খ) ব্যয় ৯৪
গ) অর্থবছর ১৩-এর বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন ৯৫

`kg Aa¨vq ˆe‡`wkK LvZ 97

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ৯৭
বৈদেশিক বাণিজ্য এবং লেনদেন ভারসাম্য-সার্বিক পরিস্থিতি ৯৭
রপ্তানি ১০০
রপ্তানির গন্তব্য ১০০
রপ্তানি কাঠামো ১০১
রপ্তানি উন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণ ১০১
আমদানি ১০২
বাণিজ্য শর্ত ১০৩
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণ ১০৩
বৈদেশিক সাহায্য ১০৪
বৈদেশিক মুদ্রাবাজার কার্যক্রম ১০৪
বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ১০৪
মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ১০৫
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) আওতায় লেনদেন ১০৬
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন ১০৬
বিনিময় হার গতিধারা ১০৬
বিনিময় হার নীতিমালার পরিবর্তন ১০৭
মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম-২০১২ ১০৯
রিপোর্টিং সংস্থা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী আইন-কানুন ১০৯
আইনী ব্যবস্থা ১১০
ডিজিটালাইজেশন এবং ডাটাবেইজ রক্ষণাবেক্ষণ ১১০
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ১১০
সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি ১১০
দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন/সভা/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ ১১১
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ১১১

GKv`k Aa¨vq †c‡g›U GÛ †m‡Uj‡g›U wm‡÷gm 112

পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর কার্যপদ্ধতি ১১২
বিদ্যমান পেমেন্ট সিস্টেমস্ ১১২
পেমেন্ট সিস্টেমস্ এ পরিবর্তনের সূচনা ১১২
পেমেন্ট সিস্টেমস্ এ গৃহীত কৌশলসমূহ ১১৩
বর্তমানে কার্যরত পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মসমূহ ১১৩

সূচিপত্র

Aa¨vqmgn côv

বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH) ১১৩
বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS) ১১৩
বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) ১১৪
মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ১১৫
এম-কমার্স ১১৬
ই-কমার্স ১১৬
আনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রভাইডারস (OPGSPs) ১১৬
পেমেন্ট সিস্টেমস্ এ গৃহীত নতুন উদ্যোগসমূহ ১১৬
ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ (এনপিএস) ১১৬
আইনী ও প্রবিধিগত অবকাঠামো ১১৬
সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ১১৭

Øv`k Aa¨vq ckvmb 118

পরিচালক পর্ষদে নতুন পরিচালক নিয়োগ ১১৮
এক্সিকিউটিভ কমিটি ১১৮
পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি ১১৮
সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম ১১৯
এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম ১১৯
বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ ১১৯
অবসরগ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ, বাধ্যতামূলক অবসর, পদত্যাগ, অপসারণ, চাকুরিচ্যুতি এবং মৃত্যুবরণ ১১৯
সৃষ্ট/ অবলুপ্ত পদসংখ্যা ১১৯
ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা ১২০
প্রেষণ/ লিয়েন ১২০
ব্যাংকে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা/ পুনর্গঠন ১২০
কল্যাণমূলক কার্যাবলী ও বৃত্তি অনুমোদন ১২০
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়ন ১২০
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়ন ১২০
পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পিএমএস) বাস্তবায়ন ১২১
বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী (বিবিটিএ) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার ১২১
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ১২৩

Î‡qv`k Aa¨vq evsjv‡`k e¨vs‡Ki 2011-2012 A_eQ‡ii wnmve 128

আয় ১২৮
    বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ থেকে আয় ১২৮
    স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ থেকে আয় ১২৮
    বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়ন হতে অর্জিত আয় ১২৯

mwPcÎ

Aa¨vqmgn côv

e¨q 129
Aw_K e¨q 129
ckvmwbK e¨q 129
cwiPvjb gbvdv 129
Ab¨vb¨ Avq 129
gbvdv AveÈb 129
e¨vswKs I Bm¨ wefv‡Mi mgwšZ w¯wZcÎ 130
m¤ú` 130
`vq 130
BK¨BwU 130
ˆe‡`wkK g`vi wiRvf 131
cPviYKZ †bvU 131
wbix¶K 131
cwZ‡e`b I Aw_K weeiYx 30 Rb 2012 Zwi‡L mgvß eQ‡ii 133

mviYxmgn

1.1 wek A_%bwZK m¤vebvi c‡¶cY 1
1.2 †gvU †`kR Drcv`‡bi LvZIqvix cew×i nvi 4

2.1 wRwWwcÔi LvZIqvix cew× 11
2.2 enr I gvSwi gv¨bd¨vKPwis wkí Drcv`‡bi †Kvqv›Uvg mPK (QIIP) (wfwË t 1988-89=100) 12
2.3 wRwWwcÔi LvZIqvix Ae`vb 13
2.4 e¨q wfwËK †gvU †`kR Drcv`b 14
2.5 mÂq I wewb‡qvM 15

3.1 gwmK gj¨ùxwZi cwieZ‡bi nvi 16
3.2 ewlK MowfwËK †fv³v gj¨mP‡K wbYxZ gj¨ùxwZ (wfwË t A_eQi 1996=100) 17
3.3 mvKf³ Ges Ab¨vb¨ Gkxq †`kmg‡ni gj¨ùxwZ 18
3.4 LvZwfwËK gRwi nvi mP‡Ki MwZaviv (wfwË t A_eQi 70=100) 19
3.5 RvZxq chvq †fv³v Swoi Dc-LvZwfwËK ewlK Mo wmwcAvB (wfwË t A_eQi 1996=100) 20
3.6 AvšRwZK evRv‡i cavb cY¨mg‡ni gj¨ cwieZb 20
3.7 ˆewkK gj¨ùxwZi wPÎ 21

4.1 g`v I FY cwiw¯wZ 24
4.2 wiRvf g`v cwiw¯wZ 26
4.3 g`vi Avq MwZ 27

সূচিপত্র

mviYxmgn côv

৪.৪ ব্যাংক ঋণ-অর্থবছর ১২-এর ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি ২৮
৪.৫ ব্যাংক আমানত-অর্থবছর ১২-এর ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি ২৮
৪.৬ তফসিলি ব্যাংকগুলোর ভারীত গড় সুদের হার ২৯

৫.১ ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো ৩২
৫.২ ব্যাংকের প্রকৃতিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভারীত সম্পদের অনুপাত ৩৪
৫.৩ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অবস্থা ৩৬
৫.৩ (ক) ব্যাংকের শ্রেণীভেদে নীট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অবস্থা ৩৬
৫.৪ প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন-সকল ব্যাংক ৩৬
৫.৫ প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র ৩৭
৫.৬ আমানত ও ঋণের ওপর ভারীত গড় সুদের হার ৩৮
৫.৭ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ ৩৯
৫.৮ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত ৩৯
৫.৯ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে মুনাফা অর্জনের হার ৪০
৫.১০ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে নীট সুদ আয় ৪০
৫.১১ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে তারল্যের হার ৪১
৫.১২ ইসলামি ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র ৪৩
৫.১৩ ব্যাংকগুলোর CSR বাবদ ব্যয় ৪৭

৬.১ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো ৫৫
৬.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায় ও আমানত ৫৬
৬.৩ মোট ঋণ/ লীজ এবং শ্রেণীকৃত ঋণ/ লীজ ৫৭
৬.৪ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের হার ৫৮

৭.১ কলমানি মার্কেটের লেনদেনের পরিমাণ ও ভারীত গড় সুদের হার ৬১
৭.২ পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ১২ ৬২
৭.৩ বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ১২ ৬৩
৭.৪ সরকারি ট্রেজারী বিলের নিলাম-অর্থবছর ১২ ৬৪
৭.৫ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ডের নিলাম-অর্থবছর ১২ ৬৫
৭.৬ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ৬৫
৭.৭ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণের বিতরণ ও আদায় ৬৫
৭.৮ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এর কার্যক্রম ৬৭
৭.৯ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর কার্যক্রম ৬৭
৭.১০ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম ৬৯
৭.১১ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ ৭১
৭.১২ গৃহায়ণ খাতে ঋণের স্থিতি ৭৬

৮.১ কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী ৮০
৮.২ কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম-অর্থবছর ১২ ৮২

সূচিপত্র

mviYxmgn cÔv

৮.৩ কৃষি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন ৮৩
৮.৪ গ্রামীণ ব্যাংক এবং বৃহৎ এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ৮৬

৯.১ সরকারের রাজস্ব আয় ও ব্যয় ৮৭
৯.২ খাত ভিত্তিক রাজস্ব আদায় ৮৯
৯.৩ রাজস্ব ব্যয়ের ধারা ৯০
৯.৪ সামাজিক খাতে ব্যয়ের ধারা ৯১
৯.৫ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন খাতের অংশ ৯১

১০.১ রপ্তানি কাঠামো ১০০
১০.২ আমদানি কাঠামো ১০২
১০.৩ বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০) ১০৩
১০.৪ বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি এবং দায় পরিশোধ ১০৫
১০.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ ১০৭
১০.৬ এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতাধীন বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ ১০৮
১০.৭ আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির বিপরীতে বকেয়া দায়ের স্থিতি ১০৮

১১.১ দেশের পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ ১১৩
১১.২ অনুমোদিত মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (in broad categories) ১১৫
১১.৩ এমএফএস (MFS) উপাত্ত ১১৫
১১.৪ পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ অব বাংলাদেশের অধীনে বিদ্যমান আইনী এবং প্রবিধিগত (Legal & regulatory) ফ্রেমওয়ার্ক ১১৭

১২.১ অর্থবছর ১২-এ বিবিটিএ'তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার এর বিবরণী ১২২

১৩.১ আয়ের উৎস ১২৮
১৩.২ ব্যয় ১২৯

PvUmgn

১.১ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ৪
১.২ জাতীয় পর্যায়ে সিপিআই মূল্যস্ফীতি ৫
১.৩ আর্থিক সম্পদ ৫
১.৪ ব্যাপক মুদ্রার (M2) উৎস ৫
১.৫ রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয়, রাজস্ব উদ্বৃত্ত এবং সার্বিক বাজেট ঘাটতি ৬
১.৬ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন ৬
১.৭ রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধি ৭
১.৮ নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হার ৭
১.৯ নিয়ার, রিয়ার এবং টাকা-ডলার বিনিময় হার এর সাম্প্রতিক গতিধারা ৭

২.১ বাংলাদেশের প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ১১
২.২ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ১৫
২.৩ অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ১৫

সূচিপত্র

PvUmgn côv

৩.১ জাতীয় পর্যায়ে সিপিআই মূল্যস্ফীতি (১২-মাস গড় ভিত্তিক, ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০) ১৬
৩.২ মাসিক মূল্যস্ফীতির পরিবর্তনের হার ১৭
৩.৩ গ্রামীণ পর্যায়ে সিপিআই ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি (১২-মাস গড় ভিত্তিক, ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০) ১৮
৩.৪ শহর পর্যায়ে সিপিআই ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি (১২-মাস গড় ভিত্তিক, ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০) ১৮
৩.৫ দক্ষিণ এশিয়ায় মূল্যস্ফীতির অবস্থা ১৯
৩.৬ খাতভিত্তিক মজুরি হারের গতিধারা (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ১৯৭০=১০০) ১৯
৩.৭ আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য মূল্যের পরিবর্তন ২০

৪.১ তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ঃ অর্থবছর ১২ ২৩
৪.২ ব্যাপক মুদ্রা (M2) এবং এর উপাদানসমূহ ২৪
৪.৩ অভ্যন্তরীণ ঋণ ও তার উপাদানসমূহ ২৫
৪.৪ অর্থবছর ১২-এ M2 ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রোগ্রাম ও প্রকৃত উন্নতি ২৫
৪.৫ জিডিপি প্রবৃদ্ধি, M2 প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয় গতির গতি প্রকৃতি ২৭

৫.১ ব্যাংকিং খাতে একীভূত সম্পদ ৩৩
৫.২ ব্যাংকিং খাতে একীভূত দায় ৩৩
৫.৩ একীভূত মূলধন পর্যাপ্ততার বিবরণ ৩৪
৫.৪ একীভূত শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের তুলনামূলক অবস্থা ৩৬
৫.৪(ক) নীট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের তুলনামূলক অবস্থা (নীট অব প্রভিশন) ৩৭
৫.৫ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের তুলনামূলক অবস্থা ৩৭
৫.৬ সকল ব্যাংকের প্রভিশন পর্যাপ্ততার বিবরণ ৩৭
৫.৭ ভারীত গড় আমানত ও ঋণের ওপর সুদের হার ৩৮
৫.৮ সকল ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের একীভূত চিত্র ৩৯
৫.৯ সমন্বিত উপার্জনশীলতা-সকল ব্যাংক ৪০
৫.১০ ব্যাংক ব্যবস্থার সমন্বিত নীট সুদ আয় ৪১
৫.১১ অতিরিক্ত তারল্যের সমন্বিত পরিস্থিতি ৪২

৬.১ ৩০ জুন ২০১২ এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগের ধরন ৫৬
৬.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদ, দায় ও তাদের অনুপাত ৫৬
৬.৩ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট, শ্রেণীকৃত ঋণ/ লীজ ও তাদের অনুপাত ৫৭

৭.১ কলমানি সুদের হার ৬১
৭.২ অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড (বিজিটিবি) এর ভারীত গড় আয় ৬৪
৭.৩ ডিএসই এর বাজার কার্যক্রমের গতিধারা ৬৭
৭.৪ মোট আগামের খাতভিত্তিক অবদান ৬৯
৭.৫ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ ঃ অর্থবছর ১২ ৭১
৭.৬ টাকা-ডলার বিনিময় হার ঃ অর্থবছর ১২ ৭৭

৮.১ অর্থবছর ১২-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৮১
৮.২ অর্থবছর ১২-এ প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণ ৮১

সূচিপত্র

PvUmgn

côv
৯.১ রাজস্ব আয়ের বণ্টন ঃ অর্থবছর ১২ (সংশোধিত) ৮৮
৯.২ রাজস্ব আয়ের বণ্টন ঃ অর্থবছর ১৩ (প্রাক্কলিত) ৮৮
৯.৩ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন ঃ অর্থবছর ১২ (সংশোধিত) ৯২
৯.৪ বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন ঃ অর্থবছর ১৩ (প্রাক্কলিত) ৯২

১০.১ বৈদেশিক খাতের প্রধান নির্দেশকসমূহ ৯৭
১০.২ বাণিজ্য ভারসাম্য, চলতি হিসাবের ভারসাম্য ও লেনদেন ভারসাম্য-এর গতিধারা ১০০
১০.৩ অর্থবছর ১২-এ গন্তব্য ভিত্তিক রপ্তানির প্যাটার্ন ১০০
১০.৪ আমদানি প্রবৃদ্ধি ১০২
১০.৫ বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত ১০৩
১০.৬ অর্থবছর ১২ ও অর্থবছর ১১ এর প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ ১০৫
১০.৭ বিদেশে রক্ষিত তরল সম্পদ ১০৭

১১.১ BACPS এর মাধ্যমে রেগুলার ভ্যালুর ইন্স্ট্রুমেন্টসমূহের নিকাশ সংখ্যা এবং মূল্যমান ১১৪
১১.২ BACPS এর মাধ্যমে হাই ভ্যালু চেকের সংখ্যা এবং মূল্যমান ১১৪
১১.৩ ইএফটি (EFT) ক্রেডিট এর গতিধারা ১১৫
১১.৪ ইএফটি (EFT) ডেবিট এর গতিধারা ১১৫

১৩.১ ব্যাংকের আয়, ব্যয় ও মুনাফা ১২৮

eক্সmgn

৩.১ খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির সাম্প্রতিক উর্ধ্বমুখী প্রবণতা এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব ২২

৫.১ ব্যাংকের আবশ্যকীয় মূলধন ঃ ন্যূনতম নাকি পর্যাপ্ত? ৩৫
৫.২ আর্থিক সেবাভুক্তি ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ ৪৮
৫.৩ ব্যাংক তদারকির নতুন কাঠামো ৫১

৭.১ আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার জন্য ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল নীতিমালা ৭০

৯.১ অর্থবছর ১৩-এর বাজেটের প্রধান রাজস্ব পদক্ষেপসমূহ ৯৩
৯.২ অর্থবছর ১৩-এর বাজেটের প্রধান ব্যয় পদক্ষেপসমূহ ৯৫

১০.১ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ৯৯

১২.১ ডাটা ওয়্যারহাউজ উন্নয়ন ও তথ্য সরবরাহ প্রসঙ্গে ১২৭

cwiwkómgn

পরিশিষ্ট-১ প্রধান নীতিমালার পর্যায়ক্রমিক ঘোষণা ঃ অর্থবছর ১২ ১৯১
পরিশিষ্ট-২ বাংলাদেশ ঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান ২২১

mviYxmgn

১। বাংলাদেশ ঃ নির্বাচিত সামাজিক সূচকসমূহ ২২৩
২। প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলোর গতিধারা ২২৪
৩। মধ্য মেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ ২২৫

সূচিপত্র

cwiwkómgn côv

৪। মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ২২৬
৫। জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ও খাতওয়ারী অংশ (অর্থবছর ৯৬'র স্থির মূল্যে) ২২৭
৬। সরকারের বাজেটারি কার্যক্রম ২২৮
৭। মুদ্রা ও ঋণ ২২৯
৮। ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) এবং মূল্যস্ফীতির হার - জাতীয় (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০) ২৩০
৯। রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উপাদানসমূহ ২৩১
১০। রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উৎসসমূহ ২৩২
১১। সরকারি এবং বেসরকারি খাতের আমানতসমূহ ২৩৩
১২। তফসিলি ব্যাংকগুলোর নির্বাচিত পরিসংখ্যান ২৩৪
১৩। নির্বাচিত সুদের হারের গতিধারা (বছর শেষে) ২৩৫
১৪। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ ২৩৬
১৫। সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট) ২৩৯
১৬। বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য ২৪০
১৭। প্রকারভিত্তিক পণ্য রপ্তানি ২৪১
১৮। প্রকারভিত্তিক পণ্য আমদানি ২৪২
১৯। আমদানি ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও বকেয়া স্থিতির খাত ভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণী ২৪৩
২০। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৪৪
২১। টাকা-ডলার বিনিময় হার ২৪৫
২২। দেশ ভিত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ ২৪৬
২৩। তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা ২৪৭
২৪। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা ২৪৯
২৫। গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহের তালিকা ২৫০

পরিশিষ্ট-৩ ব্যাংকিং খাতের কার্যদক্ষতার নির্দেশিকাসমূহ ২৫১

mviYxmgn

১। ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো ২৫৩
২। ব্যাংকের প্রকৃতিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভারীত সম্পদের অনুপাত ২৫৩
৩। ব্যাংকের শ্রেণীভেদে মোট ঋণের অনুপাতে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অবস্থা ২৫৩
৪। ব্যাংকের শ্রেণীভেদে নীট মোট ঋণের বিপরীতে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অবস্থা ২৫৪
৫। প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন-সকল ব্যাংক ২৫৪
৬। প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র ২৫৪
৭। ব্যাংকের শ্রেণীভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ ২৫৫
৮। ব্যাংকের শ্রেণীভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত ২৫৫
৯। ব্যাংকের শ্রেণীভেদে মুনাফা অর্জনের হার ২৫৫
১০। ব্যাংকের শ্রেণীভেদে নীট সুদ আয় ২৫৬
১১। ব্যাংকের শ্রেণীভেদে তারল্যের হার ২৫৬

mvgwóK A_©bwZK MwZaviv, ¯í I ga¨ †gqvw` m¤¢vebv

wek A_©bwZK cwi‡ek

১.১ ২০১২ সনে বিশ্ব অর্থনীতি পরিমিতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৩.৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে, যা ২০১১ সনের হতাশাজনক প্রবৃদ্ধি থেকেও কম (সারণী ১.১)। প্রধান প্রধান উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো কর্তৃক গৃহীত নীতিপদক্ষেপসমূহ মধ্য মেয়াদি সম্ভাবনাকে ধরে রাখতে পর্যাপ্ত বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও অনেক উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে শতকরা ৫ ভাগের ওপরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে, তবুও উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে বেকারত্বের উচ্চ হারসহ উৎপাদন প্রবৃদ্ধিতে মন্থরগতি বজায় রয়েছে। আর্থিক খাতেও ভঙ্গুর অবস্থা বিরাজমান থাকবে (গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট, অক্টোবর ২০১২)।

সারণী ১.১ বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার প্রক্ষেপণ

(বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন)

	২০১০	২০১১	প্রক্ষেপণ	
			২০১২	২০১৩
wek Drcv`b	5.1	3.8	3.3	3.6
উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো	৩.০	১.৬	১.৩	১.৫
যুক্তরাষ্ট্র	২.৪	১.৮	২.২	২.১
ইউরো অঞ্চল	২.০	১.৪	-০.৪	০.২
জার্মানি	৪.০	৩.১	০.৯	০.৯
ফ্রান্স	১.৭	১.৭	০.১	০.৪
ইতালি	১.৮	০.৪	-২.৩	-০.৭
স্পেন	-০.৩	০.৪	-১.৫	-১.৩
যুক্তরাজ্য	১.৮	০.৮	-০.৪	১.১
জাপান	৪.৫	-০.৮	২.২	১.২
কানাডা	৩.২	২.৪	১.৯	২.০
নব্য শিল্পায়িত এশীয় দেশগুলো	৮.৫	৪.০	২.১	৩.৬
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো	৭.৪	৬.২	৫.৩	৫.৬
এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো	৯.৫	৭.৮	৬.৭	৭.২
চীন	১০.৪	৯.২	৭.৮	৮.২
আসিয়ান-৫	৭.০	৪.৫	৫.৪	৫.৮
দক্ষিণ এশিয়া				
বাংলাদেশ	৬.৪	৬.৫	৬.১	৬.১
ভারত	১০.১	৬.৮	৪.৯	৬.০
পাকিস্তান	৩.১	৩.০	৩.৭	৩.৩
শ্রীলংকা	৭.৮	৮.৩	৬.৭	৬.৭
wek evwYR¨ (`e¨ I †mev)	12.6	5.8	3.2	4.5
Avg`wb				
উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো	১১.৪	৪.৪	১.৭	৩.৩
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো	১৪.৯	৮.৮	৭.০	৬.৬
i߇wb				
উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো	১২.০	৫.৩	২.২	৩.৬
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো	১৩.৭	৬.৫	৪.০	৫.৭
`e¨gj¨ (gwKb Wjv‡i)				
জ্বালানি তেল	২৭.৯	৩১.৬	২.১	-১.০
জ্বালানি তেল-বহির্ভূত	২৬.৩	১৭.৮	-৯.৫	-২.৯
†fv³v gj¨				
উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো	১.৫	২.৭	১.৯	১.৬
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো	৬.১	৭.২	৬.১	৫.৮
দক্ষিণ এশিয়া				
বাংলাদেশ	৮.১	১০.৭	৮.৫	৬.৭
ভারত	১২.০	৮.৯	১০.২	৯.৬
পাকিস্তান	১০.১	১৩.৭	১১.০	১০.৪
শ্রীলংকা	৬.২	৬.৭	৭.৯	৮.০

উৎস : ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০১২, আইএমএফ।

১.২ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর সর্বশেষ পূর্বাভাষ অনুযায়ী (ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক আপডেট, অক্টোবর ২০১২) বিশ্ব অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি ২০১১ সনের শতকরা ৩.৮ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১২ সনে গড়ে শতকরা ৩.৩ ভাগ হবে, যা ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০১২ এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক আপডেট, জুলাই ২০১২ এর পূর্বাভাষের প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি শতকরা ৩.৫ ভাগ থেকে কম। ২০১২ সনের প্রথম তিন প্রান্তিকে নিম্ন উৎপাদন প্রবৃদ্ধি এবং উচ্চ বেকারত্বের কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মন্থরগতি বিদ্যমান থাকায় ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুকের এই পূর্বাভাষে নিম্নমুখী সংশোধন করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে শিল্পপণ্য উৎপাদনে ব্যাপক হ্রাস পরিলক্ষিত হয়েছে। ইউরো অঞ্চলের অর্থনীতি আর্থিক সংকটের কবলে পড়েছে যা তাদের সভরেন রেটের বিস্তারের (sovereign rate spreads) ব্যাপক বৃদ্ধি থেকে প্রতীয়মান হয়। ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুকের পূর্ববর্তী ইস্যুগুলোর পূর্বাভাষের প্রক্ষেপিত মাত্রা অনুযায়ী আর্থিক সংকট থেকে এ অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোর উত্তরণ ঘটেনি। যুক্তরাজ্যের প্রবৃদ্ধিও হতাশাজনক ছিল। ফলশ্রুতিতে, উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ২০১২ সনে শতকরা ১.৪ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ১.৩ ভাগ নিম্নমুখী সংশোধন করা হয়, যা ২০১১ সনে ছিল শতকরা ১.৬ ভাগ। সর্বোপরি, উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর শ্লথ প্রবৃদ্ধির প্রভাব এবং তাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকটের কারণে উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল

অর্থনীতির দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি কমে যায়। তাদের প্রবৃদ্ধি ২০১১ সনের শতকরা ৬.২ ভাগ থেকে কমে ২০১২ সনে শতকরা ৫.৩ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর সর্বশেষ ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক অনুযায়ী বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণের সামগ্রিক চিত্র সারণী ১.১ এ উপস্থাপন করা হল।

১.৩ উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে ভোক্তামূল্য ২০১১ সনের শতকরা ২.৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১২ সনে শতকরা ১.৯ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারের ক্রমান্বয়ে উন্নতি হয়েছে এবং মজুরি হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ২০১১ সনের শতকরা ৩.১ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১২ সনে শতকরা ২.০ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। একইভাবে, ইউরো অঞ্চলে মজুরির হার অপরিবর্তিত থাকায় মূল্যস্ফীতি ২০১১ সনের শতকরা ২.৭ ভাগ থেকে কমে ২০১২ সনে শতকরা ২.৩ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর মূল্যস্ফীতিও ২০১১ সনের শতকরা ৭.২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১২ সনে শতকরা ৬.১ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে, যদিও প্রত্যেক দেশের জন্য প্রক্ষেপিত পরিবর্তনগুলো হয় ভিন্ন ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ভোক্তা মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে কিন্তু ভারত ও শ্রীলংকায় এই হার বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণী ১.১)।

১.৪ বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার ২০১১ সনের শতকরা ৫.৮ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১২ সনে শতকরা ৩.২ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক আপডেট, অক্টোবর ২০১২)। এই হার ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক আপডেট, জুলাই ২০১২ এর প্রক্ষেপণ থেকে কম। উন্নত এবং উদীয়মান ও উন্নয়নশীল উভয় অর্থনীতির দেশগুলোতে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ২০১১ সনের যথাক্রমে শতকরা ৫.৩ এবং ৬.৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১২ সনে শতকরা ২.২ এবং ৪.০ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। একইভাবে, উন্নত এবং উদীয়মান ও উন্নয়নশীল উভয় অর্থনীতির দেশগুলোতে আমদানির প্রবৃদ্ধিও ২০১১ সনের যথাক্রমে শতকরা ৪.৪ এবং ৮.৮ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১২ সনে যথাক্রমে শতকরা ১.৭ এবং ৭.০ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

১.৫ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর মতে (গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট (GFSR), অক্টোবর ২০১২) সাম্প্রতিককালে আর্থিক বাজারে অনুকূল অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থায় দুর্বল আস্থার কারণে আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরো অঞ্চলের মন্দা অদ্যাবধি উদ্বেগের মূল উৎস হিসেবে বিরাজমান। ২০১২ সনের শুরুতে ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক (ECB) কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ তারল্য কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যাংকের সম্পদ সুরক্ষার উপর বিদ্যমান চাপ হ্রাস করা হয়। অবশ্য বাজার বিভাজন বৃদ্ধির সাথে সাথে এই চাপ পুনরায় বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ইউরো অঞ্চলকে পুনঃসমন্বিতকরণ, মূলধন প্রবাহকে পরিবর্তন করে মূলধন আকৃষ্ট করা এবং আর্থিক বাজারে আস্থা পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার। যথাযথ এবং প্রবৃদ্ধি বান্ধব আর্থিক সংহতকরণ (fiscal consolidation) পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, কাঠামোগত সংস্কার, শক্তিশালী ব্যাংকগুলোর পুনর্বিন্যাস এবং দুর্বল ব্যাংকগুলো বন্ধ করার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা আনয়ন করাই হলো সমন্বিত নীতি-পদক্ষেপগুলোর মূল উপাদান। ইউরো অঞ্চলের সংকটের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের দিকে বিপুল পরিমাণ মূলধন প্রবাহ ঘটে। যদিও মূলধনের এ প্রবাহ সরকারের অর্থায়ন ব্যয় ইতিহাসের সর্বনিম্ন হারে নামিয়ে এনেছে, তবুও উভয় দেশই সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অব্যাহতভাবে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো দক্ষতার সাথে বৈশ্বিক অভিঘাত মোকাবেলা করতে পেরেছে। তবুও প্রবৃদ্ধির ধীরগতির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অভিঘাতের ঝুঁকির বিষয়ে তাদের সজাগ থাকার প্রয়োজন রয়েছে।

১.৬ প্রধান উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতে নতুনভাবে পরিমাণগত সহজীকরণ পদক্ষেপের (quantitative easing measures) প্রেক্ষিতে নীতিহার (policy rate) বেশ নিম্নে বিরাজমান থাকে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যালেন্স শীট অব্যাহতভাবে প্রসারিত হতে থাকে। মুদ্রানীতির এ অস্বাভাবিক সংকুলানমুখী ভঙ্গি উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোতে প্রবাহিত হয়, যা অপ্রত্যাশিত

বিনিময়হার এবং মূলধন প্রবাহে অস্থিতিশীলতা দ্বারা প্রতীয়মান হয়। ২০১১ সনের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০১২ সনের প্রথমার্ধে দুর্বল প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির চাপ কমে আসার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নত এবং উদীয়মান অর্থনীতির কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ২০১১ সনের প্রথমার্ধে গৃহীত তাদের সংকুচিত নীতিহারগুলোকে পরিবর্তন করে বিপরীতমুখী নীতি গ্রহণ করে। ইউরোপিয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ECB) তার প্রধান পুনঃঅর্থায়ন হারকে শতকরা ১.০ ভাগ কমিয়ে আনে। পক্ষান্তরে, ইউরো অঞ্চলের ওভারনাইট সুদের হারকে (overnight rate) ডিপোজিট ফেসিলিটি হার (deposit facility rate) এর কাছাকাছি কমতে দেয়া হয়, যা শতকরা ০.২৫ ভাগে হ্রাস করা হয়েছিল। অন্যান্য প্রধান উন্নত অর্থনীতিগুলো তাদের নীতিহারকে কার্যকরী নিম্নসীমায় ধরে রাখতে সমর্থ হয়। আগস্ট ২০১১ থেকে সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ব্রাজিল তার নীতিহারকে ৪০০ বেসিস পয়েন্ট কমায়। এপ্রিল ২০১২ এ রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া তার নীতি হারকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমায়, এবং জুন ২০১২ এ পিপলস্ ব্যাংক অব চায়না তার একবছর মেয়াদি ঋণের সুদহারের বেঞ্চমার্ক ২৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে। চীন ও ভারতসহ কিছু উদীয়মান অর্থনীতির কেন্দ্রীয় ব্যাংকও তাদের তহবিল সংরক্ষণ (reserve requirements) হার হ্রাস করে। জুন ২০১২ এ ইউরো অঞ্চল, চীন ও ব্রাজিলে নীতিহার আরো হ্রাস পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান এবং ভারতের নীতিহার অপরিবর্তিত থাকবে বলে আশা করা হয়। এপ্রিল ২০১২ এ ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে আশা প্রকাশ করে যে, অন্তত ২০১৪ সনের শেষ সময় পর্যন্ত ফেডারেল ফান্ড রেট ব্যতিক্রমীভাবে নিম্ন হারে বজায় থাকবে।

evsjv‡`‡ki A_bxwZi MwZaviv

১.৭ বিশ্ব অর্থনীতির নিম্নমুখী প্রবণতা এবং চ্যালেঞ্জিং অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও অর্থবছর ১২ এ বাংলাদেশের অর্থনীতি শতকরা ৬.৩ ভাগ প্রশংসনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। শিল্পখাতে জোরালো প্রবৃদ্ধি, সেবাখাতে টেকসই উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং কৃষিখাতে পরিমিত প্রবৃদ্ধি প্রকৃত দেশজ অর্থনীতিকে সুসংহত করেছে। সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিভিন্ন নীতি-পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখে। রেমিট্যান্সের ব্যাপক অন্তঃপ্রবাহ, ধীর কিন্তু ধনাত্মক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং জোরালো অভ্যন্তরীণ চাহিদার কারণে অর্থনীতির এই প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা এবং টাকার বেশ অবচিতির (depreciation) কারণে অর্থবছর ১২-এ মূল্যস্ফীতি বেশি ছিল। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার (ভিত্তি: অর্থবছর ৯৬=১০০) জুন ২০১১ শেষের শতকরা ৮.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১২ শেষে শতকরা ১০.৬ ভাগে দাঁড়ায়, অন্যদিকে বার মাসের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে ভোক্তা মূল্যসূচক জুন ২০১১ শেষের শতকরা ১০.২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১২ শেষে শতকরা ৮.৬ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২-এ ব্যাপক মুদ্রার (M2) ১৭.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ঘটে, যা অর্থবছর ১১-এর ২১.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি থেকে কম। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ শতকরা ১৯.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর শতকরা ২৫.৮ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ১৯.৭ ভাগ হয়েছে। অবশ্য, এই প্রবৃদ্ধি বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৬.০ ভাগ থেকে বেশি, যা প্রত্যাশার চেয়ে সরকারের কম ঋণ গ্রহণের কারণে ঋণ প্রদানের অধিকতর সুযোগের সৃষ্টি করে। অর্থবছর ১২-এ রপ্তানি আয়ে ধীর কিন্তু ধনাত্মক শতকরা ৬.২ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দুর্বল চাহিদারই প্রতিফলন। আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ৫.৪ ভাগ। একই সময়ে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের প্রবাহ শতকরা ১০.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। রেমিট্যান্সের প্রবাহের এ ব্যাপক প্রবৃদ্ধি বাণিজ্য ঘাটতি ও সেবা খাতের ঘাটতি পূরণ করেও বেশি ছিল। চলতি হিসাবের ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত ও মূলধনী হিসাবের উদ্বৃত্ত একত্রে আর্থিক হিসাবের ঘাটতি পূরণ করেও বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত অর্জনে সক্ষম হয়।

cew×i MwZaviv

১.৮ অর্থবছর ১২-এ সামষ্টিক অর্থনীতিতে কিছুটা অনিশ্চয়তার আবির্ভাব সত্ত্বেও উৎপাদন এবং বিনিয়োগ কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূলত কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশার চেয়ে কম হওয়ায় প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার

প্রাথমিক প্রক্ষেপণ ৭.০ শতাংশ থেকে বেশ কম ছিল। শস্য ও শাক-সবজি উপ-খাতে উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় কৃষিখাতের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর শতকরা ৫.১ ভাগ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ২.৫ ভাগে দাঁড়ায়। জ্বালানি তেল ও সারের উচ্চমূল্যের কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিখাতের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির এ হ্রাস ঘটেছে। সারণী ১.২ এ মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বনজ সম্পদ এবং মৎস্য সম্পদ উপ-খাতে উৎপাদনের উচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে, পশু সম্পদ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি সামান্য কমেছে এবং শস্য ও শাক-সবজি উপ-খাতে উৎপাদন প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর তুলনায় অর্থবছর ১২-এ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

১.৯ অর্থবছর ১২-এ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি শিল্পখাতে আকর্ষণীয় শতকরা ৯.৫ ভাগের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করেছে, যা অর্থবছর ১১-এ ছিল শতকরা ৮.২ ভাগ (সারণী ১.২)। গত বছরের মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধিও শিল্পখাতের এই প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। বৃহৎ ও মাঝারি আকারের শিল্প উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার বজায় রয়েছে, যদিও তা অর্থবছর ১১-এর তুলনায় সামান্য কমেছে। অন্যদিকে, ক্ষুদ্র আকারের শিল্প উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মূলত এসএমই (SME) খাতে ঋণ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে অর্থায়নের মাধ্যমে হয়েছে। সরকারের নীতিগত সহযোগিতার কারণে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ উপ-খাতে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। গৃহায়ন খাতে উচ্চতর চাহিদার কারণে নির্মাণ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.১০ অর্থবছর ১২-এ সেবাখাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর শতকরা ৬.২ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ৬.১ ভাগ হয়েছে। পাইকারি ও খুচরা বিপণন, আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, শিক্ষা, এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা ইত্যাদি উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি সামান্য হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর তুলনায় অর্থবছর ১২-এ বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী ১.২)।

সারণী ১.২ মোট দেশজ উৎপাদনের খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার

(অর্থবছর ৯৬'র স্থির বাজার মূল্যে শতকরা হার)

খাত/উপ-খাত	অর্থবছর ৯৩-০২ (গড়)	অর্থবছর ০৩-১২ (গড়)	অর্থবছর ১১স	অর্থবছর ১২সা
1| Kwl	3.1	3.9	5.1	2.5
ক) কৃষি ও বনজ	২.৩	৩.৯	৫.১	১.৭
১) শস্য ও শাক-সবজি	২.০	৩.৬	৫.৭	০.৯
২) পশু সম্পদ	২.৮	৪.৫	৩.৫	৩.৪
৩) বনজ সম্পদ	৩.৯	৪.৯	৩.৯	৪.৪
খ) মৎস্য সম্পদ	৬.৪	৪.০	৫.৩	৫.৪
2| wkí	7.2	7.9	8.2	9.5
ক) খনিজ ও খনন	৬.৬	৭.৯	৪.৮	৬.৩
খ) শিল্প	৬.৭	৮.২	৯.৫	৯.৮
১) বৃহৎ ও মাঝারি	৬.৭	৮.৫	১০.৯	১০.৮
২) ক্ষুদ্র	৬.৮	৭.৬	৫.৮	৭.২
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৫.৬	৭.৬	৬.৬	১৪.১
ঘ) নির্মাণ	৮.৬	৭.২	৬.৫	৮.৫
3| ‡mevLvZ	4.8	6.2	6.2	6.1
ক) পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৬.০	৬.৬	৬.৩	৫.৯
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৫.৯	৭.৪	৭.৬	৭.৬
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৫.৫	৭.৪	৫.৭	৬.৬
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৫.১	৮.৯	৯.৬	৯.৫
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড	৩.৫	৪.৩	৪.০	৪.১
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৬.৪	৭.৬	৯.৭	৬.১
ছ) শিক্ষা	৬.৪	৮.৮	৯.৪	৮.৬
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৪.৪	৭.০	৮.৪	৭.৯
ঝ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	২.৯	৪.০	৪.৭	৪.৮
wRwWwc (A_eQi 96Õi w¯'i evRvi g~‡j¨)	4.9	6.2	6.7	6.3

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
স= সংশোধিত, সা= সাময়িক।

PvU 1.1

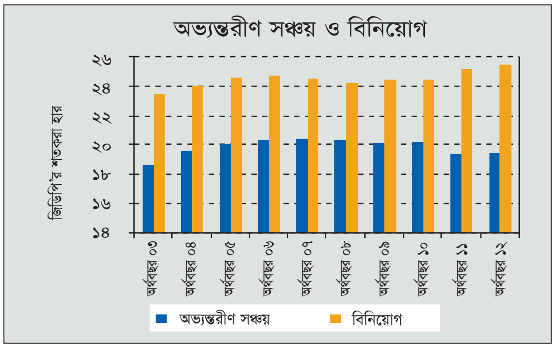

mÂq I wewb‡qvM

১.১১ মোট স্থির বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ১১-এর শতকরা ২৫.২ ভাগের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ২৫.৫ ভাগে দাঁড়ায় (চার্ট ১.১)। একই সময়ে, বেসরকারি বিনিয়োগ-জিডিপি

অনুপাত শতকরা ১৯.৫ ভাগ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ১৯.১ ভাগে দাঁড়ায় এবং সরকারি বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত শতকরা ৫.৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬.৩ ভাগে দাঁড়ায়। জিডিপি'র অনুপাতে জাতীয় সঞ্চয় অর্থবছর ১১-এর শতকরা ২৮.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ২৯.৪ ভাগে দাঁড়ায়। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও একই ধারা পরিলক্ষিত হয়; জিডিপি'র অনুপাতে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় অর্থবছর ১১-এর শতকরা ১৯.৩ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-তে শতকরা ১৯.৪ ভাগে দাঁড়ায়। ফলে, জিডিপি'র শতকরা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগের ব্যবধান অর্থবছর ১১-এর ৫.৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৬.১ ভাগে দাঁড়ায়।

মূল্য পরিস্থিতি

১.১২ গড় মূল্যস্ফীতিতে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায় যা অর্থবছর ১১ শেষের শতকরা ৮.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২ শেষে শতকরা ১০.৬ ভাগে দাঁড়ায়। একই সময়ে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি শতকরা ৪.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১.২ ভাগে দাঁড়ায়, অন্যদিকে খাদ্য মূল্যস্ফীতি শতকরা ১১.৩ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ১০.৫ ভাগে দাঁড়ায়। এ সময়ে যদিও গড় মূল্যস্ফীতি বেড়েছে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি শতকরা ১০.২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ৮.৬ ভাগে দাঁড়ায়। মূলত সরকার নির্ধারিত জ্বালানি তেলের মূল্যের কয়েক দফা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, অর্থবছর ১১-এ গৃহীত মুদ্রানীতির বিলম্বিত প্রভাব এবং দেশীয় মুদ্রার মূল্যের দ্রুত অবচিতির কারণে গড় মূল্যস্ফীতিতে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১.১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১২-এ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা পূরণকল্পে মুদ্রানীতি ভঙ্গি প্রণয়ন অব্যাহত রেখেছে। মুদ্রানীতির এই দৃষ্টিভঙ্গি ঋণের ভিন্ন খাতে ব্যবহার ও অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণপ্রবাহের প্রসারণ সীমিত করার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে উৎপাদনশীল খাতে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো ও রিভার্স রেপো সুদের হার দুই ধাপে বৃদ্ধি করেছে, যা অর্থবছর ১১-এর যথাক্রমে শতকরা ৬.৭৫ ও ৪.৭৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে অর্থবছর ১২-এ যথাক্রমে শতকরা ৭.৭৫ ও ৫.৭৫ ভাগে নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোর নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (CRR) এবং সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা (SLR) যথাক্রমে শতকরা ৬.০ ও ১৯.০ ভাগে বহাল রেখেছে।

চার্ট ১.২

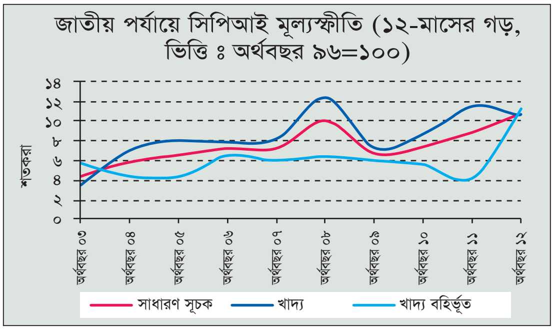

চার্ট ১.৩

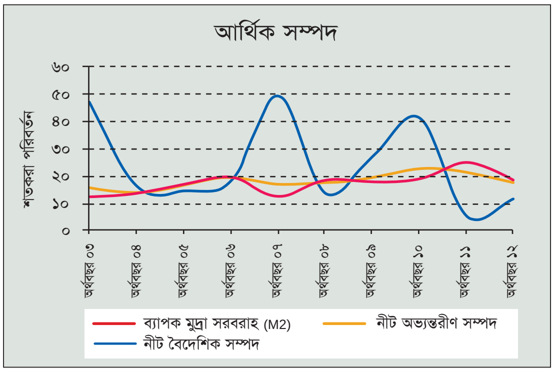

চার্ট ১.৪

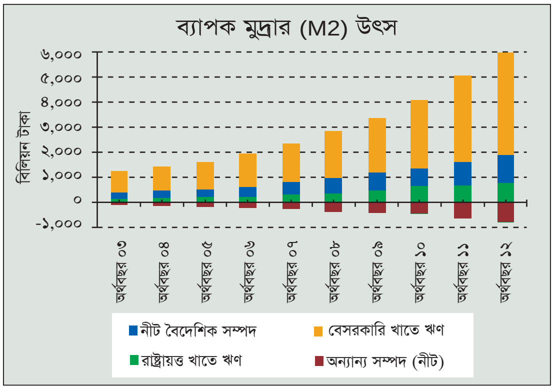

১.১৪ অর্থবছর ১২-এ ব্যাপক মুদ্রার (M2) প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৭.৪ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১১-এর অর্জিত প্রবৃদ্ধি শতকরা ২১.৪ ভাগের তুলনায় কম কিন্তু নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৭.০ ভাগের কাছাকাছি। প্রধানত নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাপক মুদ্রার এ প্রবৃদ্ধি ঘটে। অভ্যন্তরীণ ঋণ শতকরা ১৯.১ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতকরা ১৯.৩ ভাগ প্রকৃত বৃদ্ধির ফলে অর্থবছর ১২-এ ব্যাংকিং খাতে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ শতকরা ১৮.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সরকারি খাতে ঋণ অর্থবছর ১২-এ শতকরা ১৭.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর শতকরা ২৫.৮ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ১৯.৭ ভাগে দাঁড়ায়, যদিও এটা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ১৬.০ ভাগের চেয়ে বেশি।

১.১৫ অর্থবছর ১২-এ ব্যাপক মুদ্রার উপাদানগুলোর মধ্যে মেয়াদি আমানতের প্রবৃদ্ধি (শতকরা ২০.৭ ভাগ) জনসাধারণের হাতে থাকা নোট ও মুদ্রা এবং চলতি আমানত এর প্রবৃদ্ধি (শতকরা ৬.৪ ভাগ) অপেক্ষা বেশি। মুদ্রার আয়গতি (income velocity of money) অর্থবছর ১১ এর ১.৮১ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১.৭৭ এ দাঁড়ায়, যা অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রায়ন (monetisation) এবং আর্থিক গভীরতা (financial deepening) নির্দেশ করে ।

১.১৬ ব্যাংক আগামের ওপর প্রদেয় সুদের ভারীত গড় হার জুন ২০১১ শেষের শতকরা ১২.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১২ শেষে শতকরা ১৩.৮ ভাগে দাঁড়ায়। একই সময়ে, ব্যাংক আমানতের ওপর প্রদেয় সুদের ভারীত গড় হার শতকরা ৭.৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৮.২ ভাগে দাঁড়ায়।

সরকারি অর্থসংস্থান

১.১৭ অর্থবছর ১২-এ জিডিপি'র অনুপাতে বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত সার্বিক বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫.১ ভাগে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১১-এ ছিল শতকরা ৪.৫ ভাগ। বাজেট ঘাটতির অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন অর্থবছর ১১-এর জিডিপি'র শতকরা ৩.৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ জিডিপি'র শতকরা ৩.৮ ভাগে দাঁড়ায়।

চার্ট ১.৫

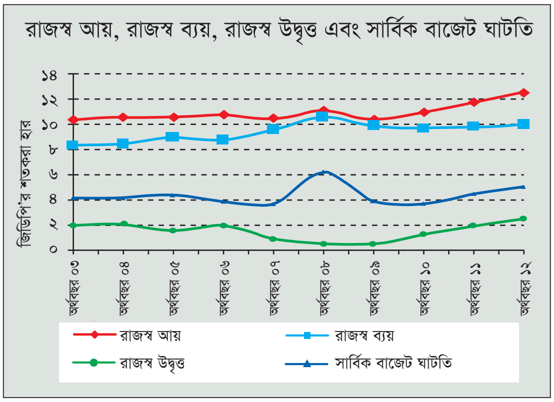
রাজস্ব আয়, রাজস্ব ব্যয়, রাজস্ব উদ্বৃত্ত এবং সার্বিক বাজেট ঘাটতি

চার্ট ১.৬

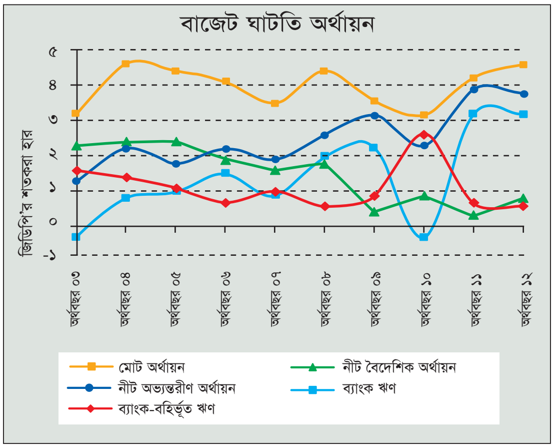
বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

১.১৮ রাজস্ব প্রাপ্তি অর্থবছর ১২-এ জিডিপি'র শতকরা ১২.৬ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২-এ রাজস্ব প্রাপ্তি শতকরা ২৩.৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ১১-এ বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ২২.৫ ভাগ। রাজস্ব প্রাপ্তির প্রবৃদ্ধি প্রধানত আয়কর প্রাপ্তি, কর বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তি এবং সম্পূরক শুল্ক ও রপ্তানি শুল্কসহ অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত কর দ্বারা প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে, আয় ও মুনাফা থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর ৩৫.৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ২৭.৭ শতাংশে দাঁড়ায়।

১.১৯ সরকারি ব্যয় অর্থবছর ১২-এ জিডিপি'র শতকরা ১৭.৬ ভাগ ছিল। অর্থবছর ১২-এ সরকারি ব্যয় শতকরা ২৫.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ১১-এ বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ২৬.২ ভাগ।

১.২০ অর্থবছর ১২-এ কৃষি খাত, শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা, প্রতিরক্ষা সেবা, সামাজিক খাত, সরকারি নির্দেশনা

ও নিরাপত্তা, স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন এবং গৃহায়ন ইত্যাদি খাতসমূহে চলতি ব্যয় প্রাথমিক বরাদ্দকে ছাড়িয়ে গেছে।

বৈদেশিক খাত

১.২১ রপ্তানি আয় অর্থবছর ১১-এর ২২৫৯২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ২৩৯৯২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় এবং আমদানি ব্যয় অর্থবছর ১১-এর ৩০৩৩৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৩১৯৮৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। বাণিজ্য ঘাটতি অর্থবছর ১১-এর ৭৭৪৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৭৯৯৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। প্রবাসীদের আয়ের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় সেবা এবং আয় হিসাবে (প্রাথমিক আয় ও সেকেন্ডারি আয় সহ) ৯৬২৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়। প্রবাসীদের আয়ের অন্তঃপ্রবাহ অর্থবছর ১১-এর ১১৬৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১২৮৪৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ফলশ্রুতিতে, অর্থবছর ১২-এ চলতি হিসাবে ১৬৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়, যা অর্থবছর ১১-এ ছিল ৮৮৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত। প্রাথমিকভাবে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এবং পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলধনী ও আর্থিক হিসাবে ঘাটতি অর্থবছর ১১-এর ১২৭৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ৪৮৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়ে মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত ৬৪২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ৪৬৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ভ্রান্তি ও বাদসমূহকে (net errors and omissions) ধরে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে অর্থবছর ১২-এ ৪৯৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়, যা অর্থবছর ১১-এ ৬৫৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। মোট আন্তর্জাতিক বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ অর্থবছর ১২ শেষে ১০৩৬৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা ৩.৯ মাসের আমদানি ব্যয় মেটাতে সক্ষম হবে।

১.২২ রপ্তানি আয় অর্থবছর ১১-এ জিডিপি'র শতকরা ২০.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ২০.৮ ভাগে দাঁড়ায়। রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি এ সময়ে ৩৯.২ শতাংশ থেকে কমে ৬.২ শতাংশে দাঁড়ায়। যেখানে তৈরি পোশাক, চামড়া, চা এবং অন্যান্য রপ্তানি পণ্যসমূহ ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, সেখানে কিছু রপ্তানি পণ্য যেমন- সার, কাঁচা পাট, টেরী টাওয়েল, পাটজাত দ্রব্য এবং হিমায়িত খাদ্য ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তৈরি পোশাকের মধ্যে ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ শতকরা ১৩.৯

চার্ট ১.৭

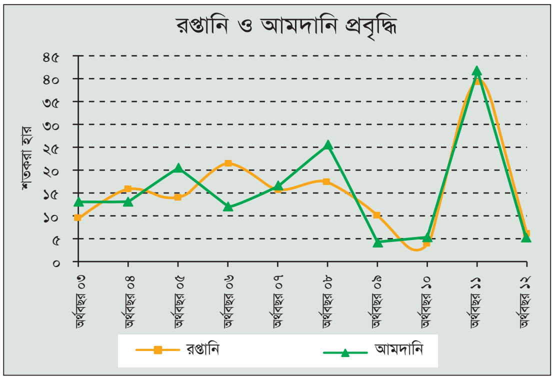

চার্ট ১.৮

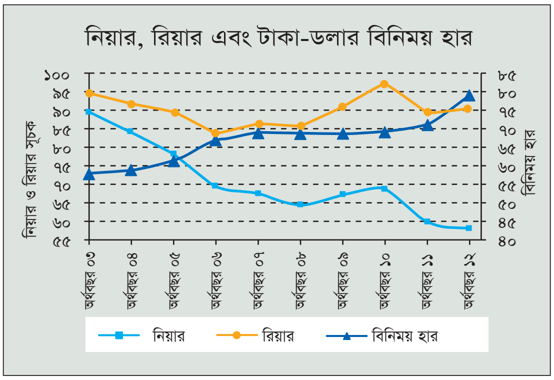

চার্ট ১.৯

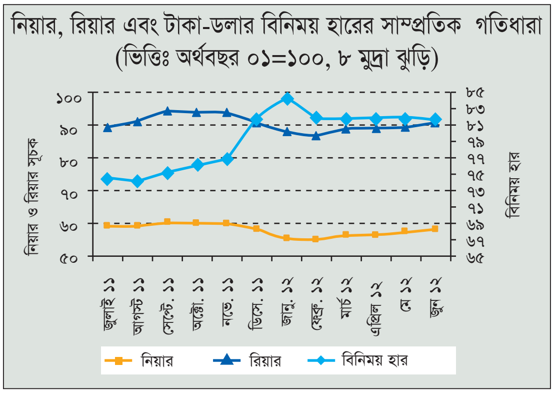

ভাগ প্রবৃদ্ধি এবং নীটওয়্যার দ্রব্য শতকরা ০.০৫ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।

১.২৩ জিডিপি'র অংশ হিসেবে আমদানি ব্যয় অর্থবছর ১১-এর শতকরা ২৭.১ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ২৭.৭ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২-এ আমদানি শতকরা ৫.৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে যা অর্থবছর ১১-এ শতকরা ৪১.৮ ভাগ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। আমদানি ব্যয়ের নিম্নতর প্রবৃদ্ধির প্রধান কারণ হচ্ছে খাদ্যশস্য আমদানির ৫২.৯ শতাংশ হারে হ্রাস, যদিও অর্থবছর ১২-এ অন্যান্য খাদ্যপণ্য, ভোগ্য ও মধ্যবর্তী পণ্য এবং মূলধনী দ্রব্য ও অন্যান্য আমদানি যথাক্রমে ৪৯.৭, ৬.৬ এবং ৫.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.২৪ প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর পরিমিত শতকরা ৬.০ ভাগের বিপরীতে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ১০.২ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।

১.২৫ অর্থবছর ১২-এর কিছুটা সময় জুড়ে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপক চাহিদার কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে কিছুটা অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল। অর্থবছর ১২-এর প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও বৈদেশিক সাহায্য প্রদান হ্রাসের ফলে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতি হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ হ্রাস পায়। অর্থবছর ১২-এর শেষার্ধে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি, স্বল্প আমদানি চাহিদা, প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সক্রিয় পদক্ষেপসমূহের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা প্রশমিত হয়। তারল্যকে কাঙ্খিত পর্যায়ে ধরে রেখে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার চাপ প্রশমনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাবাজারে হস্তক্ষেপ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ থেকে ৬২৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নীট বিক্রির কারণে টাকার মূল্যমানের বৃদ্ধিজনিত চাপ আংশিক নমনীয় হয়। এই আংশিক নমনীয়করণের পরও অর্থবছর ১২-এ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার শতকরা ১০.০ ভাগ অবচিতি হয় (পরিশিষ্ট-২, সারণী ২১)। টাকার নামিক বিনিময় হার জুন ২০১১ শেষের প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৪.১৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১২ শেষে প্রতি মার্কিন ডলারে ৮১.৮২ টাকায় দাঁড়ায়। ৮টি দেশের মুদ্রা ঝুড়ি হিসেবে নির্ণীত টাকার নমিনাল কার্যকর বিনিময় হার (ভিত্তিঃ ২০০০-০১=১০০) অনুযায়ী অর্থবছর ১২-এ টাকার মূল্য শতকরা ২.৮ ভাগ হ্রাস পায়। অন্যদিকে, প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হারে টাকার মূল্য শতকরা ২.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

১.২৬ বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ২০১১ সনের জুন শেষের ২২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সনের জুন শেষে ২২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। তবে জিডিপি'র অংশ হিসেবে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ২০১২ সনের জুন শেষে শতকরা ১৯.৭ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে।

আর্থিক খাতের ইস্যুসমূহ

১.২৭ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য দেশের আর্থিক খাতকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ২০১২ সন জুড়ে বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও অভিঘাত সহনশীল ছিল, যদিও আর্থিক খাতকে জালিয়াতি সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ব্যাংকগুলো সারা বছর জুড়ে তাদের অর্থায়নের ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে এবং ভবিষ্যতের ঋণের চাহিদা পূরণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ঝুঁকি ভারীত মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত অর্থবছর ১২-এ বৃদ্ধি পায়, যা সেপ্টেম্বর ২০১১ এর শতকরা ১০.৩৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১২ এ শতকরা ১১.৩১ ভাগে দাঁড়ায়। অধিকাংশ ব্যাংকই এখন মুখ্য অর্থায়নের (core financing) জন্য প্রবিধিগত বাধ্যবাধকতা (regulatory requirements) সন্তোষজনকভাবে সহজে মেটাতে সক্ষম। ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট নামে একটি নতুন বিভাগ গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত বিভাগ কর্তৃক ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে ব্যাংকগুলো কার্যকরভাবে stress testing পরিচালনা

করছে, যার দ্বারা গৌণ অভিঘাতেও ব্যাংকগুলোর সহনশীলতা নিরূপণ করা যায়। সাম্প্রতিক stress test ফলাফল অনুযায়ী, দুধরনের stress testing এ বেশ রক্ষণশীল অবস্থান গ্রহণ সত্ত্বেও ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিসমূহ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহের প্রতি অভিঘাত সহনশীল ছিল। ইহা শুধুমাত্র ব্যাংকের প্রাথমিক উচ্চ মূলধন বৃদ্ধিই নির্দেশ করে না, বরং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির সক্ষমতা প্রকাশ করে। ব্যাংকিং খাতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং গ্রাহকদের সুরক্ষণে সুদের হার ও ব্যাংকিং সেবার ফি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য পরিশোধ এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে ও কার্যকরী অবদান রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং উপেক্ষিত উৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবেশগম্যতা বাড়ানো হয়েছে।

১.২৮ অর্থবছর ১২-এর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকের একটি শাখায় বিশাল আর্থিক জালিয়াতি সনাক্ত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক দ্রুত বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনকে অবহিত করে এবং জালিয়াতির সাথে যুক্ত অপরাধীদের ন্যায় বিচারের অধীনে আনার প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এই জালিয়াতির তদন্ত করেছে এবং ঋণ অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় ব্যাংকটির দুর্বলতা সনাক্ত করেছে। এছাড়াও ট্রেজারী বিভাগের তহবিল ব্যবস্থাপনার উপর দুর্বল নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ দায় ব্যবস্থাপনা কমিটির অনিয়মিত সভা, ট্রেজারী বিভাগ এবং শাখাসমূহের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয় না থাকা ইত্যাদি সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এই জালিয়াতির পর বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের আর্থিক তত্ত্বাবধান আরো একধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ব্যাংকারদের জালিয়াতি সনাক্ত করা এবং তা রোধ করার কৌশলের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য Fraud Detection and Risk Mitigation Adviser নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এর সহায়তায় একজন পরামর্শক অফ-সাইট ও সরেজমিন তদারকি জোরদার করার জন্য কাজ করছে।

- ঋণপত্র ও অন্যান্য ব্যাংকিং লেনদেন যথাসময়ে পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ইলেক্ট্রনিক ড্যাশবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে ব্যাংকিং কার্যক্রমের অসামঞ্জস্যতা দ্রুতই সনাক্ত করা সম্ভব।

- তফসিলি ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও পরিচালকদের শৃঙ্খলা নথি সংরক্ষণের জন্য Corporate Memory Management System (CMMS) স্থাপন করা হয়েছে।

- ব্যাংকসমূহের বিরাজমান ঝুঁকি বিশেষ করে মূলধন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, উপার্জনশীলতা, তারল্য ইত্যাদি সংক্রান্ত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংকের quick review report প্রস্তুত করা হচ্ছে।

- ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক সনাক্তকৃত গুরুতর অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য সরেজমিনে পরীক্ষা করার জন্য ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগকে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

১.২৯ বিশ্ব অর্থনীতিতে সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি অর্থবছর ১২-এ শতকরা ছয় ভাগের ওপরে প্রশংসনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ইউরোপীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের ফলে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কর্মকাণ্ড ২০১৩ সালে পরিমিতভাবে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত বলে ধারণা করা হয়। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার এ প্রতিকূল প্রেক্ষাপটেও স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনুকূলে রয়েছে। এক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষি এবং শিল্পের দৃঢ় ও টেকসই সম্প্রসারণে সহায়তামূলক সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা অব্যাহত রাখতে হবে। এই নীতি-পদক্ষেপসমূহ অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিধারা যেমন- কৃষি খাতের

পরিমিত প্রবৃদ্ধি, সরকারি রাজস্ব আয়ের বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ খাতসহ অবকাঠামো খাতে অধিক বিনিয়োগ ইত্যাদিকে উদ্দীপিত (reinforce) করবে। এতদ্সংগে স্থিতিশীল মুদ্রা বিনিময় হার এবং হ্রাসমান মূল্যস্ফীতি নির্ধারণে আনুষঙ্গিক অর্জনসমূহ ২০১৩-১৭ এর জন্য হালনাগাদকৃত মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে (Medium Term Macroeconomic Framework) ঘোষিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের অনুকূল সংশোধনে অবদান রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১৩-এ শতকরা ৭.২ ভাগ বৃদ্ধি পাবে, যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৫-এ শতকরা ৮.০ ভাগ হবে এবং পরবর্তীতে শতকরা ৮.০ ভাগ এর কিছুটা বেশি হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ অবকাঠামোর আরও উন্নয়ন ছাড়া এ টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। বিবেচ্য যে, উক্ত খাতসমূহের জন্য এ ধরনের বৃহৎ বিনিয়োগ প্রকল্প সরকারি, বেসরকারি এবং উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টা দ্বারা গৃহীত হতে হবে। অধিকন্তু, প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির অন্তর্নিহিত বিষয় হলো কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অধিক সম্প্রসারণ। এসব খাতের প্রবৃদ্ধি মূলত এসএমই কর্মকাণ্ডের আরও সম্প্রসারণ এবং কৃষিগত দ্রব্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উদ্দীপিত হয়। শিল্পায়নমুখী এবং বিনিয়োগ বান্ধব অর্থনৈতিক নীতিমালা ও কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে মোট দেশজ বিনিয়োগ অর্থবছর ১৩-এর জিডিপি'র শতকরা ২৬.৬ ভাগ থেকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৭-এ শতকরা ৩২.৮ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অর্থবছর ১৩-এ মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে শতকরা ৭.৫ ভাগে দাঁড়াবে এবং ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে কমতে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

১.৩০ বাংলাদেশের গত এক দশকে গড়ে ৬.২ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় অর্জন। অর্থবছর ১৩-এ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জন মূলত সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিবেশে কার্যকরীভাবে বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণের পাশাপাশি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের উপর নির্ভর করবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়াও অন্যান্য দেশগুলো বিশেষ করে আসিয়ান এবং সার্কভুক্ত দেশগুলোতে বাজার প্রসারের প্রতি বাংলাদেশকে জোর দিতে হবে। এসব সুষ্ঠু অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে সামাজিক সূচকসমূহের দ্রুত অগ্রগতির লক্ষ্যে গৃহীত নীতিমালার সম্মিলন বাংলাদেশকে অদূর ভবিষ্যতে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে যথাযথ অবদান রাখবে।

দেশজ প্রকৃত অর্থনীতি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

২.১ অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের মন্থর গতি সত্ত্বেও ব্যাপক অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং অবকাঠামো সুবিধার অব্যাহত সম্প্রসারণ দৃঢ় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে। বিবিএস (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো) এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী অর্থবছর ১২-এ নমিনাল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রাক্কলন করা হয় ৯১৪৭.৮ বিলিয়ন টাকা, যা শতকরা ১৪.৮ ভাগ নমিনাল প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। অর্থবছর ১২-এ দেশের প্রকৃত মাথাপিছু জিডিপি শতকরা ৫.০ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং নমিনাল মাথাপিছু জিডিপি শতকরা ১৩.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায় (চার্ট ২.১)।

২.২ অর্থবছর ১২-এ অর্থনীতির সম্প্রসারণ ছিল ব্যাপকভিত্তিক, যা অর্থনীতির সকল খাত ও উপ-খাতের ধনাত্মক প্রবৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় (সারণী ২.১)। শিল্প খাতের শতকরা ৯.৫ ভাগ উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি, সেবা খাতের শতকরা ৬.১ ভাগ দৃঢ় প্রবৃদ্ধি এবং কৃষি খাতের শতকরা ২.৫ ভাগ পরিমিত প্রবৃদ্ধি আলোচ্য অর্থবছরে জিডিপি'র উক্ত প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখে। অর্থবছর ১২-এ জিডিপি'র শতকরা ৬.৩ ভাগ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিতে সেবা খাতের অবদান (প্রবৃদ্ধির হারে ভারীত হিস্যা) ছিল সর্বোচ্চ ৩.০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট, শিল্প খাতের ২.৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট ও কৃষি খাতের শতকরা ০.৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট ।

সারণী ২.১ জিডিপি'র খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধি

(অর্থবছর ৯৬'র স্থির মূল্যে শতকরা হার)

	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১^{স}	অর্থবছর ১২$^{সা}$
১। কৃষি	**৪.১**	**৫.২**	**৫.১**	**২.৫**
ক) কৃষি ও বনজ	৪.১	৫.৬	৫.১	১.৭
১) শস্য ও শাক-সবজি	৪.০	৬.১	৫.৭	০.৯
২) পশু সম্পদ	৩.৫	৩.৪	৩.৫	৩.৪
৩) বনজ সম্পদ	৫.৭	৫.২	৩.৯	৪.৪
খ) মৎস্য সম্পদ	৪.২	৪.২	৫.৩	৫.৪
২। শিল্প	**৬.৫**	**৬.৫**	**৮.২**	**৯.৫**
ক) খনিজ ও খনন	৯.৮	৮.৮	৪.৮	৬.৩
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	৬.৭	৬.৫	৯.৫	৯.৮
১) বৃহৎ ও মাঝারি	৬.৬	৬.০	১০.৯	১০.৮
২) ক্ষুদ্র	৬.৯	৭.৮	৫.৮	৭.২
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৫.৯	৭.৩	৬.৬	১৪.১
ঘ) নির্মাণ	৫.৭	৬.০	৬.৫	৮.৫
৩। সেবা	**৬.৩**	**৬.৫**	**৬.২**	**৬.১**
ক) পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৬.২	৫.৯	৬.৩	৫.৯
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৭.৬	৭.৬	৭.৬	৭.৬
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৮.০	৭.৭	৫.৭	৬.৬
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৯.০	১১.৬	৯.৬	৯.৫
১) মনিটারী প্রাতিষ্ঠানিক সেবা (ব্যাংক)	৯.১	১০.৫	৯.০	৯.৪
২) বীমা	৮.৪	১৪.৯	১১.৬	৯.৮
৩) অন্যান্য	১১.১	১৬.১	১০.১	৯.৯
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড	৩.৮	৩.৯	৪.০	৪.১
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৭.০	৮.৪	৯.৭	৬.১
ছ) শিক্ষা	৮.১	৯.২	৯.৪	৮.৬
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৭.২	৮.১	৮.৪	৭.৯
ঝ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৪.৭	৪.৭	৪.৭	৪.৮
জিডিপি (অর্থবছর ৯৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	**৫.৭**	**৬.১**	**৬.৭**	**৬.৩**

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
স= সংশোধিত, সা= সামায়িক।

চার্ট ২.১

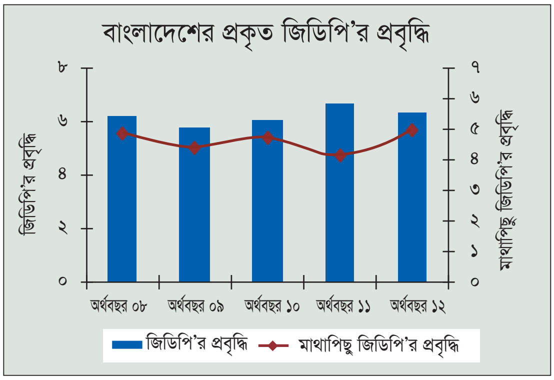

কৃষি খাত

২.৩ অর্থবছর ১২-এ জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান ছিল শতকরা ১৯.৩ ভাগ, যেখানে অর্থবছর ১১-এ উক্ত হার ছিল শতকরা ২০.০ ভাগ। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষি উপকরণের দামে ভর্তুকিসহ অব্যাহত নীতি সহায়তা,

সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত সার বিতরণ, সেচের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, বর্ধিত ঋণ সুবিধা এবং উৎপাদিত পণ্যের উচ্চতর সংগ্রহমূল্য কৃষি খাতের সম্প্রসারণে সহায়তা করে। আলোচ্য বছরে বড় ধরনের বন্যা ও সাইক্লোনের অনুপস্থিতি এবং সামগ্রিক অনুকূল আবহাওয়া এ খাতের প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখে।

কৃষি খাতের মধ্যে মৎস্য উপ-খাতে সর্বোচ্চ এবং বনজ সম্পদ উপ-খাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। মৎস্য সম্পদ উপ-খাতে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৫.৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যা অর্থবছর ১১-এ ছিল শতকরা ৫.৩ ভাগ। বনজ সম্পদ উপ-খাতে গত অর্থবছরের শতকরা ৩.৯ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৪.৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। পশু সম্পদ উপ-খাত অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৩.৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যা অর্থবছর ১১-এ ছিল শতকরা ৩.৫ ভাগ। অন্যদিকে, শস্য ও শাক-সবজি উপখাতে অর্থবছর ১১-এর শতকরা ৫.৭ ভাগ প্রবৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ১২-এ শতকরা ০.৯ ভাগ নিম্নতর মাত্রার প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

২.৪ অর্থবছর ১২-এ সামগ্রিক খাদ্যশস্য উৎপাদন (আউশ, আমন, বোরো এবং গম) অর্থবছর ১১-এর ৩৪.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে শতকরা ০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। বছরের অপেক্ষাকৃত অপ্রধান ফসল আউশের উৎপাদন অর্থবছর ১১-এর ২.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন এর তুলনায় শতকরা ৯.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ২.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় প্রধান ফসল আমনের উৎপাদন অর্থবছর ১২-এ ১২.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টনে অপরিবর্তিত থাকে। একক বৃহত্তম বার্ষিক ফসল বোরোর উৎপাদন অর্থবছর ১১-এর ১৮.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে শতকরা ০.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১৮.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে গম উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৩.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১১-এ গম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ০.৯৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং অর্থবছর ১২-তে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন ।

শিল্প খাত

২.৫ আলোচ্য অর্থবছরে শিল্পখাত সবচেয়ে বিকাশমান খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়, এর প্রায় সকল প্রধান উপ-খাত অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ-এ উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। জিডিপি'তে শিল্প খাতের অবদান শতকরা ৩১.৩ ভাগ; এ খাতে অর্থবছর ১২-এ জোরালো শতকরা ৯.৫ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যা অর্থবছর ১১-এ ছিল শতকরা ৮.২ ভাগ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এসএমই) পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ ও অন্যান্য অর্থায়ন শিল্পখাতে এ উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে। অপেক্ষাকৃত অপ্রধান খনিজ ও খনন উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর শতকরা ৪.৮ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৬.৩ ভাগে দাঁড়ায়। ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাতে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৯.৮ ভাগ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যা অর্থবছর ১১-এ ছিল শতকরা ৯.৫ ভাগ। সার্বিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উৎপাদনে ক্ষুদ্র ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাত প্রায় শতকরা ২৮.০ ভাগ অবদান রাখে। এ উপ-খাত মূলত বহিঃ অভিঘাত থেকে মুক্ত ও দেশীয় কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল। এ উপ-খাত অর্থবছর ১১ এর শতকরা ৫.৮ ভাগ বৃদ্ধির বিপরীতে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৭.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাতে অর্জিত প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর শতকরা ১০.৯ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ১২-এ শতকরা ১০.৮ ভাগে দাঁড়ায়।

সারণী ২.২ বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক

(ভিত্তি : ১৯৮৮-৮৯=১০০)

উপ-খাত	ভার	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১^{স}	অর্থবছর ১২$^{সা}$
খাদ্য, পানীয় ও তামাক	২২.১	২৮৮.০	৩১৩.১	৩৪৪.০	৩৫৫.৪
পাট, তুলা, ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ এবং চামড়া	৩৮.২	৫৬৩.৬	৫৮১.৪	৭৫৪.৬	৮৯৯.৪
কাঠজাত দ্রব্য (আসবাবপত্রসহ)	০.২	৩০৯.২	৩১০.২	৩১৯.৫	৩০৬.১
কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য	৪.৭	৪৯৫.১	৫০২.৯	৪৯২.৫	৫১৭.২
রাসায়নিক দ্রব্য, পেট্রোলিয়াম ও রাবার	২৪.০	৩২৭.৩	৪০০.৩	৩৪৩.৫	৩৭৪.৫
অধাতব দ্রব্য	২.৮	৫১৪.৯	৫২৭.৩	৫৪৭.২	৫৫৭.২
মৌলিক ধাতব দ্রব্য	২.১	৩৫১.৬	২০৬.৪	২৭৪.২	২৬৯.৬
রূপান্তরিত ধাতব দ্রব্য	৫.৯	১৭৮.৯	১৯৪.২	১৯৭.৮	২১৪.৯
ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সাধারণ সূচক	**১০০**	**৪১৩.৪**	**৪৪২.১**	**৫০২.৯**	**৫৭০.৪**

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
স= সংশোধিত, সা= সাময়িক।

শিল্প উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচক (QIP), অর্থবছর ১১-এর তুলনায় অর্থবছর ১২-এ শতকরা ১৩.৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে (সারণী ২.২)। অর্থবছর ১২-এ প্রধান দুটি রপ্তানি পণ্য পোশাক পরিচ্ছদ ও নীটওয়্যার এর রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৩.৯ ও ০.০৫ ভাগ। অন্যদিকে, আলোচ্য অর্থবছরে কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্যাদি রপ্তানিতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

নির্মাণ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর শতকরা ৬.৫ ভাগ থেকে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৮.৫ ভাগে বৃদ্ধি পায়। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর শতকরা ৬.৬ ভাগ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ১৪.১ ভাগে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য যে, অর্থবছর ১২-এ আলোচ্য উপ-খাতে প্রশংসনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন সত্ত্বেও বৃহৎ আকারের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চাহিদা (যা বিদ্যুৎ বিভ্রাটে প্রতিফলিত হয়েছে) অব্যাহত থাকে, যা শহর ও গ্রামাঞ্চলের অনেক সম্ভাবনাময় প্রবৃদ্ধি সহায়ক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করে।

সেবা খাত

২.৬ সেবা খাত, যা অর্থনীতির সর্ববৃহৎ খাত, অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশের মোট জিডিপি'তে প্রায় অর্ধেক (শতকরা ৪৯.৫ ভাগ) অবদান রাখে। তন্মধ্যে, পাইকারি ও খুচরা বিপণন শতকরা ১৪.৩ ভাগ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ শতকরা ১০.৭ ভাগ, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড শতকরা ৬.৯ ভাগ এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা উপ-খাত শতকরা ৬.৬ ভাগ অবদান রাখে। সেবা খাতের সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এ অর্জিত শতকরা ৬.২ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৬.১ ভাগে দাঁড়ায়। কিছুটা তারতম্য থাকা সত্ত্বেও, এ সব উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয় (সারণী ২.১)। সেবা খাতে পাইকারি ও খুচরা বিপণন উপ-খাতের অবদান শতকরা ২৯.০ ভাগ; এ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার অর্থবছর ১১-এর শতকরা ৬.৩ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৫.৯ ভাগে দাঁড়ায়। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ উপ-খাত অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা অর্থবছর ১১-এ ছিল শতকরা ৫.৭ ভাগ। ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা উপ-খাতে অর্থবছর ১২-এ আকর্ষণীয় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। যোগাযোগ সেবা বিশেষত মোবাইল ফোন সেবার বাজার টেলিযোগাযোগ শিল্পের কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করে। ব্যাপক ভোক্তা চাহিদা উক্ত উপ-খাতের প্রবৃদ্ধিকে চালিত করে। অর্থবছর ১২-এ রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে শতকরা ৪.১ এবং ৪.৮ ভাগ অর্জিত হয়, যেখানে অর্থবছর ১১-এ উল্লেখিত উপ-খাতদ্বয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে শতকরা ৪.০ এবং ৪.৭ ভাগ। আলোচ্য অর্থবছরে সেবা খাতের অন্যান্য উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর তুলনায় হ্রাস পায়। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর যথাক্রমে শতকরা ৯.৭, ৯.৪ ও ৮.৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ যথাক্রমে শতকরা ৬.১, ৮.৬ ও ৭.৯ ভাগে দাঁড়ায়। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক

সারণী ২.৩ জিডিপি'র খাতওয়ারী অবদান

(অর্থবছর ৯৬'র স্থির উৎপাদক মূল্যে (Producer prices) শতকরা অংশ)

	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১$^{\text{স}}$	অর্থবছর ১২$^{\text{সা}}$
১। কৃষি	**২০.৫**	**২০.৩**	**২০.০**	**১৯.৩**
ক) কৃষি ও বনজ	১৫.৮	১৫.৮	১৫.৬	১৪.৯
১) শস্য ও শাক-সবজি	১১.৪	১১.৪	১১.৩	১০.৭
২) পশু সম্পদ	২.৭	২.৭	২.৬	২.৫
৩) বনজ সম্পদ	১.৮	১.৭	১.৭	১.৭
খ) মৎস্য সম্পদ	৪.৬	৪.৫	৪.৪	৪.৪
২। শিল্প	২৯.৯	২৯.৯	৩০.৪	৩১.৩
ক) খনিজ ও খনন	১.২	১.৩	১.৩	১.৩
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১৭.৯	১৭.৯	১৮.৪	১৯.০
১) বৃহৎ ও মাঝারি	১২.৭	১২.৭	১৩.২	১৩.৮
২) ক্ষুদ্র	৫.২	৫.৩	৫.২	৫.৩
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	১.৬	১.৬	১.৬	১.৭
ঘ) নির্মাণ	৯.১	৯.১	৯.১	৯.৩
৩। সেবা	**৪৯.৬**	**৪৯.৮**	**৪৯.৬**	**৪৯.৫**
ক) পাইকারি ও খুচরা বিপণন	১৪.৪	১৪.৪	১৪.৩	১৪.৩
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	০.৭	০.৭	০.৭	০.৭
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১০.৭	১০.৮	১০.৭	১০.৭
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১.৯	১.৯	২.০	২.১
১) মনিটারী প্রাতিষ্ঠানিক সেবা (ব্যাংক)	১.৪	১.৪	১.৫	১.৫
২) বীমা	০.৪	০.৪	০.৫	০.৫
৩) অন্যান্য	০.১	০.১	০.১	০.১
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড	৭.৩	৭.২	৭.০	৬.৯
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৮	২.৮	২.৯	২.৯
ছ) শিক্ষা	২.৬	২.৭	২.৮	২.৮
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.৩	২.৪	২.৪	২.৫
ঝ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৬.৯	৬.৮	৬.৭	৬.৬
জিডিপি (অর্থবছর ৯৬'র স্থির উৎপাদক মূল্যে)	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
স= সংশোধিত, সা= সাময়িক।

সেবা উপ-খাতে অর্থবছর ১১-এ অর্জিত শতকরা ৯.৬ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৯.৫ ভাগ নিম্ন প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। যদিও মনিটারী প্রাতিষ্ঠানিক সেবা (ব্যাংক) উপ-খাতে অর্থবছর ১১-এ অর্জিত শতকরা ৯.০ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৯.৪ ভাগ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

জিডিপি'র খাত ভিত্তিক কাঠামো

২.৭ জিডিপি'র খাত ভিত্তিক অবদান থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, কৃষি খাতে শস্য ও শাক-সবজি উপ-খাতের অংশ (সার্বিক কৃষি খাতে এর অবদান শতকরা ৫৫.৭ ভাগ) অর্থবছর ১১-এর শতকরা ১১.৩ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ১০.৭ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ২.৩)। পশু সম্পদ উপ-খাতের অংশ অর্থবছর ১১-এর শতকরা ২.৬ ভাগ থেকে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ২.৫ ভাগে হ্রাস পায়। অন্যদিকে, বনজ সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ উপ-খাতের অংশ অর্থবছর ১২-এ যথাক্রমে শতকরা ১.৭ ও ৪.৪ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে। শিল্প খাতে ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ উপ-খাতের অবদান আলোচ্য অর্থবছরে বৃদ্ধি পায়; তবে, খনিজ ও খনন উপ-খাতের অংশ অপরিবর্তিত থাকে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ উপ-খাতের নিম্ন হিস্যা (শতকরা ১.৭ ভাগ) আংশিকভাবে সরবরাহজনিত বাধাকে প্রতিফলিত করে, যা অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। সেবা খাতে আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক উপ-খাতের অংশ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকাণ্ড এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা উপ-খাতের অংশ কিছুটা হ্রাস পায়। সেবা খাতের অন্যান্য উপ-খাতের অবদান আলোচ্য অর্থবছরে অপরিবর্তিত থাকে (সারণী ২.৩)।

২.৮ সারণী ২.৩ থেকে আমরা দেখতে পাই জিডিপি'র খাতভিত্তিক কাঠামোতে হিস্যা কৃষি খাত থেকে শিল্প ও সেবা খাতের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। অর্থবছর ১২-এ জিডিপি'তে কৃষি খাতের অংশ অর্থবছর ১১-এর শতকরা ২০.০ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ১৯.৩ ভাগে দাঁড়ায়; সেবা খাতের অংশও অর্থবছর ১১-এর শতকরা ৪৯.৬ ভাগ থেকে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৪৯.৫ ভাগে সামান্য হ্রাস পায়; এবং শিল্প খাতের অংশ অর্থবছর ১১-এর শতকরা ৩০.৪ ভাগ থেকে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৩১.৩ ভাগে বৃদ্ধি পায়।

সারণী ২.৪ ব্যয় ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন

(চলতি বাজার মূল্যেঃ বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১^{স}	অর্থবছর ১২$^{সা}$
অভ্যন্তরীণ চাহিদা	**৬৪১১.৩**	**৭২৪২.৮**	**৮৪৩৪.০**	**৯৭০৪.১**
ভোগ	**৪৯১২.৯**	**৫৫৪৭.৭**	**৬৪৩০.২**	**৭৩৭৬.৩**
বেসরকারি	৪৫৮৯.৪	৫১৭৫.০	৫৯৬৯.৪	৬৮৫৮.২
সরকারি	৩২৩.৫	৩৭২.৭	৪৬০.৯	৫১৮.১
বিনিয়োগ	**১৪৯৮.৪**	**১৬৯৫.১**	**২০০৩.৮**	**২৩২৭.৮**
বেসরকারি	১২০৯.৪	১৩৪৬.৯	১৫৫৪.৪	১৭৫১.০
সরকারি	২৮৯.০	৩৪৮.২	৪৪৯.৩	৫৭৬.৭
সম্পদের ভারসাম্য	**-৪৩৮.০**	**-৪৫৯.০**	**-৬৯৩.৯**	**-৯৪৪.৬**
রপ্তানি	১১৯৪.৪	১২৭৮.০	১৮২৪.৫	২২৮৬.৫
আমদানি	১৬৩২.৪	১৭৩৬.৯	২৫১৮.৪	৩২৩১.১
মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়	**৫৯৭৩.২**	**৬৭৮৩.৯**	**৭৭৪০.১**	**৮৭৫৯.৪**
মোট দেশজ উৎপাদন	**৬১৪৮.০**	**৬৯৪৩.২**	**৭৯৬৭.০**	**৯১৪৭.৮**
পারিসাংখ্যিক পার্থক্য	১৭৪.৭	১৫৯.৪	২২৬.৯	৩৮৮.৪

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
স= সংশোধিত, সা= সাময়িক।

ব্যয়-ভিত্তিক জিডিপি

২.৯ অর্থবছর ১২-এ ব্যয়-ভিত্তিক নমিনাল জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯১৪৭.৮ বিলিয়ন টাকা, যাতে অর্থবছর ১১-এর তুলনায় শতকরা ১৪.৮ ভাগ নমিনাল প্রবৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়েছে (সারণী ২.৪)। অর্থবছর ১২-এ চলতি বাজার মূল্যে অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯৭০৪.১ বিলিয়ন টাকা, যাতে অর্থবছর ১১-এর তুলনায় শতকরা ১৫.১ ভাগ বৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়েছে।

২.১০ সারণী ২.৪ থেকে দেখা যায় অর্থবছর ১২-এ মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়ে ভোগ ব্যয়ের অবদান শতকরা ৮৪.২ ভাগ; যেখানে বিনিয়োগ ব্যয়ের অবদান শতকরা ২৬.৬ ভাগ এবং সম্পদ ভারসাম্যের অবদান ঋণাত্মক

শতকরা ১০.৮ ভাগ। অর্থবছর ১২-এ বিনিয়োগ ব্যয় নমিনাল অর্থে শতকরা ১৬.২ ভাগ এবং ভোগ ব্যয় শতকরা ১৪.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২.১১ মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জিডিপি'র শতকরা হিসেবে অর্থবছর ১১-এর ১৯.৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১৯.৪ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ২.৫, চার্ট ২.২)। অর্থবছর ১২-এ মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় শতকরা ১৫.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে বেসরকারি খাতের সঞ্চয় হিস্যা অর্থবছর ১১-এর ১৭.৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১৮.০ ভাগ হয়; এবং সরকারি খাতের সঞ্চয় হিস্যা অর্থবছর ১২-এ ১.৪ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে। নীট উপকরণ আয় (এনএফআই) এর উচ্চ অন্তঃপ্রবাহের কারণে জিডিপি'র শতকরা হিসেবে মোট জাতীয় সঞ্চয় (GNS) অর্থবছর ১১-এর ২৮.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ২৯.৪ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২-এ নীট উপকরণ আয় (NFI) শতকরা ২৪.০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

২.১২ জিডিপি'র শতকরা হিসেবে বিনিয়োগ অর্থবছর ১২-এ ২৫.৫ ভাগে দাঁড়ায় যা অর্থবছর ১১-এ ছিল ২৫.২ ভাগ (সারণী ২.৫, চার্ট ২.৩)। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে বেসরকারি বিনিয়োগ অর্থবছর ১১-এর ১৯.৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১৯.১-ভাগে দাঁড়ায় এবং সরকারি বিনিয়োগ অর্থবছর ১১-এর ৫.৬ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৬.৩ ভাগে দাঁড়ায়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি'তে) গত বছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থবছর ১২-এ জিডিপি'র শতকরা হিসেবে বিনিয়োগের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.১৩ জিডিপি'র শতকরা হিসেবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান অর্থবছর ১১-এর ৫.৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৬.১-এ দাঁড়ায় (সারণী ২.৫)। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান বিদেশ থেকে আগত নীট উপকরণ আয় দ্বারা মেটানো হয়েছে।

সারণী ২.৫ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

(জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে)

	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১^{স}	অর্থবছর ১২$^{সা}$
সরকারি				
বিনিয়োগ	৪.৭	৫.০	৫.৬	৬.৩
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১.৩	১.৪	১.৪	১.৪
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়- বিনিয়োগ ব্যবধান	-৩.৪	-৩.৬	-৪.২	-৪.৯
বেসরকারি				
বিনিয়োগ	১৯.৭	১৯.৪	১৯.৫	১৯.১
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৮.৮	১৮.৮	১৭.৯	১৮.০
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান	-০.৯	-০.৬	-১.৬	-১.১
মোট				
বিনিয়োগ	২৪.৪	২৪.৪	২৫.২	২৫.৫
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২০.১	২০.১	১৯.৩	১৯.৪
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবধান	-৪.৩	-৪.৩	-৫.৯	-৬.১
জাতীয় সঞ্চয়	২৯.৬	৩০.০	২৮.৮	২৯.৪

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
স= সংশোধিত, সা= সাময়িক।

চার্ট ২.২

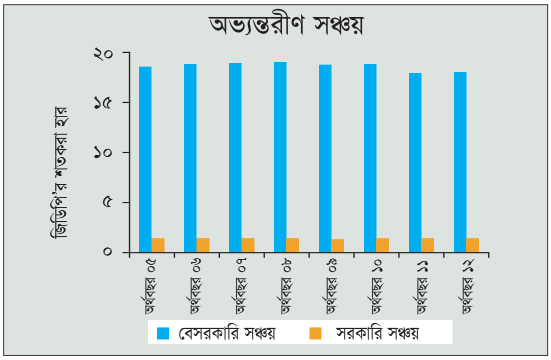

চার্ট ২.৩

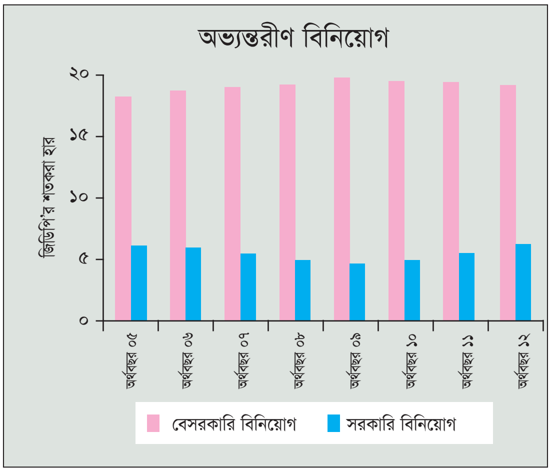

gj¨ I gRwi

ˆewkK gj¨ùxwZi `k¨cU

3.1 wekR‡o Lv`¨cY¨ Ges Acwi‡kwaZ Rvjwb †Z‡ji D”Pg‡j¨i †cwÖ¶‡Z 2011 m‡b ˆewkK gj¨ùxwZ ew× cvq| h³ivó Ges BD‡iv AÂ‡j `‡e¨i gj¨ ewׅi d‡j D³ AÂj¸‡jvi mvaviY ev †nWjvBb gj¨ùxwZ ew× cvq| GKB mg‡q G †`k¸‡jv‡Z D”P nv‡i †eKviZ Ae¨vnZ _vKvq †Kvi (core) gj¨ùxwZ Ges gRwii wbg nvi we`¨gvb _v‡K| Z‡e wbqwšZ gRwi Ges mvgwMK Pvwn`v Kg _vK‡j A_eQi 12-G ˆewkK gj¨ùxwZ gvSwi chv‡q _vK‡e e‡j Avkv Kiv hvq| Z‡e, Dbqbkxj †`k¸‡jv‡Z gj¨ùxwZi IVvbvgv (volatility) D”P chv‡q _vK‡Z cv‡i|

evsjv‡`‡ki †fv³vgj¨

3.2 A_eQi 12-G evsjv‡`‡ki gj¨ùxwZ‡Z wgkaviv cwijw¶Z nq| MZ A_eQi †_‡K gj¨ùxwZi G Pvc evo‡Z ïi“ K‡iwQj, hv †de“qwi 2012 G m‡ev”P chv‡q †cŠ‡Q (kZKiv 11.0 fvM) Z‡e gvP gvm †_‡K Zv nvm †c‡Z ïi“ K‡i| Rb 2012 G Zv nvm †c‡q kZKiv 10.6 fv‡M `vovq| Lv`¨, Rvjwb I mv‡ii gj¨mn AvšRwZK c‡Y¨i Ae¨vnZ gj¨ ew×, g`v mieiv‡n j¶¨gvÎvi †P‡q †ewk cew×, UvKvi AewPwZ (depreciation) Ges Af¨šixY evRv‡i Rvjwb †Zj I †c‡Uvwjqv‡gi wbqšYgjK gj¨ miKvi KZK K‡qK `dv ew× Kivi Kvi‡Y gj¨ùxwZi ew× Ae¨vnZ _v‡K| ev‡iv gvmwfwËK Mo gj¨ùxwZ (wfwË A_eQi 96=100) Rb 2011 Gi kZKiv 8.8 fvM †_‡K ew× †c‡q Rb 2012 †k‡l kZKiv 10.6 fv‡M `vovq (mviYx 3.2, PvU 3.1)| G gj¨ùxwZ A_eQi 12-Gi RvZxq ev‡R‡Ui j¶¨gvÎv kZKiv 7.5 fvM A‡c¶v †ewk wQj| Acic‡¶, ev‡iv gv‡mi †fv³v gj¨mPKwfwËK c‡q›U-U-c‡q›U gj¨ùxwZ Rb 2011 Gi kZKiv 10.2 fvM †_‡K nvm †c‡q Rb 2012 †k‡l kZKiv 8.6 fv‡M `vovq| Z‡e, G nv‡mi nvi mw¯i wQj bv| c‡q›U-U-c‡q›U gj¨ùxwZ 2011 m‡bi †m‡Þ¤i gv‡m m‡ev”P chv‡q kZKiv 12.0 fv‡M †cŠ‡Q Ges Rvbqwi 2012 Gi c‡i Zv nvm †c‡Z ïi“ K‡i| gjZ Lv`¨ Ges Lv`¨-ewnfZ cY¨gj¨ Kg

PvU 3.1

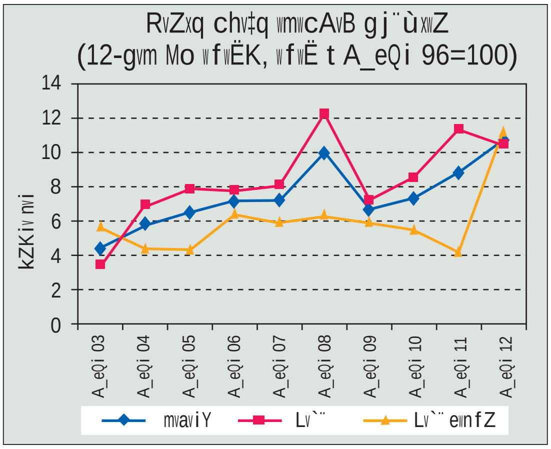

mviYx 3.1 gvwmK gj¨ùxwZ cwieZ‡bi nvi

gvm	mvaviY	Lv`¨	Lv`¨-ewnfZ
RjvB 11	2.25	2.96	1.05
AvM÷ 11	1.94	1.69	2.57
†m‡Þ¤i 11	2.00	2.81	0.42
A‡±vei 11	0.41	0.29	0.62
b‡f¤i 11	0.23	-0.29	1.24
wW‡m¤i 11	-0.08	-0.74	1.22
Rvbqwi 12	1.60	1.29	2.18
†de“qwi 12	-0.31	-1.01	0.99
gvP 12	0.39	0.30	0.59
Gwcj 12	-0.05	-0.14	0.11
†g 12	-0.65	-1.00	0.03
Rb 12	0.56	0.80	0.13

Drm: evsjv‡`k cwimsL¨vb e¨‡iv|

থাকার কারণে এ মূল্যস্ফীতি কম ছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চালুকৃত কোর (খাদ্য ও জ্বালানি পণ্য বহির্ভূত) মূল্যস্ফীতিতেও একই ধারা পরিলক্ষিত হয় এবং জুন ২০১২ শেষে তা শতকরা ৭.৯ ভাগে দাঁড়ায়।

মূলত উচ্চ খাদ্যমূল্যের কারণে বাংলাদেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। অর্থবছর ১২ এ বার্ষিক গড় এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে মিশ্রধারা পরিলক্ষিত হয়। বার্ষিক গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১১ এর শতকরা ১১.৩ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১২ এ শতকরা ১০.৫ ভাগে পৌঁছায়। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন ২০১১ শেষের শতকরা ১২.৫ ভাগ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১২ শেষে শতকরা ৭.১ ভাগে দাঁড়ায়।

অর্থবছর ১২ শেষে বার্ষিক গড় এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতিতে উর্ধ্বমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। বার্ষিক গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০১১ এর শতকরা ৪.২ ভাগ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১২ এ শতকরা ১১.২ ভাগে এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন ২০১১ এর শতকরা ৫.৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১২ এ শতকরা ১১.৭ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ৩.২, চার্ট ৩.১)। আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামের উচ্চ মূল্যের কারণে এ খাতে ভর্তুকির বোঝা কমাতে অভ্যন্তরীণ বাজারে কয়েকবার জ্বালানি তেলের মূল্যের উর্ধ্বমুখী সমন্বয় করতে সরকার বাধ্য হয়েছে। এ উর্ধ্বমুখী সমন্বয়ের ফলে অর্থবছর ১২ শেষে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার বৃদ্ধি পায় (বক্স ৩.১)।

৩.৩ শহর এলাকার মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধির হার গ্রামীণ এলাকার মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি ছিল। এর কারণ, মূল্যস্ফীতিতে খাদ্যপণ্যের ভার (weight) শহরের (৪৮.৮০) তুলনায় গ্রামে (৬২.৯৬) বেশি। গ্রামীণ এলাকায় ভোক্তা মূল্যসূচকের ভিত্তিতে নির্ণীত বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১১ শেষের শতকরা ৯.৪ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২ শেষে শতকরা ১০.২ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ৩.২, চার্ট ৩.৩)। গ্রামীণ খাদ্য মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১১ শেষের শতকরা ১২.০ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২ শেষে শতকরা ৯.৭ ভাগে দাঁড়ায়, যেখানে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১১ শেষের শতকরা ৪.২ ভাগ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২ শেষে শতকরা ১১.২ ভাগে দাঁড়ায়।

চার্ট ৩.২

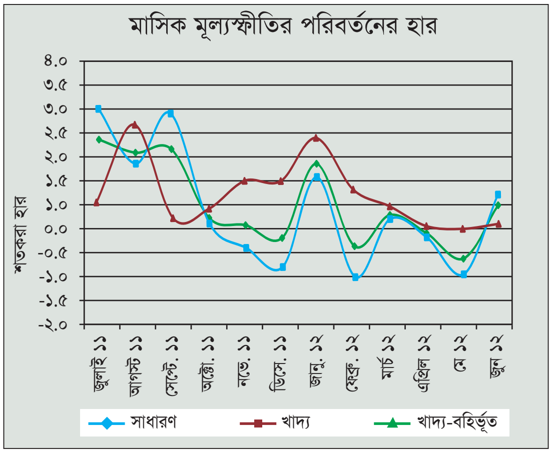

সারণী ৩.২ বার্ষিক গড়ভিত্তিক ভোক্তা মূল্যসূচকে নির্ণীত মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি ঃ অর্থবছর ১৯৯৬ = ১০০)

বিভাগ	ভার	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
ক) জাতীয় পর্যায়				
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২২১.৫৩	২৪১.০২	২৬৬.৬১
		(৭.৩১)	(৮.৮০)	(১০.৬২)
খাদ্য	৫৮.৮৪	২৪০.৫৫	২৬৭.৮৩	২৯৫.৮৬
		(৮.৫৩)	(১১.৩৪)	(১০.৪৭)
খাদ্য বহির্ভূত	৪১.১৬	১৯৬.৮৪	২০৫.০১	২২৭.৮৭
		(৫.৪৫)	(৪.১৫)	(১১.১৫)
খ) গ্রামীণ				
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২২৩.৩৯	২৪৪.৩৮	২৬৯.৩১
		(৭.১৬)	(৯.৪০)	(১০.২০)
খাদ্য	৬২.৯৬	২৩৫.৭৬	২৬৪.১৩	২৮৯.৮২
		(৭.৯৬)	(১২.০৩)	(৯.৭৩)
খাদ্য বহির্ভূত	৩৭.০৪	২০২.৩৬	২১০.৮১	২৩৪.৪৭
		(৫.৬২)	(৪.১৮)	(১১.২২)
গ) শহর				
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২১৬.৯৮	২৩২.৮১	২৬০.০১
		(৭.৬৯)	(৭.৩০)	(১১.৬৮)
খাদ্য	৪৮.৮০	২৫২.২১	২৭৬.৮২	৩১০.৫৮
		(৯.৮৫)	(৯.৭৬)	(১২.২০)
খাদ্য বহির্ভূত	৫১.২০	১৮৩.৪০	১৯০.৮৭	২১১.৮২
		(৪.৯৯)	(৪.০৭)	(১০.৯৮)

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার নির্দেশক।

৩.৪ শহর এলাকায় ভোক্তা মূল্যসূচকভিত্তিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১১ শেষের শতকরা ৭.৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২ শেষে শতকরা ১১.৭ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ৩.২, চার্ট ৩.৪)। শহর এলাকায় ভোক্তা মূল্যসূচকের ভিত্তিতে নির্ণীত খাদ্য মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১১

শেষের শতকরা ৯.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২ শেষে শতকরা ১২.২ ভাগে দাঁড়ায়। এ মূল্যস্ফীতি ২০১২ সনের জানুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ শতকরা ১২.৬ ভাগে পৌঁছায়। খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতিও অর্থবছর ১১ শেষের শতকরা ৪.১ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২ শেষে শতকরা ১১.০ ভাগে দাঁড়ায়।

অর্থবছর ১২-এর প্রথম কয়েক মাসে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যমূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। মূলত বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১২-এর শেষের কয়েক মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যমূল্য হ্রাস পেতে শুরু করে।

আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যমূল্য কমতে থাকায় তা অভ্যন্তরীণ বাজারেও মূল্যের চাপকে কিছুটা কমিয়ে আনে। অপরপক্ষে, অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিও খাদ্য মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনতে সহায়তা করে।

বোরো ধানের উৎপাদন অর্থবছর ১১-এর ১৮.৬২ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ দাঁড়ায় ১৮.৬৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন। আমন ধানের উৎপাদন অর্থবছর ১১-এ ছিল ১২.৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন যা অর্থবছর ১২-এ নামিক বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২.৮০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ফুড প্ল্যানিং এন্ড মনিটরিং ইউনিট এর তথ্য অনুযায়ী অর্থবছর ১১-এ মোট অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন ৩৪.৫১ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৩৪.৭৯ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়ায়।

খাদ্য মূল্যস্ফীতিকে যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার জন্য সরকারও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছর ১২-এ ১.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে ১.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং Public Food Distribution System (PFDS) অনুসারে বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছর ১২-এ ২.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে কমিয়ে ২.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টনে নির্ধারণ করে। সে কারণে, সরকার বর্তমান অর্থবছরের জন্য খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করেছে।

FAO এর পূর্বাভাষেও দেখা যায় যে, ব্যাপক মজুদ এবং পর্যাপ্ত চাল সরবরাহের ফলে বর্তমান অর্থবছরে বাংলাদেশ

চার্ট ৩.৩

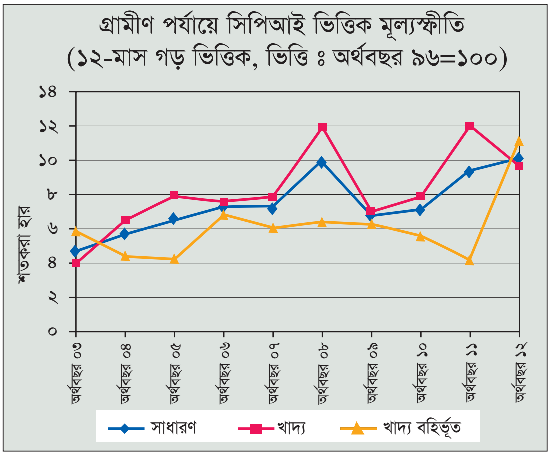

চার্ট ৩.৪

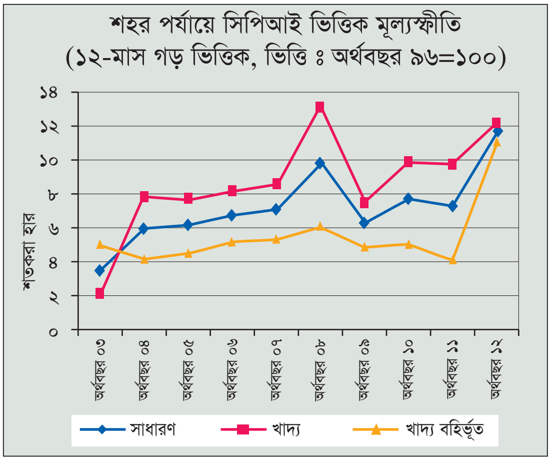

সারণী ৩.৩ সার্কভুক্ত এবং অন্যান্য এশীয় দেশসমূহের মূল্যস্ফীতি#

দেশের নাম	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২(জুন)
১। বাংলাদেশ@	৯.৯	৬.৭	৭.৩	৮.৮	১০.৬
২। ভারত	৮.৪	১০.৯	১৩.৭	৮.৯	১০.১
৩। পাকিস্তান	২০.৩	১৩.৬	১২.৫	১১.৯	১১.৩
৪। নেপাল	১০.৯	১১.৬	৯.৬	৯.৫	৯.৯
৫। ভুটান*	৮.৮	৩.০	৬.১	৩১.১	৯.৫ (মার্চ)
৬। শ্রীলংকা**	২২.৬	৩.৪	৪.৮	৬.৭	৫.৮
৭। মালদ্বীপ	১২.০	৪.৫	৬.১	১১.৩	১২.৫
এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ					
৮। থাইল্যান্ড	৫.৫	-০.৮	৩.৩	৩.৮	২.৬
৯। সিঙ্গাপুর	৬.৫	০.২	২.৭	৫.২	৫.৩
১০। মালয়েশিয়া	৫.৪	০.৬	১.৬	৩.২	১.৬
১১। ইন্দোনেশিয়া	১০.১	৪.৬	৫.১	৫.৪	৪.৫
১২। কোরিয়া	৪.৭	২.৮	২.৬	৪.০	২.২
১৩। মিয়ানমার	২৬.৮	১.৫	৯.৩	৫.০	--

উৎস ঃ #= ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটিসটিকস্ (আইএফএস), অক্টোবর ২০১২, সিপিআই (ভিত্তিঃ ২০০০=১০০)।
@= বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ভোক্তা মূল্যসূচক (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ১৯৯৬=১০০) উপাত্তসমূহ অর্থবছর (জুলাই-জুন) অনুযায়ী নির্ণীত।
*= এমপিএস ২০১২, রয়্যাল মানিটারি অথরিটি অব ভুটান।
**= সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলংকা।

চাল আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সক্ষম হবে। সরকার দরিদ্র, অসহায় এবং সুবিধাবঞ্চিতদের উপর দাম বৃদ্ধির প্রভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী এবং জাতীয় খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিও ত্বরান্বিত করে। এছাড়াও সেচের উচ্চ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গত মৌসুমে সরকার গ্রামীণ এলাকায় বোরো উৎপাদনের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক সংযত মুদ্রানীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতির চাপ কমানোর জন্য নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (CRR) ও সংবিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা (SLR) উভয়ই মোট দায়ের ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে যথাক্রমে শতকরা ৬.০ এবং ১৯.০ ভাগে নির্ধারণ করে, যা ১৫ ডিসেম্বর ২০১০ হতে কার্যকর করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের উপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে ঋণ সংকোচনশীল পদক্ষেপ অব্যাহত রাখে। তাছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক সেপ্টেম্বর ২০১১ এবং জানুয়ারি ২০১২ এ পলিসি সুদের হার (রেপো এবং রিভার্স রেপোর পলিসি সুদের হার শতকরা যথাক্রমে ৭.৭৫ ভাগ এবং ৫.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়) বৃদ্ধি করে এবং ইচ্ছামাফিক তারল্য সহযোগিতার জন্য দণ্ডসুদ আরোপ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক আবারও পলিসি সুদের হার বাড়াতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও কার্যকর আর্থিক ট্রান্সমিশনের সুবিধার্থে ট্রেজারী বিল ও বন্ড-এর হার যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে পারে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণের সুদের হার উদারীকরণ করতে পারে।

৩.৫ অর্থবছর ১২-এ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে বিশেষ করে সার্কভুক্ত দেশগুলোতে দু'অঙ্কের এবং দু'অঙ্কের কাছাকাছি মূল্যস্ফীতি (শ্রীলঙ্কা ব্যতীত) পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল এবং মালদ্বীপে উচ্চতর মূল্যস্ফীতি দেখা যায় (যথাক্রমে শতকরা ১০.৬, ১০.১, ৯.৯ এবং ১২.৫ ভাগ) (সারণী ৩.৩, চার্ট ৩.৫)।

মজুরি হারের গতিধারা

৩.৬ অর্থবছর ১২-এ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সাধারণ মজুরির হারে উচ্চ প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বার্ষিক মজুরি হারের প্রবৃদ্ধি (সারণী ৩.৫, চার্ট ৩.৬) অর্থবছর ১১-এর মাত্র শতকরা ৪.০ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ১২-এ

চার্ট ৩.৫

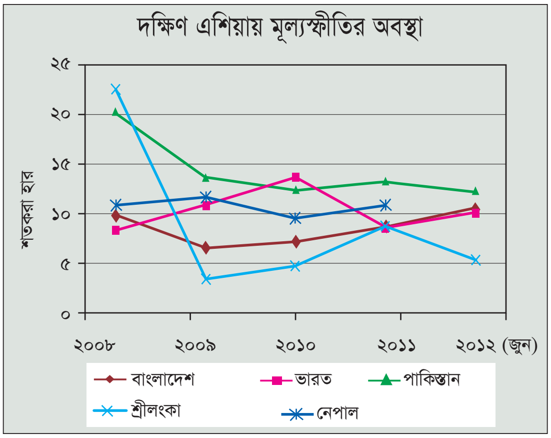

চার্ট ৩.৬

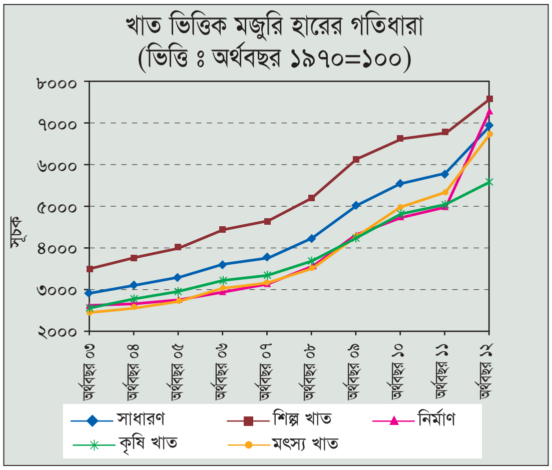

সারণী ৩.৪ খাতভিত্তিক মজুরি হার সূচকের গতিধারা

(ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৭০=১০০)

	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
সাধারণ	৪২২৭.৪	৫০২৫.৭	৫৫৬১.৮	৫৭৮১.৬৪	৬৯৫১.৬৮
	(১১.৮৭)	(১৮.৮৮)	(১০.৬৭)	(৩.৯৫)	(২০.২৪)
শিল্প কারখানা	৫১৯৬.৮	৬১২৮.৩৬	৬৬২০.৩	৬৭৭৮.০৬	৭৫৭৬.০৩
	(১২.১০)	(১৭.৯৩)	(৮.০৩)	(২.৩৮)	(১১.৭৭)
নির্মাণ	৩৫৪৯.২	৪৩১১.৩	৪৭৫৫.৮	৪৯৮৩.২৯	৭২৭৯.৭০
	(১৩.২২)	(২১.৪৭)	(১০.৩১)	(৪.৭৮)	(৪৬.০৮)
কৃষি	৩৫২৪.০	৪২৭৩.৭	৪৯৮৫.৪	৫৩২৫.৬৩	৬৭৫৩.৯৬
	(১১.৬৭)	(২১.২৭)	(১৬.৬৫)	(৬.৮৩)	(২৬.৮২)
মৎস্য	৩৬৮৬.১	৪২৩৬.৫	৪৮২৭.৫	৫০৪৩.১৫	৫৫৭২.৭০
	(১০.৬৩)	(১৪.৯৩)	(১৩.৯৫)	(৪.৪৭)	(১০.৫০)

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বার্ষিক পরিবর্তনের হার নির্দেশক।

সারণী ৩.৫ জাতীয় পর্যায়ে ভোক্তা ঝুড়ির উপ-খাতভিত্তিক বার্ষিক গড় সিপিআই

(ভিত্তিঃ অর্থবছর ১৯৯৬=১০০)

বিভাগ/ উপ-বিভাগ	ভার	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	% পরিবর্তন (৪-৩)	% পরিবর্তন (৫-৪)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২২১.৫৩	২৪১.০২	২৬৬.৬১	৮.৮০	১০.৬২
১। খাদ্য, পানীয় ও তামাক	৫৮.৮৪	২৪০.৫৫	২৬৭.৮৩	২৯৫.৮৬	১১.৩৪	১০.৪৭
২। খাদ্য-বহির্ভূত	৪১.১৬	১৯৬.৮৪	২০৫.০১	২২৭.৮৭	৪.১৫	১১.১৫
ক) বস্ত্র ও পাদুকা	৬.৮৫	১৮১.২৯	১৯১.৯২	২২৫.৬৮	৫.৮৬	১৭.৫৯
খ) ভাড়া, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	১৬.৮৭	১৯১.৪৯	১৯৭.৯২	২১৮.২৬	৩.৩৬	১০.২৮
গ) আসবাবপত্রাদি, গৃহায়ন সামগ্রী ও পরিচালনা	২.৬৭	২১৫.০৪	২৩১.৭৫	২৫৯.১২	৭.৭৭	১১.৮১
ঘ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যগত ব্যয়	২.৮৪	১৯৯.২২	২০৩.৬৭	২১৫.৬৪	২.২৩	৫.৮৮
ঙ) পরিবহন ও যোগাযোগ	৪.১৭	২৩৪.১০	২৪৪.১৭	২৭৬.৩৪	৪.৩০	১৩.১৮
চ) চিত্ত বিনোদন, আপ্যায়ন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেবা	৪.১৩	১৯২.৪৬	১৯৮.৪৪	২০২.৯৪	৩.১১	২.২৬
ছ) বিবিধ দ্রব্য ও সেবা	৩.৬৩	২০৮.৪০	২১৮.৫৯	২৪৮.১৯	৪.৮৯	১৩.৫৪

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২০.২ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২-এ নির্মাণ খাতে মজুরি হারের প্রবৃদ্ধি ছিল সর্বোচ্চ, যা শতকরা ৪৬.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে মৎস্য খাতে মজুরি হারের প্রবৃদ্ধি ছিল সর্বনিম্ন, শতকরা ১০.৫ ভাগ। উল্লেখ্য যে, অর্থবছর ১২-এ ভোক্তা মূল্যসূচক দ্বারা নির্ণীত বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার অপেক্ষা সাধারণ মজুরি হার বেশি ছিল।

স্বল্পমেয়াদি মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাষ

৩.৭ বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ব্যাপকভাবে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। গত অর্থবছরের তুলনায় অর্থবছর ১২-এ খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্যের ক্ষেত্রে মিশ্রধারা লক্ষ্য করা যায়, (সারণী ৩.৬, চার্ট ৩.৭) যদিও শুধু পেট্রোলিয়াম ও চালের ক্ষেত্রে ধনাত্মক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় (যথাক্রমে শতকরা ৩.১ এবং ৪.৮ ভাগ)। উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোর তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরো অঞ্চলসহ প্রধান উন্নত দেশগুলোতে বিগত কয়েক বছরে হেডলাইন এবং কোর (core) মূল্যস্ফীতি নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে উদীয়মান এশিয়ায় হেডলাইন মূল্যস্ফীতি কমে আসছে এবং তা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়, যদিও এ অঞ্চলের কিছু অংশে তা বাড়তে পারে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

সারণী ৩.৬ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রধান পণ্যসমূহের মূল্য পরিবর্তন

(শতকরা হার)

পণ্য	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২*(আগস্ট)
পেট্রোলিয়াম	৩৭.২	-৩৪.১	২৬.৪	৩৫.৭	৩.১
চাল	১১০.৭	-১৫.৮	-১১.৭	৬.০	৪.৮
গম	২৭.৭	-৩১.৫	০.১	৪১.৪	-৭.৬
পামঅয়েল	২০.০	-২৫.৪	৩৩.৫	২৫.২	-৫.১
সয়াবিন তেল	৪১.৮	-৩০.৬	১৭.৫	৩১.৫	-৪.১
তুলা	১২.৮	-১২.১	৬৫.০	৪৯.৪	-৪০.১
চিনি	২৫.১	৪৫.৮	১৫.১	২৫.৪	-১৫.৩

উৎস ঃ ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটিসটিকস্, আইএমএফ, অক্টোবর, ২০১২।
* ২০১২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত গড়।

চার্ট ৩.৭

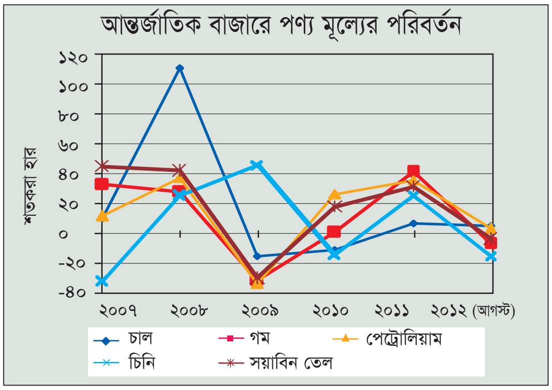

জ্বালানি তেলের মূল্য মার্চ ২০১২ এ প্রতি ব্যারেল ১২২ মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পায়, যা পরবর্তীতে জুন ২০১২-এ কিছুটা হ্রাস পেয়ে প্রতি ব্যারেল দাঁড়ায় ৯৪ মার্কিন ডলারে। উত্তর গোলার্ধে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি তেলজাতীয় শস্যের আবাদ হওয়ায় প্রাথমিকভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য কমে আসলেও ২০১২-১৩ এ মূল্যস্ফীতির যে প্রক্ষেপণ করা হয় তাতে ধারণা করা হয় যে ২০১৩-এ তেলের মূল্য ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির কারণে পুনরায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ব্যারেল প্রায় ১১০ মার্কিন ডলার হতে পারে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (WEO)-এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী জ্বালানি বহির্ভূত দ্রব্যের মূল্যসূচক ২০১২ এর

শতকরা ১০.৩ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৩ এ শতকরা ২.৭ ভাগ হতে পারে।

ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (FAO) এর গড় খাদ্য মূল্যসূচক জুন ২০১২ এ দাঁড়ায় ২০১ পয়েন্ট, যা ফেব্রুয়ারি ২০১১ এর সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রায় শতকরা ১৫.৪ ভাগের নিচে। মূলত পর্যাপ্ত সরবরাহের প্রত্যাশাই বেশিরভাগ দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্যের চাপকে নিম্নগামী করেছিল।

বিশ্ব খাদ্য উৎপাদন ২০১১ হতে শতকরা ১.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ এ ২৩৭১ মিলিয়ন মেট্রিক টন হবে বলে FAO প্রক্ষেপণ করেছিল। অন্যদিকে, বিগত কয়েক বছর ধরে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পর জৈব-জ্বালানি উৎপাদনের জন্য শিল্পে খাদ্যশস্য ব্যবহারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। প্রত্যাশা করা হয় যে, খাদ্যশস্যের বিশ্ববাণিজ্য ২০১২ এর চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩ এ ২৯৫.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়াবে।

FAO-এর সাম্প্রতিক পূর্বাভাষ অনুযায়ী ২০১১ এর চেয়ে ২০১২ এ ইউক্রেন, কাজাখস্তান, চীন, মরক্কো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে ব্যাপক হ্রাসসহ বিশ্বে গম উৎপাদন ব্যাপকভাবে শতকরা ৩.৬ ভাগ হ্রাস পাবে। এতদসত্ত্বেও এ মৌসুমে একটি সমৃদ্ধ মজুদ গড়ে ওঠার পর প্রক্ষেপণ করা যায় যে, আগামী মৌসুমে গমের মজুদ শতকরা ৬.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৩ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়াবে। গমের বিশ্ববাণিজ্য ২০১১-১২ এর শতকরা ৮.৭ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় ২০১২-১৩ এ প্রায় শতকরা ১.৮ ভাগ হ্রাস পাবে বলে আশা করা হয়, যা আমদানি চাহিদা বিশেষ করে খাদ্য হিসেবে গমের চাহিদা হ্রাসের প্রতিফলন। এর ফলে গমের প্রত্যাশিত বিশ্ব উৎপাদন হ্রাস সত্ত্বেও মূল্যের উচ্চ চাপকে কিছুটা প্রশমিত করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ভারত প্রচুর পরিমাণ চাল রপ্তানি করায় ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে চালের আন্তর্জাতিক মূল্য কমতে শুরু করে। বিশ্ব চাল উৎপাদন ২০১১ এ শতকরা ২.৬ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে হিসাব করা হয় এবং ২০১২ এ তা শতকরা ১.৬ ভাগ হারে বাড়বে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

সারণী ৩.৭ বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির চিত্র

(শতকরা পরিবর্তন)

দেশ	২০১০	২০১১	২০১২^{স}	২০১৩^{প}
উন্নত অর্থনীতি	১.৫	২.৭	১.৯	১.৬
যুক্তরাষ্ট্র	১.৬	৩.১	২.০	১.৮
ইউরো অঞ্চল	১.৬	২.৭	২.৩	১.৬
উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৬.১	৭.২	৬.১	৫.৮
উন্নয়নশীল এশিয়া	৫.৭	৬.৫	৫.০	৪.৯
বাংলাদেশ	৮.১	১০.৭	৮.৫	৬.৭
ভারত	১২.০	৮.৯	১০.২	৯.৬
পাকিস্তান	১০.১	১৩.৭	১১.০	১০.৪
শ্রীলংকা	৬.২	৬.৭	৭.৯	৮.০

স= সংশোধিত, প= প্রক্ষেপণ।
উৎসঃ ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০১২, আইএমএফ।

WEO এর পূর্বাভাষ অনুযায়ী উন্নত দেশগুলোতে দুর্বল শ্রম বাজারে মজুরি বৃদ্ধি ধীর গতির হওয়ায় মূল্যস্ফীতি ২০১২ এবং ২০১৩ সনে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে শতকরা ১.৯ এবং ১.৬ ভাগে দাঁড়াবে। উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য ও জ্বালানির মূল্য কিছুটা হ্রাস পাওয়ার কারণে মূল্যস্ফীতির চাপ কমে এসেছে, যার ফলে মূল্যস্ফীতির হার ২০১২ এবং ২০১৩ সনে হ্রাসকৃত হারে যথাক্রমে শতকরা ৬.১ এবং ৫.৮ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

৩.৮ এ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে যদিও বিগত কয়েক মাস ধরে তা অনেকটা কমতে শুরু করেছে। অর্থবছর ১৩-এ জাতীয় বাজেটে মূল্যস্ফীতি ধরা হয়েছে শতকরা ৭.৫ ভাগ। আমাদের অর্থনীতিকে উচ্চ খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি, ধীর বৈশ্বিক পুনরুদ্ধার, বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং টাকার বিনিময় হারের ওঠানামাসহ বেশ কিছু প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বিধায় মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য অর্জনে বিচক্ষণ নীতি ভঙ্গি প্রণয়ন আবশ্যক। এ অবস্থায় যদি বৈশ্বিক খাদ্য ও জ্বালানির মূল্য ক্রমাগতভাবে হ্রাস পায় এবং বড় ধরনের অভ্যন্তরীণ সরবরাহ বিপর্যয় এড়িয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থ সরবরাহের বৃদ্ধি কমিয়ে আনা যায় তাহলে একক অংকের মূল্যস্ফীতির (শতকরা ৭.৫ ভাগ) লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হতে পারে বলে অনুমান করা যায়।

পরিশেষে, সরকার যদি পুনরায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উর্ধ্বমুখী সমন্বয় না করে এবং খাদ্যের বাম্পার ফলন অব্যাহত থাকে তাহলে আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় থাকবে বলে ধারণা করা যায়।

বক্স ৩.১

খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির সাম্প্রতিক উর্ধ্বমুখী প্রবণতা এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বাংলাদেশের গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বৃদ্ধি মূলত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ভর্তুকি কমাতে উক্ত খাতে সরকারের মূল্যের উর্ধ্বমুখী সমন্বয়ের ফল।

২০১২ সনের জুন মাসে দেশে গড় এবং পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ১১.২ এবং ১১.৭ ভাগে যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে মাত্র শতকরা ৪.২ এবং ৫.৭ ভাগ। অর্থবছর ১২-এর প্রারম্ভে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বাড়তে শুরু করে এবং দ্বিতীয়ার্ধে তা বিপজ্জনক হারে পৌঁছায় (সারণী-১)। বেশির ভাগ খাদ্য-বহির্ভূত দ্রব্যের গড় মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ১২-এ দুই অংকের ঘরে দাঁড়ায়। এর মধ্যে কাপড় এবং জুতা উপ-খাত তালিকার শীর্ষে অবস্থান করে এবং জুন ২০১২ এ তা দাঁড়ায় ১৭.৫৯ ভাগ।

সারণী-১ঃ নির্বাচিত খাদ্য-বহির্ভূত উপ-খাত ভিত্তিক গড় মূল্যস্ফীতির হার

দ্রব্য	জুন ১১	জুন ১২	আগস্ট ১২
খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি	**৪.১৫**	**১১.১৫**	**১১.৬২**
ক) বস্ত্র ও পাদুকা	৫.৮৬	১৭.৫৯	১৭.২০
খ) ভাড়া, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	৩.৩৬	১০.২৮	১১.৯৩
গ) আসবাবপত্রাদি, গৃহায়ন সামগ্রী ও পরিচালনা	৭.৭৭	১১.৮১	১১.৭৬
ঘ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যগত ব্যয়	২.২৩	৫.৮৮	৬.৫০
ঙ) পরিবহন ও যোগাযোগ	৪.৩০	১৩.১৮	১২.৩৭
চ) বিবিধ দ্রব্য ও সেবা	৪.৮৯	১৩.৫৪	১২.৭৮

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বিশ্ববাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশেও অভ্যন্তরীণ বাজারে মে ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত মোট চারবার জ্বালানি তেলের মূল্যের উর্ধ্বমুখী সমন্বয় করা হয় (সারণী- ২)।

সারণী-২ঃ বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়

তারিখ	ডিজেল	পেট্রোল	অকটেন	কেরোসিন	ফার্নেস তেল
৫ মে ২০১১	৪৬	৭৬	৭৯	৪৬	৪২
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১	৫১	৮১	৮৪	৫১	৫০
১০ নভেম্বর ২০১১	৫৬	৮৬	৮৯	৫৬	৫৫
২৯ ডিসেম্বর ২০১১	৬১	৯১	৯৪	৬১	৬০

উৎসঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

মে ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন, কেরোসিন, ফার্নেস তেলের দাম যথাক্রমে শতকরা ৩২.৬, ১৯.৭, ১৯.০, ৩২.৬ এবং ৪২.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বাপেক্স) ভোক্তাদেরকে কম মূল্যে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য সরবরাহ করায় প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতি লিটার ডিজেল, কেরোসিন এবং ফার্নেস তেলে সরকারের ভর্তুকির পরিমাণ যথাক্রমে ২১.৮, ২১.৫ এবং ৬.৯ টাকা পর্যন্ত। বাপেক্স এর লোকসানের পরিমাণ অর্থবছর ১০-এর ২৫.৭ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১১-এ দাঁড়ায় ৯১.০ বিলিয়ন টাকা, যা সরকারের রাজস্ব খরচকে স্ফীত (inflated) করেছে। অর্থবছর ১২-এ আমদানি খরচ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, যা আমাদের লেনদেন ভারসাম্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি শুধুমাত্র জ্বালানি তেল এবং খাদ্য দ্রব্যের উচ্চ মূল্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তা আমাদের যোগাযোগ এবং নির্মাণ খাতকেও প্রভাবিত করে। তাছাড়া, বিদ্যুতের মূল্যের উর্ধ্বমুখী সমন্বয় শিল্প এবং কৃষি খাতের উৎপাদন খরচকেও প্রভাবিত করে, যা মূলত খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতিকে বাড়াতে সাহায্য করে।

মুদ্রা ও ঋণ

মুদ্রা ও ঋণনীতির কৌশলগত অবস্থান

৪.১ মন্দাবস্থা থেকে বৈশ্বিক অর্থনীতির পুনরুত্থান এর পাশাপাশি ইউরো অর্থনীতিতে নতুন ঋণ সংকট (debt crisis) এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি ও লেনদেন ভারসাম্যে চাপ এর পটভূমিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১২-এর জন্য মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এ মুদ্রানীতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রণীত মুদ্রানীতির তুলনায় অধিকতর সংযত (restrained) ছিল। অর্থবছর ১১-এ অভ্যন্তরীণ ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধির বিলম্বিত প্রভাব, বৈশ্বিক পণ্যমূল্যের (খাদ্য ও তেলসহ) অস্থিরতা, বিনিময় হারের অবচিতি এবং জ্বালানি ও পেট্রোলিয়ামের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সমন্বয়ের ফলে অর্থবছর ১২-এর প্রথমার্ধে মূল্যস্ফীতিতে ঊর্ধ্বমুখী চাপ ও অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। তবে, অধিকতর সংযত মুদ্রানীতি কৌশল, খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং বৈশ্বিক পণ্যমূল্যের পর্যায়ক্রমিক পরিমিতি অর্থবছর ১২-এর দ্বিতীয়ার্ধে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতিকে এক অংকের ঘরে নামিয়ে আনে। এতদ্‌সত্ত্বেও, বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি দুই অংকের ঘরেই (শতকরা ১০.৬২ ভাগ) বিরাজ করে, যদিও হ্রাসমান ধারা বজায় থাকে।

অর্থবছর ১২-এ আর্থিক সূচকগুলো লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই থেকেছে, যা মুদ্রানীতি কৌশলের ফলপ্রসূ কার্যকারিতা প্রমাণ করে। অর্থবছর ১২-এ ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ১৭.০ ভাগ ও ২১.৯ ভাগের বিপরীতে যথাক্রমে ১৭.৪ ও ১৮.১ ভাগে দাঁড়ায়। রেপো ও রিভার্স রেপো হার ১০০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর তারল্য ব্যবস্থাপনা, দুটি খাত ব্যতীত সকল খাতের সুদের হারের উপর আরোপিত সীমা উত্তোলন এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ভোক্তা ঋণ কঠোরতর করণের ফলে আর্থিক সূচকগুলোর কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ১৬.০ ভাগের বিপরীতে ১৯.৭ ভাগে দাঁড়ায়। প্রবৃদ্ধির এ হার “ইমার্জিং এশিয়া” অঞ্চলের গড় প্রবৃদ্ধি ১৫.০ ভাগের চেয়ে বেশি এবং উৎপাদন প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির বিশ্লেষণে দেখা যায় মেয়াদি শিল্পের অংশ অপরিবর্তিত থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা খাতের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংক অনুসৃত নীতি কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চার্ট ৪.১

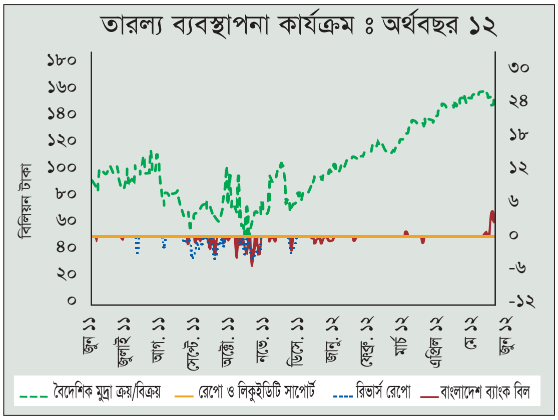

অর্থবছর ১২-এর প্রথমার্ধে বৈদেশিক সাহায্যের নিম্ন অন্তঃপ্রবাহ, উচ্চ ভর্তুকি প্রদান এবং নিম্নতর ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ প্রবাহের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থা (বাংলাদেশ ব্যাংকসহ) থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধি পায়। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ বাজেটে ঘোষিত বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা ১৮৯.৫৭ বিলিয়ন টাকা অতিক্রম করে ডিসেম্বর ২০১১ এ ২১৩.২১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২-এর দ্বিতীয়ার্ধে বৈদেশিক অর্থায়নের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং সঞ্চয় স্কীমসমূহের সুদের হার বৃদ্ধির ফলে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ হ্রাস পায়। অর্থবছর ১২ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৬.০০ বিলিয়ন টাকা যা সংশোধিত বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ২৯১.১৫ বিলিয়ন টাকার চেয়ে অনেক কম। অর্থবছর ১২-এর প্রথমার্ধে সরকারি

খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার থেকে বেশি হলেও অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে সংগতভাবে লক্ষ্যমাত্রার নিম্নে অবস্থান করে। ফলে, বেসরকারি খাতে ঋণের ১৯.৭ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের তারল্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতি সুদহার বৃদ্ধির পদক্ষেপ ধনাত্মক প্রকৃত সুদহার বজায় রাখা নিশ্চিত করে যা মুদ্রানীতির transmission channel গুলোর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর তারল্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায়। এছাড়াও তারল্য পরিস্থিতিকে সহজীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে ১) সরকারি ঋণ বাজারে প্রাইমারি ডিলার ব্যাংকগুলোকে প্রদানকৃত তারল্য সহায়তা প্রক্রিয়া সহজীকরণ, ২) সরকারি ঋণপত্রের পুন:মূল্যায়নে Mark to Market ভিত্তি পরিবর্তন, ৩) ট্রেজারি বিল ও বন্ডে যথাক্রমে ১৫ ভাগ ও ৫ ভাগ মার্জিন রাখা সাপেক্ষে সম্পূর্ণ face value পরিমাণ তারল্য সহায়তা প্রদান, ৪) ব্যাংকগুলোর তারল্য পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয় হার (SLR) এ Held to Maturity তে শ্রেণীকৃত ঋণপত্রের অংশ সাময়িকভাবে শুধুমাত্র প্রাইমারি ডিলার ব্যাংকের জন্য শতকরা ৫০.০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে ৮৫.০ ভাগে উন্নীত করা। অধিকন্তু, ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এবং প্রচলিত/সনাতন ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/উইন্ডোজসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে একটি আন্ত:ব্যাংক ফান্ড মার্কেট চালু করা হয়।

সারণী ৪.১ মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

	জুন ২০১১ শেষে	জুন ২০১২ শেষে	
	প্রকৃত স্থিতি	প্রক্ষেপণ	প্রকৃত
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	৬৯৫.৩^স	৬৩৩.৫	৭৮৮.২
	(৬.২)	(-৮.৯)	(১৩.৪)
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৩৭০৭.৯^স	৪৫১৮.২	৪৩৮০.৫
	(২৪.৭)	(২১.৯)	(১৮.১)
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ (i+ii)	৪৩০২.২	৫১২৪.৬	৫১৩০.৬
	(২৮.২)	(১৯.১)	(১৯.৩)
i) সরকারি খাতে ঋণ ১/	৮৯৫.১	১১৭২.৩	১০৫১.৬
	(৩৮.৩)	(৩১.০)	(১৭.৫)
ii) বেসরকারি খাতে ঋণ	৩৪০৭.১	৩৯৫২.৩	৪০৭৯.০
	(২৫.৮)	(১৬.০)	(১৯.৭)
খ) অন্যান্য দায়/সম্পদ (নীট)	-৫৯৪.৩	-৬০৬.৪	-৭৫০.১
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা যোগান (i+ii)	১০২৯.০		১০৯৪.৮
	(১৭.২)		(৬.৪)
i) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা	৫৪৮.০		৫৮৪.২
	(১৮.৭)		(৬.৬)
ii) তলবি আমানত ২/	৪৮১.১		৫১০.৬
	(১৫.৬)		(৬.১)
৪. মেয়াদি আমানত	৩৩৭৪.২		৪০৭৩.৯
	(২২.৭)		(২০.৭)
৫. ব্যাপক মুদ্রা যোগান (১+২) বা (৩+৪)	৪৪০৩.২	৫১৫১.৭	৫১৬৮.৭
	(২১.৪)	(১৭.০)	(১৭.৪)

বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বছর ভিত্তিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক ।
১/ সরকারি খাত (নীট) হিসাবায়নে Govt. lending fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
২/ মনিটারী অথরিটি-এর তলবি আমানত বাদ দেয়া হয়েছে।
স= সংশোধিত।

চার্ট ৪.২

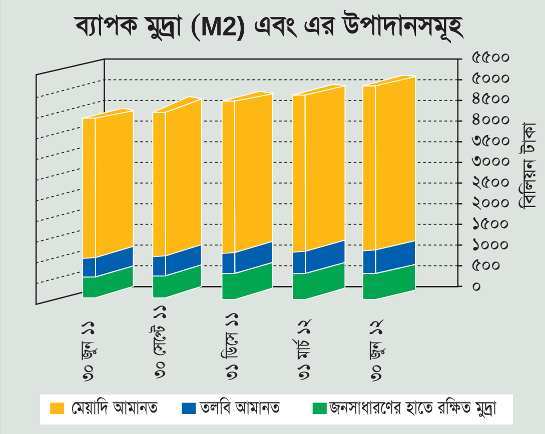

অর্থবছর ১২-এর প্রথমার্ধে বহিঃখাত একটি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। আমদানি প্রবৃদ্ধি হার রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হারের চেয়ে বেশি হওয়ায় চলতি হিসাবে ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। ঋণাত্মক চলতি হিসাব স্থিতির পাশাপাশি নিম্ন বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহ লেনদেন ভারসাম্যে চাপ সৃষ্টি করে। লেনদেন ভারসাম্যে সৃষ্ট এ চাপের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভ কিছুটা হ্রাস পায় এবং বিনিময় হারের অবচিতি ঘটে। টাকার মান ১২.১৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে টাকা-ডলার বিনিময় হার জুন ২০১১ শেষের ৭৪.১৪৫০ থেকে জানুয়ারি ২০১২ শেষে ৮৪.৪৪০০ এ দাঁড়ায়। বাজার প্রক্রিয়ায় সমন্বয়ের মাধ্যমে বিনিময় হারের এ অবচিতি বাংলাদেশের দুর্বল লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি এবং বৈশ্বিক মন্দাবস্থায় রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য নমিনাল বিনিময় হার সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। সংযত মুদ্রানীতি কৌশল, আমদানি চাহিদার হ্রাস এবং বৈদেশিক অর্থায়নে অধিকতর প্রবেশাধিকারের ফলে অর্থবছর ১২-এর দ্বিতীয়ার্ধে লেনদেন ভারসাম্যে চাপ কিছুটা হ্রাস পায়। রেমিটেন্সের অন্ত:প্রবাহ এবং বৈদেশিক অর্থায়ন বৃদ্ধির ফলে ২০১২

এর শুরুতে টাকা-ডলার বিনিময় হারে একটি নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিনিময় হার অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল থাকে। জুন ২০১১ এর তুলনায় টাকার ৯.৪৪ শতাংশ অবচিতি হয়ে জুন ২০১২ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার ৮১.৮৭০৮ এ দাঁড়ায়। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে তারল্য অবস্থার এতটাই উন্নতি ঘটে যে, জুন ২০১১ শেষে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা ওভারড্রাফটের স্থিতি জুন ২০১২ শেষে পরিশোধ করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জানুয়ারি ২০১২ এর ৯.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০১২ শেষে ১০.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় যা জুন ২০১১ শেষে ছিল ১০.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৪.২ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.০ শতাংশ এবং গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার ৭.৫ শতাংশ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে অর্থবছর ১২-এর মুদ্রানীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়। তদানুযায়ী, ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (M2) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৭.০ শতাংশ। আর্থিক সূচকগুলোর লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অবস্থা সারণী ৪.১-এ দেখানো হলো। অর্থবছর ১২-এ ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৭.৪ শতাংশ যা গৃহীত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা বেশি, তবে অর্থবছর ১১-এর প্রবৃদ্ধি ২১.৪ শতাংশের চেয়ে কম।

চার্ট ৪.৩

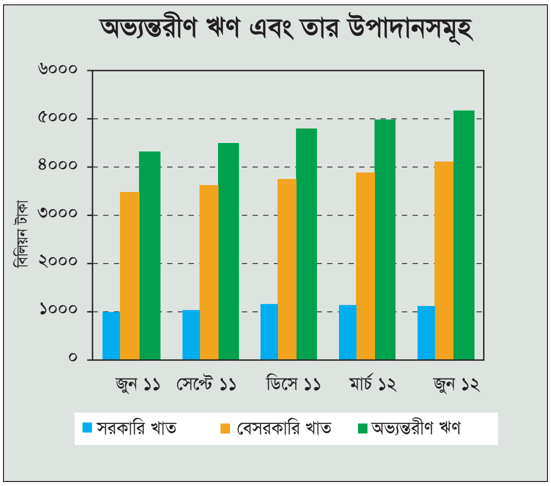
অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং তার উপাদানসমূহ

চার্ট ৪.৪

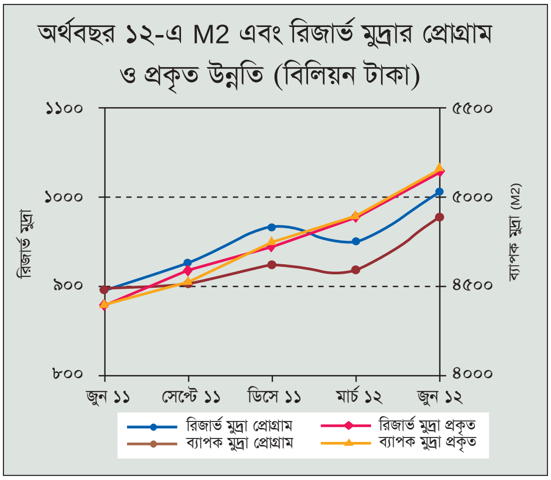
অর্থবছর ১২-এ M2 এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রোগ্রাম ও প্রকৃত উন্নতি (বিলিয়ন টাকা)

নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও নীট বৈদেশিক সম্পদ উভয়ের বৃদ্ধির সূত্রে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির সূত্রে অর্থবছর ১২-এ অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা ১৯.১ শতাংশের বিপরীতে ১৯.৩ শতাংশে দাঁড়ায়। সংযত মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর ২৫.৮ শতাংশের বিপরীতে পরিমিত ১৯.৭ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির এ হার লক্ষ্যমাত্রা ১৬.০ শতাংশের তুলনায় বেশি ছিল, যা অর্জিত হয়েছে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকার কম ঋণ গ্রহণ করায়। উল্লেখ্য, অর্থবছর ১২-এর দ্বিতীয়ার্ধে সরকারের ঋণ গ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। অর্থবছর ১২-এ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে (সরকারি খাতসহ) ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ৩১.০ শতাংশের বিপরীতে ১৭.৫ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২-এ নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ঋণাত্মক ৮.৯ শতাংশের বিপরীতে ১৩.৪ শতাংশে (ধনাত্মক) দাঁড়ায়। আমদানি চাহিদা হ্রাস, রেমিটেন্সের অন্তঃপ্রবাহে তেজীভাবের কারণে চলতি হিসাবে ঘাটতি হ্রাস পায়। বৈদেশিক অর্থায়নের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় নীট বৈদেশিক সম্পদের ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি ঘটে। ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ এবং এর উপাদানসমূহের গতিধারা চার্ট ৪.২ এ দেখানো হলো।

রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি

৪.৩ সার্বিক মুদ্রা প্রক্ষেপণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তারল্য সমন্বয়ে রিজার্ভ মুদ্রা ব্যবহারিক লক্ষ্য (operating target) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রিজার্ভ মুদ্রার মাত্রাকে প্রভাবিত করার কাজে ট্রেজারী বিলের সাপ্তাহিক নিলাম এবং মুদ্রাবাজার সুষম করার কাজে রেপো ও রিভার্স রেপোর নিলাম ব্যবহার করা হয়।

৪.৪ ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে অর্থবছর ১২-এর মুদ্রা কর্মসূচিতে রিজার্ভ মুদ্রা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১২.২ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়; তবে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯.০ শতাংশ। আলোচ্য বছরে মূলত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের উল্লেখযোগ্য হ্রাসের কারণে লক্ষ্যমাত্রার থেকে রিজার্ভ মুদ্রার নিম্ন প্রবৃদ্ধি ঘটে। অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় নিম্ন ৪.০ শতাংশে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ প্রত্যাশার তুলনায় হ্রাস পাওয়ায় সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ৪৪.৫ শতাংশের বিপরীতে ১৪.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। সরকারি ব্যয় হ্রাস এবং বৈদেশিক উৎস থেকে অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির ফলে রিজার্ভ মুদ্রার প্রধান উৎস সরকারি ঋণের ব্যাপক হ্রাস ঘটে। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের চাহিদা হ্রাসের কারণে তফসিলি ব্যাংকগুলোর ঋণ লক্ষ্যমাত্রায় নির্ধারিত ৪.১ শতাংশ হ্রাসের বিপরীতে ৩০.৩ শতাংশ হ্রাস পায়।

প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ, বিদেশি সাহায্য এবং বিদেশি বিনিয়োগের ব্যাপক অন্তঃপ্রবাহের ফলস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংক এর নীট বৈদেশিক সম্পদ ৭৯.৫ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪১.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

৪.৫ মুদ্রাগুণক অর্থবছর ১১-এর ৪.৯১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৫.২৯ এ দাঁড়ায়। মুদ্রাগুণক এর দুটি অনুপাত মুদ্রা-আমানত অনুপাত এবং রিজার্ভ-আমানত অনুপাত অর্থবছর ১১-এর যথাক্রমে ০.১৪২ ও ০.০৯১ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ যথাক্রমে ০.১২৭ ও ০.০৮৬ এ দাঁড়ায়, ফলে মুদ্রাগুণক বৃদ্ধি পায়। এর ফলশ্রুতিতে, রিজার্ভ মুদ্রার নিম্ন প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও ব্যাপক মুদ্রার উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থবছর ১২-এর অভ্যন্তরীণ ঋণ ও এর উপাদানগুলোর গতিপ্রকৃতি চার্ট ৪.৩-এ দেখানো হল। ব্যাপক মুদ্রা (M2) এবং রিজার্ভ মুদ্রার কর্মসূচির তুলনায় প্রকৃত প্রবৃদ্ধি চার্ট ৪.৪ এ দেখানো হলো।

সারণী ৪.২ রিজার্ভ মুদ্রা পরিস্থিতি

বিলিয়ন টাকা

	জুন ২০১১ শেষের প্রকৃত স্থিতি	জুন ২০১২ শেষে	
		প্রক্ষেপণ	প্রকৃত
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ [১/@]	৫২৫.৩	-	৫৮৬.৮
নীট বৈদেশিক সম্পদ [২/@]	৫২৩.১	৪৬১.৬	৫৪১.১
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ [১/]	৩৭১.৯	-	৩৯১.২
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ [২/]	৩৭৪.১	৫৪৫.১	৪৩৭.৪
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	৪০৩.৫	৫৩৬.৫	৪১৯.৪
	(৬০.০)	(৩৩.০)	(৪.০)
i) সরকারি খাতের ঋণ [৩/]	৩০৭.৬	৪৪৪.৫	৩৫২.৬
	(৫৮.৮)	(৪৪.৫)	(১৪.৬)
ii) তফসিলি ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত ঋণ [৪/]	৯৫.৯	৯২.০	৬৬.৮
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	(৬৩.৯)	(-৪.১)	(-৩০.৩)
৩। রিজার্ভ মুদ্রা (ক+খ) বা (১+২)	-৩২.০	৮.৬	-২৮.৩
	৮৯৭.২	১০০৬.৭	৯৭৮.০
ক) ইস্যুকৃত মুদ্রা	(২১.০)	(১২.২)	(৯.০)
	৬০৫.৩	৬৯২.৮	৬৪৯.০
খা) বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংকগুলোর জমা [৫/@]	(১৯.৯)	(১৪.৫)	(৭.২)
	২৯২.০	৩১৩.৯	৩২৯.০
৪। মুদ্রা গুণক (এমর/রিজার্ভ মুদ্রা)	(২৩.৪)	(৭.৫)	(১২.৭)
	৪.৯১	৫.১২	৫.২৯

বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

১/ মাস শেষের বিনিময় হার ব্যবহার করে আর্থিক জরিপ উপাত্ত হতে হিসাবায়িত।

২/ অর্থ ও ঋণ কর্মসূচিতে গৃহীত স্থির বিনিময় হারের (জুন ২০১১ শেষের) ভিত্তিতে হিসাবায়িত।

৩/ সরকারি খাত (নীট) হিসাবায়নে Govt. Lending Fund আমানত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (সরকারি)-এর কাছে নীট পাওনাকে বাদ দেয়া হয়েছে।

৪/ তফসিলি ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত "ঋণ ও আগাম" নেয়া হয়েছে।

৫/ বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং স্থিতি এবং অন্যান্য সরকারি খাতের আমানত ব্যতীত।

@ বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং স্থিতি এবং অফশোর ব্যাংক হিসাব ব্যতীত।

মুদ্রার আয় গতি

৪.৬ মুদ্রার আয় গতি অর্থবছর ১১-এর ১.৮১ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১.৭৭ এ দাঁড়ায় (সারণী ৪.৩)। মুদ্রার আয় গতি হ্রাসের হার অর্থবছর ১১-এ ৫.২৩ শতাংশের তুলনায় অর্থবছর ১২-এ ছিল ২.২১ শতাংশ। বিগত কয়েক বছর ধরে মুদ্রার আয় গতির ক্রমহ্রাসমান ধারা অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রায়ন (monetization) এবং আর্থিক গভীরায়ন (financial deepening) নির্দেশ করে। অর্থবছর ০২-১২ সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, ব্যাপক মুদ্রা (M2) প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতির হার এবং মুদ্রার আয় গতির গতিপ্রকৃতি চার্ট ৪.৫-এ দেখানো হলো।

ব্যাংক ঋণ

৪.৭ অর্থবছর ১২-এ ব্যাংক ঋণের স্থিতি (বৈদেশিক বিল ও আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) ৬৫৮.৫৪ বিলিয়ন

টাকা বা ১৮.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪১৩৫.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, অর্থবছর ১১-এ ব্যাংক ঋণ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২৪.৯৫ শতাংশ। অর্থবছর ১২-এ আগাম এবং ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত বিল উভয়ই বৃদ্ধির কারণে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য অর্থবছরে আগামসমূহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২৩.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে ৬৩০.৪৪ বিলিয়ন টাকা বা ১৯.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত বিলসমূহ অর্থবছর ১১-এর ৪৯.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ১২-এ ২৮.১ বিলিয়ন টাকা বা ১৩.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মূলত অনুৎপাদনশীল খাত ও ভোক্তা ঋণ খাতে ঋণ প্রদানে সংযত ভূমিকার কারণে অর্থবছর ১১-এর তুলনায় বিল এবং আগামের এ নিম্ন প্রবৃদ্ধি ঘটে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক ঋণ ও এর উপাদানসমূহ সারণী ৪.৪-এ দেখানো হলো।

ব্যাংক আমানত

৪.৮ অর্থবছর ১২-এ ব্যাংক আমানত (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) ৭৯৬.০২ বিলিয়ন টাকা বা ১৯.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯০০.৪৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২১.৮৫ শতাংশ। সকল ধরনের আমানত বৃদ্ধির সমন্বয়ে মোট ব্যাংক আমানত বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১২-এ মেয়াদি আমানত ৬৯৯.৬৯ বিলিয়ন টাকা বা ২০.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০৭৩.৮৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১১-এ ২২.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তলবি আমানত অর্থবছর ১১-এর ১৫.৫৮ শতাংশ হ্রাসের বিপরীতে অর্থবছর ১২-এ ২৯.৫৪ বিলিয়ন টাকা বা ৬.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫১০.৬০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। সংযত (restrained) মুদ্রানীতির কারণে আমানতের সুদ হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সুদ হারের উপর আরোপিত সীমা প্রত্যাহার করায় তলবি আমানত থেকে মেয়াদি আমানতে আমানত স্থানান্তরের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১২-এ সরকারি আমানত ৬৬.৫৪ বিলিয়ন টাকা বা ২৬.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৫.৭৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১১-এ ২৩.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১২-এ ব্যাংক আমানতের ত্রৈমাসিক গতিধারা সারণী ৪.৫ এ দেখানো হলো।

সারণী ৪.৩ মুদ্রার আয় গতি

বিলিয়ন টাকা

অর্থবছর	চলতি বাজার মুল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (বিলিয়ন টাকা)	ব্যাপক মুদ্রা (এম২) (বিলিয়ন টাকা, জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি (জিডিপি/এম২)
অর্থবছর ০৭	৪৭২৪.৮	২১১৪.৪	২.২৩ (-৩.০৪)
অর্থবছর ০৮	৫৪৫৮.২	২৪৮৬.৯	২.১৯ (-১.৭৯)
অর্থবছর ০৯	৬১৪৮.০	২৯৬৩.৬	২.০৭ (-৫.৪৮)
অর্থবছর ১০	৬৯৪৩.২	৩৬২৮.২	১.৯১ (-৭.৭৩)
অর্থবছর ১১	৭৯৬৭.০^স	৪৪০৩.২	১.৮১ (-৫.২৪)
অর্থবছর ১২	৯১৪৮.০^{সা}	৫১৬৮.৭	১.৭৭ (-২.২১)

বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।
স = সংশোধিত, সা= সাময়িক।

চার্ট ৪.৫

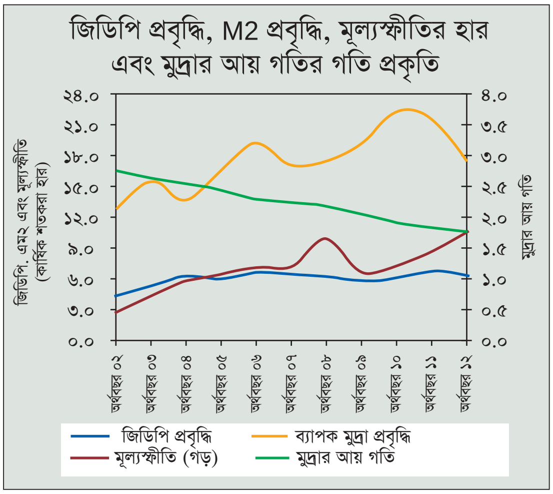

ঋণ/আমানত অনুপাত

৪.৯ বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো বাদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর ঋণ/আমানত অনুপাত জুন ২০১১-এর ন্যায় জুন ২০১২ শেষে ছিল ০.৮৪।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকগুলোর কর্জ

৪.১০ ২০১২ সনের জুন মাস শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকগুলোর কর্জের পরিমাণ ৩৮.৩৮ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ২১.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২১৬.৭১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১১-এ শতকরা ২০৪.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলাদেশ

ব্যাংক হতে তফসিলি ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ হ্রাস পাওয়ায় ঋণের এ হ্রাস ঘটে।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকগুলোর জমা এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল

৪.১১ ২০১২ সনের জুন শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলি ব্যাংকগুলোর গচ্ছিত জমা ১০.৬৬ বিলিয়ন টাকা বা ২.৭৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৭৩.৩৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০১১ সনের জুন শেষে ২৭.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৪.০২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছিল। তফসিলি ব্যাংকগুলোর ভল্টে রক্ষিত টাকার পরিমাণ জুন ২০১২ শেষে ৬৪.৭৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১১ শেষে ছিল ৫৭.৩২ বিলিয়ন টাকা।

তফসিলি ব্যাংকগুলো কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা সংরক্ষণ আবশ্যকতা (CRR)

৪.১২ তফসিলি ব্যাংকগুলো কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য নগদ জমার হার (CRR) ১৫ ডিসেম্বর ২০১০ থেকে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের ৬.০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ব্যাংকগুলো গড়ে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ৬.০ শতাংশ নগদ তহবিল সংরক্ষণ করে এবং এ জমার হার দৈনিক ভিত্তিতে কোন ক্রমেই ৫.৫ শতাংশের কম হবে না যা ২০১০ সনের ১৫ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে।

তফসিলি ব্যাংকগুলো কর্তৃক তরল সম্পদ সংরক্ষণ আবশ্যকতা (SLR)

৪.১৩ শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো বাদে তফসিলি ব্যাংকগুলো কর্তৃক তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয় হার (SLR) ১৫ ডিসেম্বর ২০১০ থেকে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে) ১৯.০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। ইসলামি ব্যাংকগুলো কর্তৃক তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয় হার তাদের মোট দায়-এর ১১.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকে, যা ১৫ ডিসেম্বর ২০১০ হতে কার্যকর হয়। উল্লেখ্য, বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোকে তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকীয়তা হতে প্রদত্ত অব্যাহতি আলোচ্য অর্থবছরেও বলবৎ থাকে।

সারণী ৪.৪ ব্যাংক ঋণ*: অর্থবছর ১২-এর ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	আগামসমূহ	বিলসমূহ	মোট
৩০ জুন ১১	৩২৬৬.৩৪ (৯৩.৯৫)	২১০.৪২ (৬.০৫)	৩৪৭৬.৭৬
৩০ সেপ্টেম্বর ১১	৩৩৫৫.৯৩ (৯৪.১৩)	২০৯.১৮ (৫.৮৭)	৩৫৬৫.১১
৩১ ডিসেম্বর ১১	৩৫৬৭.৪৩ (৯৩.৯৯)	২২৮.১৮ (৬.০১)	৩৭৯৫.৬১
৩১ মার্চ ১২	৩৬৯৯.২১ (৯৪.০৭)	২৩৩.০৩ (৫.৯৩)	৩৯৩২.২৪
৩০ জুন ১২	৩৮৯৬.৭৬ (৯৪.২৩)	২৩৮.৫২ (৫.৭৭)	৪১৩৫.৩০

বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ মোট স্থিতির শতকরা অংশ নির্দেশক।
* বৈদেশিক ঋণ ও আন্তঃব্যাংক ঋণ বাদে।

সারণী ৪.৫ ব্যাংক আমানত*: অর্থবছর ১২-এর ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

তারিখ	তলবি আমানত	মেয়াদি আমানত	সরকারি আমানত	মোট আমানত
৩০ জুন ১১	৪৮১.০৬	৩৩৭৪.১৯	২৪৯.২০	৪১০৪.৪৫
৩০ সেপ্টে. ১১	৪৭০.৫০	৩৪৮৮.৯৩	২৪৫.০০	৪২০৪.৪৩
৩১ ডিসে. ১১	৪৯৫.২৪	৩৬৭৫.৪১	২৬৭.৮৪	৪৪৩৮.৪৯
৩১ মার্চ ১২	৪৮৩.৩৬	৩৮৩৭.৬৫	২৭০.৩৪	৪৫৯১.৩৫
৩০ জুন ১২	৫১০.৬০	৪০৭৩.৮৮	৩১৫.৭৪	৪৯০০.৪৭

* আন্তঃব্যাংক ও নিয়ন্ত্রিত আমানত বাদে।

ব্যাংক রেট

৪.১৪ অর্থবছর ১২-এ ব্যাংক রেট পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ৫.০ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকে। এ হার ৬ নভেম্বর ২০০৩ থেকে কার্যকর রয়েছে।

আমানত ও আগামের উপর সুদের হার

৪.১৫ অর্থবছর ০৭ হতে অর্থবছর ১২ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানত ও আগামের ভারীত গড় সুদের হার এবং এর ব্যাপ্তি (spread) সারণী ৪.৬-এ দেখানো হয়েছে। সারণী থেকে দেখা যায় যে, আমানতের ভারীত

গড় সুদের হার অর্থবছর ০৮ এ ৭.০ শতাংশে বৃদ্ধি পায় এবং অর্থবছর ০৯-এ এ হার স্থিতিশীল থাকে। পরবর্তীতে অর্থবছর ১০-এ আমানতের সুদের হার ৬.০১ শতাংশে হ্রাস পায়, তবে অর্থবছর ১১-এ পুনরায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং অর্থবছর ১২তে এ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে, অর্থবছর ০৭ হতে অর্থবছর ১০ পর্যন্ত সময়কালে আগামের সুদের হার হ্রাস পেতে থাকে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত নীতির ফলশ্রুতিতে অর্থবছর ১১ তে এ হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং অর্থবছর ১২ তে এ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। অর্থবছর ০৭ হতে অর্থবছর ১২ পর্যন্ত সময়কালে ব্যাংকের ঋণ ও আমানতের সুদের হারের ব্যাপ্তির গতিধারা মিশ্র ছিল। সুদ হারের উর্ধ্বসীমা উত্তোলনের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক তার নজরদারি জোরদার করেছে এবং ব্যাংকগুলোকে সুদ হারের ব্যাপ্তি (spread) ৫.০ শতাংশের নিচে রাখার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে অর্থবছর ১২-এর দ্বিতীয়ার্ধে সকল ব্যাংকের জন্য সুদের হারের ব্যাপ্তিতে নিম্নমুখী ধারা বজায় ছিল।

মুদ্রা ও ঋণনীতি বিষয়ক বিধি নির্দেশনায় পরিবর্তনসমূহ

অর্থবছর ১২-এ মুদ্রা ও ঋণনীতি বিষয়ক বিধি নির্দেশনায় সাধিত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ ঃ

১) সংযত মুদ্রানীতির অংশ হিসেবে অনুৎপাদনশীল ও অপচয়মূলক খাতে ঋণের বৃদ্ধি রোধকল্পে ভোক্তা অর্থায়ন (consumer financing) এর আওতায় নতুন ঋণ যোগানে গৃহায়ন অর্থায়ন (house financing) খাতে ঋণ-মার্জিন অনুপাত ৭০ঃ৩০ এবং মোটর কার লোনসহ অন্য সব ধরনের ভোক্তা অর্থায়নে ঋণ-মার্জিন অনুপাত ৩০ঃ৭০ এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

২) বাংলাদেশ ব্যাংকের রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার ৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ এ বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ও ৬.৭৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে যথাক্রমে শতকরা ৫.২৫ ও ৭.২৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে, যা ৮ জানুয়ারি ২০১২ এ পুনরায় ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে যথাক্রমে শতকরা ৫.৭৫ ও ৭.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

সারণী ৪.৬ তফসিলি ব্যাংকগুলোর ভারীত গড় সুদের হার

খাত	জুন শেষে (শতকরা হার)					
	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
আমানতের সুদের হার	৬.৯০	৭.০০	৭.০০	৬.০১	৭.২৭	৮.১৫
আগামের সুদের হার	১২.৮০	১২.৩০	১১.৯০	১১.৩১	১২.৪২	১৩.৭৫
ব্যাপ্তি	৫.৯০	৫.৩০	৪.৯০	৫.৩০	৫.১৫	৫.৬০

৩) তারল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর ঋণপ্রদান সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুধুমাত্র সরকারি সিকিউরিটিজের প্রাইমারি ডিলারদের জন্য সাময়িকভাবে HTM (Held to Maturity) সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট মাসে রক্ষিতব্য সহজে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের ৫০.০ শতাংশ থেকে ৮৫.০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে।

৪) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারি সিকিউরিটিজের প্রাইমারি ডিলার ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত তারল্য সহায়তার (liquidity support) প্রক্রিয়াটি সহজতর করার লক্ষ্যে রেপো লেনদেনের ক্ষেত্রে একটি সম (uniform) হিসাবায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। কিছু বিধি পরিপালন সাপেক্ষে এরূপ প্রক্রিয়া outright buy/sell এর পরিবর্তে Collateralised Repo লেনদেন হিসেবে বিবেচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেজারী বিল/বন্ডের অভিহিত মূল্যের উপর যথাক্রমে ১৫ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ মার্জিন প্রয়োগ করে অভিহিত মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ তারল্য সহায়তা হিসেবে প্রদান করবে। এরূপ রেপোর বিপরীতে বন্ধকীকৃত সিকিউরিটি সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ বিবেচিত হবে এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে জামানত বা সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৫) আমানত ও ঋণের সুদের হার যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ ও কৃষি ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ব্যাংক ঋণের সুদ হারের উর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে সুদ হার নির্ধারণের স্বাধীনতা যেন যৌক্তিকভাবে ব্যবহার হয় এ লক্ষ্যে উচ্চতর ঝুঁকিবাহী ভোক্তা ঋণ (ক্রেডিট কার্ডসহ) ও এসএমই ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতের ঋণের সুদ হার এবং আমানত সংগ্রহের গড় ভারীত সুদ হারের ব্যবধান বা

intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

৬) বাংলাদেশে কর্মরত সকল ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক তফসিলি ব্যাংক-কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত ধারার তফসিলি ব্যাংক-কোম্পানির ইসলামি ব্যাংকিং শাখাগুলোর তারল্য ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর সুসংহত করার লক্ষ্যে Islami Inter-bank Fund Market (IIFM) প্রবর্তন করা হয়েছে। IIFM-এ ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখাগুলো তাদের বিনিয়োগ উদ্বৃত্ত তহবিল ইসলামি বন্ড ফান্ডের (IBF) নিকট দৈনিক ভিত্তিতে হস্তান্তর করবে। ইসলামি বন্ড ফান্ড কাস্টডিয়ান হিসেবে এই তহবিল গ্রহণ করবে। ইসলামি বন্ড ফান্ড কর্তৃক নির্ধারিত Profit Sharing Ratio (PSR) অনুসারে ঋণ গ্রহীতাকে পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে তহবিল সরবরাহ করা হবে।

৭) ব্যাংক কোম্পানিসমূহের শেয়ার ধারণ এবং পুঁজিবাজার পরিব্যপ্তি (capital market exposer) সম্পর্কে স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে এ মর্মে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে যে, ব্যাংক কোম্পানির শেয়ার ধারণ ও পুঁজিবাজারে পরিব্যপ্তির জন্য মার্চেন্ট ব্যাংকিং ও ব্রোকারেজ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে গঠিত ব্যাংকের নিজস্ব সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে উক্ত ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন ঐ ব্যাংকের পুঁজি বাজার পরিব্যপ্তি হিসাবায়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে না। উপরন্তু, কোন কোম্পানিতে কোন ব্যাংক কোম্পানির দীর্ঘ মেয়াদি equity investment উক্ত ব্যাংক কোম্পানির পুঁজি বাজার পরিব্যপ্তি হিসাবায়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৮) আর্থিক আওতাভুক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতাদের ব্যাংকিং খাতে অন্তর্ভুক্তির জন্য ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বীমা পলিসি গ্রহীতাদের জীবন বীমা দলিলের বিপরীতে ১০০ টাকা জমা প্রদানপূর্বক ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৯) শহর এলাকার তুলনায় গ্রামীণ এলাকার অপর্যাপ্ত সেবা পাওয়া জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পল্লি এলাকায় শাখা সম্প্রসারণের জন্য শহর ও পল্লি শাখার অনুপাত ১ঃ১ করা হয়।

১০) দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদান আলোচ্য বছরেও অব্যাহত রয়েছে। চামড়া শিল্পকে সহায়তা করার জন্য চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার হার চলতি বছরে ১২.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১৫.০ শতাংশে উন্নীত করা হয়। জাহাজ রপ্তানির ক্ষেত্রে ডকুমেন্টারি কালেকশান/টিটির মাধ্যমে অগ্রিম প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে এবং বস্ত্রখাতে পণ্য রপ্তানি বহুমুখীকরণ/নতুন বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদানের জন্য নেগোসিয়েশন/ কালেকশনের পাশাপাশি টিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বস্ত্র শিল্প সংশ্লিষ্ট মিলসমূহের জন্য বিদ্যমান নগদ সহায়তা/প্রণোদনা সুবিধার অতিরিক্ত ৫.০ শতাংশ হারে বিশেষ নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১১) পল্লি এলাকায় অপর্যাপ্ত ব্যাংকিং সেবা পাওয়া জনগোষ্ঠীকে অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড’ পুনঃঅর্থায়ন স্কীম এর আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগের ন্যায় কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগেও পুনঃঅর্থায়নের আবেদন বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগে ১০% (ব্যাংক রেট+৫%) সুদ হারে প্রচলিত পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগেও প্রযোজ্য হবে, তবে তহবিল অপর্যাপ্ত হলে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাত অগ্রাধিকার পাবে। নারী উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্যান্য উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে কেবলমাত্র ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে তহবিল পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে ১০০% পুনঃঅর্থায়ন করা হবে। কুটির শিল্প/উদ্যোগে পুনঃঅর্থায়ন সীমা ১০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ও মাইক্রো শিল্প/উদ্যোগে পুনঃঅর্থায়ন সীমা ২০ হাজার টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকায়

বর্ধিত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প/উদ্যোগে পুনঃঅর্থায়নের সীমা ৫০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০.০০ লক্ষ টাকায় অপরিবর্তিত থাকবে।

১২) অর্থবছর ১২-এ কৃষি/পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় মৎস্য সম্পদ খাতের উপখাত হিসেবে "নদীতে খাঁচায় মৎস্য চাষ" (fish cultivation in cage) কর্মসূচিতে ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করার অনুমতি প্রদান করা হয়।

১৩) সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত পল্লি এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ পৌঁছানোর লক্ষ্যে উপকারভোগী গ্রাহক পর্যায়ে (beneficiary client level) reducing balance পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ১২.০ শতাংশ হারে সুদ ধার্য করা যাবে।

১৪) গ্রামীণ এলাকায় বায়োগ্যাসের অধিকতর উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিত গবাদি-পশু পালন এবং বায়োগ্যাস উৎপাদন কর্মসূচি পরিপালনকারী প্রতিষ্ঠান গুলোকে উপকারভোগী গ্রাহক পর্যায়ে সনাতন ব্যাংক রেট+সর্বোচ্চ ৬.০ শতাংশ এবং কোন সার্ভিস চার্জ ছাড়াই ঋণ প্রদানের সুবিধা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৫) যেসব এলাকায় মধু চাষ হয় এবং মধু চাষের পর্যাপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় মধু চাষীদের ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়।

১৬) অননুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখাগুলো এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোর সহযোগে বিদেশি মালিকানাধীন/ নিয়ন্ত্রিত ফার্ম/ কোম্পানিকে Guidlines of Foreign Exchange Transaction-2009 অনুযায়ী টাকায় মেয়াদি ঋণ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়।

১৭) উৎপাদনশীল খাতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি এবং অনুৎপাদনশীল ও ভোক্তা ঋণ খাতে ঋণপ্রবাহ হ্রাসের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করার জন্য ভোক্তা ঋণের প্রবৃদ্ধির সীমা ব্যাংকের মোট ঋণের গড় প্রবৃদ্ধি থেকে কম রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়।

১৮) ব্যাংকগুলোর মূলধনী ভিত্তিকে শক্তিশালীকরণের জন্য নতুন ঋণ শ্রেণীকরণ এবং পুনঃতফসিলিকরণের পাশাপাশি প্রভিশনিং নীতিমালা ইস্যু করা হয়। এই ব্যবস্থা ব্যাংকগুলোর তারল্য পরিস্থিতি উন্নত করবে এবং ঋণ প্রদান ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে।

ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং ব্যাংকগুলোর তত্ত্বাবধান

৫.১ অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত পর্যাপ্ত মাত্রায় টেকসই ও স্থিতিশীল ছিল। একটি সুস্থ, কার্যকরী ও স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এগুলোর মধ্যে সংশোধিত রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স এর আলোকে সময়োপযোগী ও কার্যকরী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ অন্যতম। প্রতিটি ব্যাংক কর্তৃক পৃথক এবং সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়মিত ও পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা এবং স্ট্রেস টেস্টিং প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যাংকের নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। সুবিধা বঞ্চিত/সুবিধার আওতা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে এসে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সহজ প্রবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য বড় ধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম বৃদ্ধিতে ব্যাংকসমূহকে উৎসাহ ও তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু বিস্তৃত পরিসরে গ্রীন ব্যাংকিং চালুকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমবারের জন্য একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত বিভিন্ন প্রবিধিগত ও তদারকিমূলক পদক্ষেপ এবং ব্যাংকিং খাতের সার্বিক কার্যদক্ষতার চিত্র নিম্নের অনুচ্ছেদগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

সারণী ৫.১ ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১০						২০১১					
	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা[স]	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ
এসসিবি	৪	৩৪০৪	১৩৮৪.৩	২৮.৫	১০৪৪.৯	২৮.১	৪	৩৪৩৭	১৬২৯.২	২৭.৮	১২৩৫.৬	২৭.৪
বিশেষায়িত	৪	১৩৮২	২৯৫.৪	৬.১	১৮৩.৪	৪.৯	৪	১৪০৬	৩২৮.৮	৫.৬	২১৪.৪	৪.৮
বেসরকারি	৩০	২৮১০	২৮৫৪.৬	৫৮.৮	২২৬৬.৫	৬০.৯	৩০	৩০৫৫	৩৫২৪.২	৬০.০	২৭৮৭.৫	৬১.৮
বিদেশী	৯	৬২	৩২০.৮	৬.৬	২২৭.১	৬.১	৯	৬৩	৩৮৫.৪	৬.৬	২৭২.২	৬.০
মোট ঃ	৪৭	৭৬৫৮	৪৮৫৫.১	১০০	৩৭২১.৯	১০০	৪৭	৭৯৬১	৫৮৬৭.৬	১০০	৪৫০৯.৭	১০০

@ ব্যাংকসমূহ তাদের স্থিতিপত্র (Balance Sheet) পঞ্জিকা বছর (Calendar Year) শেষের ভিত্তিতে প্রস্তুত করে থাকে। ব্যাংকসমূহের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র পঞ্জিকা বছর শেষে দাখিল করার জন্য দায়বদ্ধতা রয়েছে বিধায় ব্যাংকসমূহের কার্যদক্ষতা সম্পর্কিত পরিসংখ্যানসমূহ (সারণীতে উল্লেখিত) পঞ্জিকা বছর শেষের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

স= সংশোধিত।

(ক) ব্যাংকিং খাতের কর্মদক্ষতা

৫.২ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে মোট ৪ (চার) ধরনের তফসিলি ব্যাংক রয়েছে। এগুলো হলোঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (SCBs), রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (DFIs), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (PCBs) এবং বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক (FCBs)। অর্থবছর ১১-এর ন্যায় ব্যাংকের সংখ্যা ৪৭টিতে অপরিবর্তিত থাকলেও বেসরকারি ব্যাংকগুলোর নতুন শাখা খোলার ফলে মোট ব্যাংক শাখার সংখ্যা ২০১০ সনের ৭৬৫৮টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১-এ ৭৯৬১টি-তে দাঁড়িয়েছে। ২০১২ সনের জুন শেষে ব্যাংকের সংখ্যা ৪৭টিতে অপরিবর্তিত রয়েছে এবং মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০৫৯টি (পরিশিষ্ট-৩, সারণী-১)। ব্যাংকের ধরন অনুসারে ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো সারণী ৫.১-এ দেখানো হলো।

৫.৩ ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সম্পদের অংশ ২০১১-এ দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৭.৮ ভাগ, যা ২০১০ সনে ছিল শতকরা ২৮.৫ ভাগ। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অংশ ২০১০-এর শতকরা ৫৮.৮ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে

চার্ট ৫.১

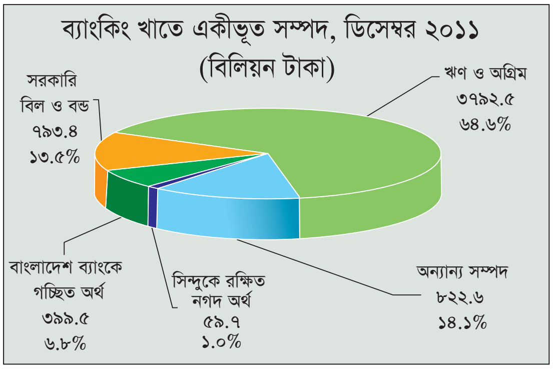
ব্যাংকিং খাতে একীভূত সম্পদ, ডিসেম্বর ২০১১
(বিলিয়ন টাকা)

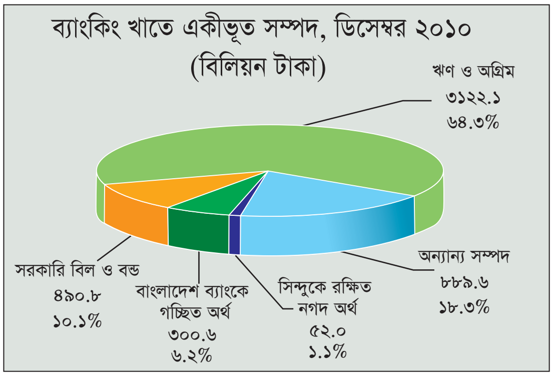
ব্যাংকিং খাতে একীভূত সম্পদ, ডিসেম্বর ২০১০
(বিলিয়ন টাকা)

চার্ট ৫.২

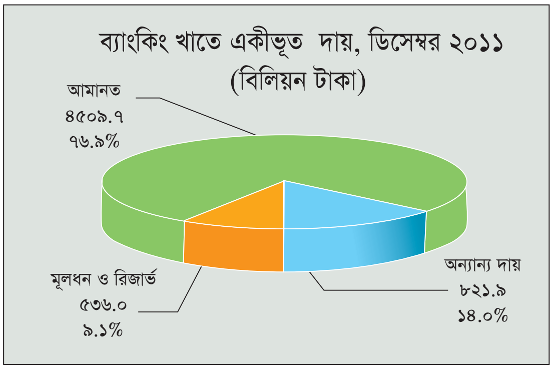
ব্যাংকিং খাতে একীভূত দায়, ডিসেম্বর ২০১১
(বিলিয়ন টাকা)

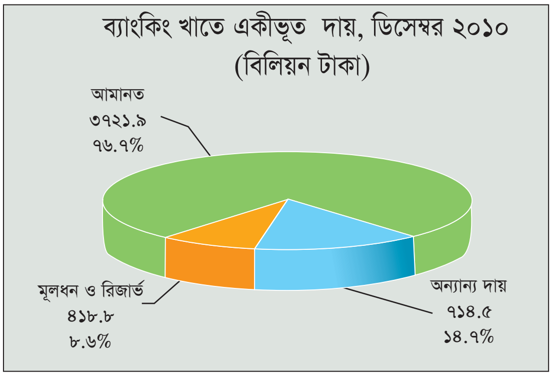
ব্যাংকিং খাতে একীভূত দায়, ডিসেম্বর ২০১০
(বিলিয়ন টাকা)

২০১১-এ শতকরা ৬০.০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। বিদেশী ব্যাংকের ধারণকৃত মোট সম্পদের অংশ ২০১১-এ শতকরা ৬.৬ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদের অংশ দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫.৬ ভাগ, যা ২০১০-এ ছিল শতকরা ৬.১ ভাগ।

৫.৪ ব্যাংকসমূহের মোট আমানত ২০১০ সনের ৩৭২১.৯ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ২১.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সনে ৪৫০৯.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর (সর্ববৃহৎ ৪টি ব্যাংক) মোট আমানতের অংশ ২০১০ সনের শতকরা ২৮.১ ভাগ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১১-এ শতকরা ২৭.৪ ভাগে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে, ২০১১-এ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭৮৭.৫ বিলিয়ন টাকা বা ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ৬১.৮ ভাগ, যা ২০১০-এ ছিল ২২৬৬.৫ বিলিয়ন টাকা বা ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ৬০.৯ ভাগ। ২০১১-এ বিদেশী ব্যাংকগুলোর আমানতের পরিমাণ বিগত বছরের তুলনায় ৪৫.১ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর আমানতের পরিমাণ ২০১০-এর ১৮৩.৪ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ১৬.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১-এ ২১৪.৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সমন্বিত স্থিতিপত্র

৫.৫ **সম্পদ ঃ** ২০১১ সনে ব্যাংকিং খাতের একীভূত সম্পদের পরিমাণ ছিল ৫৮৬৭.৬ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১০ সনের তুলনায় সার্বিকভাবে শতকরা ২০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য সময়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সম্পদ শতকরা ১৭.৭ ভাগ এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সম্পদ শতকরা ২৩.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্পদ গঠনে ঋণ ও অগ্রিম খাতের (শতকরা ৬৪.৬ ভাগ) সর্বাধিক ভূমিকা ছিল। বৈদেশিক মুদ্রাসহ সিন্দুকে রক্ষিত নগদ অর্থের পরিমাণ ৫৯.৭ বিলিয়ন টাকা; বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ৩৯৯.৫ বিলিয়ন টাকা; অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ ৮২২.৬ বিলিয়ন টাকা এবং সরকারি

সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকৃত সম্পদের পরিমাণ ছিল ৭৯৩.৪ বিলিয়ন টাকা (চার্ট ৫.১)।

৫.৬ **দায় ঃ** ২০১১ সনে ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক দায় (ইক্যুইটিসহ) এর পরিমাণ ছিল ৫৮৬৭.৬ বিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে, মোট আমানতের হার শতকরা ৭৬.৯ ভাগ (৪৫০৯.৭ বিলিয়ন টাকা), যা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তহবিল যোগানের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করেছে। মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৫৩৬.০ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৯.১ ভাগ), যা ২০১০-এ ছিল ৪১৮.৮ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৮.৬ ভাগ) (চার্ট ৫.২)। উল্লেখ্য, জুন ২০১২-এ মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৬২.০ বিলিয়ন টাকা।

ব্যাংকগুলোর কার্যদক্ষতা ও মূল্যায়ন

৫.৭ ক্যামেলস রেটিং এর মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের কার্যদক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রমের ৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রেটিং নির্ণয়ে ব্যবহৃত ৬টি নির্দেশক হলো- (i) মূলধন পর্যাপ্ততা, ii) সম্পদের গুণগত মান, iii) ব্যবস্থাপনা কার্যদক্ষতা (কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স বাস্তবায়নসহ), iv) উপার্জনক্ষমতা, v) তারল্য এবং vi) বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা।

মূলধন পর্যাপ্ততা

৫.৮ মূলধন পর্যাপ্ততা ব্যাংকগুলোর সার্বিক মূলধনের অবস্থা এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে আমানতকারীদের সুরক্ষা প্রদানের ওপর আলোকপাত করে। এটি সম্ভাব্য সব আর্থিক ঝুঁকি যেমন- ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি, রেসিডুয়াল ঝুঁকি, কোর রিস্ক, ঋণ পুঞ্জিভূতকরণ ঝুঁকি, সুদহার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, সুনাম হানির ঝুঁকি, নিষ্পত্তিকরণ (settlement) ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ইত্যাদি মোকাবেলায় সহায়তা করে। ব্যাসেল-২ এর আওতায় ২০১১ সনের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক হতে ব্যাংকগুলোকে মূলধন হিসেবে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ বা ৪.০ বিলিয়ন টাকা, এ দুয়ের মধ্যে যেটি বেশি তা সংরক্ষণ করতে হয়। ব্যাংকগুলোর অভিঘাত শোষণ (shock resilient) ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা পরিমার্জন করা হয়েছে। ২০১১ সনের চতুর্থ ত্রৈমাসিক হতে ব্যাংকগুলোকে মূলধন হিসেবে তাদের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ৯.০ ভাগ বা ২.০ বিলিয়ন টাকা, এ দুয়ের মধ্যে যেটি বেশি তা সংরক্ষণ করতে হয়।

সারণী ৫.২ ব্যাংকের প্রকৃতিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভারীত সম্পদের অনুপাত

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (জুন)
এসসিবি	৪.১	-০.৪	১.১	৭.৯	৬.৯	৯.০	৮.৯	১১.৭	১১.২
বিশেষায়িত	৯.১	-৭.৫	-৬.৭	-৫.৫	-৫.৩	০.৪	-৭.৩	-৪.৫	-৪.৩
বেসরকারি	১০.৩	৯.১	৯.৮	১০.৬	১১.৪	১২.১	১০.১	১১.৫	১১.৪
বিদেশী	২৪.২	২৬.০	২২.৭	২২.৭	২৪.০	২৮.১	১৫.৬	২১.০	২১.৫
মোট ঃ	৮.৭	৫.৬	৬.৭	৯.৬	১০.১	১১.৬	৯.৩	১১.৪	১১.৩

চার্ট ৫.৩

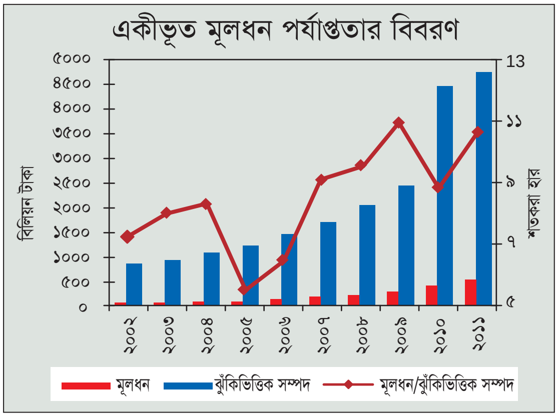

তত্ত্বাবধান পর্যালোচনা পদ্ধতির (supervisory review process) আওতায় ব্যাংকগুলোকে ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য সব ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম পর্যাপ্ত মূলধন তথা ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধনের বেশি সংরক্ষণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোর জন্য প্রযোজ্য পর্যাপ্ত মূলধনের পরিমাণ SRP-SREP ডায়ালগের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে (বক্স ৫.১)।

৫.৯ সারণী ৫.২ হতে দেখা যায় যে, ৩১ ডিসেম্বর ২০১১-এ সমন্বিতভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, বিশেষায়িত, বেসরকারি এবং বিদেশী ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১১.৭, -৪.৫, ১১.৫ এবং ২১.০ ভাগ। কিন্তু এককভাবে ৩টি বেসরকারি ব্যাংক এবং

বক্স ৫.১

ব্যাংকের আবশ্যকীয় মূলধন ঃ ন্যূনতম নাকি পর্যাপ্ত?

ব্যাংকিং সুপারভিশন সম্পর্কিত ব্যাসেল কমিটি (BCBS) ব্যাংকের সমন্বিত ঝুঁকির বিপরীতে রক্ষিতব্য ঝুঁকিরোধক মূলধন কতটুকু হবে তা নিরূপণের জন্য একটি কাঠামো প্রকাশ করেছে। কমিটি আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে ও ব্যাংকের সুদৃঢ় অবস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার হার ঝুঁকি ভারীত সম্পদের শতকরা ৮ ভাগ হিসেবে সংরক্ষণের পরামর্শ দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সনে দেশজ অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নীতিমালা (Risk Based Capital Adequacy) প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালায় ব্যাংকসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততার হার [CAR] হবে তাদের ঝুঁকি ভারীত সম্পদের [RWA] অন্যূন শতকরা ১০ ভাগ বা এর বেশি অর্থাৎ CAR ≥ 10% of RWA। এখানে "≥" চিহ্নটি মূলতঃ '>' এবং '=' এর সমন্বিত প্রকাশ। অর্থাৎ '>' চিহ্নটি বাদ দিয়ে শুধু '=' চিহ্নটি থাকলে ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার হার ঝুঁকি ভারীত সম্পদের শতকরা ১০ ভাগ এর সমান হবে, যা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ন্যূনতম আবশ্যকীয় মূলধন (MCR) হিসেবে বিবেচিত হবে। আর শুধুমাত্র '>' চিহ্নটি দ্বারা মূলধন পর্যাপ্ততার হার ঝুঁকি ভারীত সম্পদের শতকরা ১০ ভাগের অধিক পরিমাণকে বোঝাবে। ব্যাসেল-২ এর প্রথম পিলারে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন সব ঝুঁকির বিপরীতে ব্যাসেল-২ এর দ্বিতীয় পিলার অনুযায়ী অতিরিক্ত মূলধন কী পরিমাণ হবে তা নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংকের ন্যূনতম মূলধন ব্যাংকসমূহের ভবিষ্যৎ ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি ও পরিচালন ঝুঁকি হতে উদ্ভূত প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহকে তাদের মোট ঝুঁকি ভারীত সম্পদের শতকরা ১০ ভাগ অথবা টাকা ৪০০ কোটি, এর মধ্যে যেটি অধিকতর সেটি ন্যূনতম আবশ্যকীয় মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। এ কারণে ঝুঁকি ভারীত সম্পদ নির্ণয়ের জন্য ব্যাসেল-২ কাঠামো অনুযায়ী ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি ও পরিচালন ঝুঁকি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এখানে মূলধন বলতে শুধুমাত্র উপযুক্ত বিধিবদ্ধ মূলধনকে বোঝানো হয়েছে, যার মধ্যে মুখ্য মূলধন [Tier-1], সম্পূরক মূলধন [Tier-2] ও অতিরিক্ত সম্পূরক মূলধন [Tier-3] অন্তর্ভুক্ত। এভাবে পর্যাপ্ত মূলধনকে নিম্নরূপ সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় ঃ

পর্যাপ্ত মূলধন = ন্যূনতম আবশ্যকীয় মূলধন [MCR] + অতিরিক্ত মূলধন
এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূলধন = δ ধরা হলে
পর্যাপ্ত মূলধন = MCR + δ [যেখানে, δ > ০]

ব্যাসেল-২ এর দ্বিতীয় পিলার অনুযায়ী অতিরিক্ত মূলধন [δ] ব্যাংকের নিজস্ব মূল্যায়নে নিরূপিত হবে এবং এই পদ্ধতিটি ব্যাংকের নিজস্ব Supervisory Review Process নামে পরিচিত। ব্যাংকগুলোকে তাদের আবশ্যকীয় পর্যাপ্ত মূলধনের উপযুক্ত পরিমাণ নিরূপণের জন্য ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) পদ্ধতি প্রণয়নের ও তা অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং মূলধন পর্যাপ্ততার জন্য ন্যূনতম আবশ্যকীয় মূলধন ছাড়াও অতিরিক্ত যে মূলধন প্রয়োজন তা নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল-২ এর প্রথম পিলারে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কিছু ঝুঁকি বিবেচনায় নেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। এসব ঝুঁকির মধ্যে Residual Risk (দালিলিকরণ ত্রুটি, জামানত মূল্যায়ন ত্রুটি ও অর্থের সময় মূল্যজনিত ক্ষতি), ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনা-মডেল বাস্তবায়নজনিত ঝুঁকি, ঋণের অতিখাত পুঞ্জীভূতকরণ ঝুঁকি, সুদ হার পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, সুনামক্ষুণ্ন ঝুঁকি, লেনদেন নিষ্পত্তিকরণ ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, পরিবেশগত ও জলবায়ুজনিত ঝুঁকি এবং অন্যান্য বস্তুগত ঝুঁকি। তবে অতিরিক্ত মূলধন বিষয়ে কোন দ্বিমত দেখা দিলে তা SRP ও SREP (Supervisory Review Evaluation Process) কমিটিদ্বয়ের আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত হবে। SREP বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত টীম কর্তৃক একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনুযায়ী আলোচনার মাধ্যমে অতিরিক্ত মূলধন নির্ধারণের সঠিকতা নিরূপণার্থে ২০১১ সনে ব্যাংকসমূহের জন্য প্রণীত চাপসহতা পরীক্ষার [Stress Testing] ফলাফল বিবেচনায় নেয়া হয়।

ইতোমধ্যে ২০০৯ সনে BCBS ব্যাসেল-৩ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রকাশ করেছে। উক্ত নীতিমালায় ব্যাংক ঝুঁকি সম্পর্কিত মোট সম্পদ-মূলধন অনুপাত [Leverage Ratio], তারল্য আচ্ছাদন বা তারল্য প্রাপ্যতা অনুপাত, নেট স্থায়ী তহবিল প্রাপ্যতা অনুপাত, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিচক্রিয় অবস্থা [Countercyclical Position] ইত্যাদি বিষয়সমূহকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ব্যাংক ঝুঁকি সম্পর্কিত এসব বিষয়াদি বিবেচনায় ব্যাসেল-৩ নীতিমালা ব্যাংকসমূহকে তাদের ঝুঁকি ভারীত সম্পদের অন্যূন শতকরা ২.৫ ভাগ অতিরিক্ত মূলধন সঞ্চয় সংরক্ষণের পরামর্শ দেয়া প্রয়োজন।

সুতরাং, বাংলাদেশে পরিচালিত ব্যাংকসমূহের জন্য শুধুমাত্র ন্যূনতম মুলধন নয় বরং পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ আবশ্যক। পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ ব্যাংকসমূহের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার পাশাপাশি ব্যাংকের অভ্যন্তরে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পর্যাপ্ত মাত্রার মূলধন সংরক্ষণ ব্যাংকসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন এবং ব্যাংকিং প্রতিযোগিতায় দীর্ঘমেয়াদে নিজেদের টিকে থাকার শক্তি যোগাবে।

২টি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বেসরকারি এবং বিদেশী ব্যাংক ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। ২০১১ সনে সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল শতকরা ১১.৪ ভাগ, যা ২০১০ সনে ছিল শতকরা ৯.৩ ভাগ।

চার্ট ৫.৪

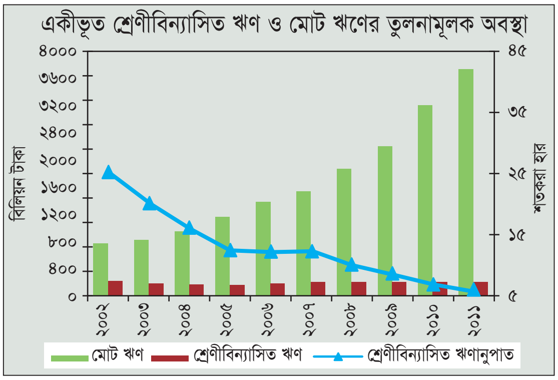

একীভূত শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের তুলনামূলক অবস্থা

সম্পদের গুণগত মান

৫.১০ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মোট সম্পদের একটি বড় অংশ (শতকরা ৬৪.৬ ভাগ) ঋণ ও অগ্রিম খাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ ননপারফর্মিং হওয়ায় ঋণ ও অগ্রিম খাতে সম্পদের উচ্চ মাত্রার কেন্দ্রীভূতকরণ ঋণ ঝুঁকির দিক থেকে এর নাজুক অবস্থা নির্দেশ করে। ব্যাংকগুলোর ঋণের দুর্দশার প্রধান কারণ সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর বিপুল পরিমাণ শ্রেণীকৃত ঋণ। অবশ্য ২০১১-এ বিল, বন্ড, শেয়ার ইত্যাদিতেও ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ কিছুটা পুঞ্জীভূত রয়েছে, যা মোট সম্পদের শতকরা ১৪.১ ভাগ।

৫.১১ সম্পদের গুণগতমানে বিরূপ অবস্থা নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে মোট ঋণের তুলনায় মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার এবং নীট ঋণের তুলনায় নীট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার। ২০১১-এ শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার সবচেয়ে কম ছিল বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের এবং এ হার সবচেয়ে বেশি ছিল বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের। মোট ঋণের তুলনায় শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার ডিসেম্বর ২০১১ শেষে ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে শতকরা ১১.৩ ভাগ, বেসরকারি ব্যাংক, বিদেশী ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে যথাক্রমে শতকরা ২.৯, ২.৯ এবং ২৪.৬ ভাগ। অর্থবছর ১২ শেষে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক এবং বিদেশী ব্যাংকগুলোর শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে শতকরা ১৩.৫, ৩.৮ এবং ৩.২ ভাগে দাঁড়িয়েছে এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এ হার হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৩.৮ ভাগ হয়েছে (পরিশিষ্ট ৩, সারণী ৩)।

সারণী ৫.৩ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অবস্থা

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
এসসিবি	২৫.৩	২১.৪	২২.৯	২৯.৯	২৫.৪	২১.৪	১৫.৭	১১.৩	১৩.৫
বিশেষায়িত	৪২.৯	৩৪.৯	৩৩.৭	২৮.৬	২৫.৫	২৫.৯	২৪.২	২৪.৬	২৩.৮
বেসরকারি	৮.৫	৫.৬	৫.৫	৫.০	৪.৪	৩.৯	৩.২	২.৯	৩.৮
বিদেশী	১.৫	১.৩	০.৮	১.৪	১.৯	২.৩	৩.০	২.৯	৩.২
মোট ঃ	**১৭.৬**	**১৩.৬**	**১৩.২**	**১৩.২**	**১০.৮**	**৯.২**	**৭.৩**	**৬.১**	**৭.২**

সারণী ৫.৩ (ক) ব্যাংকের শ্রেণীভেদে নীট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অবস্থা

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (৩০ জুন)
এসসিবি	১৭.৬	১৩.২	১৪.৫	১২.৯	৫.৯	১.৯	১.৯	-০.৩৪	২.৪
বিশেষায়িত	২৩.০	২২.৬	২৩.৬	১৯.০	১৭.০	১৮.৩	১৬.০	১৬.৯	১৬.৪
বেসরকারি	৩.৪	১.৮	১.৮	১.৪	০.৯	০.৫	০.০	-০.২০	০.৪
বিদেশী	-১.৫	-২.২	-২.৬	-১.৯	-২.০	-২.৩	-১.৭	-১.৮	-১.৩
মোট ঃ	**৯.৮**	**৭.২**	**৭.১**	**৫.১**	**২.৮**	**১.৭**	**১.৩**	**০.৭**	**১.৭**

সারণী ৫.৪ প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন-সকল ব্যাংক

(বিলিয়ন টাকা)

সকল ব্যাংক	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (৩০ জুন)
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	১৮৭.৩	১৭৫.১	২০০.১	২২৬.২	২২৪.৮	২২৪.৮	২২৭.১	২২৬.৪	২৯০.০
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৮৭.৮	৮৮.৩	১০৬.১	১২৭.২	১৩৬.১	১৩৪.৮	১৪৯.২	১৪৮.২	১৭৮.৪
সংরক্ষিত প্রভিশন	৩৫.৯	৪২.৬	৫২.৯	৯৭.১	১২৬.২	১৩৭.৯	১৪২.৩	১৫২.৭	১৬৭.৫
উদ্বৃত্ত(+)/ ঘাটতি (-)	-৫১.৯	-৪৫.৭	-৫৩.২	-৩০.১	-৯.৯	৩.১	-৬.৯	৪.৬	-১০.৯
প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৪০.৯	৪৮.২	৪৯.৯	৭৬.৩	৯২.৭	১০২.৩	৯৫.৪	১০৩.০	৯৩.৯

৫.১২ মোট ঋণে ব্যাংকগুলোর শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের হার ২০০০ সনের সর্বোচ্চ মাত্রা (শতকরা ৩৪.৯ ভাগ)

হতে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে আশাব্যঞ্জক ধারায় রয়েছে, যদিও ডিসেম্বর ২০১১-এ সামগ্রিকভাবে এ হার উচ্চ মাত্রায় (শতকরা ৬.১ ভাগ) ছিল। এর অন্যতম কারণ হলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর বিদ্যমান বিপুল পরিমাণ শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ। অর্থবছর ১২ শেষে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৭.২ ভাগ (পরিশিষ্ট ৩, সারণী ৩)।

৫.১৩ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর নিকট বিপুল পরিমাণ শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ বিদ্যমান থাকার অন্যতম কারণ সত্তর ও আশির দশকে বাণিজ্যিক ভিত্তি বিবেচনায় না রাখা এবং নির্দেশিত খাতে বিশাল অংকের ঋণ প্রদান। দুর্বল ঋণগ্রহীতা মূল্যায়ন, অপর্যাপ্ত তদারকি ও তত্ত্বাবধানের ফলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত এ ঋণের অধিকাংশই মন্দ ঋণে পর্যবসিত হয়েছিল যার উল্লেখযোগ্য অংশ উক্ত ব্যাংকগুলোর ঋণ কাঠামোতে বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকগুলো অপর্যাপ্ত জামানতের কারণে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত মন্দ ঋণ অবলোপন করতে পারছে না। তবে, সাম্প্রতিককালে ব্যাংকগুলোর বিরূপ শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ আদায় ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং অবলোপন কার্যক্রম গ্রহণের প্রেক্ষিতে মন্দ ঋণ আদায়ে কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৫.১৪ সারণী ৫.৩ (ক) এবং চার্ট ৫.৪ (ক)-এ প্রভিশন ও স্থগিত সুদ সমন্বয়পূর্বক নীট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও মোট নীট ঋণ হার প্রদর্শন করা হয়েছে। সারণী হতে দেখা যায় যে, প্রভিশন ও স্থগিত সুদ সমন্বয় করার পর এখনও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর বিপুল পরিমাণ শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ রয়েছে। তবে, ডিসেম্বর ২০১১-এ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিদেশী এবং বেসরকারি ব্যাংকগুলোর শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত প্রভিশন সংরক্ষিত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক, বিদেশী ব্যাংক এবং সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতে অর্থবছর ১২-এ প্রভিশন ও স্থগিত সুদ সমন্বয়পূর্বক নীট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও মোট নীট ঋণ হার যথাক্রমে শতকরা ২.৪, ১৬.৪, ০.৪, -১.৩ এবং ১.৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে (পরিশিষ্ট ৩, সারণী ৪)।

চার্ট ৫.৪ (ক)

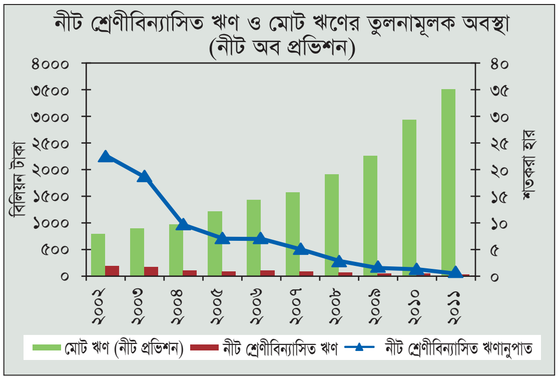

চার্ট ৫.৫

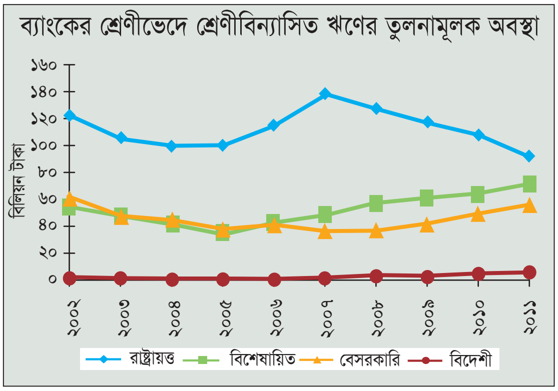

চার্ট ৫.৬

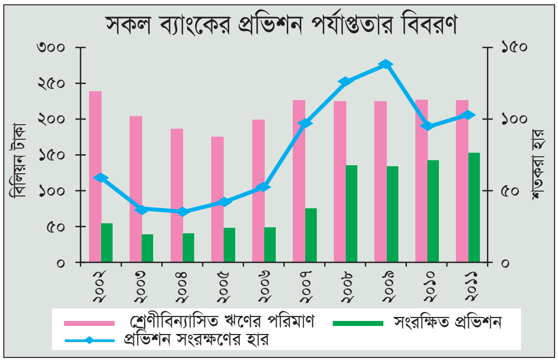

সারণী ৫.৫ প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	আইটেম	এসসিবি	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশী
২০১০	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৭০.৬	১৯.১	৫৩.৩	৬.২
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৬৯.৯	১৩.৩	৫১.৮	৭.৪
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৯৯.০	৬৯.৬	৯৭.১	১১৯.৪
২০১১	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৬০.৮	২১.৭	৫৮.৩	৭.৪
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৬৯.০	১৩.৯	৬১.২	৮.৫
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	১১৩.৫	৬৪.১	১০৫.০	১১৪.৯
৩০/০৬/১২	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৭৩.৩	২৪.৯	৭১.৮	৮.৪
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৭০.৮	১৫.১	৭২.৫	৯.০
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৯৬.৬	৬০.৬	১০১.০	১০৭.১

৫.১৫ চার্ট ৫.৫-এ চার ধরনের ব্যাংকের ২০০২ সন হতে ২০১১ সন পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ ২০০০ সনের ১১৭.৩ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১ সনে ৯১.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ৪৬.২ বিলিয়ন টাকা থেকে ২৫.৮ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৭২.০ বিলিয়ন টাকায় এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ৬৩.৭ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ৫৬.৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। চার্ট ৫.৪ (ক) হতে দেখা যায় যে, দীর্ঘদিনের অনাদায়ী ঋণ আদায়ে অগ্রগতি এবং 'মন্দ'/'ক্ষতি' হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ অবলোপনের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের এ হার হ্রাস পেয়েছে।

ব্যাংকগুলোর মন্দ-ঋণ প্রভিশনিং

৫.১৬ সারণী ৫.৪-এ সব ব্যাংকের ২০০৪ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত সামগ্রিক শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ, প্রয়োজনীয় প্রভিশন এবং সংরক্ষিত প্রভিশনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। শুধু মাত্র ২০০৯ ও ২০১১ সন ব্যতীত ২০০৪ সন থেকে ২০১১ সন পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে ব্যাংকগুলো শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণে ক্রমাগতভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ২০০৯ ও ২০১১ সনে ব্যাংকগুলো প্রথমবারের মতো শতকরা ১০০ ভাগ বা তার বেশি প্রভিশন সংরক্ষণে সমর্থ হয়েছে। ২০০৪ সনে ব্যাংকগুলোর প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণের হার ছিল শতকরা ৪০.৯ ভাগ, যা পরবর্তীতে ২০১১ সনে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১০৩.০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২০০০ সন থেকে ২০১১ সন পর্যন্ত (২০০৯ ও ২০১১ সন ব্যতীত) প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণে ক্রমাগত ঘাটতির মূল কারণ হচ্ছে কতিপয় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক, বিশেষায়িত এবং প্রবলেম ব্যাংকসহ কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকের অপর্যাপ্ত মুনাফা এবং ঋণ অবলোপনের জন্য প্রভিশন স্থানান্তর। লক্ষণীয় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদেশী মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো পর্যাপ্ত প্রভিশন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অধিকতর ভালো অবস্থানে রয়েছে। সারণী ৫.৫-এ ২০১০ ও ২০১১ সনের এবং অর্থবছর ১২-এর প্রভিশনের সর্বশেষ অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

সারণী ৫.৬ আমানত ও ঋণের ওপর ভারীত গড় সুদের হার (৩০/০৬/২০০৩- ৩০/০৬/২০১২)

(শতকরা হার)

তারিখ	ভারীত গড়		সুদহার ব্যবধান
	আমানতের সুদহার	ঋণের সুদহার	
৩০ জুন ০৩	৬.৩০	১২.৭৮	৬.৪৮
৩১ ডিসেম্বর ০৩	৬.২৫	১২.৩৬	৬.১১
৩০ জুন ০৪	৫.৬৫	১১.০১	৫.৩৬
৩১ ডিসেম্বর ০৪	৫.৫৬	১০.৮৩	৫.২৭
৩০ জুন ০৫	৫.৬২	১০.৯১	৫.৩১
৩১ ডিসেম্বর ০৫	৫.৯০	১১.২৫	৫.৩৫
৩০ জুন ০৬	৬.৬৮	১২.০৬	৫.৩৮
৩১ ডিসেম্বর ০৬	৬.৯৯	১২.৬০	৫.৬১
৩০ জুন ০৭	৬.৯০	১২.৮০	৫.৯০
৩১ ডিসেম্বর ০৭	৬.৭৭	১২.৭৫	৫.৯৮
৩০ জুন ০৮	৭.০০	১২.৩০	৫.৩০
৩১ ডিসেম্বর ০৮	৭.৩১	১২.৩১	৫.০০
৩০ জুন ০৯	৭.০০	১১.৯০	৪.৯০
৩১ ডিসেম্বর ০৯	৬.৩৩	১১.৪৪	৫.১১
৩০ জুন ১০	৬.০১	১১.৩১	৫.৩০
৩১ ডিসেম্বর ১০	৬.০৭	১১.১৯	৫.১২
৩০ জুন ১১	৭.২৭	১২.৪২	৫.১৫
৩১ ডিসেম্বর ১১	৭.৫২	১২.৯৯	৫.৪৭
৩০ জুন ১২	৮.১৫	১৩.৭৫	৫.৬০

চার্ট ৫.৭

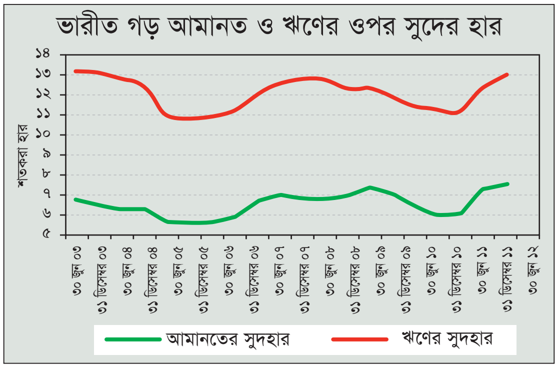

৫.১৭ ২০১১ এর ডিসেম্বরে ৩০টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ২৮টি ব্যাংকই পর্যাপ্ত প্রভিশন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২টি ব্যাংক নিম্নমান সম্পন্ন সম্পদের ও আয় খাতের দুর্বলতার কারণে প্রভিশন সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে।

ভারীত গড় আমানত ও ঋণের সুদের হার

৫.১৮ অর্থবছর ১২-এর দ্বিতীয়ার্ধে (১ জানুয়ারি ২০১২ হতে ৩০ জুন ২০১২) ব্যাংকগুলোর আমানতের ভারীত গড় সুদ হার শতকরা ৭.৫২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৮.১৫ ভাগ এবং ঋণের ভারীত গড় সুদ হার শতকরা ১২.৯৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৩.৭৫ ভাগে দাঁড়ায়। উক্ত সময়ে আমানত ও ঋণের সুদ হারের ব্যবধান (spread) শতকরা ৫.৪৭ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৬০ ভাগে দাঁড়ায়। ৩০ জুন ২০০৩ হতে ৩০ জুন ২০১২ সময়ে আমানত ও ঋণের ভারীত গড় আমানত এবং ঋণের ওপর সুদ হারের ব্যবধান সারণী ৫.৬ ও চার্ট ৫.৭ এ প্রদর্শন করা হয়েছে।

মন্দ ঋণ অবলোপন

৫.১৯ অনাবশ্যক ও কৃত্রিমভাবে স্ফীত আর্থিক বিবরণী পরিহারকল্পে ২০০৩ সনে ঋণ অবলোপনের জন্য একটি সুষম নীতিমালা জারি করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংক মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও অগ্রিম যে কোন সময় অবলোপন করতে পারে। ৫ বছর ও এর বেশি সময় যাবৎ মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ যার বিপরীতে আদালতে মামলা করা হয়েছে এবং ১০০ ভাগ প্রভিশন সংরক্ষিত রয়েছে এরূপ ঋণ হিসাবগুলো অবিলম্বে অবলোপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সারণী ৫.৭-এ জুন ২০০৬ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত ব্যাংকগুলোর মন্দ ঋণের বিপরীতে মোট অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ দেখানো হয়েছে।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

৫.২০ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি শক্তিশালীকরণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। ব্যবস্থাপনা মানের সূচকগুলো প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানভিত্তিক হওয়ায় এ সূচকগুলো সমগ্র সেক্টরের জন্য সহজে একীভূত করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত গুণবাচক হওয়ায় আর্থিক সূচকগুলোর ভিত্তিতে কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মান নির্ধারণ করা কঠিন। তথাপি মোট আয়-ব্যয় অনুপাত, পরিচালন ব্যয় ও মোট ব্যয় অনুপাত, কর্মচারী প্রতি আয় ও পরিচালন ব্যয় এবং সুদ হারের ব্যবধান ইত্যাদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত। কৌশলগত সক্ষমতা এবং উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব দেয়ার গুণাবলী, ব্যাংকিং আইন ও বিধির পরিপালন, পর্যাপ্ততা, অভ্যন্তরীণ সুষ্ঠু নীতির পরিপালন, পরিকল্পনা প্রণয়নে দক্ষতা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার গুণাবলী হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে ।

সারণী ৫.৭ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	৩০ জুন ০৬	৩০ জুন ০৭	৩০ জুন ০৮	৩০ জুন ০৯	৩০ জুন ১০	৩০ জুন ১১	৩০ জুন ১২
এসসিবি	৩৫.৭	৪২.৮	৪৮.৪	৬৪.৫	৭০.৫	৮২.৪	৯২.৩
বিশেষায়িত	২৮.৬	৩০.৪	৩১.০	৩১.৮	৩১.৮	৩২.০	৩২.৩
বেসরকারি	৪০.৭	৪৫.৫	৪৯.৪	৫৪.৭	৬৯.৬	৭৭.১	৮৫.৫
বিদেশী	১.৫	১.৬	১.৭	২.০	২.১	২.৪	২.৯
মোট ঃ	**১০৬.৫**	**১২০.৩**	**১৩০.৫**	**১৫৩.০**	**১৭৪.০**	**১৯৩.৯**	**২১৩.০**

সারণী ৫.৮ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন		২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
এসসিবি		১০২.৩	১০১.৯	১০০.০	১০০.০	৮৯.৬	৭৫.৬	৮০.৭	৬২.৭
বিশেষায়িত		১০৪.০	১০৩.৯	১০৩.৫	১০৭.৭	১০৩.৭	১১২.১	৮৭.৮	৮৮.৬
বেসরকারি		৮৭.১	৮৯.৩	৯০.২	৮৮.৮	৮৮.৪	৭২.৬	৬৭.৬	৭১.৭
বিদেশী		৭৬.৩	৭০.৮	৭১.১	৭২.৯	৭৫.৮	৫৯.০	৬৪.৭	৪৭.৩
মোট ঃ		**৯০.৯**	**৯২.১**	**৯১.৪**	**৯০.৪**	**৮৭.৯**	**৭২.৬**	**৭০.৮**	**৬৮.৬**

চার্ট ৫.৮

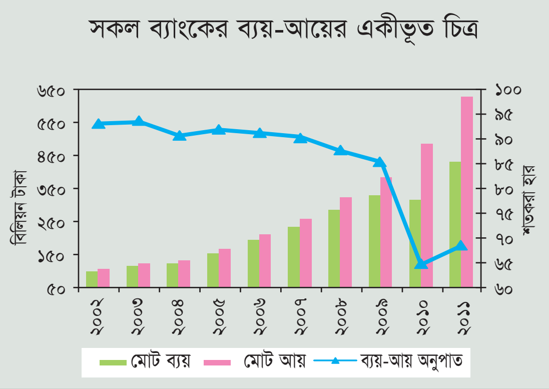

৫.২১ সারণী ৫.৮ এবং চার্ট ৫.৮ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ২০১১ সনে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর আয়-ব্যয়ের অনুপাত সর্বোচ্চ এবং এর মূল কারণ ছিল বিকেবি ও রাকাব এর ব্যাপক পরিচালন ব্যয়জনিত ক্ষতি এবং

সারণী ৫.৯ ঃ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	সম্পদের আয় হার (ROA)									ইক্যুইটির আয় হার (ROE)								
	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
এসসিবি	০.১	-০.১	-০.১	০.০	০.০	০.৭	১.০	১.১	১.৩	৩.০	-৫.৩	-৬.৯	০.০	০.০	২২.৫	২৬.২	১৮.৪	১৯.৭
বিশেষায়িত	০.০	-০.২	-০.১	-০.২	-০.৩	-০.৬	০.৪	০.২	০.১	-০.৬	-২.১	-২.০	-২.০	-৩.৪	-৬.৯	-১৭১.৭	-৩.২	-০.৯
বেসরকারি	০.৭	১.২	১.১	১.১	১.৩	১.৪	১.৬	২.১	১.৬	১১.৪	১৯.৫	১৮.১	১৫.২	১৬.৭	১৬.৪	২১.০	২০.৯	১৫.৭
বিদেশী	২.৬	৩.২	৩.১	২.২	৩.১	২.৯	৩.২	২.৯	৩.২	২০.৪	২২.৫	১৮.৪	২১.৫	২০.৪	১৭.৮	২২.৪	১৭.০	১৬.৬
মোট ঃ	**০.৫**	**০.৭**	**০.৬**	**০.৮**	**০.৯**	**১.২**	**১.৪**	**১.৮**	**১.৫**	**৯.৮**	**১৩.০**	**১২.৪**	**১৪.১**	**১৩.৮**	**১৫.৬**	**২১.৭**	**২১.০**	**১৭.০**

অপর্যাপ্ত (poor) সুদ বিহীন আয়। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর এ হার ছিল ব্যাংকগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (শতকরা ৭১.৭ ভাগ) এবং এ উচ্চ অনুপাতের উল্লেখযোগ্য মূল কারণ উচ্চ প্রশাসনিক ও ওভারহেড ব্যয়। সুদ আয়ের তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধির (৬০.৫ বিলিয়ন টাকা থেকে ৯১.৭ বিলিয়ন টাকা) কারণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আয়-ব্যয়ের অনুপাত ২০১০ সনের শতকরা ৮০.৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১ সনে শতকরা ৬২.৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

চার্ট ৫.৯

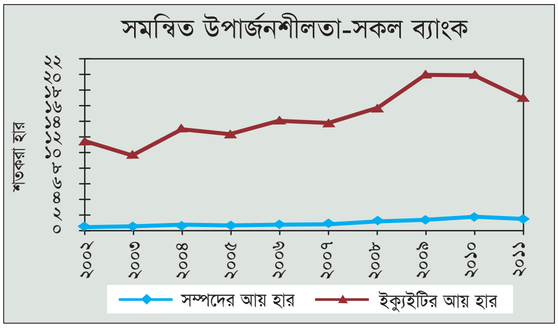

মুনাফা ও উপার্জনশীলতা

৫.২২ শক্তিশালী উপার্জন ক্ষমতা এবং মুনাফার স্তর একটি ব্যাংকের ভাল অবস্থার পরিচায়ক এবং তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্য পরিচালনার সক্ষমতা প্রকাশ করে। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় এটি পর্যাপ্ত মূলধনের ভিত্তি তৈরি করে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার ক্ষমতা, কার্যক্রম বিস্তারের জন্য অর্থায়ন এবং শেয়ার হোল্ডারদের পর্যাপ্ত ডিভিডেন্ড প্রদানের সামর্থ্য দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। যদিও উপার্জনশীলতা ও মুনাফা পরিমাপের আরো বিভিন্ন সূচক রয়েছে তবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সূচক হচ্ছে সম্পদের উপর আয় হার (ROA) যা ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) এবং নীট সুদ মার্জিন (NIM) পরিপূরক অনুপাত হিসেবে স্বীকৃত।

সারণী ৫.১০ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে নীট সুদ আয়

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
এসসিবি	-১.১	৭.৭	৯.০	৭.৪	৭.৯	১২.১	১৯.৮	৩৪.৩
বিশেষায়িত	১.৮	১.০	১.৭	১.৪	১.৯	১.৯	৬.২	৪.৯
বেসরকারি	১৩.৭	২১.০	২৫.৪	৩৬.১	৪৮.৫	৫৬.৭	৮২.৮	৯১.৪
বিদেশী	৪.২	৫.৬	৮.২	৯.৯	১২.৬	১০.৭	১৩.০	১৬.১
মোট ঃ	**১৮.৩**	**৩৫.৩**	**৪৪.৩**	**৫৪.৮**	**৭০.৯**	**৮১.৫**	**১২১.৯**	**১৪৬.৭**

৫.২৩ ROA এবং ROE দ্বারা পরিমাপকৃত উপার্জন ক্ষমতার অবস্থানে ব্যাংকের ধরনভেদে ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের ROA এবং ROE সারণী ৫.৯-এ এবং সকল ব্যাংকের মুনাফা সূচকের সামগ্রিক চিত্র চার্ট ৫.৯-এ প্রদর্শন করা হয়েছে। এ সূচকগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ROA ছিল ব্যাংকিং খাতের গড় শতকরা হারের নিচে, যা সময়ের সাথে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিকেবি ও রাকাব লোকসানে পরিচালিত হওয়ার কারণে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর অবস্থা ভালো নয়। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর ROA ক্রমাগতভাবে বিগত ৫ বছরে শক্তিশালী হয়েছে। ব্যাংকগুলোর সার্বিক ROA গত কয়েক বছরে ধারাবাহিকভাবে আরো শক্তিশালী হয়েছে।

৫.২৪ ২০০৯ সনে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ইক্যুইটির ওপর আয় হার (ROE) ছিল

সারণী ৫.১১ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে তারল্যের হার

(শতকরা হার)

ব্যাংকের ধরন	তরল সম্পদ									অতিরিক্ত তারল্য								
	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
এসসিবি	২৪.৪	২২.৮	২০.০	২০.১	২৪.৯	৩২.৯	২৫.১	২৭.২	৩৪.৭	৮.৪	৬.৮	২.০	২.১	৬.৯	১৪.৯	১৭.৬	৮.২	১৫.৭
বিশেষায়িত	১২.০	১১.২	১১.২	১১.৯	১৪.২	১৩.৭	৯.৬	২১.৩	১২.৩	৫.৮	৪.৭	৬.২	৩.৮	৫.৬	৪.৯	৭.১	২.৩	২.৫
বেসরকারি	২৪.৪	২৩.১	২১.০	২১.৪	২২.২	২০.৭	১৮.২	২১.৫	২৩.৯	৯.৮	৮.৮	৫.১	৫.৬	৬.৪	৪.৭	৫.৩	৪.৬	৭.০
বিদেশী	৩৭.৮	৩৭.৮	৪১.৫	৩৪.৪	২৯.২	৩১.৩	৩১.৮	৩২.১	৩০.৫	২১.৯	২১.৯	২৩.৬	১৬.৪	১১.২	১৩.৩	২১.৮	১৩.২	১১.৮
মোট ঃ	**২৪.৭**	**২৩.৪**	**২১.৭**	**২১.৫**	**২৩.২**	**২৪.৮**	**২০.৬**	**২৩.০**	**২৬.৫**	**৯.৯**	**৮.৭**	**৫.৩**	**৫.১**	**৬.৯**	**৮.৪**	**৯.০**	**৬.০**	**৯.৩**

শতকরা ২৬.২ ভাগ, কিন্তু এ ব্যাংকগুলোর ইক্যুইটির পরিমাণ কর পরবর্তী মুনাফার তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধির কারণে ২০১০ সনে ROE হ্রাস পেয়ে তা শতকরা ১৮.৪ ভাগ হয়েছে। তবে, ২০১১ সনে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৯.৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২০১১ সনেও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ROE ঋণাত্মক অবস্থায় রয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ROE বিগত ৫ বছরে (২০১১ সন ব্যতীত) সন্তোষজনক ছিল। ইক্যুইটির পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে ২০০৯ সন থেকে বিদেশী ব্যাংকগুলোর ROE ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৯ সনে এ ব্যাংকগুলোর ROE ছিল শতকরা ২২.৪ ভাগ যা, ২০১১ সনে হ্রাস পেয়ে শতকরা ১৬.৬ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

নীট সুদ আয়

৫.২৫ ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক নীট সুদ আয় ২০০৪ সনের ১৮.৩ বিলিয়ন টাকা হতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সনে ১৪৬.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবে ২০০৪ সনে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নীট সুদ আয় ছিল ঋণাত্মক ১.১ বিলিয়ন টাকা এবং ২০০৫ সনে তা ধনাত্মক (৭.৭ বিলিয়ন টাকা) হয়, এ ধনাত্মক ধারা ২০১১ সনেও অব্যাহত ছিল। ২০১১ সনে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নীট সুদ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৪.৩ বিলিয়ন টাকা। ২০০২ সন হতে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ধারাবাহিকভাবে ধনাত্মক নীট সুদ আয় উপার্জন করছে এবং ২০১১ সনে এ আয়ের পরিমাণ ছিল ৪.৯ বিলিয়ন টাকা।

৫.২৬ ২০০৫ সন থেকে সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তহবিল ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে নীট সুদ আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৪ সন থেকে ২০১১ সন পর্যন্ত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নীট সুদ আয় উচ্চ ক্রমধারা নির্দেশ করছে। ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক নীট সুদ আয়ের উর্ধ্বমুখী ধারাও অব্যাহত ছিল। নীট সুদ আয়ের এ উর্ধ্বমুখী ধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বেসরকারি এবং বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সুদ স্প্রেড (আমানত ও ঋণের উপর আরোপিত সুদ হারের পার্থক্য) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর তুলনায় বেশি।

চার্ট ৫.১০

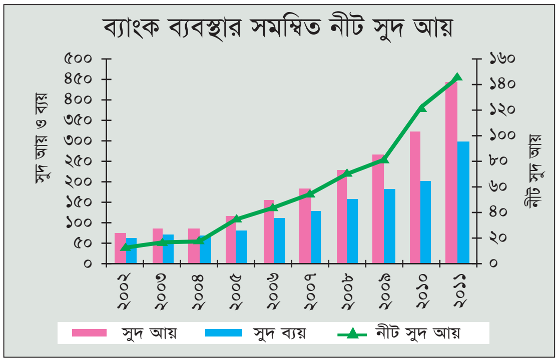

তারল্য

৫.২৭ বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ৬.০ ভাগ (দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ৫.৫ ভাগ) নগদ তরল সম্পদ (CRR) সহ শতকরা ১৯.০ ভাগ বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ (SLR) দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করতে হয়। CRR বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে নগদে এবং SLR এর অবশিষ্ট অংশ নগদে অথবা দায়হীন অনুমোদিত সরকারি সিকিউরিটিজ

(unencumbered approved securities) ক্রয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হয়। ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকগুলোর SLR এর পরিমাণ শতকরা ১১.৫ ভাগ (দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে গড়ে শতকরা ৬.০ ভাগ এবং দৈনিক ভিত্তিতে সংরক্ষিতব্য ন্যূনতম শতকরা ৫.৫ ভাগ CRR সহ)। বেসিক ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোকে SLR সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোর তলবি ও মেয়াদি দায়ের (আন্তঃব্যাংক আমানত ব্যতীত) ভিত্তিতে শতকরা হারে নির্ণীত তারল্যের নির্দেশকগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১০ সন থেকে অতিরিক্ত তরল সম্পদ (excess liquidity) বৃদ্ধি পেলেও এ তরল সম্পদের পরিমাণ (৪০২.৯৮ বিলিয়ন টাকা) ২০০৯ সনের উদ্বৃত্ত তরল সম্পদের চেয়ে কিছুটা কম ছিল।

৫.২৮ সারণী ৫.১১ এবং চার্ট ৫.১১ হতে দেখা যায় যে, বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পর সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার সর্বোচ্চ ছিল (২০০৮ ও ২০১১ সন ব্যতীত)। ব্যাংকগুলোর তারল্য উদ্বৃত্ত হ্রাস পাওয়ার ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক বাজারের উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে ।

ক্যামেলস্ রেটিং

৫.২৯ ব্যাংকগুলোর আর্থিক সুস্থতা নির্ণয়ের পাশাপাশি সমস্যাক্রান্ত এবং নিবিড় তদারকি প্রয়োজন এরূপ ব্যাংক চিহ্নিতকরণে ক্যামেলস্ রেটিং সুপারভিশনের একটি হাতিয়ার। ক্যামেলস্ রেটিং এর আওতায় ব্যাংকগুলোকে ২ প্রকার রেটিং আরোপের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়- (১) উপাদান ভিত্তিক পারফরমেন্স রেটিং, যা ক্যামেলস্ এর ছয়টি উপাদান অর্থাৎ মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগত মান, ব্যবস্থাপনা, উপার্জন ক্ষমতা, তারল্য ও বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা এর ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয় এবং (২) সংযুত ক্যামেলস্ রেটিং যা ব্যাংকের সার্বিক আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ণীত হয়ে থাকে। উপাদান ভিত্তিক পারফরমেন্স রেটিং এবং সংযুত ক্যামেলস্ রেটিং উভয়ই "১-৫" স্কেলে নির্ণয় করা হয় এবং "১" এর মাধ্যমে উৎকৃষ্টতর বা সবচেয়ে ভাল রেটিং নির্দেশ করা হয়। অপরদিকে "৫" এর মাধ্যমে নিকৃষ্টতম বা সবচেয়ে খারাপ রেটিং বোঝানো হয়। কোন ব্যাংকের সংযুত ক্যামেলস্ রেটিং "৪" বা "৫" অর্থাৎ "প্রান্তিক" বা "অসন্তোষজনক" নির্ণীত হলে সাধারণত ঐ ব্যাংকটিকে "প্রবলেম ব্যাংক" হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এরূপ সমস্যাক্রান্ত ব্যাংকের কার্যাবলী ও আর্থিক অবস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

চার্ট ৫.১১

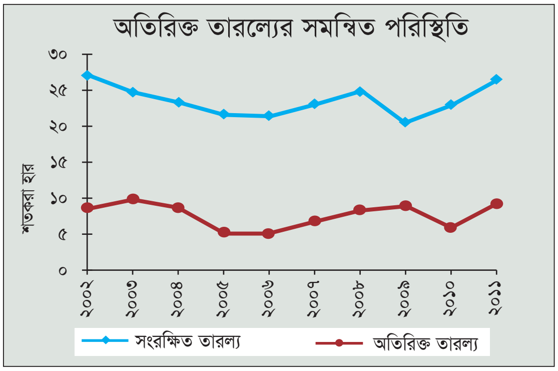

৫.৩০ ব্যাংকগুলোর ক্যামেলস্ সূচকের মাধ্যমে চিহ্নিত দুর্বলতা দূর করা এবং দুর্বল ব্যাংকগুলোর জন্য নিবিড় তদারকি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মার্চ ২০০৫ হতে সুপারভিশন পদ্ধতির আওতায় আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম (EWS) প্রবর্তন করেছে। কোন ব্যাংকের কার্যক্রমে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে তাকে EWS এর আওতায় এনে উক্ত ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতঃ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর কার্যক্রমের মানোন্নয়নে সহায়তা করা হয়। বর্তমানে ২টি ব্যাংককে EWS এর আওতায় পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

৫.৩১ ২০১১ সনের ক্যামেলস্ রেটিং হতে দেখা যায় যে, ২টি ব্যাংকের রেটিং ১ বা "শক্তিশালী", ৩৩টি ব্যাংকের রেটিং ২ বা "সন্তোষজনক", ৯টি ব্যাংকের রেটিং ৩ বা "মোটামুটি ভাল", ২টি ব্যাংকের রেটিং ৪ বা "প্রান্তিক" এবং ১টি ব্যাংকের রেটিং ৫ বা "অসন্তোষজনক"।

ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল

৫.৩২ বাংলাদেশ ব্যাংক বিশ্বব্যাংকের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সুপারভিশনের হাতিয়ার স্বরূপ ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল বাস্তবায়নের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এই মডেলের প্রধান উদ্দেশ্য হল ঃ

সারণী ৫.১২ ইসলামি ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র (ডিসেম্বর ২০১১ শেষে)

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	ইসলামি ব্যাংক		প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামি শাখা		ইসলামি ব্যাংকিং খাত		সকল তফসিলি ব্যাংক	
	২০১১	২০১০	২০১১	২০১০	২০১১	২০১০	২০১১	২০১০
১	২		৩		৪=২+৩		৫	
ব্যাংকের সংখ্যা	৭	৭	১৬	১৬	২৩	২৩	৪৭	৪৭
মোট আমানত	৭৫১.২	৬২৭.৬	৫৬.২	৪৮.০	৮১৮.৯	৬৭৫.৬	৪৪৮৪.৪	৩৮৫৮.৯
মোট বিনিয়োগ	৬৯৩.০	৫৮৭.২	৪৫.৮	৪১.৬	৭৩৮.৮	৬২৮.৭	৩৬৪২.৬	৩২৯৭.৫
বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত	৯০.৯	৯৩.৬	৮১.৪	৮৬.৭	৯০.২	৯৩.১	৭৯.৭	৮৫.৫
তারল্য ঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)*	৩১.০	২৫.৫	০.৫	০.৫	৩১.৫	২৬.০	৩৫৮.৫	২১১.৮

* প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখা/শাখাগুলো আলাদাভাবে এসএলআর সংরক্ষণ করে না। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সমন্বিতভাবে এসএলআর সংরক্ষণ এবং তারল্য উদ্বৃত্ত/ঘাটতি হিসাব করে থাকে।

(১) প্রত্যেকটি ব্যাংকের শক্তিশালী ও দুর্বলতম দিকগুলোকে হাইপোথিটিক্যাল চিত্রের মাধ্যমে নিরূপণ করা; (২) ঝুঁকিসমূহকে চিহ্নিতকরণ এবং এগুলোর মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সমন্বিত চিত্র বিশ্লেষণ করা; (৩) প্রত্যেকটি ব্যাংকের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ঝুঁকি নিরূপণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেলকে সুপারভিশনের ঝুঁকি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় একত্রীকরণ করা। এ কাজটি তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

কুইক রিভিউ রিপোর্ট

৫.৩৩ প্রথাগত সুপারভিশনের হাতিয়ার যেমন ক্যামেলস রেটিং, স্ট্রেস টেস্টিং, ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল ইত্যাদির পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কুইক রিভিউ রিপোর্ট প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা শুরু করেছে। এই রিপোর্টের মাধ্যমে ব্যাংকে বিদ্যমান প্রধান প্রধান ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা এবং ঐ সকল ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলার সম্ভাব্য পন্থা নির্ণয় করা যায়।

ইসলামি ব্যাংকিং

৫.৩৪ ১৯৮৩ সনে বাংলাদেশে প্রথাগত (Conventional) সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতির পাশাপাশি ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়। অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশে ৪৭টি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি বেসরকারি ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক ব্যাংক এবং ১৬টি প্রচলিত ব্যাংক (৩টি বৈদেশিক ব্যাংকসহ) পৃথক শাখার মাধ্যমে ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৮৩ সাল থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামিক ব্যাংকিং খাতও জোরালো প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেছে। সমগ্র ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে সম্পদ, অর্থায়ন এবং আমানত বিবেচনায় ইসলামি ব্যাংকিং খাতের বর্ধিত মার্কেট শেয়ার এর মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটেছে। সারণী ৫.১২-এ ইসলামিক ব্যাংকের কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১১ শেষে সকল ইসলামিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখাগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮১৮.৯ বিলিয়ন টাকা, যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ১৮.৩ ভাগ। ডিসেম্বর ২০১১ শেষে সকল ইসলামিক ব্যাংক এবং প্রথাগত ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখাগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৩৮.৮ বিলিয়ন টাকা, যা দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের শতকরা ২০.৩ ভাগ।

আন্তঃব্যাংক ইসলামি তহবিল মার্কেট চালুকরণ

৫.৩৫ শরীয়াহ ভিত্তিক ইসলামিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামি ব্যাংকিং শাখাগুলোর সাময়িক ও স্বল্প মেয়াদি তারল্য সংকট দূর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি আন্তঃব্যাংক ইসলামি তহবিল মার্কেট চালু করেছে।

আমানত বীমা স্কীম

৫.৩৬ আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ১৯৮৪ সনের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে আমানত বীমা স্কীম প্রবর্তন করা হয়। ব্যাংকের আমানতকারীদের তহবিল ঝুঁকি হ্রাস বা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে এ স্কীম চালু করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের আমানত বীমা কার্যক্রম 'ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০' এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। কোন ব্যাংক অবসায়িত হলে এর ক্ষুদ্র আমানতকারীদের সীমিত পর্যায়ে সুরক্ষা (যা ১.০০ লক্ষ টাকার বেশি নয়) প্রদানের জন্য আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল (DITF) গঠন করা হয়েছে যাতে দেশের মোট ৮৪.০ শতাংশ আমানতকারী অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ DITF-এর ট্রাস্টি বোর্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। বর্তমানে ট্রাস্টি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে DITF পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৬ সন হতে আন্তর্জাতিক আমানত বীমা এসোসিয়েশন (IADI) এর সদস্য। বিদ্যমান ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ অনুযায়ী ব্যাংকের আমানত হতে সংগৃহীত প্রিমিয়াম থেকে IADI এর তহবিল ব্যবস্থাপনা করা হয়। প্রিমিয়ামের হার সব ব্যাংকের জন্য সমান নয়; এ হার ব্যাংকের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। জানুয়ারি, ২০০৭ হতে সংশোধিত ঝুঁকিভিত্তিক প্রিমিয়াম হার প্রবর্তন করা হয়েছে। নতুন তফসিল মোতাবেক প্রবলেম ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানতের শতকরা ০.০৯ ভাগ এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানতের শতকরা ০.০৭ ভাগ প্রিমিয়াম হিসেবে জমা দিতে হয়। ডিসেম্বর, ২০১১ শেষে DITF এর মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯.৮ বিলিয়ন টাকা (অনিরীক্ষিত), যা থেকে ১৯.৫ বিলিয়ন টাকা সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। জনসাধারণের অবগতি ও ব্যাংকিং খাতে পেমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তনের জন্য আমানত বীমা স্কীম সংক্রান্ত তথ্য [বীমার প্রকৃতি, পরিচালন পদ্ধতি, কভারেজের আওতা, প্রিমিয়াম হার এবং সর্বশেষ নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র (৩০ জুন, ২০১২ অনুযায়ী)] বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট (www.bb.org.bd)-এ প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ DITF এর ট্রাস্টি বোর্ড হিসেবে সম্প্রতি নতুন ঝুঁকিভিত্তিক প্রিমিয়াম হার এবং কভারেজের পরিমাণ নির্ধারণ করেছে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পরে কভারেজের পরিমাণ কার্যকরী হবে। নতুন ঝুঁকিভিত্তিক প্রিমিয়াম হার ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০১৩ সন হতে কার্যকর হয়েছে। তফসিলি ব্যাংকের ন্যায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (NBFI)-কে আমানত বীমা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান আমানত বীমা অবকাঠামোটিকে (framework) কার্যকর আমানত বীমা পদ্ধতি গঠনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আমানত বীমা এসোসিয়েশন (IADI) এর মূলনীতিগুলো অনেকাংশে পরিপালন করছে। জনসাধারণ আমানত বীমার অস্তিত্ব এবং পরিসর সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হলে পদ্ধতিগত ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে DITF এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, ওয়েব সাইটে এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকি হ্রাসকল্পে অন-সাইট ইন্সপেকশন এবং অফ-সাইট মনিটরিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমের স্থিতিশীলতা এবং সাবলীলতা আনার লক্ষ্যে আমানত বীমা পদ্ধতির উপস্থিতি পরিপূরক হিসেবে কাজ করে চলছে।

খ) আইন কাঠামো সংস্কার ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স

৫.৩৭ ব্যাংকগুলোর আর্থিক ভিত্তি উন্নয়ন এবং এগুলোর কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে চলমান ব্যাংকিং খাত শক্তিশালীকরণ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় অর্থবছর ১২-এ কিছু নতুন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যাংকগুলোর জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা

৫.৩৮ বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি, ২০১০ হতে ব্যাংকগুলোর জন্য ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার (RBCA) কাঠামো প্রবর্তন করেছে। মূলধন পর্যাপ্ততার নতুন কাঠামোর আলোকে সম্ভাব্য সকল ঝুঁকির সঠিক মূল্যায়ন করে ব্যাংকগুলো তাদের রিস্ক প্রোফাইলের বিপরীতে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করছে কিনা, তা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংক পালন করছে। ব্যাংকগুলোকে ১১ আগস্ট ২০১১ থেকে ন্যূনতম মূলধন ৪.০ বিলিয়ন টাকা, তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ কমপক্ষে ২.০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীতকরণের জন্য

নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিদ্যমান ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার নীতি (policy) এবং ব্যাংকগুলোর পূর্বের মূলধন পর্যাপ্ততার প্রতিবেদন (reporting) বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সনে ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CAR) এবং ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধন (MCR) পর্যালোচনা করছে। জুলাই ২০১১ হতে ব্যাংকগুলোকে ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের শতকরা ১০.০ ভাগের সমপরিমাণ বা তদূর্ধ্ব মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CAR) সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যাসেল-২ এর পিলার-১ অনুযায়ী ঋণ ঝুঁকি (credit risk), বাজার ঝুঁকি (market risk) এবং পরিচালন ঝুঁকি (operational risk) এর বিপরীতে ব্যাংকসমূহ ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদ হিসাবায়ন করছে। প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে মূলধন পর্যাপ্ততার বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার (RBCA) ফ্রেমওয়ার্কের পিলার-২ বাস্তবায়নের কাজ করছে। তত্ত্বাবধান পর্যালোচনা পদ্ধতি (supervisory review process)- এর মূল নীতি হল "ব্যাংকগুলোতে রিস্ক প্রোফাইলের আলোকে সামগ্রিক মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণের জন্য একটি প্রক্রিয়া এবং পর্যাপ্ত মাত্রায় মূলধন সংরক্ষণের জন্য একটি কৌশল থাকতে হবে"। ব্যাংকগুলোকে একটি SRP টীম গঠনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যেখানে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট হচ্ছে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এছাড়া ব্যাংকগুলোকে তাদের সামগ্রিক রিস্ক প্রোফাইল নিরূপণের জন্য Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) শীর্ষক একটি প্রসেস ডকুমেন্ট প্রণয়ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পর্যাপ্ত মূলধন বলতে সকল প্রকার ব্যবসায়িক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মূলধনকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাসেল ২-তে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর মাত্রার সাথে মূলধনকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। কাজেই ব্যাংকগুলোতে তাদের ঝুঁকিগুলো তদারকি এবং মোকাবেলা করার জন্য সর্বোচ্চ অনুশীলনযোগ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল থাকতে হবে। তত্ত্বাবধান পর্যালোচনা মূল্যায়ন পদ্ধতি বা Supervisory Review Evaluation Process (SREP) এর অধীনে ব্যাংকগুলোর SRP টীম এর সাথে তাদের ICAAP সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ/মূল্যায়ন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংলাপ অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সংলাপকালে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মূলধনের বিপরীতে পর্যাপ্ত মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করবে। আলোচ্য সংলাপ সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে একটি প্রসেস ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে (ওয়েব সাইট: http://www.bb.org.bd/mediaroom/baselii/guidelinefeb2011.pdf)। এ প্রসেস ডকুমেন্ট এর আওতায় ব্যাংকগুলোকে রেসিডুয়াল ঝুঁকি, মুখ্য ঝুঁকিগুলোর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মূল্যায়ন, ঋণ পুঞ্জীভূতকরণ ঝুঁকি, সুদ হার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, সুনাম ঝুঁকি, লেনদেন নিষ্পত্তির ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, পরিবেশগত ঝুঁকি, এবং অন্যান্য বস্তুগত ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ফরম্যাটে বাংলাদেশে ব্যাংকে দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের ICAAP সংক্রান্ত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনসাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্টগুলোতে সংরক্ষিত তথ্যাবলীর সাথে মিলিয়ে দেখা হবে। SRP-SREP সংলাপকালে ব্যাংকগুলো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যথাযথ প্রমাণসহ তথ্য ও বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা দাখিলে সমর্থ না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোর জন্য মূলধন পর্যাপ্ততার স্তর নির্ধারণ করা হবে।

বিভিন্ন চার্জ হার যৌক্তিকীকরণ

৫.৩৯ আমানতকারী/বিনিয়োগকারী/গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কতিপয় সার্ভিসের ক্ষেত্রে আরোপিত চার্জ যৌক্তিকীকরণ করেছে এবং গ্রাহকদের অবগতির জন্য তফসিলি ব্যাংকগুলোকে তাদের চার্জের পূর্ণাঙ্গ তালিকা শাখা অফিস ও প্রধান কার্যালয়ে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন এবং গ্রাহকদের সুবিধার্থে উক্ত তথ্য ব্যাংকগুলোর নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার নির্দেশনা প্রদান করেছে।

ক্ষুদ্র আমানতকারীদের স্বার্থে গড়ে ৫০০০ টাকার কম স্থিতির আমানত হিসাবের ওপর কোন প্রকার চার্জ আরোপ না করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে গড়ে ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত স্থিতির আমানত হিসাবের ওপর সর্বোচ্চ ১০০ টাকা মেইনটেন্যান্স ফি ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সুদ হার যৌক্তিকীকরণ

৫.৪০ প্রাক-জাহাজীকরণ রপ্তানি ঋণ (শতকরা ৭.০ ভাগ) এবং কৃষি ঋণ (শতকরা ১৩.০ ভাগ) ব্যতীত অন্যান্য সকল খাতের ঋণের উপর সুদের উর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ঋণ এবং আমানতের সুদ হারের (আমানতের ক্ষেত্রে weighted average rate) মধ্যকার ব্যবধান উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন ভোক্তা ঋণ (ক্রেডিট কার্ড সহ) ও এসএমই ঋণ ব্যতীত অন্যান্য খাতে intermediation spread নিম্নতর একক অঙ্কের ঘরে নামিয়ে আনার জন্যও ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

ব্যাংকগুলো একই শ্রেণীভুক্ত ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ঝুঁকি বিবেচনায় সর্বোচ্চ ৩% ব্যবধানে সুদ হার নির্ধারণ করতে পারবে। সুদহার নির্ধারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকার অবসানকল্পে ব্যাংকসমূহকে খাতভেদে মধ্যবর্তী সুদ হার ঘোষণার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো তুলনামূলক ঋণ ঝুঁকি বিবেচনায় ঘোষিত ম্যধবর্তী সুদ হার অপেক্ষা ১.৫ % বেশি বা কম হারে সুদ আরোপ করতে পারবে। যেসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সুদের সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো তাদের সর্বোচ্চ সীমা প্রকাশ করবে। এছাড়া ব্যাংকগুলোকে আমানত ও ঋণের সুদ হারের তথ্য স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

গ্রীন ব্যাংকিং সংক্রান্ত পলিসি গাইডলাইন্স

৫.৪১ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের যে কয়টি দেশ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, বাংলাদেশ তার অন্যতম। পরিবেশের অবক্ষয়জনিত ক্ষতি প্রশমন ও রোধকল্পে বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি শক্তিশালী এবং পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গ্রীন ব্যাংকিং সংক্রান্ত একটি বিশদ পলিসি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে দেশের শীর্ষ ১০টি ব্যাংকের গ্রেডিং করা হয়েছে। গ্রেডিং এর ক্ষেত্রে সবুজ অর্থায়ন, পরিবেশগত ঝুঁকি নিরূপণ এবং অনলাইন ব্যাংকিং, এটিএম, ইন্টারনেট ও মোবাইল/এসএমএস ব্যাংকিং এর পরিধি বিস্তারে বাজেট বরাদ্দে ব্যাংকের পরিচালন নীতিমালার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পরিসেবা ও জালানি সাশ্রয়ী কর্মপরিবেশ তৈরি, সবুজ বিপণনে উৎসাহ যোগান, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিজেদের সার্বিক কার্যক্রম জনসমক্ষে তুলে ধরার লক্ষ্যে ব্যাংকের উদ্যোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড গ্রীন ব্যাংকিং-এর অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। শীর্ষ দশ ব্যাংক হচ্ছে (বর্ণানুক্রমিক)- ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড, শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড এবং ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড।

পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ERM) সংক্রান্ত গাইডলাইন্স

৫.৪২ ঋণ সুবিধা প্রদানের পূর্বে পরিবেশগত ঝুঁকিসহ ঋণ ঝুঁকি বিবেচনায় এনে সামগ্রিক ক্রেডিট রেটিং নিরূপণের জন্য একটি বিশদ পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Environmental Risk Management) নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে।

এসসিবি মনিটরিং সেল

৫.৪৩ ব্যাংকিং খাতের আর্থিক দৃঢ়তা ও দক্ষতা উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০৭ সনে ৩টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংককে (সোনালী, জনতা এবং অগ্রণী) কর্পোরেটাইজ করা হয়। কর্পোরেটাইজেশনের সময় সোনালী, জনতা এবং অগ্রণী ব্যাংকের পুঞ্জীভূত ক্ষতিকে “ইনট্যানজিবল এ্যাসেট” (intangible asset)-এ রূপান্তর করা হয়, যা পরবর্তী ১০ (দশ) বছরের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সনে রূপালী ব্যাংককে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়। পুনর্গঠনের পর থেকে আলোচ্য ব্যাংকগুলোর আর্থিক সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং ব্যাংকগুলোর কর্মদক্ষতা পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় অধিকতর ভাল হচ্ছে। ২০০৩ সন হতে সমঝোতা স্মারকের (Memorandum of Understanding-MOU) আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক এ ব্যাংকগুলোর কর্মদক্ষতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ঋণ প্রবৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণ, শ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে নগদ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা প্রদান, কৃষি ও এসএমই ঋণ বিতরণে গুরুত্ব আরোপ, সুষ্ঠু তহবিল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদের উন্নয়ন, কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্সের বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো সমঝোতা স্মারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষ মনিটরিং-এর ফলে ডিসেম্বর ২০১১ ভিত্তিতে SCB গুলোর কোন মূলধন (ব্যাসেল-২ অনুযায়ী) এবং প্রভিশন ঘাটতি নেই। ডিসেম্বর ২০১১ ভিত্তিতে SCB গুলোর গড় খেলাপি ঋণের হার ছিল শতকরা ১১.৩ ভাগ, যা ডিসেম্বর ২০১০-এ ছিল শতকরা ১৫.৭ ভাগ। অন্যদিকে, ডিসেম্বর ২০১১ সনে ব্যাংকিং সেক্টরের গড় খেলাপি ঋণের হার ছিল শতকরা ৬.১ ভাগ। সার্বিক বিবেচনায়, SCB গুলোর অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে। অন্যদিকে, অর্থবছর ১২ এর সমঝোতা স্মারকের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংককে নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং অর্থবছর ১৩-এর জন্য সমঝোতা স্মারক প্রস্তুতির কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ব্যাংকগুলোর কর্পোরেট গভর্নেন্স

৫.৪৪ দুর্বল গভর্নেন্স এর কারণে ব্যাংকগুলোতে সৃষ্ট তারল্য ও অর্থসংকট সামগ্রিক অর্থনীতিতে পদ্ধতিগত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সে কারণে আইনগত, নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালার সমন্বয় করে পর্ষদ ও নির্বাহী ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা ও দায়বদ্ধতা, বহিঃ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, তথ্যপ্রবাহ এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে ব্যাংকগুলোর কর্পোরেট গভর্নেন্সের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোতে উৎকৃষ্ট কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠাকল্পে সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যথা-বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে উপযুক্ততা যাচাই পরীক্ষা (fit and proper test) অনুসরণ; বোর্ড-এর অডিট কমিটি গঠন ও তথ্য প্রকাশ সম্পর্কিত বর্ধিত নির্দেশনা ইত্যাদি। উপরোক্ত সংস্কার প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করা এবং ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমে পরিচালকমণ্ডলীর হস্তক্ষেপ সীমিত করার লক্ষ্যে পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও কার্যক্রম পুনঃসংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

সারণী ৫.১৩ ব্যাংকসমূহের CSR বাবদ ব্যয় (২০০৮ হতে ২০১১ পর্যন্ত)

(মিলিয়ন টাকা)

বছর	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
CSR ব্যয়	৪১০.৭	৫৫৩.৮	২৩২৯.৮	২১৮৮.৩

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা

৫.৪৫ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বা Corporate Social Responsibility (CSR) বলতে মূলত পরিবেশগতভাবে টেকসই সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সচেতনতা সৃষ্টি ও অংশগ্রহণকে বুঝায়। সিএসআর কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট বহুমুখী পরিবেশগত অভিঘাত হ্রাসকরণ এবং দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান অসমতা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য দূর করা। ২০১১ সনে সবগুলো তফসিলি ব্যাংকই কোন না কোনভাবে CSR কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিল। ২০১০ এর তুলনায় ২০১১ তে জরুরি সাহায্য কম প্রয়োজন হওয়ায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাস পাওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে CSR ব্যয় কম হয়েছে (সারণী ৫.১৩)।

ব্যাংকগুলোর ২০১১ সনের CSR ব্যয়গুলো সাধারণত স্বেচ্ছাসেবী/সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠনগুলোর বিভিন্ন শিক্ষাবৃত্তি, স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি খাতে পরোক্ষ অনুদান হিসেবে হয়েছে। এছাড়াও, কিছু ব্যাংক পৃথকভাবে স্থাপিত দাতব্য সংগঠনের মাধ্যমে CSR ব্যয়গুলো করে থাকে। ব্যাংকগুলো জানিয়েছে যে, CSR কার্যক্রমে বিশেষভাবে বঞ্চিত এবং অবহেলিত শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিতে তাদের আরও বেশি সংশ্লিষ্টতা বাড়ছে। ব্যাংকগুলো সক্রিয়ভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রকল্প, বর্গা চাষী সহ ক্ষুদ্র কৃষকদের ঋণ প্রদান, নাম মাত্র ১০ টাকার মাধ্যমে সরকারি ব্যাংকসমূহে গ্রাম্য কৃষক/অতি দরিদ্র/মুক্তিযোদ্ধা/ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রহণকারী/অন্যান্যদের নতুন হিসাব খোলায় সাহায্য করছে। কিছু ব্যাংক তাদের প্রদানকৃত ঋণের মাধ্যমে পরিচালিত

বক্স ৫.২

আর্থিক সেবাভুক্তি : বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ

আর্থিক সেবাভুক্তি হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমাজের অসহায় ও গরিব শ্রেণী যেন সল্প ব্যয়ে সহজে, স্বচ্ছতার সাথে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের উপযোগী আর্থিক পণ্য ও সেবা পেতে পারে তা নিশ্চিত করে। দারিদ্র্য, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবই হল প্রধান অন্তরায় যা বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ মানুষকে আর্থিক সেবা হতে বিরত রেখেছে। ফলশ্রুতিতে তারা স্থানীয় মহাজনদের নিকট থেকে উচ্চ হারে টাকা ধার করতে বাধ্য হয়। কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক হিসাব না থাকায় নিজস্ব ব্যবসা শুরু করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

আর্থিক সেবাভুক্তির মানদণ্ড নিরূপণে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এগুলো হল- ক) বিশাল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ খ) ব্যাংক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশাল ব্যয় গ) ক্ষুদ্র লেনদেন ঘ) নিরক্ষরতা ও আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ঙ) ব্যাংকিং পণ্য ও সেবার মূল্য চ) আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা ছ) বিদ্যুৎ সুবিধার অভাব এবং জ) দুর্বল টেলিযোগাযোগ সুবিধা।

উক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ ব্যাংক এই বিশাল জনগণ যারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে রয়েছে তাদেরকে আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় আনার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং তারা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।

আর্থিক সেবাভুক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে- ক) বহুল সংখ্যক ব্যাংক হিসাব খোলা খ) হিসাবগুলোর মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ গ) প্রতি ত্রৈমাসিকে এই হিসাবগুলোতে লেনদেনের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘ) হিসাবগুলোতে সংঘটিত লেনদেনের মূল্যায়ন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত টার্গেট গ্রুপকে ব্যাংকিং পরিসেবার আওতাভুক্ত করার জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ প্রদান করেছে ঃ

কৃষকদের জন্য ব্যাংক হিসাব : কোন কৃষক যার জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন কার্ড এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি সহযোগিতা কার্ড আছে, তিনি ১০/- টাকা জমা দিয়ে যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকে একটি হিসাব খুলতে পারবেন। জুন ২০১২ পর্যন্ত কৃষক হিসাব সংখ্যা ৯৫,৭৮,০২৮ টি।

বেকার যুবকদের জন্য ব্যাংক হিসাব : জাতীয় সেবা কর্মসূচির (ন্যাশনাল সার্ভিসেস প্রোগ্রাম) অধীনে যে কোন বেকার যুবক ৫০/- টাকা জমা দিয়ে দেশের যে কোন তফসিলি ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারবেন।

হত দরিদ্রদের জন্য ব্যাংক হিসাব : যে কোন হতদরিদ্র ব্যক্তি তার জাতীয় পরিচয়পত্র এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত রেজিস্ট্রেশন কার্ড (নিবন্ধনপত্র) ব্যবহার করে ১০/- টাকা জমা দিয়ে যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারবেন।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যাংকিং সেবা : শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যাংকিং সেবা সহজ ও সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে ১ জন কর্মকর্তাকে 'ফোকাল পয়েন্ট' কর্মকর্তা হিসেবে মনোনয়ন দেয়ার জন্যে সকল ব্যাংককে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ব্যাংক হিসাব : একজন মুক্তিযোদ্ধা, যার জাতীয় পরিচয়পত্র এবং মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রদানের রশিদ বই আছে তিনি ১০/- টাকা জমা দিয়ে দেশের যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারবেন। জুন ২০১২ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসাবের সংখ্যা ১,০৮,৩৩২ টি।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির (Social Security Programme) অধীনে সুবিধাপ্রাপ্তদের জন্য ব্যাংক হিসাব : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে সুবিধাপ্রাপ্তগণ তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র এবং পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (PPO) সংযুক্ত ভাতা রশিদ বহি ব্যবহার করে দেশের যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারবে। যদি চেক বই না থাকে তবে ভাউচারের মাধ্যমেও লেনদেন করা যাবে। জুন ২০১২ পর্যন্ত এরূপ হিসাবের সংখ্যা ২৫,৭৫,৬৯০ টি।

হিন্দু কল্যাণ সংঘ হতে সুবিধা প্রাপ্ত দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ব্যাংক হিসাব : হিন্দু কল্যাণ সংঘ হতে সুবিধাপ্রাপ্তগণ ১০/- টাকা জমা দিয়ে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারবেন। এজন্য তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র এবং হিন্দু কল্যাণ সংঘ হতে প্রদত্ত সনদপত্র প্রয়োজন হবে।

ক্ষুদ্র জীবনবীমা গ্রহীতাদের জন্য ব্যাংক হিসাব : ক্ষুদ্র জীবনবীমা গ্রহীতাগণ (১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত) ১০০/- টাকা জমা দিয়ে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন কার্ড এবং কিস্তি জমা বই/ জীবন বীমার প্রমাণ ব্যবহার করে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারবে। জুন ২০১২ পর্যন্ত এরূপ হিসাবের সংখ্যা ৭,৪৬৮ টি।

মোবাইল ব্যাংকিং : ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে যারা আছেন তাদেরকে আর্থিক সেবাভুক্তির অধীনে আনয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এর অনুমোদন দিয়েছে যার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ, M-wallet ব্যবহার করে নগদ টাকার আদান প্রদান, P2B, B2B এবং G2P পেমেন্ট প্রভৃতি করা সম্ভব।

বক্স ৫.২

আর্থিক সেবাভুক্তি: বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ

স্কুল ব্যাংকিং : ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ও প্রযুক্তি পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ ও তাদের সঞ্চয়ের মনোবৃত্তি গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সকল তফসিলি ব্যাংককে স্কুল ব্যাংকিং চালু করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেছে। জুন ২০১২ পর্যন্ত এরূপ হিসাবের সংখ্যা ৬৭,২২০টি।

উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে ন্যূনতম স্থিতির কোন বাধ্যবাধকতা নেই এবং ব্যাংক কোন চার্জ/ ফি আরোপ করবে না। ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে এটি আশা করা হয় যে, তারা আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রম গ্রহণ করবে যেন-

১) সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক বিষয়গুলো (financial education) অনুধাবন করতে পারে।
২) টার্গেট গ্রুপের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছায়।
৩) ঋণ বাজারে তারা কার্যকরভাবে অংশগ্রহণে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংকের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে একটি সুপরিসর নীতিমালা প্রণয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে ব্যাংকগুলো আরো কার্যকরভাবে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে টার্গেট গ্রুপকে সম্ভাব্য সেবা প্রদান করতে পারে।

প্রকল্পসমূহে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সচেতনতা তৈরির কাজ করে চলেছে এবং এর মাধ্যমে তারা পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন বা green financing এ সহযোগিতা করছে।

দেশের কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং অতি দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে আনুষ্ঠানিক আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। (বক্স ৫.২)

ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর কার্যক্রম

৫.৪৬ আশির দশকে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিপুল পরিমাণে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ থাকার প্রেক্ষিতে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক খাত সংস্কার প্রকল্পের (FSRP) আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকে ১৮ আগস্ট ১৯৯২ সনে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB) স্থাপন করা হয়। এ ব্যুরো'র মূল লক্ষ্য হলো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণগ্রহীতাদের উপর প্রস্তুতকৃত ক্রেডিট প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে খেলাপী ঋণ বিস্তার রোধ করা যাতে ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ বিতরণ এবং পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে নতুন কোন ঋণ ঝুঁকির সম্মুখীন না হয়।

৫.৪৭ CIB ১৯ জুলাই ২০১১ থেকে অনলাইন সেবা প্রদান শুরু করে। মূলত ঋণ দাতা, গ্রহীতা এবং জামানতকারীদের তথ্যকে ধারণ করে সিআইবি-এর ডাটাবেইস গড়ে উঠেছে। ২০১২ সনের জুন শেষে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৭,১০,০২০, যা গত বছরের তুলনায় শতকরা ৩.৫ ভাগ বেশি (জুন ২০১১ পর্যন্ত ৬,৮৫,৮০১)। ফলে এটা CIB সংক্রান্ত কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় জোরদার হয়েছে। এর সাহায্যে অর্থবছর ১২-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ বহুলাংশে কমেছে। ২০১২ সনে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ হ্রাসের শতকরা হার ১০.৯ ভাগ, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল শতকরা ১১.০ ভাগ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শ্রেণীকৃত ঋণের শতকরা হার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে "অবলোপনকৃত ঋণ" কে শ্রেণীকৃত এবং বকেয়া উভয় প্রকার ঋণের আওতামুক্ত রাখা হয়, যা জুন ২০০৪ ত্রৈমাসিক হতে কার্যকরী হয়েছে।

(গ) ব্যাংকগুলোর সুপারভিশন

৫.৪৮ আর্থিক খাতের সক্ষমতা, সচ্ছলতা, সার্বিক স্থিতিশীলতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দু'ধরনের সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যথা (১) অফ-সাইট সুপারভিশন ও (২) অন-সাইট সুপারভিশন। ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন-এর তত্ত্বাবধানে অফ-সাইট সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (DOS) এর কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিতভাবে অন-সাইট সুপারভিশনের কার্যক্রম আলোচনা করা হলো ঃ

ব্যাংকগুলোর অন-সাইট পরিদর্শন

৫.৪৯ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধিবদ্ধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এর পাঁচটি বিভাগ যথা ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ (DBI-1), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ (DBI-2), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ (DBI-3), বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স বিভাগ (FEIVD) এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (BFIU) পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ পাঁচটি বিভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক (ইসলামী শরিয়াহ্ অনুযায়ী পরিচালিত ব্যাংকগুলোসহ), বিদেশী ব্যাংক এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB) ও মানি চেঞ্জারসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করে থাকে। মূলত তিন ধরনের পরিদর্শন করা হয়, যথাঃ (ক) বিশদ পরিদর্শন। (খ) ঝুঁকি ভিত্তিক পরিদর্শন/ পদ্ধতি পরীক্ষা পরিদর্শন ও (গ) বিশেষ পরিদর্শন। অন-সাইট (On-site) পরিদর্শন এর উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ ঃ-

- আর্থিক খাতের সক্ষমতা, সচ্ছলতা ও শৃঙ্খলা জোরদারকরণের সাথে সাথে আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণকরণ;
- ব্যাংকিং খাতের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ;
- মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ;
- ব্যাংকিং আইন, বিধি ও বিধানগুলোর পরিপালন নিশ্চিতকরণ;
- ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা ও পর্ষদের মান ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন;
- দুর্বলতা চিহ্নিতকরণপূর্বক ব্যাংকগুলোকে শক্তি-শালীকরণের জন্য সুপারিশ করা; এবং
- ব্যাংকগুলোর আর্থিক সুস্থতা ও পরিচালনাগত দক্ষতার মূল্যায়ন।

বিশদ পরিদর্শনে ব্যাংকসমূহের সার্বিক অবস্থা/কার্যক্রম তথা মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগত মান, তারল্য, উপার্জন ক্ষমতা, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ইত্যাদি মূল্যায়ন করা হয়। এগুলো মূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোকে ১-৫ নিম্নমুখী স্কেলে রেটিং করা হয়। পরিদর্শনসমূহ সংগঠিত হয় বার্ষিক পরিদর্শন কর্মসূচির ভিত্তিতে যা বিভাগগুলো কর্তৃক বছরের শুরুতে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ বিভাগসমূহই পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশ ও নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

ব্যাংকসমূহের বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনস্ এর বাস্তবায়ন ও অনুশীলন তত্ত্বাবধান করার উদ্দেশ্যে ঝুঁকি ভিত্তিক পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনসমূহ সংগঠিত হয় বার্ষিক পরিদর্শন কর্মসূচির ভিত্তিতে এবং এতে ব্যাংকগুলোর ঋণ, স্ব-মূল্যায়ন, দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

ব্যাংকগুলোর কোন বিশেষ/নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়; পাশাপাশি আমানতকারী, জনসাধারণ বা কোন প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

৫.৫০ যেসব বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্যামেলস্ রেটিং ৩-৫ এর মধ্যে থাকে, সেগুলো প্রতিবছর পরিদর্শন করা হয়। যেসব ব্যাংকের রেটিং ১ অথবা ২, সেগুলো প্রতি দু' বছরে একবার পরিদর্শন করা হয়। তফসিলি ব্যাংকগুলোর যেসব শাখা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের শতকরা ৬০-৭০ ভাগ প্রদান করে সেগুলোকে প্রতিবছর বিশদ পরিদর্শনের আওতায় আনা হয়। শুধুমাত্র পূর্ববর্তী বছরের ৩১ ডিসেম্বরের ভিত্তিতে পরিদর্শন না করে চারটি তারিখ যথা-৩১ মার্চ, ৩০ জুন, ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ৩১ ডিসেম্বরকে ভিত্তি তারিখ ধরে পরিদর্শনগুলো করা হচ্ছে। যেহেতু বিভিন্ন ভিত্তি তারিখে পরিদর্শন করলে ব্যাংকের হিসাব সঠিক করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় সেহেতু অধিকাংশ ব্যাংকে ৩১ ডিসেম্বর ভিত্তিক পরিদর্শনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রভিশন, আয় ও ব্যয় হিসাব বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে তাদের চূড়ান্ত হিসাব সঠিক করার জন্য বলা হয়েছে। অন-সাইট সুপারভিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং অন-সাইট ও অফ-

বক্স ৫.৩

ব্যাংক তদারকির নতুন কাঠামো

প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তাবিধান উন্নতকরণ/জোরদারকরণ এবং ব্যাংকিং খাতের পদ্ধতিগত সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক তদারকির কৌশলের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক অন-সাইট ও অফ-সাইট তদারকি কাঠামোয় বাস্তবসম্মত পরিবর্তন এনেছে।

প্রধান কাজগুলো হচ্ছে ঃ

- আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি অনুশীলন মানদণ্ডে একটি সমন্বিত দূরদর্শী নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কাঠামো কার্যকরকরণ;
- আইনী কাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং অন-সাইট ও অফ-সাইট সুপারভিশন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদান ও অন্যান্য ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা চর্চার ক্ষেত্রে তদারকির পরিধি বৃদ্ধিকরণ;
- প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কার্যকরকরণ;
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা;
- ঋণের শ্রেণীকরণ এবং প্রভিশনিং ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ;
- ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের পূর্বশর্তসমূহ আরো কঠোরকরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ঋণ প্রদান ও অন্যান্য ব্যবসার তদারকিতে নতুন ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থায় পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পৃক্ত ও অঙ্গীকারবদ্ধ করার জন্য ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক টাউনহল মিটিং আয়োজনকরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখাসমূহে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র (CIPCs) স্থাপন।

বাংলাদেশ ব্যাংক এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ব্যাংকিং খাতকে আরো শক্তিশালী করার জন্য যাতে এটি স্থিতিশীল এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যক্তি, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ উদ্যোক্তা এবং সরকারি সংস্থাসহ বড় পরিসরে গ্রাহকদের মাঝে ব্যাপকহারে ব্যাংকিং কার্যক্রম বাড়াতে পারে। ব্যাংকিং খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারির লক্ষ্য হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমানতকারীদের আস্থা বজায় রাখা, ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইন এবং নিয়ম-নীতি অনুসরণপূর্বক নিরাপদে এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন এবং দক্ষতার সাথে স্বল্প ব্যয়ে আর্থিক সেবাসমূহ সম্প্রসারণ।

সাইট সুপারভিশনের সময় ব্যবধান হ্রাসকল্পে এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে (বক্স ৫.৩)।

৫.৫১ ১ জুলাই ২০১১ হতে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত ৩০টি বেসরকারি এবং ৬টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক অফিসসহ ৭৮৯টি শাখায় বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ৭৮৯ টি শাখার মধ্যে প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক অফিসসহ ৪২৩ টি শাখায় ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ (প্রধান কার্যালয়) কর্তৃক এবং অবশিষ্ট ৩৬৬ টি শাখায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা অফিস কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। একই সময়ে ডিবিআই-১ এর নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত কোর রিস্ক গাইডলাইন [সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা (ALM), ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (CRM), তথ্য যোগাযোগ প্রকৌশল (ICT), অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা (ICC)] বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ব্যাংকগুলোর উপর প্রধান ঝুঁকি ভিত্তিক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। অর্থবছর ১২-এ সম্পাদিত পরিদর্শন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

ডিবিআই-২ সর্বমোট ৯৫১টি বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তন্মধ্যে ৭টি প্রধান কার্যালয়, ১৩২টি বড় শাখা এবং ৮১২টি ছোট শাখা অন্তর্ভুক্ত। একই সময়ে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকে সর্বমোট ৯৭টি বিশেষ পরিদর্শন, ৬টি ব্যাংকে ৫টি

ঝুঁকি ভিত্তিক পরিদর্শন এবং ৬টি ব্যাংকে ১৭টি তাৎক্ষণিক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। অধিকন্তু বিভাগটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৭৭টি বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে ২৬টি প্রধান কার্যালয় রয়েছে এবং ২৬টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১১টি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

ডিবিআই-৩ কর্তৃক বিশেষ পরিদর্শনের আওতায় ৫টি প্রধান কার্যালয়, ১৯৯টি বড় শাখা, ৩১২টি ছোট শাখা এবং ১২৭টি এসএমই কেন্দ্রসহ সর্বমোট ৬৪৩টি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভাগটি কর্তৃক ব্যাংকসমূহে ১২টি ঝুঁকি ভিত্তিক, ৫টি তাৎক্ষণিক এবং ১৪টি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.৫২ ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন, ট্রেজারী কার্যক্রম, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যাংক ও মানি চেঞ্জারগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় লেনদেন সংক্রান্ত কার্যক্রম বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স বিভাগ (FEIVD) কর্তৃক পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়। অর্থবছর ১২-এ ব্যাংকের ৪২টি প্রধান কার্যালয়, ১৮৮টি অনুমোদিত ডিলার শাখাসহ সর্বমোট ২৩০টি বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম উক্ত বিভাগ কর্তৃক পরিচালনা করা হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে বিভিন্ন অনিয়ম সংক্রান্ত ৩৬১টি বিশেষ পরিদর্শন, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি সংক্রান্ত ৪৬টি বিশেষ পরিদর্শন, অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট সংক্রান্ত ৬টি এবং মানি চেঞ্জারের ৪৩১টি পরিদর্শন কার্যক্রমও এ বিভাগ কর্তৃক পরিচালনা করা হয়েছে।

Customers Interest Protection Centre (CIPC) নামে একটি কেন্দ্র ২১ মার্চ ২০১১ হতে এই ডিপার্টমেন্টে চালু করা হয়েছে। কেন্দ্রটি বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং গ্রাহকদের নিকট হতে টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইমেইল, ওয়েব ঠিকানা, চিঠি ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে এবং দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে। ২০১২ সনে কেন্দ্রটি মোট ২,৯৩৬টি অভিযোগ গ্রহণ করেছে এবং ২,৪৪৬টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে।

কম্প্রিহেনসিভ ইন্সপেকসন (অর্থবছর ১২)

ব্যাংকের ধরন	পরিদর্শিত প্রধান কার্যালয়/শাখা অফিস			
	প্রধান কার্যালয়	বড় শাখা অফিস	ছোট শাখা অফিস	মোট
বেসরকারি ব্যাংক	৩০	৩১৩	৪১৪	৭৫৭
বিদেশী ব্যাংক	৬	১২	১৪	৩২
মোট	৩৬	৩২৫	৪২৮	৭৮৯

কম্প্রিহেনসিভ ইন্সপেকসন (অর্থবছর ১২)

ব্যাংকের ধরন	পরিদর্শিত প্রধান কার্যালয়/শাখা অফিস								
	ALM		CRM		ICC		ICT		মোট
	প্রধান কার্যালয়	শাখা অফিস	প্রধান কার্যালয়	শাখা অফিস	প্রধান কার্যালয়	শাখা অফিস	প্রধান কার্যালয়	শাখা অফিস	
বেসরকারি ব্যাংক	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	২৪০
বিদেশী ব্যাংক	০৯	০৯	০৯	০৯	০৯	০৯	০৯	০৯	৭২
মোট	**৩৯**	**৩৯**	**৩৯**	**৩৯**	**৩৯**	**৩৯**	**৩৯**	**৩৯**	**৩১২**

৫.৫৩ মুখ্য ঝুঁকি কার্যক্রমের আওতায় অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক ৪৭টি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও ১২১টি শাখায় system check পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০টি ব্যাংকের ২৫টি শাখায় বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া, কিছু STR এর অধিকতর বিশ্লেষণের জন্য আরও কিছু বিশেষ পরিদর্শন নেয়া হয়েছে। অর্থবছর ১২-এ একই উদ্দেশ্যে ২৯ টি শাখাতে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। উপরন্তু বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এর সত্যতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট ৫১ টি শাখায় বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উপরোক্ত সময়ে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর আওতায় এ পর্যন্ত মোট ২২টি ব্যাংকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ১টি ব্যাংককে জরিমানা করা হয়েছে।

ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৫.৫৪ সাম্প্রতিককালের বৈশ্বিক আর্থিক অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপটে ব্যাংকিং খাতে চলমান প্রতিযোগিতা ও আর্থিক

ব্যবসার ক্রমবিস্তৃতিতে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৩ সন হতে একাধিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (risk management guidelines) গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা (RBCA), স্ট্রেস টেস্টিং এবং ৬টি মুখ্য ঝুঁকি নীতিমালা।

ফলপ্রসূ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ২০০৯ সনের জুন মাসে প্রতিটি তফসিলি ব্যাংকে একটি পৃথক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট (RMU) গঠনের পরামর্শ দেয়া হয়। সেপ্টেম্বর ২০০৯ এ এর একটি সম্ভাব্য TOR (Term of Reference) ইস্যু করা হয়। ব্যাংকগুলোকে মাসিকভিত্তিতে একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পেপার প্রস্তুত করে তা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের মাসিক সভায় উপস্থাপন করতঃ উক্ত সভার কার্যবিবরণীসহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পেপারগুলো ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন-এ দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

নভেম্বর ২০০৯ এ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (risk management) পেপারে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে কতগুলো ঝুঁকির ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

২০০৯ সনের শেষ ত্রৈমাসিক হতে ব্যাংকগুলো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (risk management) পেপার ও এতদ্‌সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুতের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পরবর্তীকালে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও রিপোর্টিং কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে এ বিষয়ে নিয়মিতভাবে গঠনমূলক নির্দেশনা দিয়ে আসছে। সর্বশেষ ২০১২ সনে ব্যাংকগুলোর জন্য একটি বিশদ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স ইস্যু করা হয়েছে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পাশাপাশি অভিঘাত শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাংকগুলোকে স্ট্রেস টেস্টিং করারও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সম্ভাব্য প্রতিকূল অবস্থা বিবেচনা করে ব্যাংকের ঝুঁকি সহনশীলতা নিরূপণের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। ২০১০ সনের এপ্রিল মাসে স্ট্রেস টেস্টিং এর উপর একটি বিশদ নীতিমালা (guidelines) ইস্যু করা হয় এবং পরবর্তীতে ফেব্রুয়ারি ২০১১-এ তাতে সংশোধনী আনা হয়। ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকির সার্বিক চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন প্রতিটি ব্যাংকের স্ট্রেস টেস্টিং-এর ফলাফল বিশ্লেষণ করে আসছে।

সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা

৫.৫৫ নানাবিধ অনিয়ম ও বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান, পরিপত্র, নীতি ইত্যাদির লঙ্ঘন উদ্‌ঘাটনের জন্য সকল তফসিলি ব্যাংকের (বিদেশী ব্যাংক বাদে) বোর্ড, নির্বাহী কমিটি ও অডিট কমিটির সভার কার্যবিবরণী এবং নিযুক্ত পর্যবেক্ষকের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০১১ সনে ১৬৪৫ টি (৭৩০টি বোর্ড সভা, ৩২৩টি অডিট কমিটির সভা ও ৫৯২টি নির্বাহী কমিটির) সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনার মাধ্যমে বেশকিছু স্থূল (gross) অনিয়ম উদ্‌ঘাটন এবং ব্যাংকিং বিধি-বিধান, পরিপত্র ইত্যাদির লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। তদনুযায়ী উদঘাটিত অনিয়মগুলো নিয়মিত করার জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, যাতে করে তাদের মুখ্য আর্থিক সূচকগুলোর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয় এবং অভিঘাত সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি

৫.৫৬ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং বাংলাদেশের আর্থিক খাতের ক্রমবর্ধমান ও দ্রুত পরিবর্তনশীলতার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৯ মে ২০১২ তারিখে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট নামে একটি নতুন বিভাগ স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল ফ্রেমওয়ার্ককে শক্তিশালী করাই হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট এর উদ্দেশ্য। এ ডিপার্টমেন্টে পাঁচটি শাখা যথা-ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল নীতি শাখা, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি গবেষণা শাখা, ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্ট্রেস পর্যবেক্ষণ শাখা, আর্থিক বাজার পর্যবেক্ষণ

শাখা এবং সাধারণ শাখা নিয়ে গঠিত। ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে-

ক. ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল পর্যালোচনার মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা পর্যবেক্ষণ করা ;

খ. আর্থিক ঝুঁকি ও দুর্বলতার অনুসন্ধান এবং চিহ্নিতকরণ, এগুলোর অবস্থান পর্যালোচনা করে আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে উপযুক্ত নীতিমালার সুপারিশ করা;

গ. অর্থনীতির সম্ভাব্য ধকল ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার নমনীয়তা নির্ধারণে স্ট্রেস টেস্টিং ডিজাইন ও এর প্রয়োগ করা;

ঘ. বাংলাদেশে পরিচালিত পরিশোধ ব্যবস্থার মাধ্যমসমূহ ও ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা ও ফলপ্রসূতার নিশ্চয়তা প্রদান বিশেষত সিস্টেমিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কাজ করা;

ঙ. ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ও ক্যাপিটাল মার্কেটে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান যেমন সিকিউরিটিজ ফার্মস এবং সমষ্টিগত বিনিয়োগকৃত ফার্মসমূহ যেগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশনের আওতাধীন নয় সেগুলোতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

চ. বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগের সহযোগিতায় ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ; এবং

ছ. সিস্টেমিক ঝুঁকি পর্যালোচনা, এর মাত্রা নির্ধারণ ও দূরীকরণের লক্ষ্যে ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন এর সুপারিশ করা এবং ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল তত্ত্বাবধান করা।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা, প্রবিধান এবং তত্ত্বাবধান

৬.১ দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (এনবিএফআই) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়ন ও মূলধনী সেবার চাহিদা দ্রুত প্রসারের ফলে এটি দেশের অর্থায়ন ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের ব্যাংক-ভিত্তিক আর্থিক বাজারে নতুন মাত্রার সূচনা করেছে। গতানুগতিক আর্থিক সেবার পাশাপাশি গতিশীল ও উদ্ভাবনী সেবা প্রদান এবং ব্যবসা পরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ খাত ক্রমান্বয়ে ব্যাংকিং খাতের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। বহুমুখী বিনিয়োগ সেবা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নানাবিধ পরিসেবার মাধ্যমে দেশের আর্থিক মধ্যস্থতার বিদ্যমান শূন্যস্থান পূরণ করতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভাবনী অর্থায়ন সেবা ও দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়নে মধ্যস্থতা সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পটভূমি

৬.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তৎকালীন কোম্পানি আইন, ১৯১৩ এর আওতায় গঠিত হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ এর পঞ্চম অধ্যায়ের বিধানানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হতো। পরবর্তীতে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাদি সুনির্দিষ্টকরণসহ তাদের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সুদৃঢ়করণার্থে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ জারি হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর আওতায় লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। এ আইনের আওতায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩১টি। আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ এক বিলিয়ন টাকা। বর্তমানে কার্যরত ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২১টি প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) মাধ্যমে পুঁজিবাজার হতে মূলধন সংগ্রহ করেছে; ৩টি প্রতিষ্ঠান আইপিও ইস্যুর বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত। মেয়াদি আমানত, অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা, কলমানি এবং বন্ড ও সিকিউরিটাইজেশন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিলের অন্যান্য উৎস। বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংকসমূহের তুলনায় সীমিত পরিধিতে ব্যবসা করছে। বর্তমানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বহুমুখী আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (মাল্টি-প্রোডাক্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন) হিসেবে কাজ করছে।

সারণী ৬.১ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামো

	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২*
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	৩০	৩১
সরকারি মালিকানাধীন	১	১	১	১	১	২	৩
যৌথ মালিকানাধীন	৮	৮	৮	৮	৮	৮	১০
বেসরকারি	২০	২০	২০	২০	২০	২০	১৮
নতুন শাখা সংখ্যা	১০	৮	৮	৮	২০	৫৩$^{\text{স}}$	৩
মোট শাখা সংখ্যা	৬৪	৭২	৮০	৮৮	১০৮	১৬১	১৬৪

* জুন ২০১২ শেষে।
উৎস ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ।
স= সংশোধিত।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা

ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি

৬.৩ **ব্যবসার প্রসার ঃ** ৩১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি সরকারি মালিকানাধীন, দশটি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং অবশিষ্ট ১৮টি দেশীয় ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। ৩০ জুন ২০১২ এ দেশব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৪ টিতে। এর মধ্যে বহিঃবাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। সারণী ৬.১ এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন কাঠামো দেখানো হলো।

৬.৪ **সম্পদ** ঃ ২০১১ ও ২০১২ সনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের সামগ্রিক সম্পদের পরিমাণ ২০১০ সনের ২৫১.৫ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ১৪.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সনে ২৮৮.৪ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। জুন ২০১২ সনে মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩০৯.০ বিলিয়ন টাকা (সারণী ৬.২ ও চার্ট ৬.২)।

৬.৫ **বিনিয়োগ** ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করলেও মূলতঃ শিল্প খাতেই তাদের বিনিয়োগ পুঞ্জীভূত। জুন ২০১২ সনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্প (৪২.৬%), আবাসন (১৮.৫%), মার্জিন লোন (৮.০%), ব্যবসা ও বাণিজ্য (১০.৪%), মার্চেন্ট ব্যাংকিং (১.৪%), কৃষি (১.৩%) এবং অন্যান্য (১৭.৮%) খাতে বিনিয়োগ করেছে (চার্ট ৬.১)।

৬.৬ **দায় ও ইক্যুইটি** ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের মোট দায়ের পরিমাণ ২০১০ সনের ২০৬.৮ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ১৪.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সনে ২৩৫.৭ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। মোট ইক্যুইটির পরিমাণ ২০১০ সনের ৪৪.৭ বিলিয়ন টাকা হতে ২০১১ সনে শতকরা ১৭.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫২.৭ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। জুন ২০১২ এ সামগ্রিক দায় ও ইক্যুইটির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৫২.২ ও ৫৬.৮ বিলিয়ন টাকা (সারণী ৬.২)।

৬.৭ **আমানত** ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের মোট আমানতের পরিমাণ ২০১০ সনের ৯৪.৪ বিলিয়ন টাকা (মোট দায়ের শতকরা ৪৫.৭ ভাগ) হতে শতকরা ১৯.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সনে ১১২.৬ বিলিয়ন টাকায় (মোট দায়ের শতকরা ৪৭.৮ ভাগ) উন্নীত হয়েছে। জুন ২০১২ এ মোট আমানতের পরিমাণ ১২৪.২ বিলিয়ন টাকায় (মোট দায়ের শতকরা ৪৯.২ ভাগ) দাঁড়িয়েছে (সারণী ৬.২)।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ও রেটিং

৬.৮ আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের কর্মদক্ষতা ক্যামেল রেটিং এর মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে, যাতে তাদের কর্মপন্থার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। ক্যামেল রেটিং এ ব্যবহৃত নির্দেশক পাঁচটি হলো ঃ ১. মূলধন পর্যাপ্ততা, ২. সম্পদের গুণগতমান, ৩. ব্যবস্থাপনা, ৪. উপার্জন ক্ষমতা ও ৫. তারল্য পরিস্থিতি।

চার্ট ৬.১

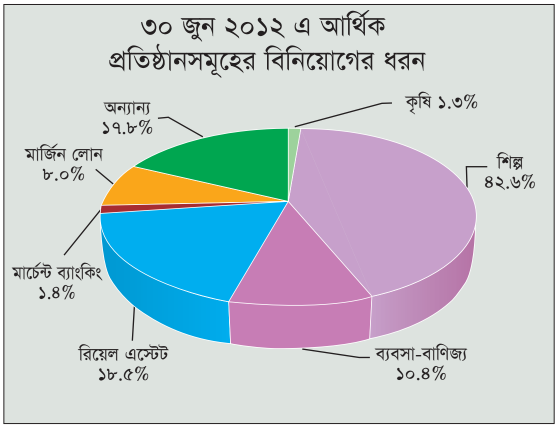

৩০ জুন ২০১২ এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগের ধরন

চার্ট ৬.২

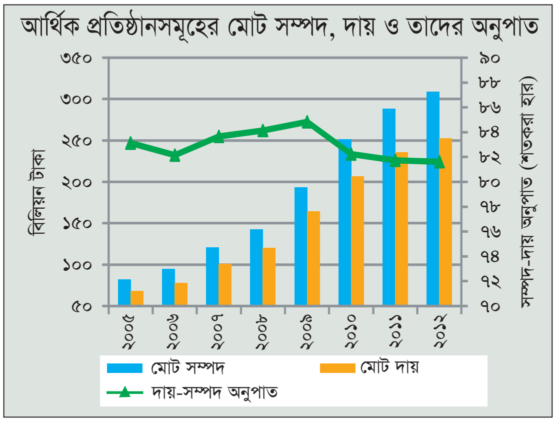

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদ, দায় ও তাদের অনুপাত

সারণী ৬.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ, দায় ও আমানত

(বিলিয়ন টাকা)

	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২*
মোট সম্পদ	৯৪.৭	১২০.৬	১৪২.৪	১৯৩.৮	২৫১.৫	২৮৮.৪	৩০৯.০
মোট দায়	৭৭.৮	১০০.৯	১১৯.৮	১৬৪.৪	২০৬.৮	২৩৫.৭	২৫২.২
দায়-সম্পদ অনুপাত	৮২.২	৮৩.৭	৮৪.১	৮৪.৮	৮২.২	৮১.০	৮১.৬
মোট আমানত	২০.৮	২৬.৮	৩৮.৩	৮০.৮	৯৪.৪	১১২.৬	১২৪.২
মোট দায়ের শতকরা হিসেবে আমানত	২৬.৭	২৬.৬	৩২.০	৪৯.১	৪৫.৬	৪৭.৮	৪৯.২

* ৩০ জুন ২০১২।
উৎস ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ।

মূলধন পর্যাপ্ততা

৬.৯ মূলধন পর্যাপ্ততা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থার ওপর আলোকপাত করে এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে আমানতকারীদের সুরক্ষা করাসহ প্রধান আর্থিক ঝুঁকি (যেমন- ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, সুদহার ঝুঁকি ইত্যাদি) মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে। ব্যাসেল একর্ড এর আওতায় ২০১১ সনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধন হিসেবে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ, যার মধ্যে মুখ্য মূলধন কমপক্ষে শতকরা ৫ ভাগ সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়। ডিসেম্বর ২০১১ এ মূলধন পর্যাপ্ততায় ২৯টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৮টির ক্যামেল রেটিং ছিল ১ বা সুদৃঢ়, ২টির ২ বা সন্তোষজনক, ৬টির ৩ বা মোটামুটি ভাল এবং বাকি ৫টির ৫ বা অসন্তোষজনক।

সম্পদের গুণগত মান

৬.১০ সম্পদের গুণগত মানের বিরূপ অবস্থা নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে মোট ঋণ/লীজের তুলনায় বিরূপ শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ/লীজের হার। ২০১১ সনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এ হার ছিল শতকরা ৪.৯ ভাগ, যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। মূলতঃ পর্যাপ্ত মনিটরিং কার্যক্রমের ফলে এ হার হ্রাস পেয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১১ এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদের মধ্যে ঋণ, লীজ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল শতকরা ৭৪.৬ ভাগ। সম্পদের গুণগত মানে ২৯টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬টির রেটিং ছিল ১ বা সুদৃঢ়, ৯টির ২ বা সন্তোষজনক, ১৩টির ৩ বা মোটামুটি ভাল এবং বাকি ১টির ৪ বা প্রান্তিক।

ব্যবস্থাপনা

৬.১১ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। মোট আয়-ব্যয় অনুপাত, পরিচালন ব্যয় ও মোট ব্যয় অনুপাত, কর্মচারী প্রতি আয় ও পরিচালন ব্যয়, এবং সুদ হারের ব্যবধান ইত্যাদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ডিসেম্বর ২০১১ এ ২৯টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২টির রেটিং ছিল ১ বা সুদৃঢ়, ১৫টির ২ বা সন্তোষজনক, ১১টির ৩ বা মোটামুটি ভাল এবং বাকি ১টির ৪ বা প্রান্তিক।

সারণী ৬.৩ মোট ঋণ/লীজ এবং শ্রেণীকৃত ঋণ/লীজ

(বিলিয়ন টাকা)

	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২*
ঋণ/লীজ	৮২.৬	৯৯.১	১০৬.৪	১১৬.৭	১৭৮.১	২০৯.৭	৩২২.৪
শ্রেণীকৃত ঋণ/লীজ	৫.১	৭.০	৭.১	৭.৩	১০.৫	১০.৩	১৪.৬
মোট ঋণ/লীজের শতকরা হিসেবে শ্রেণীকৃত ঋণ/ধার	৬.২	৭.১	৬.৭	৬.৩	৫.৯	৪.৯	৪.৫

* ৩০ জুন ২০১২।
উৎস ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ।

চার্ট ৬.৩

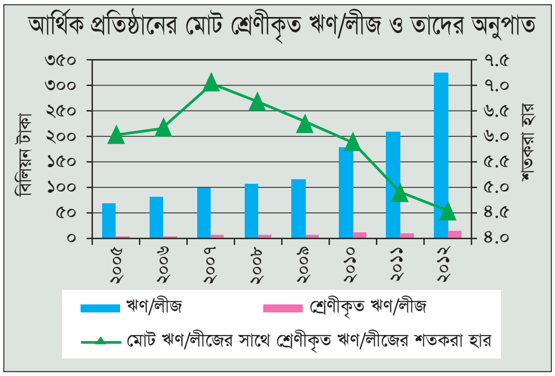

উপার্জন ক্ষমতা

৬.১২ আয় প্রবাহ ও উপার্জন ক্ষমতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘ মেয়াদি সক্ষমতার পরিচায়ক। এ নির্দেশকসমূহ পর্যাপ্ত মূলধন ভিত্তির মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষতি পূরণ, সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অর্থায়ন এবং শেয়ার হোল্ডারদের পর্যাপ্ত লভ্যাংশ প্রদানে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা প্রকাশ করে। উপার্জন এবং মুনাফা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বহুল ও সর্বোত্তম ব্যবহৃত সূচক হচ্ছে সম্পদের ওপর আয়হার (ROA); যা ইক্যুইটির ওপর আয় হার (ROE) এবং নীট সুদ মার্জিন (NIM) এর সম্পূরক। ডিসেম্বর ২০১১ এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ROA, ROE ও NIM ছিল যথাক্রমে শতকরা ২.১, ১১.৭ ও ৩.৪ ভাগ (সারণী ৬.৪)। ডিসেম্বর

২০১১ এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আমানত ও ঋণ/লীজের সুদ হারের ভারীত গড় ছিল যথাক্রমে শতকরা ১২.৫৪ ও ১৩.৩৮ ভাগ। ডিসেম্বর ২০১১ এ উপার্জন ক্ষমতায় ২৯টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টির রেটিং ছিল ১ বা সুদৃঢ়, ১৬টির ২ বা সন্তোষজনক, ৭টির ৩ বা মোটামুটি ভাল এবং বাকি ২টির ৪ বা প্রান্তিক।

তারল্য পরিস্থিতি

৬.১৩ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র মেয়াদি আমানত গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোট মেয়াদি দায়ের শতকরা ৫ ভাগ বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ (SLR) রূপে, যার মধ্যে মেয়াদি আমানতের শতকরা ২.৫০ ভাগ (দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ২ ভাগ) নগদ তরল সম্পদ (CRR) হিসেবে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করতে হয়। মেয়াদি আমানত গ্রহণ করে না এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএলআর শতকরা ২.৫০ ভাগ। সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্টাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (IDCOL) বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংরক্ষণের এ বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত। ২৯টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ডিসেম্বর ২০১১ এ তারল্য পরিস্থিতিতে ৪টির রেটিং ছিল ১ বা সুদৃঢ়, ৭টির ২ বা সন্তোষজনক, ১৬টির ৩ বা মোটামুটি ভাল এবং বাকি ২টির ৪ বা প্রান্তিক।

সমন্বিত ক্যামেল রেটিং

৬.১৪ ২৯টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ডিসেম্বর ২০১১ ভিত্তিতে ২টির সমন্বিত ক্যামেল রেটিং ছিল ১ বা সুদৃঢ়, ১৬টির ২ বা সন্তোষজনক, ১০টির ৩ বা মোটামুটি ভাল এবং বাকি ১টির ৪ বা প্রান্তিক। অন্যদিকে, ডিসেম্বর ২০১০ এ ১৪টির সমন্বিত ক্যামেল রেটিং ছিল ২ বা সন্তোষজনক, এবং বাকি ১৫টির ৩ বা মোটামুটি ভাল। বিগত বৎসরের তুলনায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্যামেল রেটিং এ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শেয়ারে বিনিয়োগ

৬.১৫ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এ নির্দেশিত সীমা পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ করতে পারে। ডিসেম্বর ২০১১ শেষে এ শেয়ারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমুদয় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৯.৭ বিলিয়ন টাকা (তন্মধ্যে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগের পরিমাণ ৮.১ বিলিয়ন টাকা), যা ডিসেম্বর ২০১০ এ ছিল ১৬.৯ বিলিয়ন টাকা। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শেয়ারে বিনিয়োগের পরিমাণ তাদের মোট সম্পদের শতকরা ৪.৩ ভাগ।

সারণী ৬.৪ আথিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের হার

	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২*
ইক্যুইটি আয় হার	১২.৪	১৩.৮	১২.৯	২০.৯	২৪.৪	১১.৭০	৮.৯
সম্পদ আয় হার	২.২	২.৩	২.১	৩.২	৪.৩	২.১	১.৬

* ৩০ জুন ২০১২।
উৎস ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ।

বন্ড ও সিকিউরিটাইজেশন

৬.১৬ বন্ড মার্কেট বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। স্বল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও সীমিত ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে এ মার্কেট পরিচালিত হচ্ছে। জিরো কুপন বন্ড ও এসেট ব্যাক্‌ড সিকিউরিটি ইস্যুর মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ড মার্কেট উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ হতে অনাপত্তি গ্রহণপূর্বক ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৮.৫ বিলিয়ন টাকার জিরো কুপন বন্ড ও ১.৭ বিলিয়ন টাকার এসেট ব্যাক্‌ড সিকিউরিটি বন্ড ইস্যু করেছে।

আইনী সংস্কার ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স

৬.১৭ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং তাদের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাত শক্তিশালীকরণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ২০১১ অর্থবছরে বেশ কিছু নতুন নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন

৬.১৮ কর্পোরেট সুশাসন হলো কোম্পানির পরিচালনা, প্রশাসনিক ও নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, প্রথা, নীতি, আইন ও

গঠন ইত্যাদির সমন্বিত প্রক্রিয়া। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদ, কমিটি, ব্যবস্থাপনা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে বিভিন্ন পরিপত্র জারি করেছে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষা কার্যক্রম, প্রচলিত বিধিবিধান পরিপালন, অডিট কমিটির অর্গানোগ্রাম, সদস্যদের যোগ্যতা এবং সভা অনুষ্ঠানের নিয়ম-কানুনের উপর অডিট কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে সার্কুলার (নং-১৩, তারিখঃ ২৬ অক্টোবর ২০১১) জারি করা হয়েছে। পর্ষদের পরিচালকের সংখ্যা হবে ৯-১১ জন। পরিচালনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের ভিশন/মিশন, বার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা, মুখ্য কার্যদক্ষতা নির্দেশক, মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন ইত্যাদি নির্ধারণ ও অনুমোদন করে থাকেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যাবলী ও কৌশলগত ব্যবসা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ।

সম্পদের শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং

৬.১৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ, অগ্রিম, লীজ, বিনিয়োগ ইত্যাদির মেয়াদ পর্যালোচনায় সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সংস্থান (provision) সংরক্ষণ করে থাকে। ঋণ/লীজের মেয়াদোত্তীর্ণের ভিত্তিতে এদের স্ট্যান্ডার্ড, বিশেষ উল্লেখ হিসাব, নিম্নমান, সন্দেহজনক ও মন্দ/ক্ষতি মানে শ্রেণীকরণ করে যথাক্রমে শতকরা ১, ৫, ২০, ৫০ ও ১০০ ভাগ সংস্থান সংরক্ষণ করা হয়। ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ১টি বাদে সবগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত প্রভিশন সংরক্ষণ করেছে; মোট বকেয়া ঋণ/লীজের পরিমাণ ছিল ২০৯.৭ বিলিয়ন টাকা যার মধ্যে বিরূপ শ্রেণীকৃত ঋণ ছিল ১০.৩ বিলিয়ন (৪.৯%)। ২০১০ সনে মোট বকেয়া ঋণ/লীজে বিরূপ শ্রেণীকরণের হার ছিল শতকরা ৫.৯ ভাগ যা হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর ২০১১ সনে শতকরা ৪.৯ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বিগত বছরের তুলনায় আর্থিক খাতে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা

৬.২০ নির্ধারিত ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ সাপেক্ষে ঋণ/লীজ পুনঃতফসিল করার বিধান রয়েছে। ১ম, ২য় ও ৩য় ধাপে পুনঃতফসিলিকরণের জন্য ন্যূনতম গৃহীতব্য ডাউন পেমেন্টের পরিমাণ যথাক্রমে মেয়াদোত্তীর্ণের শতকরা ১৫, ৩০ ও ৫০ ভাগ বা বকেয়ার শতকরা ১০, ২০ ও ৩০ ভাগ, এ দুয়ের মধ্যে যা কম।

বিবিধ চার্জ হার

৬.২১ বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমানতকারী/ বিনিয়োগকারী/ গ্রাহকদের উৎসাহ/ স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সেবা ফি (যেমন- ঋণ/লীজ হস্তান্তর ফি, মেয়াদপূর্তিপূর্ব নিষ্পত্তিকরণ ফি, তদারকি ফি ইত্যাদি) যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার জন্য এবং চার্জসমূহের তালিকা প্রধান কার্যালয়/শাখা অফিসে প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। গ্রাহকদের জ্ঞাতার্থে উক্ত তালিকাসমূহ সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইটে upload করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে এতদ্‌সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল করে থাকে। কমিটমেন্ট ফি, সুপারভিশন ফি এবং চেক ডিজঅনার ফি নামে কোন কমিশন/চার্জ আরোপ করা যাবে না।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা

৬.২২ কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যক্রম এবং এর সফলতা তদারকির লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে লিঙ্গ সমতার উপর জোর দিয়ে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে বিবরণী দাখিলের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৬.২৩ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের চারটি মুখ্য ঝুঁকির বিষয়, যেমন- ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা ও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা এর গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নির্দেশনাসমূহকে ন্যূনতম বাধ্যবাধকতা বিবেচনায় তাদের নিজস্ব আঙ্গিকে গাইডলাইন প্রস্তুত করেছে।

পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৬.২৪ পরিবেশগত সুশাসনের ধারণাটি বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর্থিক খাতে পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সমাধানে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি গাইডলাইন জারি করেছে। সকল ধরনের অর্থায়নের জন্য এ গাইডলাইন অনুসরণীয়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাসেল একোর্ড বাস্তবায়নে অগ্রগতি

৬.২৫ জানুয়ারি ২০১২ হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাসেল-২ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। আন্তর্জাতিক উত্তম পন্থাসমূহের অনুশীলন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন কাঠামো অধিকতর ঝুঁকিভিত্তিক ও আঘাত-সহনশীল করণার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই প্রুডেন্সিয়াল গাইডলাইনস অন ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি এন্ড মার্কেট ডিসিপ্লিন (CAMD) নামক একটি গাইডলাইন জারি করেছে। CAMD গাইডলাইনে বর্ণিত ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা, তত্ত্বাবধানমূলক পর্যালোচনা পদ্ধতি এবং প্রকাশ প্রয়োজনীয়তার নির্দেশনাসমূহ বিধিবদ্ধ পরিপালন হিসেবে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুসরণ করতে হবে। বিষয়টি মতবিনিময়ের মাধ্যমে সম্পন্নকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নরের নেতৃত্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নির্বাহীর সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা নীতিগত সিদ্ধান্তের উপর কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ স্টিয়ারিং কমিটিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করছে। ব্যাসেল একোর্ড বাস্তবায়নে স্টিয়ারিং কমিটি ও ওয়ার্কিং গ্রুপের বিভিন্ন নির্দেশনা পরিপালনের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগে ব্যাসেল বাস্তবায়ন সেল গঠন করা হয়েছে।

স্ট্রেস টেস্টিং

৬.২৬ দেশের অর্থায়ন ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সন হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ট্রেস টেস্টিং কার্যক্রম অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে পরিচালনা করছে। স্ট্রেস টেস্টিং এ বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ধরন ও পর্যায়ের ব্যতিক্রমী কিন্তু যুক্তিসঙ্গত অভিঘাতের প্রেক্ষিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থিতিস্থাপকতা পর্যালোচনা করছে। বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এ গাইডলাইন সংশোধন করেছে। সংশোধিত গাইডলাইনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি নতুন আর্থিক অবস্থার নির্দেশক, দেউলিয়াত্বের হার (Insolvency Ratio), বুদ্ধিভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় ফরম্যাটে, কার্য পরিকল্পনার সুপারিশমালা, ১ থেকে ৫ পর্যন্ত রেটিং স্কেল, ভারীত স্থিতিস্থাপকতা- ভারীত দেউলিয়াত্বের হার (WAR-WIR Matrix) দ্বারা অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান (সবুজ, হলুদ ও লাল) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন গাইডলাইন অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ৩০ জুন, ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ৩১ ডিসেম্বর ভিত্তিক স্ট্রেস টেস্টিং করছে ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অন-সাইট তত্ত্বাবধান

৬.২৭ বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ (ডিবিআই-২) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশদ ও বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করে থাকে। ২০১২ অর্থবছরে ডিবিআই-২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ৬৪টি বিশদ পরিদর্শন পরিচালনা করেছে যার মধ্যে ২৬টি প্রধান কার্যালয়ে এবং ৩৮টি শাখাসমূহে। এছাড়াও, বিশেষ পরিদর্শন কর্মসূচির আওতায় ১০টি পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

আর্থিক বাজার

৭.১ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১২-এ অভ্যন্তরীণ ঋণের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্যস্ফীতি এক অঙ্কের ঘরে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি মুদ্রানীতি রূপভঙ্গি গ্রহণ করেছে, যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিলাস দ্রব্য ভোগ ও অনুৎপাদনশীল, ফটকামূলক ব্যবহারের জন্য ঋণের বৃদ্ধি নিরুৎসাহিত করেছে। উপরন্তু সরবরাহ কর্মকাণ্ডে মাইক্রো ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের খামার ও খামার বহির্ভূত উৎপাদনশীলতা লক্ষ্যে রেখে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহ নিশ্চিতকরণে একটি সমন্বিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে।

মুদ্রা বাজার

কলমানি মার্কেট - অর্থবছর ১২

৭.২ ব্যাংকিং খাতে বছরব্যাপি সুদ হারের স্থিতিশীলতায় জোরালো প্রবৃদ্ধি বজায় ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাইমারি ডিলার ও প্রাইমারি ডিলার বহির্ভূত ব্যাংকগুলোর ধারণকৃত যোগ্য ট্রেজারী বিল ও ট্রেজারী বন্ডের বিপরীতে রেপো, বিশেষ রেপো ও তারল্য সহায়তা সুবিধা প্রদান করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিচক্ষণ নীতি পদক্ষেপের ফলে অর্থবছর ১২ এ আন্তঃব্যাংক কলমানি বাজারে ভারীত গড় সুদের হার শতকরা ৯.৮ ভাগ থেকে শতকরা ১৯.৭ ভাগের মধ্যে সীমিত থাকে (সারণী ৭.১ এবং চার্ট ৭.১)। অর্থবছর ১২-এ কলমানি বাজারে গড় লেনদেনের পরিমাণ বেড়ে ১০১৮.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১১-এর তুলনায় শতকরা ৪৫.৭ ভাগ বেশি ছিল। অর্থবছর ১২-এ কলমানি বাজারে লেনদেনের পরিমাণ ও ভারীত গড় সুদের হার উভয় ক্ষেত্রে মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয় (সারণী-৭.১)।

সারণী ৭.১ কলমানি মার্কেটের লেনদেনের পরিমাণ ও ভারীত গড় সুদের হার

বছর/মাস	লেনদেনের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	ভারীত গড় সুদের হার (%)	লেনদেনের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকা)	ভারীত গড় সুদের হার (%
	অর্থবছর ১১		অর্থবছর ১২	
জুলাই	৮৫৭.৬৭	৩.৩৩	৭৮১.৮৬	১১.২১
আগস্ট	৮৩৫.৫৩	৬.৩৬	৮৬৪.৩০	১২.০৩
সেপ্টেম্বর	৬৬৯.৩৬	৬.৯৭	১১০২.৮৪	১০.৪১
অক্টোবর	৮৭৫.৭৯	৬.১৯	১০৯৪.৭০	৯.৭৭
নভেম্বর	৭৫৮.২৩	১১.৩৮	১০৫৫.০৫	১২.৭০
ডিসেম্বর	৬৫২.৮৭	৩৩.৫৪	৮৫৩.০১	১৭.১৫
জানুয়ারি	৬৪৯.৮১	১১.৬৪	১০৯০.১৩	১৯.৬৬
ফেব্রুয়ারি	৪৫৪.৮৮	৯.৫৪	৮২৬.৭১	১৮.১৮
মার্চ	৫১৭.৮০	১০.৩৫	১০৩৩.০৯	১২.৫১
এপ্রিল	৬১৩.১১	৯.৫০	১২৭২.৭৪	১৩.৯৮
মে	৭৮৩.৭৯	৮.৬৪	১১১০.৩১	১৫.০৫
জুন	৭১৫.৩২	১০.৯৩	১১৩৪.৫২	১৫.০২
গড়	**৬৯৮.৬৮**	**১০.৭০**	**১০১৮.২৭**	**১৩.৯৭**

উৎসঃ ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৭.১

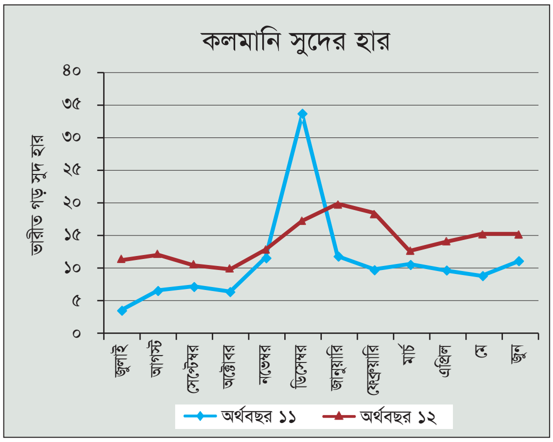

পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম - অর্থবছর ১২

৭.৩ সরকারি ট্রেজারী বিল এবং বন্ডের জামানতভিত্তিক অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বনির্ধারিত নীতি হারে প্রাইমারি ডিলার ও প্রাইমারি ডিলার বহির্ভূত ব্যাংকগুলোর স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ নেওয়ার চুক্তিকে পুনঃক্রয় চুক্তি (repo) বলা হয়। রেপোর মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে অর্থ প্রবিষ্ট হয় এবং প্রয়োজনীয়

তহবিল যোগান দিয়ে ব্যাংকসমূহের স্বল্প-মেয়াদি তারল্য বজায় রাখে। ১-২ দিন মেয়াদি রেপো, বিশেষ রেপো এবং তারল্য সহায়তা সুবিধা প্রদানের সুদ হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭.৭৫, ১০.৭৫ এবং ৭.৭৫ ভাগ। ৩-৭ দিন মেয়াদের জন্য এ হারগুলো ৫ বেসিস পয়েন্ট বেশি ছিল। ব্যাংকগুলোর তারল্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কারণে বিশেষ রেপোর হার বেশি ছিল। ব্যাংকগুলো কর্মদিবসের অপরাহ্ণে বিশেষত দুপুর ১২ টার পরে তহবিলের জন্য আবেদন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি অনুসরণের আলোকে প্রত্যাশিত তারল্য বজায় রাখার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর জন্য এ সুবিধা উন্মুক্ত রেখেছে।

সেজন্য, ঋণ গ্রহণের সর্বশেষ উৎস হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক তার অবস্থান বজায় রেখে ব্যাংকসমূহকে প্রথমে বাজার হতে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করে। অর্থবছর ১২-এ দৈনিক রেপো নিলামের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে রেপো তহবিল প্রদান করা হয়েছে। মুদ্রানীতির উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১২-এ রেপো ও রিভার্স রেপোর হার ৮ জানুয়ারি ২০১২ হতে একশত বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৭.৭৫ ও ৫.৭৫ ভাগে নির্ধারণ করেছে।

৭.৪ অর্থবছর ১২-এ মোট ২৪২টি পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম (বিশেষ রেপো ও LSF নিলামসহ) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নিলামে মোট ৬০২৪২.৩ বিলিয়ন টাকার ৬৫০০টি দরপত্রের মধ্যে মোট ২১৯৪৩.১ বিলিয়ন টাকার ৬৪৯৯টি দরপত্র গৃহীত হয় (সারণী ৭.২)। অর্থবছর ১১-এ মোট ৩৪২৫৫.২ বিলিয়ন টাকার ৩৭৬৪টি দরপত্রের মধ্যে মোট ৮০৩২.১ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। অর্থবছর ১২-এ গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ ২.৭৩ গুণ বৃদ্ধি পায়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হারের সীমা ছিল বার্ষিক শতকরা ৬.৭৫-১০.৮০ ভাগ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ সুদের হারের সীমা ছিল বার্ষিক শতকরা ৪.৫০-৮.৮০ ভাগ।

সারণী ৭.২ পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ১২

মোট অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা	মেয়াদ	প্রাপ্ত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		গৃহীত দরপত্রের সুদের হার (%)
		সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	
২৪২	১-দিন/২-দিন	৪৯৪৩	৪৭০৪২.৫৫	৪৯৪২	১৬৯৪৪.৯৭	৬.৭৫-১০.৭৫
	৩-দিন/৭-দিন	১৫৫৭	১৩১৯৯.৭৬	১৫৫৭	৪৯৯৮.১৪	৬.৭৫-১০.৮০
	মোট ঃ	**৬৫০০**	**৬০২৪২.৩১**	**৬৪৯৯**	**২১৯৪৩.১১**	**৬.৭৫-১০.৮০***

উৎস ঃ মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।
* গৃহীত দরপত্রের সার্বিক সুদের হার।

বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি (reverse repo) নিলাম-অর্থবছর ১২

৭.৫ বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকগুলো থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ উত্তোলন করে। এই বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে কোন জামানত প্রদান করা হয় না। বাজারে তারল্য পরিস্থিতিকে প্রত্যাশিত স্তরে বজায় রাখতে এবং রিজার্ভ মুদ্রা ও মুদ্রা গুণককে সঠিক পর্যায়ে রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। অর্থবছর ১২-এ মোট ৪১টি দৈনিক বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৮১.৭ বিলিয়ন টাকার ৫৫টি দরপত্রের মধ্যে ৪৬টি ১-২ দিন এবং ৯টি ৩-৭ দিন মেয়াদি যার সবগুলোই গৃহীত হয়। অর্থবছর ১১-এ মোট ৭৬৩.২ বিলিয়ন টাকার দরপত্রের মধ্যে মোট ৬৮৪.৮ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। অর্থবছর ১২-এ গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫-৫.৭৫ ভাগ (সারণী ৭.৩)।

সারণী ৭.৩ বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি নিলাম-অর্থবছর ১২

মোট অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা	মেয়াদ	প্রাপ্ত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		গৃহীত দরপত্রের সুদের হার (%)
		সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	
৪১	১-দিন/২-দিন	৪৬	৬৮.৬০	৪৬	৬৮.৬০	৪.৭৫-৫.৭৫
	৩-দিন/৭-দিন	৯	১৩.১০	৯	১৩.১০	৪.৭৫-৫.৭৫
	মোট ঃ	**৫৫**	**৮১.৭০**	**৫৫**	**৮১.৭০**	**৪.৭৫-৫.৭৫***

উৎস ঃ মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।
* গৃহীত দরপত্রের সার্বিক সুদের হার।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিল

৭.৬ ব্যাংকিং খাতের তারল্যকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে খোলা বাজার কার্যক্রম এর হাতিয়ার হিসেবে অর্থবছর ০৯-এ পুনরভ্যুদিত (revived) বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলাম কার্যক্রম অর্থবছর ১১ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সুদের হার ও মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে অর্থবছর ১২ তে এ পন্থা প্রয়োগ না করে বাংলাদেশ ব্যাংক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে।

সরকারি সিকিউরিটিজ মার্কেট

সরকারি ট্রেজারী বিলের নিলাম

৭.৭ ট্রেজারী বিল ও ট্রেজারী বন্ড স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দায় হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ইস্যু করে থাকে। এ পরোক্ষ মুদ্রা হাতিয়ারসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহার করে। সিকিউরিটিজগুলো ফ্রেঞ্চ নিলামের ট্রেজারী ধরনে ইস্যু করা হয় যেখানে ঐ সকল দরপত্রকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ আয় সীমায় প্রজ্ঞাপিত পরিমাণ পূরণ করতে পারে। দরপত্রের জন্য সর্বনিম্ন আয় হারকে পূর্বনির্ধারিতভাবে আংশিক বরাদ্দ রাখা হয়। এ দরপত্রসমূহ ইস্যু করার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ স্বল্প খরচে সরকারের বাজেট ঘাটতিতে অর্থায়নের জন্য এগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে এবং দ্বিতীয়তঃ বিরাজমান অতিরিক্ত তারল্য দূর করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অর্থবছর ১২-এ দরপত্র নিলামের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ১৫টি প্রাথমিক ডিলার (PD) অবলেখক এবং বাজার নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

৭.৮ আলোচ্য সময়ে সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ৯১-দিন, ১৮২-দিন ও ৩৬৪-দিন মেয়াদি সরকারি ট্রেজারী বিলের দৈনিক নিলাম অব্যাহত ছিল। অর্থবছর ১২-এ ট্রেজারী বিলের নিলামের ফলাফলের সারসংক্ষেপ সারণী ৭.৪ এ দেখানো হয়েছে। ৯১-দিন, ১৮২-দিন ও ৩৬৪-দিন মেয়াদি সরকারি ট্রেজারী বিলগুলোর বেশিরভাগ নিলামের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় কম দরপত্র গৃহীত হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক/পিডি'র নিকট ডিভলভ্‌মেন্ট এর পরিমাণ বেড়ে যায়। অর্থবছর ১২-এ অধিকাংশ ট্রেজারী বিলের ভারীত গড় সুদ হার বৃদ্ধি পায়।

৭.৯ অর্থ বাজারে তারল্য পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারী বিলের ভারীত গড় সুদ হার সীমার বেশ বিস্তৃতি ঘটে। জুন ২০১২ শেষে বিভিন্ন মেয়াদের ভারীত গড় সুদের হারে জুন ২০১১ শেষের তুলনায় খানিকটা বিস্তৃত সীমা পরিলক্ষিত হয়।

৭.১০ আলোচ্য সময়ে মোট ২৯৩.২ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ১০৬৪টি দরপত্র পাওয়া যায়, যার মধ্যে ১৬৮.০ বিলিয়ন টাকার ডিভলভ্‌মেন্টসহ মোট ৩৩৮.০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ৭৪০টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের ভারীত আয় হার সীমা ছিল বার্ষিক শতকরা ৭.০১ ভাগ হতে শতকরা ১১.৪৩ ভাগ (সারণী ৭.৪)। অর্থবছর ১১-এ ২২৪.৮ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ১০৫১টি দরপত্র পাওয়া গিয়েছিল, যার মধ্যে মোট ২০৬.৩ বিলিয়ন টাকা মূল্যের দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড (বিজিটিবি) এর নিলাম

৭.১১ পূর্বঘোষিত নিলাম সময়সূচি অনুযায়ী ষাণ্মাসিক ভিত্তিক সুদ কুপনবাহী ৫-বছর, ১০-বছর, ১৫-বছর এবং

সারণী ৭.৪ সরকারি ট্রেজারী বিলের নিলাম-অর্থবছর ১২

বিলের মেয়াদ	প্রাপ্ত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বিলের স্থিতি (জুন ২০১২ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা* (%)	
	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
৯১- দিন	৩৮৯	১৩৭.২	২৫৪	৭৪.৭	৮০.০	২.৪৩-৭.০০	৭.০১-১১.৪০
১৮২- দিন	৩১৭	৮৫.৯	২১৩	৪৯.৪	৬২.০	৩.৪৯-৭.২৫	৭.২৬-১১.৪১
৩৬৪- দিন	৩৫৮	৭০.১	২৭৩	৪৬.০	৮০.৫	৪.২৪-৭.৫৫	৭.৬০-১১.৪৩
ডিভলভ্মেন্ট টু বিবি/পিডি				১৬৮.০			
মোট ঃ	**১০৬৪**	**২৯৩.২**	**৭৪০**	**৩৩৮.০**	**২২২.৫**	**২.৪৩-৭.৫৫**	**৭.০১-১১.৪৩**

উৎস ঃ মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।
* গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা।

২০-বছর মেয়াদি ট্রেজারী বন্ডের নিলাম প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হয়। তারল্য ও সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহ বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয় এ সময়সূচি তৈরি করে। বিজিটিবি নিলাম সভা কর্তৃক নির্ধারিত cut off কুপন হার বন্ডের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কুপন হারের সর্বনিম্ন দরধারীকে অভিহিত মূল্যের নিরিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রিমিয়াম জমা দিতে হবে। ব্যাংকগুলো সংবিধিবদ্ধ তারল্য আবশ্যকীয়তা (SLR) পূরণের উদ্দেশ্যে মেয়াদপূর্তিভিত্তিক ধারণ ও ব্যবসাভিত্তিক ধারণ হিসেবে সরকারি ট্রেজারী বিল ও বিজিটিবি ব্যাংকগুলোর ব্যবহারের জন্য যোগ্য। HTM সিকিউরিটিজগুলো অভিহিত মূল্যের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য বছর শেষে পরিশোধিত হয় আর HFT সিকিউরিটিজগুলোর মূল্য marking to market পদ্ধতি অনুসারে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পরিশোধিত হয়। এ সকল বিল ও বন্ড সেকেন্ডারি লেনদেন যোগ্য। অর্থবছর ১২-এ আলোচ্য বন্ডগুলোর ৪৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। ১৬৩.৪ বিলিয়ন টাকার মোট ৬৭৩টি দরপত্রের মধ্যে ১৮২.৪ বিলিয়ন টাকার ৪৬৭টি দরপত্র গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক/ প্রাইমারি ডিলারদের নিকট ৯১.০ বিলিয়ন টাকা ডিভলভ্মেন্ট করা হয়। জুন ২০১২ শেষে এ বন্ডের স্থিতি ৬৮৫.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১১ শেষে ছিল ৫৩৪.০ বিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ অর্থবছর ১২-এ বন্ডের স্থিতির পরিমাণ অর্থবছর ১১-এর তুলনায় শতকরা ২৮.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

চার্ট ৭.২

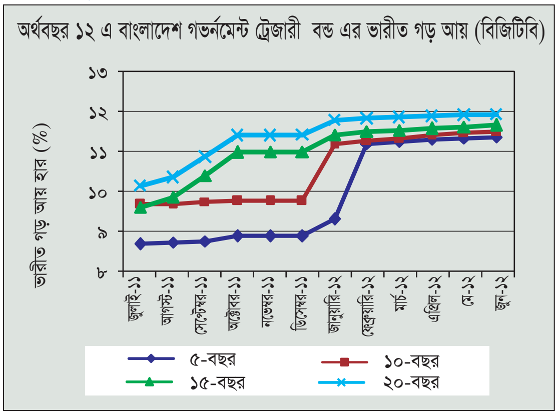
অর্থবছর ১২ এ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড এর ভারীত গড় আয় (বিজিটিবি)

৭.১২ অর্থবছর ১২-এ ট্রেজারী বন্ডগুলোর ভারীত গড় আয় হার শতকরা ৮.২৬ ভাগ থেকে শতকরা ১২.১২ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উল্লেখ্য যে, সকল মেয়াদি ট্রেজারী বন্ডের ভারীত গড় আয় হার আলোচ্য বছরে বৃদ্ধি পায় (সারণী ৭.৫)। সকল মেয়াদি ট্রেজারী বন্ডের ভারীত গড় আয় হারের পরিবর্তনের গতির বিবরণ চার্ট ৭.২ এ দেয়া হল।

৭.১৩ উল্লেখ্য, অর্থবছর ১১-এ ১৫১.১ বিলিয়ন টাকার দরপত্র পাওয়া যায় এবং ১৪২.৭ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয় যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক/পিডির নিকট ৪২.০ বিলিয়ন টাকা ডিভলভ্মেন্ট করা হয়। অর্থবছর ১১-এ ভারীত গড় আয় হার শতকরা ৭.৮৮ ভাগ থেকে শতকরা ৯.৬৫ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড)

৭.১৪ ইসলামি ব্যাংকিং খাতের মুদ্রা বাজারের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকসমূহ ও ব্যক্তিগণের দ্বারা তৈরি তহবিলের বিপরীতে জামানত স্বরূপ সরকার বন্ড ইস্যু করে থাকে। কার্যত সরকার এ খাত হতে কোন ঋণ গ্রহণ

সারণী ৭.৫ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড এর নিলাম-অর্থবছর ১২

মোট অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা	বন্ডের মেয়াদ	প্রাপ্ত দরপত্র		গৃহীত দরপত্র		বন্ডের স্থিতি (জুন ২০১২ শেষে) (বিলিয়ন টাকা)	বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা* (%)
		সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)	সংখ্যা	অভিহিত মূল্য (বিলিয়ন টাকা)		
৪৮	৫-বছর	১৯৪	৫৩.৬৭	১৫৩	৩৪.৭০	২৩১.২৭	৮.২৫৮৫-১১.৪৫০০
	ডিভলভ্মেন্ট টু বিবি/পিডি				২৬.৮০		
	১০-বছর	১৯২	৫২.৪৫	১৪৫	৩০.০৭	২৮৫.৪০	৯.৪৪৮২-১১.৬০০০
	ডিভলভ্মেন্ট টু বিবি/পিডি				৩১.৪৩		
	১৫-বছর	১৪৩	২৮.৮১	৭০	১১.১৪	৯৪.৩৬	৯.৬৪৮৩-১১.৮০০০
	ডিভলভ্মেন্ট টু বিবি/পিডি				২১.১১		
	২০-বছর	১৪৪	২৮.৪৬	৯৯	১৫.৪৯	৭৪.০৭	৯.৯৯৮৯-১২.১২০০
	ডিভলভ্মেন্ট টু বিবি/পিডি				১১.৬৭		
	মোট	**৬৭৩**	**১৬৩.৩৯**	**৪৬৭**	**১৮২.৪১**	**৬৮৫.১০**	**৮.২৫৮৫-১২.১২০০**@

উৎস ঃ মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।
* গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা।
@ বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারী বন্ডের সুদ হারের সার্বিক পরিসীমা।

করে না। ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক সঞ্চয়ের হার এবং ইসলামি ব্যাংকের স্থিতিপত্রের সংশ্লিষ্ট সূচকের দ্বারা প্রতিফলিত লাভ বা লোকসানের সাথে সংগতি রেখে বন্ডের আয় নির্ভর করে। অর্থবছর ০৫-এ চালুকৃত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ৬-মাস, ১-বছর এবং ২-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (ইসলামিক বন্ড) নামে বন্ডটি অর্থবছর ১২-এ ও অব্যাহত থাকে। ইসলামি শরীয়াহ্ মোতাবেক এই সরকারি বন্ড পরিচালিত হয়। নিয়ম অনুসারে, ইসলামি শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যবসার লাভ-লোকসান গ্রহণে সম্মত বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগণ এবং যে কোন অনিবাসী বাংলাদেশী এ বন্ড ক্রয় করতে পারে। জুন ২০১২ শেষে উক্ত বন্ডের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১.৫ বিলিয়ন টাকা, যেখানে মোট অর্থায়ন ও নীট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩১.৩ এবং ০.২ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০১১ শেষে উক্ত বন্ডের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২৫.৩ বিলিয়ন টাকা; অপরদিকে মোট অর্থায়ন ও নীট স্থিতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২২.৮ এবং ২.৫ বিলিয়ন টাকা। উক্ত বন্ডের মোট লেনদেনের চিত্র সারণী ৭.৬ এ উপস্থাপন করা হল।

সারণী ৭.৬ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট বন্ড

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
ক) বিক্রয়	২৩.৪	২৫.৩	৩১.৪৮
খ) অর্থায়ন	১৫.৪	২২.৮	৩১.২৬
গ) নীট স্থিতি	৮.০	২.৫	০.২২

উৎস ঃ ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ৭.৭ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণের বিতরণ ও আদায়

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	শতকরা হার
ক) বিতরণ	৩২১.৬	৩৫২.৮	৯.৭
খ) আদায়	২৫০.২	৩০২.৪	২০.৮
গ) স্থিতি (জুন শেষে)	৬৮৫.১	৮০২.৩	১৭.১

উৎস ঃ এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পুঁজি বাজার

বাংলাদেশে বিনিয়োগ অর্থায়ন ঃ পুঁজি বাজারের মধ্যম ভূমিকা

৭.১৫ বিনিয়োগ অর্থায়নে মেয়াদি ঋণের প্রাধান্য উদ্যোক্তাদের নিজস্ব তহবিলের স্বল্পতা ও স্বল্পঝুঁকি নির্দেশ করে, যার সাথে স্বল্পমেয়াদি আমানতের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের অর্থায়ন থেকে উদ্ভূত তারল্য ঝুঁকিসহ ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উচ্চমাত্রার ঝুঁকি জড়িত রয়েছে।

৭.১৬ অর্থবছর ১২-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিতরণকৃত মেয়াদি শিল্প ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫২.৮ বিলিয়ন টাকা, যা প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এবং পাবলিক অফারিং এর মাধ্যমে পুঁজি বাজারে নতুন ইস্যু হতে সংগৃহীত ১৬.৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২১.৫ গুণ বেশি। এতে শিল্পখাতে বিনিয়োগ অর্থায়নের ক্ষেত্রে

ব্যাংকসমূহের অত্যধিক অর্থায়নের ইচ্ছার প্রতিফলন প্রকাশ পায়। জুন ২০১২ শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদি শিল্প ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০২.৩ বিলিয়ন টাকা, যা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের বাজার মূলধন ২৪৯১.৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় অনেক কম (সারণী ৭.৮)। তবে, পুঁজি বাজারে তালিকাভুক্ত শিল্পগুলোর (ম্যানুফ্যাকচারিং, সার্ভিসেস এবং বিবিধ) বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২১১.৮ বিলিয়ন টাকা, যা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদি শিল্প ঋণের স্থিতির পরিমাণের চেয়ে বেশি।

৭.১৭ দেশের অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ অর্থায়নের উৎস হিসেবে পুঁজি বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থবছর ১২-এ এ বাজার ব্যাপক মূলধন ও সূচক সংশোধনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। একই সময়ে বাজারের স্থিতিশীলতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। দুটি স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের একটি অংশ স্পন্সর পরিচালকদের সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বুক বিল্ডিং পদ্ধতি, মিউচুয়াল ফান্ড ও পরিশোধিত মূলধন বিষয়ক আইন হালনাগাদ করা হয়েছে। সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, পুঁজি বাজার সম্পর্কিত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন, স্বল্প সময়ে লেনদেন সম্পূর্ণ করার জন্য পৃথক নিকাশ ও নিষ্পত্তি কোম্পানি গঠন এবং উচ্চ মানের সারভেইলেন্স সফ্‌টওয়্যার স্থাপনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি শক্তিশালী করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অর্থবছর ১২-এ পুঁজি বাজারের কার্যক্রম

প্রাথমিক ইস্যু

৭.১৮ অর্থবছর ১২-এ ১৫টি নতুন কোম্পানি পুঁজি বাজার হতে ১৬.৪ বিলিয়ন টাকার মূলধন সংগ্রহ করে, যা অর্থবছর ১১-এ ১৯টি কোম্পানির মাধ্যমে সংগৃহীত ২৭.৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় কম। অর্থবছর ১২-এ নতুন ইক্যুইটি ইস্যুর মাধ্যমে সংগৃহীত মূলধনের মধ্যে ২.৬ বিলিয়ন টাকা প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ও ১৩.৮ বিলিয়ন টাকা পাবলিক প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। অর্থবছর ১১-এ প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ও পাবলিক প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে যথাক্রমে ৭.৬ বিলিয়ন টাকা এবং ২০.৩ বিলিয়ন টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

৭.১৯ অর্থবছর ১২-এ পাবলিক অফারিং এর বিপরীতে তিনগুণেরও বেশি টাকার আবেদন জমা পড়ে, যা প্রাইমারি বাজারে নতুন ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজ এর স্বল্পতার ইঙ্গিত দেয়। অর্থবছর ১২-এ ১৫৭টি কোম্পানি তাদের লভ্যাংশে রক্ষিত টাকার বিপরীতে মোট ৪৩.০ বিলিয়ন টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে, যা অর্থবছর ১১-এর ১৫০টি কোম্পানির ইস্যুকৃত ৪৮.৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় কম।

সেকেন্ডারি বাজার কার্যক্রম

৭.২০ অর্থবছর ১২ শেষে ট্রেজারী বন্ড এবং ডিবেঞ্চার ছাড়া বাজার মূলধনের ক্ষেত্রে আর্থিক খাতের প্রাধান্য রয়েছে যার অবদান হল শতকরা ৪৩.৮ ভাগ, এর পর ক্রমান্বয়ে সেবা ও বিবিধ (শতকরা ৩১.৬ ভাগ), ম্যানুফ্যাকচারিং (শতকরা ২৪.৩ ভাগ), এবং কর্পোরেট বন্ড (শতকরা ০.৩ ভাগ)-এর অবদান রয়েছে। অর্থবছর ১২ শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের নতুন ইস্যুসহ মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ অর্থবছর ১১-এর ২৮৫৩.৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে শতকরা ১২.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২৪৯১.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ২৭.২ ভাগ। অর্থবছর ১২-এর জুন শেষে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে এ বাজার মূলধনের পরিমাণ অর্থবছর ১১-এর তুলনায় শতকরা ১৬.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৮৭১.৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা মোট দেশজ উৎপাদনের শতকরা ২০.৫ ভাগ (সারণী ৭.৮ ও ৭.৯)। অর্থবছর ১২-এ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সেকেন্ডারি বাজারে মোট সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণও বিগত অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৬৪.১ ভাগ ও শতকরা ৫৮.১ ভাগ হ্রাস পায়। অর্থবছর ১২-এ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সেকেন্ডারি বাজারে সকল শেয়ারের মূল্য সূচক বিগত অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২৩.৯ ভাগ ও শতকরা ১৯.৫ ভাগ হ্রাস পায়।

অনিবাসী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ

৭.২১ অর্থবছর ১২-এ অনিবাসী বিনিয়োগকারীগণ (Non-resident Investor Taka Account (NITA)) এর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার/ সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের মাধ্যমে মোট অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ অর্থবছর ১১-এর ১৩.৮ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। শেয়ার/ সিকিউরিটিজ বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিদেশে প্রত্যাবাসনের মোট অর্থের পরিমাণ অর্থবছর ১১-এর ১৬.৭ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৬.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অনিবাসীগণ কর্তৃক NITA হিসাবের মাধ্যমে এপ্রিল ১৯৯২ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৯.৪ বিলিয়ন টাকা, এর বিপরীতে বিদেশে প্রত্যাবাসিত বিক্রয়লব্ধ অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৭.৩ বিলিয়ন টাকা।

আইসিবি কার্যক্রম

৭.২২ দেশে দ্রুত শিল্পায়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় মূলধন বাজার পুনর্গঠন, বিশেষ করে দেশের সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের প্রেক্ষাপটে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB) প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মূলধন স্বল্পতা পূরণে ICB প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ (ICML), আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ (IAMCL) এবং আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিঃ (ISTCL) নামে তিনটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে আইসিবি'র মূলধন বাজার উন্নয়ন কর্মসূচি (CMDP) কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। সঞ্চয় আহরণ, বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদানের জন্য আইসিবি'র ICML সাবসিডিয়ারী কোম্পানিটি পাবলিক শেয়ার/ডিবেঞ্চার-এর অবলেখক, পোর্টফলিও ম্যানেজার, বিনিয়োগ হিসাবের ইস্যু ম্যানেজার এবং প্লেসমেন্ট সেবা প্রদানকারী হিসেবে মূলধন বাজারে এর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জুন ২০১২ শেষে বিনিয়োগকারীদের হিসাবের বিপরীতে নীট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৬ বিলিয়ন টাকা। এর বিপরীতে আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫.৫ বিলিয়ন টাকা।

চার্ট ৭.৩

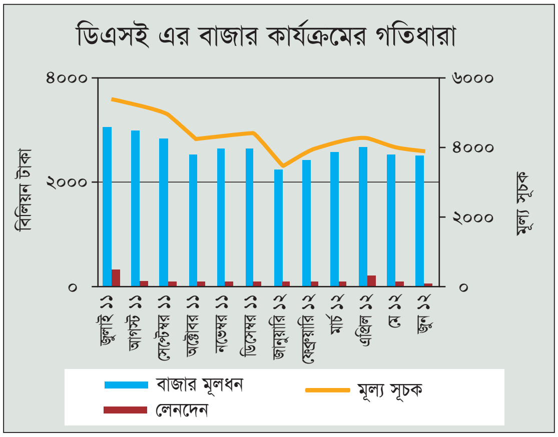

সারণী ৭.৮ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)এর কার্যক্রম

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
ক) তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা*	৪৫০	৪৯০	৫১১
খ) ইস্যুকৃত ইক্যুইটি এবং ঋণ*	৬০৭.৩	৮০৬.৮	৯৩৩.৬
গ) প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এবং পাবলিক অফারিং এর মাধ্যমে নতুন ইক্যুইটি	১৮.২	২৭.৯	১৬.৪
ঘ) বাজার মূলধন	২৭০০.৭	২৮৫৩.৯	২৪৯১.৬
ঙ) লেনদেন পরিমাণ	২৫৬৩.৫	৩২৫৯.২	১১৭১.৫
চ) লেনদেন সংখ্যা	১০.১	১৯.৭	১৮.৬
ছ) সার্বিক শেয়ার মূল্য সূচক	৫১১১.৬	৫০৯৩.২	৩৮৭৭.৬

উৎস ঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ।
* = কোম্পানি, মিউচুয়্যাল ফান্ড, ডিবেঞ্চার এবং ট্রেজারী বন্ডসহ।

সারণী ৭.৯ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এর কার্যক্রম

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
ক) তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ এর সংখ্যা*	২৩২	২২০	২৫১
খ) ইস্যুকৃত ইক্যুইটি এবং ঋণ*	২০১.১	৩০২.৯	৩৭৫.২
গ) বাজার মূলধন	২৫৩৪.৪	২২৩৭.৬	১৮৭১.৫
ঘ) লেনদেন পরিমাণ	২১৭.১	৩২১.৮	১৩৪.৯
ঙ) লেনদেন সংখ্যা	১.৪০	২.৭	২.৫
চ) সার্বিক শেয়ার মূল্য সূচক	১৮১১৬.১	১৭০৫৯.৫	১৩৭৩৬.৪

উৎস ঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ।
* = কোম্পানি, মিউচুয়্যাল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চারসহ।

আইসিবি'র এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ (IAMCL) দেশের দ্রুত সম্প্রসারিত এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলোর অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জুন ২০১২ শেষে কোম্পানিটি ১১টি ক্লোজ-এন্ড ও ৩টি ওপেন-এন্ড মিউচুয়্যাল ফান্ড পুঁজি বাজারে নিয়ে আসে, যার মধ্যে একটি বিশেষ ওপেন-এন্ড মিউচুয়্যাল ফান্ড ছিল "বাংলাদেশ ফান্ড"। ১৪টি ফান্ডের পোর্টফোলিও থেকে নীট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭.৬ বিলিয়ন টাকা, যার বাজার মূল্য দাঁড়ায় ২২.৪ বিলিয়ন টাকা। আইসিবি'র সিকিউরিটিজ ট্রেডিং সাবসিডিয়ারী কোম্পানি ISTCL দেশের একটি একক বৃহত্তম স্টক ব্রোকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং অর্থবছর ১২-এ মোট ১০৫.৪ বিলিয়ন টাকার লেনদেন করে, যা ঢাকা ও চট্টগ্রাম উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের মোট লেনদেনের শতকরা ৮.১ ভাগ। মূল আইসিবি অর্থবছর ১২-এ ০.৭ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় করে, এর বিপরীতে ০.১ বিলিয়ন টাকা মূল্যের ইউনিট সার্টিফিকেট পুনঃক্রয় করে। আলোচ্য অর্থবছরে আইসিবি ০.৩ বিলিয়ন টাকার আমানত গ্রহণ করে এবং বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে ১.৪ বিলিয়ন টাকার ঋণ অনুমোদন করে। আলোচ্য অর্থবছরে আইসিবি মোট ২.৩ বিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ অঙ্গীকার করে, যার মধ্যে শেয়ারে সরাসরি বিনিয়োগ (pre-IPO placement) ০.৩ বিলিয়ন টাকা, প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় ০.৫ বিলিয়ন টাকা, ইক্যুইটি বিনিয়োগ ০.৫ বিলিয়ন টাকা, বন্ড বিনিয়োগ ০.১ বিলিয়ন টাকা, ডিবেঞ্চার ক্রয় ০.৪ বিলিয়ন টাকা এবং ব্যাংক গেরান্টি ০.৫ বিলিয়ন টাকা। অর্থবছর ১১-এ আইসিবি মোট ৪.৬ বিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ অঙ্গীকার করেছিল।

পুঁজি বাজারে তফসিলি ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ

৭.২৩ তফসিলি ব্যাংকগুলোর পুঁজি বাজারের সিকিউরিটিজে (ইক্যুইটি ও ডিবেঞ্চার হিসেবে) জুন ২০১২ শেষে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬০.৬ বিলিয়ন টাকা, জুন ২০১১ শেষে যার পরিমাণ ছিল ১৩৯.৫ বিলিয়ন টাকা। শেয়ার ও সিকিউরিটিজ এর বিপরীতে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগামের স্থিতি জুন ২০১২ শেষে দাঁড়ায় ৯.১ (সাময়িক) বিলিয়ন টাকা, যা জুন ২০১১ শেষে ছিল ৯.৭ বিলিয়ন টাকা।

পুঁজি বাজার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

৭.২৪ পুঁজি বাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজি বাজারের সার্বিক কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) অর্থবছর ১২-এ নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ঃ

- এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ইনস্যুরেন্স গভর্নেন্স প্রকল্পের অধীনে বাজার পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান আধুনিকায়নের জন্য একটি আধুনিক সারভেইলেন্স সফ্‌টওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে।

- পুঁজি বাজার উন্নয়ন কর্মসূচি-II এর আওতায় স্টক এক্সচেঞ্জের ডিমিউচুয়ালাইজেশন শুরু করা হয়েছে।

- ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের লোকসান কমানোর জন্য মারজিন ঋণের সুদ মওকুফ এবং ঋণ পরিশোধের সময় বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপরন্তু, ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য আইপিও এ বিশেষ কোটার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

- পুঁজি বাজারের দীর্ঘ মেয়াদি স্থিতিশীলতার জন্য পৃষ্ঠপোষক-পরিচালকগণের প্রত্যেককে পরিশোধিত মূলধনের কমপক্ষে ২ শতাংশ এবং একত্রে ৩০ শতাংশ শেয়ার সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

- ইতোমধ্যে কর্পোরেট পরিচালনা নির্দেশনা সংশোধন করা হয়েছে এবং কমপক্ষে ২০ শতাংশ স্বাধীন পরিচালক রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উপরন্তু, কোম্পানির আর্থিক বিবরণী আরো নির্ভুলভাবে পরীক্ষার জন্য স্টক এক্সচেঞ্জে কর্পোরেট আর্থিক বিভাগ খোলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

- বিনিয়োগকারীদের পুঁজি বাজার এবং তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ সম্পর্কে আরো সঠিক তথ্য সরবরাহ করার জন্য গবেষণা প্রকাশনার নিয়ম-নীতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং অপব্যবহার রোধ করার জন্য বুক বিল্ডিং পদ্ধতি সংশোধন করা হয়েছে। ক্লোজড-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ডের মেয়াদপূর্তির সীমা ১০ বছর করা হয়েছে।

৭.২৫ অর্থবছর ১৩-এর জাতীয় বাজেটে পুঁজি বাজার উন্নয়ন সহায়ক হিসেবে ঘোষিত পদক্ষেপগুলো হলোঃ

- যে সকল কোম্পানি আইপিও এর মাধ্যমে তাদের পরিশোধিত মূলধনের ২০ শতাংশ ইস্যু করবে সে সব কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বছরে ১০ শতাংশ কর রেয়াত পাবে।
- লভ্যাংশের উপর ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কর রেয়াত পাবে।
- মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর আয় কর ৪২.৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৩৭.৫ শতাংশ করা হবে।
- গভীর সমুদ্র বন্দর করার জন্য তহবিলের একটি অংশ পুঁজি বাজার হতে সংগ্রহ করা হবে।
- আগামী অর্থবছরে স্টক এক্সচেঞ্জের ডিমিউচুয়ালাইজেশন কাজ শুরু হবে।
- পুঁজি বাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকল্পে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এ্যাক্ট এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অর্থবছর ১৩-এর মধ্যে সম্পূর্ণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ঋণ বাজার

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম

৭.২৬ অর্থবছর ১২-এ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট আগামের ক্ষেত্রে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় (সারণী ৭.১০)। জুন ২০১২ শেষে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট আগামের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮৫৯.৩ বিলিয়ন টাকা, যা জুন ২০১১ শেষের ৩২১২.৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২০.১ ভাগ বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অর্থবছর ১১-এর তুলনায় অর্থবছর ১২-এ মোট আগামের মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে আগাম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৫৭.৮ ভাগ বেশি। এর পর অন্যান্য খাতে আগাম বৃদ্ধি পায় শতকরা ৩৭.৭ ভাগ। আলোচ্য বছরে অন্যান্য বিভিন্ন খাতে আগামের প্রবৃদ্ধি ছিল নিম্নরূপ: নির্মাণ খাত (শতকরা ৩২.৫ ভাগ), ব্যবসা খাত (শতকরা ২২.৬ ভাগ), শিল্প খাত (শতকরা ১৩.৭ ভাগ), কৃষি, বন ও মৎস্য (শতকরা ৬.৩ ভাগ) এবং চলতি মূলধনে অর্থায়ন (শতকরা ৬.৩ ভাগ)।

সারণী ৭.১০ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকারভেদে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আগাম

(বিলিয়ন টাকা)

খাত	জুন শেষে		
	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	পরিবর্তন (%)
১. কৃষি, বন ও মৎস্য	১৯৬.৬	২০৮.৯	৬.৩
২. শিল্প	৭০০.৫	৭৯৬.৩	১৩.৭
৩. চলতি মূলধনে অর্থায়ন	৪৭০.৬	৫০০.১	৬.৩
৪. নির্মাণ	২৪১.৯	৩২০.৪	৩২.৫
৫. পরিবহন ও যোগাযোগ	৫০.৫	৭৯.৭	৫৭.৮
৬. ব্যবসা	১২১৬.৮	১৪৯১.৫	২২.৬
৮. অন্যান্য	৩৩৫.৯	৪৬২.৪	৩৭.৭
মোট	**৩২১২.৮**	**৩৮৫৯.৩**	**২০.১**

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ৭.৪

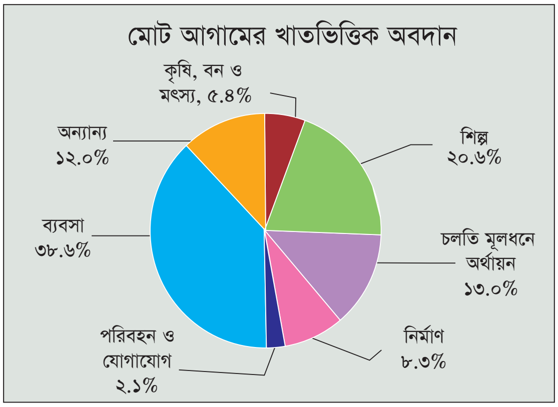

অর্থবছর ১২-এ মোট আগামের খাতভিত্তিক অবদানের ক্ষেত্রে, ব্যবসা খাতের ভূমিকা (শতকরা ৩৮.৬ ভাগ) ছিল সর্বোচ্চ। তারপর রয়েছে শিল্প খাত (শতকরা ২০.৬ ভাগ), চলতি মূলধনে অর্থায়ন (শতকরা ১৩.০ ভাগ), নির্মাণ খাত (শতকরা ৮.৩ ভাগ), কৃষি, বন ও মৎস্য (শতকরা ৫.৪ ভাগ), পরিবহন ও যোগাযোগ খাত (শতকরা ২.১ ভাগ) এবং অন্যান্য খাত (শতকরা ১২.০ ভাগ)। অর্থবছর ১২-এ তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট আগামের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ভিত্তিক অবদান চার্ট ৭.৪ এ দেখানো হল।

বক্স ৭.১

আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার জন্য ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল নীতিমালা

ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল নীতিমালা সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য বিপর্যয় রোধের লক্ষ্যে অনুসৃত নতুন একটি পন্থা। এর উদ্দেশ্য হলো আর্থিক খাতের নতুন উদ্ভাবন/সংস্কার, পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও আর্থিক ব্যবস্থার প্রোসাইক্লিক্যালিটির (procyclicality) প্রভাব পর্যালোচনা এবং আর্থিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্ভাব্য বিপর্যয় রোধের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদি স্থিতিশীলতা অর্জন এবং সামষ্টিক অর্থনীতির সাথে আর্থিক ব্যবস্থার যোগসূত্র স্থাপন।

ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল নীতি বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত হাতিয়ারসমূহ (tools) অধিক হারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঃ

- ঋণ-মূল্যমান (loan-to-value) অনুপাতের সীমা
- ঋণ-আয় (debt-to-income) অনুপাতের সীমা
- বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদেয় ঋণের সীমা
- বৈদেশিক মুদ্রার নীট ওপেন পজিশন/ কারেন্সি মিস্‌ম্যাচ সীমা
- ঋণ অথবা ঋণ প্রবৃদ্ধির সীমা
- ম্যাচুরিটি মিস্‌ম্যাচ সীমা
- রিজার্ভ গঠনে আবশ্যকতা
- কাউন্টারসাইক্লিক্যাল (countercyclical)/ সময়-নির্ভর মূলধন গঠনে আবশ্যকতা (time-varying capital requirement)
- সময়-নির্ভর (time-varying)/ ক্রমপরিবর্তনশীল প্রভিশন ব্যবস্থা (dynamic provisioning)
- মুনাফা বণ্টনে সীমা

ঋণ-মূল্যমান (loan-to-value) অনুপাতের সীমা সহায়ক জামানত হিসাবে প্রদত্ত গৃহসম্পত্তির মূল্যমানের একটি নির্দিষ্ট অংশের অতিরিক্ত ঋণ সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করতে পারে। ঋণ-আয় অনুপাতের সীমা ঋণগ্রহীতার বার্ষিক আয়ের নির্দিষ্ট গুণিতকের অতিরিক্ত ঋণ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদেয় ঋণ সীমা, বৈদেশিক বিনিয়োগ হতে উদ্ভূত সিস্টেমিক ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়ক হতে পারে। তদুপরি, বৈদেশিক মুদ্রার নীট ওপেন পজিশন/কারেন্সি মিস্‌ম্যাচ সীমা আরোপ ব্যাংকের কমন এক্সপোজারকে বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ ঝুঁকি হতে পরিত্রাণ দিতে পারে। এই সীমা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের সূত্রে মুদ্রা বিনিময় হারে অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি প্রশমনেও সহায়ক হতে পারে। ঋণ অথবা ঋণ প্রবৃদ্ধির ঊর্ধ্বসীমা আরোপ, ঋণ/সম্পদের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি স্থিমিত করতে পারে। তদুপরি, একটি নির্দিষ্ট খাতে ঋণের ওপর এই সীমা আরোপ নির্দিষ্ট কোন সম্পদের মূল্য বৃদ্ধিকে সীমার মধ্যে ধরে রাখতে এবং ঝুঁকি প্রশমনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। ম্যাচুরিটি মিস্‌ম্যাচ কখনো কখনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে বিধায় প্রতিষ্ঠানটিকে তার সম্পদের একাংশ হ্রাসকৃত মূল্যে তরলীকরণে বাধ্য করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সীমা আরোপ সিস্টেমিক ঝুঁকি প্রশমনে সহায়ক হতে পারে।

রিজার্ভ গঠনের আবশ্যকতা সিস্টেমিক ঝুঁকি প্রশমন ও ঋণ/সম্পদের মূল্য উঠানামা হ্রাসে সহায়ক হতে পারে। এতদ্ব্যতীত, এটি তারল্য সংকট (liquidity crunch) সৃষ্টিতে বাধা প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করতে পারে। ঝুঁকি-ভিত্তিক অনুপাত বিবেচনায় কাউন্টারসাইক্লিক্যাল (countercyclical)/ সময়-নির্ভর (time-varying) মূলধন গঠনের আবশ্যকতা আর্থিক চাঙ্গাকালীন সময়ে অনাকাংখিত ঋণ প্রবৃদ্ধিকে রোধ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে, আর্থিক মন্দাকালীন সময়ে তা শিথিল করা যেতে পারে যাতে ব্যাংকসমূহের মূলধন আবশ্যকতার শর্ত পূরণের জন্য সম্পদ হ্রাসের প্রয়োজন না হয়। আবার, আর্থিক চাঙ্গাকালীন সময় মূলধনের একটি স্থায়ী বাফার (buffer) গঠন এবং মন্দাকালীন সময়ে তা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ প্রবাহ একইভাবে সচল রাখা যেতে পারে। সময়-নির্ভর/ ক্রমপরিবর্তনশীল প্রভিশন ব্যবস্থা (time-varying/dynamic provisioning) আর্থিক ব্যবস্থার সাইক্লিক্যালিটি (cyclicality) প্রশমনে সহায়ক হতে পারে। আর্থিক চাঙ্গাকালীন সময়ে প্রভিশন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাফার তৈরি করা এবং ঋণ প্রবৃদ্ধিকে সীমিত রাখা যেতে পারে। আবার আর্থিক মন্দাকালীন সময়ে প্রভিশন হ্রাসের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের প্রবাহ সচল রাখা যেতে পারে। তদুপরি, আর্থিক মন্দাকালীন সময় মুনাফা বণ্টনের উপর সীমা আরোপ ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে কাউন্টারসাইক্লিক্যাল (countercyclical) ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যাসেল-৩ এর আওতায় নির্দেশিত ক্যাপিটাল কনজার্ভেশন বাফারও (capital conservation buffer) অনুরূপ অবদান রাখতে পারে।

সূত্র: *Lim, Columba, Costa, Kongsamut, Otani, Saiyid, Wezel and Wu, Macroprudential Policy: What Instruments and How to Use Them? Lessons from Country Experiences, IMF Working Paper, October 2011.*

সারণী ৭.১১ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণ প্রদানকারী সংস্থা	বিতরণ		আদায়		স্থিতি		মেয়াদোত্তীর্ণ		মোট স্থিতির মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার	
	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
১। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৮.৭	৬১.৮	২২.৭	৫৬.৫	১৪০.৯	১৭৪.৭	৩০.৭	২৭.০	২১.৮	১৫.৫
২। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	২১৬.১	২২৪.৮	১৭৫.৭	১৯৪.৬	৪০৮.৭	৪৬৯.১	২১.৯	৩৩.৬	৫.৪	৭.২
৩। বিদেশী ব্যাংক	১১.৫	১২.৯	১৬.৩	১০.৪	১৫.১	১৭.১	০.৪	০.৫	২.৬	২.৯
৪। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (বিডিবিএল, বিকেবি, রাকাব, বেসিক)	৯.৯	১৫.২	৬.৬	৮.৫	৩২.৬	৩৯.৬	৬.০	৫.৫	১৮.৪	১৩.৯
৫। আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩৫.৩	৩৮.০	২৮.৯	৩২.৩	৮৭.৮	১০১.৮	৫.৯	৭.৩	৬.৭	৭.২
মোট ঃ	**৩২১.৬**	**৩৫২.৮**	**২৫০.২**	**৩০২.৩**	**৬৮৫.১**	**৮০২.৪**	**৬৪.৯**	**৭৩.৯**	**৯.৫**	**৯.২**

উৎস ঃ কৃষি ও স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ

৭.২৭ অর্থবছর ১২-এ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণ শতকরা ৯.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫২.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। আদায়ের পরিমাণও শতকরা ২০.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০২.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। জুন ২০১২ শেষে ঋণের স্থিতি শতকরা ১৭.১ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং মোট ঋণ স্থিতির শতকরা হিসেবে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ হ্রাস পেয়ে ৯.২ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী-৭.১১)।

৭.২৮ জুন ২০১২ শেষে ৮০২.৪ বিলিয়ন টাকার মোট মেয়াদি শিল্প ঋণের স্থিতির মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অংশ ছিল শতকরা ৫৮.৫ ভাগ, যা মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে তাদের মূখ্য ভূমিকা নির্দেশ করে (সারণী ৭.১১ এবং চার্ট ৭.৫)। মোট স্থিতিতে চারটি সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও চারটি বিশেষায়িত ব্যাংকের একত্রে অবদান ছিল শতকরা ২৬.৭ ভাগ। তবে, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ বেশি থাকায় বর্তমানে ঋণদানে তাদের প্রকৃত ভূমিকাও গৌণ। ব্যাংকগুলো অর্থবছর ১২-এ মাত্র ৭৭.০ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ২১.৮ ভাগ) ঋণ বিতরণ করে, যেখানে সর্বমোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৫২.৮ বিলিয়ন টাকা। জুন ২০১২ শেষে মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অবদান সবচেয়ে বেশি (২২৪.৮ বিলিয়ন টাকা), এর পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৬১.৮ বিলিয়ন টাকা), আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (৩৮.০ বিলিয়ন টাকা), বিদেশী ব্যাংক (১২.৯ বিলিয়ন টাকা) এবং চারটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ (১৫.২ বিলিয়ন টাকা)।

চার্ট ৭.৫

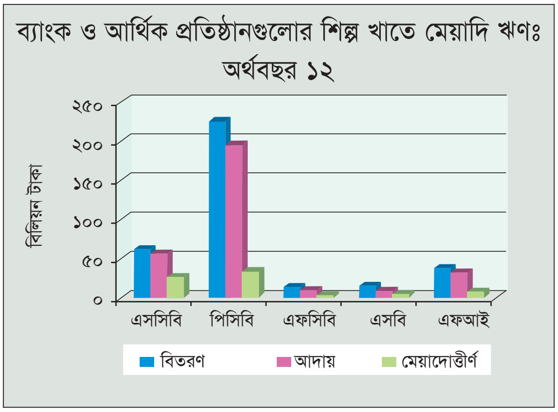

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণঃ অর্থবছর ১২

৭.২৯ জুন ২০১২ শেষে বিদেশী ব্যাংকগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল খুবই কম (শতকরা ২.৯ ভাগ)। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে অনেক কম (শতকরা ৭.২ ভাগ করে)। জুন ২০১২ শেষে সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি (যথাক্রমে শতকরা ১৫.৫ ভাগ এবং শতকরা ১৩.৯ ভাগ)।

৭.৩০ বিকেবি এবং রাকাব মূলতঃ কৃষি খাতে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় মেয়াদি শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে

এদের ভূমিকা খুবই নগণ্য। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের বোঝা নিয়ে শিল্প খাতের বিশেষায়িত ঋণদানকারীরা ঋণ আদায়ে মনোযোগী ছিল।

মেয়াদি ঋণ বিতরণের নীতিমালা জোরদারকরণ পদক্ষেপ

৭.৩১ বিরাজমান উচ্চমাত্রার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের কারণে মেয়াদি ঋণ বিতরণের নীতিমালা সংশোধনের বিষয়টি কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এ ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে গৃহীত প্রধান পদক্ষেপগুলোর মধ্যে কঠোরতর আয় চিহ্নিতকরণ, সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক উত্তম রীতি অনুসারে প্রভিশনিং এর মানদণ্ড, ঋণ খেলাপীদেরকে নতুন ঋণ প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং পরিচালকমণ্ডলী ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের নামে ঋণ বিতরণে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ। আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার আওতায় বিগত বছরগুলোতে মেয়াদি ঋণ বিতরণের নীতিমালা জোরদারকরণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বাস্তবিক পদক্ষেপ নেয়া হয়। মেয়াদি ঋণ বিতরণের নীতিমালা জোরদারকরণের লক্ষ্যে অর্থবছর ১২-এ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক যে সব নতুন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

- এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতাধীন বাংলাদেশ ফান্ডের বিভিন্ন নীতিগত দিকনির্দেশনা পুনঃসংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এখন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মত কুটির ও মাইক্রো প্রতিষ্ঠানের জন্যও পুনঃঅর্থায়নের ব্যবহার বিবেচনা করা হবে। ক্ষুদ ও মাইক্রো প্রতিষ্ঠানের মহিলা উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচির ১০ শতাংশ হার (ব্যাংক হার + ৫ শতাংশ) প্রযোজ্য হবে। পুনঃঅর্থায়নের সীমা কুটির শিল্পের জন্য ১০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০,০০০ টাকা এবং মাইক্রো প্রতিষ্ঠানের জন্য ২০,০০০ টাকা থেকে ১০,০০,০০০ টাকা করা হয়েছে।

- সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করার মাধ্যমে বঞ্চিত গ্রামীণ এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর (MFIs) মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুবিধাভোগী পর্যায়ে হ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে (reducing balance method) সর্বোচ্চ ১২ শতাংশ সুদ হার আরোপ করার অনুমতি প্রদান করা হয়।

- ভোক্তা অর্থায়নের আওতায় গৃহায়ন অর্থায়নে নতুন ঋণের ক্ষেত্রে লোন-মারজিন অনুপাত ৭০:৩০ হতে হবে এবং মোটর গাড়িসহ অন্যান্য ভোক্তা ঋণের ক্ষেত্রে এই অনুপাত হবে ৩০:৭০।

- ভোক্তা ঋণে ঋণ প্রবাহ কমানো এবং উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ বাড়ানোর মাধ্যমে অভিষ্ট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে ভোক্তা ঋণ প্রবৃদ্ধি ব্যাংকিং খাতের গড় ঋণ প্রবৃদ্ধিকে অতিক্রম করবে না।

শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণের তহবিল বৃদ্ধি

৭.৩২ দীর্ঘমেয়াদি শিল্প ঋণের তহবিলের জন্য স্বল্পতর মেয়াদি আমানতের উপর ব্যাংকগুলোর নির্ভরশীলতা তাদের তারল্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য শিল্প ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ভিত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু বিশেষ পরিকল্পনা ও কর্মসূচির আওতায় যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে সেগুলো হলো ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক শতকরা ১০০ ভাগ পুনঃঅর্থসংস্থান স্কীমের আওতায় অর্থবছর ০১ হতে পল্লিঅঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে একটি সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যাংক রেটে ১.০ বিলিয়ন টাকার স্কীম চালু করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ১.৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিজস্ব তহবিল থেকে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে এর অর্থায়নের লক্ষ্যে ৬.০ বিলিয়ন টাকার “ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তহবিল” নামে অপর একটি পুনঃঅর্থসংস্থান স্কীম চালু করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তাদের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষতঃ যেগুলো প্রাতিষ্ঠানিক খাতের অর্থায়নের বাইরে রয়েছে সেগুলোর অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা

বাড়ানো হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ৪৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৬১০২টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ১৪.৬ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

- নারী উদ্যোক্তাদের ১০ শতাংশ হারে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগ সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করছে। এসএমই তহবিলের ১৫ শতাংশ বিশেষভাবে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ৫১৬৫টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৪.০ বিলিয়ন টাকা মহিলা উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের শিল্প উন্নয়নে অর্থায়নের লক্ষ্যে ‘প্রতিষ্ঠানিক প্রবৃদ্ধি ও ব্যাংক আধুনিকায়ন কর্মসূচি (Enterprises Growth and Bank Modernisation Programme)' নামক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব ব্যাংকের আইডিএ (IDA) উইং এর ১০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি অতিরিক্ত তহবিলসহ মোট ১০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুনঃঅর্থসংস্থান স্কীম চালু করেছে। উক্ত চুক্তির আওতায় পুনঃঅর্থসংস্থানের জন্য বাংলাদেশী টাকায় এ পর্যন্ত মোট ১.৮ বিলিয়ন টাকার তহবিল সংগৃহীত হয়েছে। ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত ৩২টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩১৬০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৩.১ বিলিয়ন টাকা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ হিসেবে পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ সরকারের ঋণ চুক্তির আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য অপর একটি পুনঃঅর্থসংস্থান স্কীমে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সুবিধা প্রদান করেছে। এ তহবিল থেকে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত ১৩টি ব্যাংক ও ১৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ৩২৬৪টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৩.৩ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এডিবি ও বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে অতিরিক্ত ৯৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করেছে। এ তহবিল থেকে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ১৬টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ৫৯১৩টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২.৯ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

- ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে আর্থিক খাত প্রকল্প (Financial Sector Project for the Development of Small and Medium Enterprises)’ এর আওতায় প্রযুক্তিগত সহায়তাসহ জাইকা ৫০০০ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন প্রদান করবে। এ তহবিলের প্রধান অংশ হচ্ছে ৪৭৮৭.৫ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েন। এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগের আওতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি আলাদা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) গঠন করা হয়েছে। ১১ জুন ২০১২ এ ২১টি ব্যাংক ও ১৮টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদি এসএমই উপ-প্রকল্পসমূহে বাজার হারে ঋণ প্রদানের জন্য অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে (Participating Financial Institutions (PFI)) ব্যাংক হারে পূর্ব অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন দেয়া হবে।

উল্লেখ্য যে, এ সকল স্কীমসমূহের আদায়কৃত ঋণ আবারও এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়নে ব্যবহার করা হবে। ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৮৪৩৯টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপরীতে মোট ২৪.০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের মধ্যে ২১ আগস্ট ২০০৬ (প্রথম পর্যায়) এবং ৭ জুলাই ২০১০ (দ্বিতীয় পর্যায়) তারিখে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুযায়ী “ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (IPFF)” প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক বাস্তবায়ন করছে। IPFF হলো অনলেনডিং ভিত্তিক Technical Assistance (TA)

প্রকল্প যা স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্যের বাইরে অবকাঠামো ও অন্যান্য বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহে মেয়াদি অর্থ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক বাজারের সম্পদ সম্পূরণ করছে। এটি মূলধন প্রকল্পে বিশেষ করে অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আনছে। সরকার অনুমোদিত বেসরকারি অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো যা সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হবে, সেগুলোতে নির্বাচিত অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (PFIs) মাধ্যমে IPFF এর আওতায় অর্থসংস্থান করা হচ্ছে। IPFF এর আওতায় অর্থসংস্থানের জন্য যোগ্য খাতগুলো হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ ও সেবা প্রদান, বন্দর (সমুদ্র, নদী ও স্থল) উন্নয়ন, পরিবেশ, শিল্প ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ফ্লাইওভারসহ মহাসড়ক ও বিভিন্ন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, পানি সরবরাহ ও বিতরণ, স্যুয়ারেজ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা এবং শিল্প নগরী ও পার্ক উন্নয়ন প্রভৃতি খাত। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হলো প্রকল্পের আওতায় যে কোন অনুমোদিত প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ২৫ শতাংশ উদ্যোক্তার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করতে হবে এবং প্রকল্প ব্যয়ের ১৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যয় করবে। অবশিষ্ট ৬০.০ শতাংশ IPFF ফান্ড থেকে সরবরাহ করা হবে। PFI গুলোই ঋণ যোগানে উদ্ভূত সকল বাণিজ্যিক ঝুঁকি বহন করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। IPFF দুটি কম্পোনেন্ট এ গঠিত: ১) অবকাঠামো উন্নয়ন লেন্ডিং কম্পোনেন্ট এবং ২) Technical Assistance (TA) কম্পোনেন্ট। IPFF এর প্রথম পর্যায়ের খরচ ছিল ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৪.২ বিলিয়ন টাকা) যেখানে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA) সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অনলেনডিং কম্পোনেন্ট-এর আওতায় ৪৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং টেকনিকেল কম্পোনেন্ট-এর আওতায় ২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রদান করেছে এবং সরকারি তহবিল ছিল ১০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (শুধু অনলেনডিং কম্পোনেন্ট-এর জন্য)। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পের মোট খরচ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২৫.৭ বিলিয়ন টাকা) যেখানে আইডিএ আরো সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে ২৫৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অনলেনডিং কম্পোনেন্ট-এর আওতায় ২৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং টেকনিকেল কম্পোনেন্ট-এর আওতায় ৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রদান করছে এবং বাংলাদেশ সরকার ৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিচ্ছে (শুধু অনলেনডিং কম্পোনেন্ট-এর জন্য)।

উল্লেখ্য, IPFF মোট তহবিলের ১০০ শতাংশ (৪.২ বিলিয়ন টাকা বা ৫৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অর্থ অবমুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে যা প্রকল্পের অনলেনডিং কম্পোনেন্ট হিসেবে রাখা হয়েছিল এবং তা থেকে প্রকল্প মেয়াদের ৪র্থ বছরের প্রথম ধাপের মধ্যে ১৭৮ মেগাওয়াট ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৭টি ক্ষুদ্র পাওয়ার প্লান্ট-এ অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত নতুন ঋণের আওতায় ২৮.৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। IPFF-এর আওতায় যেসব পাওয়ার প্লান্ট-এ অর্থায়ন করা হয়েছে সেগুলো হলো ডরিন পাওয়ার হাউজ এন্ড টেকনোলজিস লিমিটেড (৩টি পাওয়ার প্লান্ট এবং প্রতিটি ২২ মেগাওয়াট সম্পন্ন), ডরিন পাওয়ার জেনারেশন এন্ড সিস্টেম লিমিটেড (১১ মেগাওয়াট), রিজেন্ট পাওয়ার লিমিটেড (২২ মেগাওয়াট) এবং ইউনাইটেড পাওয়ার এর দু'টি পাওয়ার প্লান্ট (একটি ৪৪ মেগাওয়াট ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বিশিষ্ট চট্টগ্রাম ইপিজেডে এবং অপরটি ৩৫ মেগাওয়াট ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বিশিষ্ট ঢাকা ইপিজেডে)। সকল পাওয়ার প্লান্ট জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহে অবদান রাখছে।

ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনারশীপ ফান্ড (EEF)

৭.৩৩ ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু উদীয়মান কৃষিভিত্তিক/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রদত্ত ১.০ বিলিয়ন টাকার তহবিল নিয়ে অর্থবছর ০১-এ ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনারশীপ ফান্ড (EEF) গঠন করে। এ তহবিল ২০০৯ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ জুন ২০০৯

তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইসিবির মধ্যে ইইএফ এর পরিচালনামূলক কার্যক্রম হস্তান্তরের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির আওতায় আইসিবি এখন ইইএফ এর পরিচালনামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করছে, যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিট নীতি নির্ধারণ, তহবিল পরিচালনা ও কার্যক্রম পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কাজ করছে। এ পর্যন্ত জাতীয় বাজেট থেকে মোট ২১.০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সরকার বিভিন্ন অর্থবছরে ১২.৩ বিলিয়ন টাকা ছাড় করেছে। শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৫.৯ বিলিয়ন টাকা ব্যয় সম্বলিত ১০৮৫টি (১০২২টি কৃষিভিত্তিক/ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ৬৩টি আইটি) প্রকল্পে বিভিন্ন ধাপে EEF মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে। অর্থবছর ১২ শেষে EEF থেকে প্রকল্পের অনুকূলে ১২.৩ বিলিয়ন টাকা মঞ্জুরীর বিপরীতে পুঞ্জীভূত ইক্যুইটি ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭.৪ বিলিয়ন টাকা। এ পর্যন্ত ৪৩টি (তেতাল্লিশ) EEF সহায়তাপ্রাপ্ত কোম্পানি ০.৯ বিলিয়ন টাকা আংশিক অথবা সম্পূর্ণ শেয়ার-বাই-ব্যাক সুবিধা গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত ৩টি (তিন) ইইএফ সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্প EEF-কে ০.১ বিলিয়ন টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে।

আর্থিক খাতে প্রতারণা

৭.৩৪ ২০১২ পর্যন্ত বাংলাদেশের আর্থিক খাত সবল ও স্থিতিস্থাপক থাকা সত্ত্বেও আর্থিক খাতের প্রতারণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিম্নে আলোচিত হলো। ব্যাংকগুলো বছরের পর বছর ধরে তাদের অর্থায়নের ভিত্তি অনেক মজবুত করেছে এবং ভবিষ্যৎ ঋণ চাহিদা পূরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সহায়তায় প্রস্তুত রয়েছে। ঝুঁকিভারীত মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত সেপ্টেম্বর ১১-এর ১১.৩১ হতে উন্নীত হয়ে অর্থবছর ১২-এ ১০.৩৫ এ দাঁড়ায়। এখন বেশিরভাগ ব্যাংক খুব সহজেই কোর অর্থায়নের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তসমূহ মেনে চলতে পারে। ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট নামে একটি নতুন বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে এবং একটি আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদন প্রস্তুত ও বিলি করা হয়।

অর্থবছর ১২-এর দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের একটি শাখায় বড় ধরনের আর্থিক প্রতারণা চিহ্নিত করে। বাংলাদেশ ব্যাংক দ্রুততার সাথে মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করে এবং এই প্রতারণার সাথে জড়িত দুষ্কৃতিকারীদের বিচারের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ জালিয়াতি তদন্ত করেছে এবং তহবিল ব্যবস্থাপনার উপর ট্রেজারী ডিপার্টমেন্টের দুর্বল নিয়ন্ত্রণসহ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ঋণ অনুমোদনের দুর্বলতা, সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা সভার অনিয়মিত বৈঠক, ঋণ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে শাখাসমূহ ও ট্রেজারী ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি সমস্যা চিহ্নিত করে।

এ প্রতারণার ঘটনার পর বাংলাদেশ ব্যাংক তার আর্থিক তদারকির ভূমিকা আরও জোরদার করেছে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হল নিম্নরূপ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতারণা চিহ্নিতকরণ ও হ্রাসকরণে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রতারণা ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি নিরসন পরমর্শক (Fraud Risk Detection and Risk Mitigation Advisor) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, অফ-সাইট ও অন-সাইট পর্যবেক্ষণ শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আইএমএফ-সহায়তাপ্রাপ্ত পৃষ্ঠপোষণকৃত আন্তর্জাতিক পরামর্শক কাজ করছে।

- ঋণপত্র ও অন্যান্য ব্যাংকিং লেনদেন সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ইলেক্ট্রনিক ড্যাশবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে, যাতে যে কোন ধরনের অসংলগ্নতা দ্রুত ধরা পড়ে।

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Corporate Memory Management System (CMMS) স্থাপন করা হয়েছে।

- বিদ্যমান ঝুঁকি বিশেষ করে মূলধন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, উপার্জন সক্ষমতা, তারল্য ইত্যাদি নিরুপণের উদ্দেশ্যে পাক্ষিক ভিত্তিতে ব্যাংকগুলোর Quick Review Report (QRR) প্রস্তুত করা হয়েছে।

- মাঠ পর্যায়ে নিয়ম বহির্ভূত ঘটনাসমূহ রোধ করার জন্য এ সংক্রান্ত তথ্য ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন নিয়মিতভাবে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগকে সরবরাহ করছে।

গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান

৭.৩৫ জুন ২০১২ শেষে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহায়ণ ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৩৫২.১ বিলিয়ন টাকা (সারণী ৭.১২), যা বেসরকারি খাতে ঋণের শতকরা ৮.৬ ভাগ।

৭.৩৬ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মোট গৃহায়ণ ঋণ পোর্টফোলিও-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মোট গৃহায়ণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের বিশাল আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে গৃহায়ণ ঋণ পোর্টফোলিও সম্প্রসারণ করছে এবং জুন ২০১২ শেষে ১৯১.৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ স্থিতি নিয়ে বাজারে প্রাধান্য বজায় রেখেছে (সারণী ৭.১২)। এ খাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অবস্থান দ্বিতীয়; জুন ২০১২ শেষে তাদের ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৬৩.৪ বিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলোর ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৩১.৬ বিলিয়ন টাকা। এ ছাড়া, গৃহ নির্মাণে বিশেষায়িত বেসরকারি খাতের ২টি ঋণপ্রদানকারী সংস্থাও ধীরে ধীরে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করছে। তারা কিছু চুক্তিভিত্তিক আমানত স্কীমসহ দীর্ঘমেয়াদি আমানতের ভিত্তিতে ঋণদান কার্যক্রমে অর্থায়ন করে আসছে।

৭.৩৭ জুন ২০১২ শেষে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (HBFC) গৃহ নির্মাণ ঋণ খাতে ২৬.০ বিলিয়ন টাকা ঋণ স্থিতি নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের তহবিলের উৎস হচ্ছে সরকার পরিশোধিত মূলধন ও সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়কৃত সুদবাহী ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার। HBFC সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দ্বিতীয় উৎস থেকে তহবিল পাচ্ছে না। অতীতে HBFC স্বল্প সুদবাহী ডিবেঞ্চার ইস্যু করে তা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বিক্রয়ের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে গৃহায়ণ ঋণে অর্থায়ন করত।

অর্থবছর ০৪-এ কর্পোরেশন ১.০ বিলিয়ন টাকার ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমে ফান্ড সংগ্রহের বিষয়ে সরকারের নিকট হতে অনুমোদন লাভ করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তা বিক্রি করতে পারেনি। ফলে, ডিবেঞ্চারের কিস্তি, সরকারি দায়, পরিচালন ব্যয় ও আয় কর পরিশোধের পর কর্পোরেশনের নিজস্ব নগদ প্রবাহ থেকে পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত নগদ তহবিল সংগৃহীত হয়নি। পরিচালন ব্যয় ও ঘাটতি অর্থায়ন ব্যয় মিটানোর পর ইতোপূর্বে প্রদত্ত ঋণের আদায়কৃত তহবিলের মাধ্যমে এর নতুন ঋণ প্রদান কার্যক্রমও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে HBFC এর নতুন ঋণদান কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে। HBFC অর্থবছর ১১ এবং অর্থবছর ১২-এ যথাক্রমে ৪.১ বিলিয়ন টাকা ও ৪.৪ বিলিয়ন টাকা আদায়ের বিপরীতে যথাক্রমে ২.২ বিলিয়ন টাকা এবং ৩.০ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

সারণী ৭.১২ গৃহায়ণ খাতে ঋণের স্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো	মোট স্থিতি (জুন শেষে)		
	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২সা
ক) গৃহায়ণ অর্থয়ানে			
বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো	**৪৫.৯**	**৪৮.৩**	**৫১.৫**
১। এইচবিএফসি	২৫.১	২৫.১	২৬.০
২। ডেল্টা-ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স	১৭.৪	২০.৭	২৩.১
৩। ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স	২.৪	২.৫	২.৪
খ) ব্যাংকগুলো	**১৬২.৪**	**২২০.৬**	**২৮৬.৮**
১। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৯৯.০	১৪৭.৬	১৯১.৮
২। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৮.১	৫৩.০	৬৩.৪
৩। অন্যান্য ব্যাংক	১৫.৩	২০.০	৩১.৬
গ) অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান	**৯.২**	**১১.৩**	**১৩.৮**
ঘ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান			
১। গ্রামীণ ব্যাংক	০.২	০.১	০.১
মোট ঃ	**২১৬.৭**	**২৮০.৮**	**৩৫২.১**

উৎসঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং গ্রামীণ ব্যাংক।
সা= সাময়িক।

৭.৩৮ গ্রামীণ ব্যাংক পল্লি এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণগ্রহণকারী সদস্যদের গৃহ নির্মাণ ঋণ দিয়ে থাকে। এছাড়া, কিছু NGO গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণে অর্থায়ন করে থাকে। সরকার দ্বারা সৃষ্ট গৃহায়ণ তহবিল NGO-গুলোকে শতকরা ২.০ ভাগ সরল সুদে গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণে অর্থায়ন করে থাকে, যারা পল্লি এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণগ্রহণকারী সদস্যদের শতকরা ৬.০ ভাগ সরল সুদে গৃহ নির্মাণ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। অর্থবছর ১২-এ গৃহায়ণ তহবিল থেকে ২.৪ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫২৩টি ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী এনজিওদের মাধ্যমে ১.৩ বিলিয়ন টাকা

গৃহ নির্মাণ ঋণ হিসেবে অবমুক্ত করা হয়েছে, যা ৬৪টি জেলার ৪৫০টি উপজেলাকে আওতায় এনেছে এবং দেশে ৫১৬৮৫টি গৃহ নির্মাণ করেছে। উপরন্তু, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল লোক বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য ০.১ বিলিয়ন টাকা অনুদান হিসেবে অবমুক্ত করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত তহবিল, আদায়যোগ্য মোট ১.১ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে ০.৯৭ বিলিয়ন টাকা আদায় করেছে। জুন ২০১২ শেষে আদায়ের হার দাঁড়ায় শতকরা ৮৭.৯ ভাগ। গৃহায়ণ তহবিল অর্থবছর ৯৮ (কার্যক্রম শুরু) থেকে ৩০ জুন ২০১১ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে মোট ১.৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার

৭.৩৯ ৩১ মে ২০০৩ হতে বাংলাদেশে ভাসমান বিনিময় হার কার্যকর হয়। এ ব্যবস্থাপনায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার বাজারে অবস্থানকারী সংশ্লিষ্ট মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলো এখন আন্তঃব্যাংক এবং গ্রাহকদের সাথে লেনদেনের ভিত্তিতে তাদের নিজস্ব হার নির্ধারণ করছে। তবে, মুদ্রা বাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকল্পে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এ বাজারের উন্নয়নের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

চার্ট ৭.৬

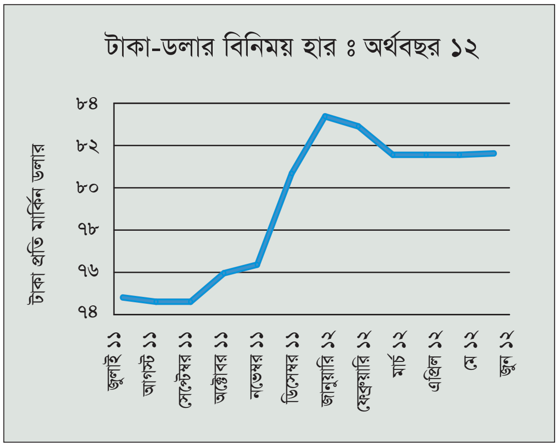

৭.৪০ অর্থবছর ১২-এ বর্ধিত বিনিয়োগ চাহিদা এবং জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধিজনিত আমদানি চাহিদার বৃদ্ধির কারণে ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী টাকার শতকরা ১০.০ ভাগ অবচিতি হয়।

৩০ জুন ২০১২ শেষে আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ভারীত গড় আন্তঃব্যাংক হার ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী টাকা দাঁড়ায় ৮১.৯, যা অর্থবছর ১১-এ ছিল ৭৪.২ টাকা। তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৈদেশিক বিনিময় বাজারে স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

কৃষি ও গ্রামীণ অর্থায়ন

বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচি

৮.১ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধিতে কৃষি খাতের অবদান হ্রাস পেলেও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে সরকারও দেশকে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলার জন্য কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। অনুকূল আবহাওয়া এবং সর্বাত্মক নীতি সহায়তা চলমান থাকা সত্ত্বেও কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ১১-এর শতকরা ৫.১ ভাগ এর তুলনায় হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ২.৫ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২-এ জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল শতকরা ১৯.৩ ভাগ।

সরকারি নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক নীতিমালা ও কর্মসূচি বজায় রেখেছে। সে মোতাবেক কৃষি/পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১২-এর জন্য ১৩৮.০০ বিলিয়ন টাকার বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা সম্বলিত বার্ষিক কৃষি/পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল, যা অর্থবছর ১১-এর প্রকৃত বিতরণ ১২১.৮৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১৩.২৬ ভাগ বেশি। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণ করে কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এ নীতিমালার মূল লক্ষ্য। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে কৃষি পণ্যের আমদানি নির্ভরতা কমানো এবং পল্লি এলাকায় অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে এ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনের হার ছিল শতকরা ৯৫.১৬ ভাগ যা বেসরকারি ব্যাংকগুলোর শাখার কার্যক্রম ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় তাদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণের ফলশ্রুতি বলে উল্লেখ করা যায়। অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি/পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো ঃ

- সকল বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংককে স্ব-স্ব ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের ন্যূনতম ২.৫ শতাংশ কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। অর্থবছর শেষে লক্ষ্যমাত্রার অবিতরণকৃত অংশ বাংলাদেশ ব্যাংকে এক বছরের জন্য জমা করতে হবে। তবে, এজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক উক্ত জমার ওপর ব্যাংক হারে সুদ প্রাপ্য হবে।

- কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি ঋণের প্রধান (core) ৩টি খাতে (যথা-শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দেয়া।

- বাংকগুলো কর্তৃক কৃষি ঋণের বিশেষ করে শস্য/ফসল ঋণের আবেদন ফরম সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

- বর্গাচাষীসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণের যোগান নিশ্চিত করা এবং বিশেষ করে অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত অঞ্চল যেমনঃ চর, হাওর, উপকূলীয় ইত্যাদি এলাকায় কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া।

- কৃষি ঋণ বিতরণে আরও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।

- কোন হয়রানির শিকার না হয়ে প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ পান এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাতে শতভাগ অর্জন

করা সম্ভব হয় তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোতে কার্যকরী তদারকি ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

- ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদেরকে সহজ পদ্ধতিতে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে কৃষি ঋণ প্রদান করা।
- সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যাতে তাদের সফলতায় অন্য কৃষকরাও উৎসাহিত হতে পারে।
- সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন খাতে ঋণ প্রদান করা।
- কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারী ঋণগ্রহীতাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।
- কৃষি ও পল্লি ঋণ শতভাগ বিতরণ ও আদায়ের লক্ষ্যে কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার উৎসাহিত করা।
- উচ্চমূল্য সম্পন্ন ফসল খাতে ঋণ প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া ।
- কৃষি ঋণের জন্য যাতে তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় সে লক্ষ্যে ঋণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনে স্ব-স্ব ব্যাংকে পৃথক Recovery Cell গঠন করা।
- কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাফল্য হিসেবেও দেখা হবে। এ অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা, এবং বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক CAMELS Rating এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সাফল্যকেও বিবেচনা করা হবে।

অর্থবছর ১২-এ কৃষি ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ ঃ

- অর্থবছর ১২-এ মোট ৩.০৪ মিলিয়ন কৃষক (যার মধ্যে ০.৩২ মিলিয়ন নারী) বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ৭.৩৫ বিলিয়ন টাকা কৃষি/পল্লি ঋণ পেয়েছেন।
- স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জন প্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। অর্থবছর ১২-এ বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত মোট ৭৬৮৩ টি প্রকাশ্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে ০.১১ মিলিয়ন কৃষকের মাঝে প্রায় ২.২৪ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ প্রকাশ্যে বিতরণ করা হয়।
- অর্থবছর ১২-এ ২.১১ মিলিয়ন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ৮০.৬৪ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- অর্থবছর ১২-এ চর, হাওর প্রভৃতি অনগ্রসর এলাকার ৩০৯৩ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ০.৯৭ বিলিয়ন টাকা কৃষি/পল্লি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- অর্থবছর ১২-এ ৪৯১৪ জন সফল কৃষক বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ০.৪৩ বিলিয়ন টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক এ পর্যন্ত প্রায় ৯.৫৯ মিলিয়ন হিসাব খোলা হয়েছে। এসব হিসাবের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি ছাড়াও কৃষি ঋণ বিতরণ, আমানত জমা ও উত্তোলন, রেমিট্যান্স জমা ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এই হিসাবসমূহ স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিত তদারকি করছে। অর্থবছর ১২তে এসব হিসাবের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ, সঞ্চয়, বৈদেশিক রেমিট্যান্স ও অভ্যন্তরীণ রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২.২৪, ১.১৫, ০.৩৯ ও ০.২২ বিলিয়ন টাকা।
- আমদানি বিকল্প নির্দিষ্ট কিছু ফসলে (যেমন ডাল, তেলবীজ, মসলাজাতীয় ফসল এবং ভুট্টা) শতকরা ৪.০ ভাগ রেয়াতী সুদহারে ০.৮২ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- অর্থবছর ১২-এ পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় প্রায় ১৩১০০ জন উপজাতি কৃষকের মাঝে মাত্র শতকরা

৫.০ ভাগ সুদহারে ৩.০ মিলিয়ন টাকারও বেশি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- অর্থবছর ১২-এ কৃষি ও পল্লি ঋণ কর্মসূচির আওতায় সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প, সমন্বিত গরুপালন ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এবং সোলার হোম সিস্টেম খাতে যথাক্রমে ৮.৪, ১৩৩.০ এবং ১০.৫ মিলিয়ন টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- কৃষি/পল্লি ঋণসহ গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণ, ঝামেলামুক্ত ব্যাংকিং সেবা পাওয়া এবং তাদের যে কোন অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র- Customers' Interest Protection Center (CIPC) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রে ১৬২৩৬ নম্বরের একটি হটলাইনও চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১৩-এর জন্য কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এ কর্মসূচিতে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪১.৩০ বিলিয়ন টাকা যা বিগত অর্থবছর ১২-এর প্রকৃত বিতরণ ১৩১.৩২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৭.৬০ ভাগ বেশি।

কৃষি ঋণ ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক এবং বৃহৎ এনজিওগুলো তাদের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দক্ষতার সাথে ঋণ বিতরণ এবং আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করায় অর্থবছর ১২ তে তাদের ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাড়ায় ২৯৩.৬৫ বিলিয়ন টাকা, যা প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ বিতরণের তুলনায় শতকরা ১২৩.৬১ ভাগ বেশি। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিতরণ

৮.২ অর্থবছর ১২-এ কৃষি/পল্লি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৮৫.১০ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে প্রকৃত বিতরণ ৮৩.১৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকগুলোর অংশ বাদে), যা অর্থবছর ১১-এর মোট বিতরণ ৯২.১০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ৯.৭০ ভাগ কম।

সারণী ৮.১ কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী*

(বিলিয়ন টাকা)

বিতরণ	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
ক। ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	**৮৪.৫৩**	**৮৯.৮৬**	**৮৫.১০**
শস্য ঋণ (চা ব্যতীত)	৩৫.৮৮	৩৭.৪১	৪২.৫৭
সেচ যন্ত্রপাতি	০.৬৮	০.৬৭	০.৩২
গবাদিপশু	৭.২৬	৭.৩৪	৬.৪৫
কৃষি পণ্যের বিপণন	০.২০	০.৩০	০.৪৭
মৎস্য	৫.৪৩	৫.৪৪	৬.৪৬
দারিদ্র্য দূরীকরণ	১৩.৯৭	১৫.৫৫	৬.৩১
অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	২১.১১	২৩.১৫	২২.৫২
খ। প্রকৃত বিতরণ	**৮২.৭৯**	**৯২.১০**	**৮৩.১৭**
শস্য ঋণ (চা ব্যতীত)	৩৩.১৯	৩৬.৮৮	৪০.৩৮
সেচ যন্ত্রপাতি	০.৫২	০.৫৩	০.০৭
গবাদিপশু	৪.০৮	৪.২৭	৪.৮৭
কৃষি পণ্যের বিপণন	০.৬২	০.৩০	০.২২
মৎস্য	৩.৯৯	৪.৬৪	৪.৯৩
দারিদ্র্য দূরীকরণ	১৩.৬১	১৬.২৯	৯.৮১
অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড	২৬.৭৭	২৯.১৮	২২.৮৯
গ। মেয়াদ ভিত্তিক ঋণ বিতরণ			
স্বল্প মেয়াদি	৫২.১৬	৫৮.০৪	৫৭.২২
দীর্ঘ মেয়াদি	৩০.৬৩	৩৪.০৪	২৫.৯৫
ঘ। প্রকৃত আদায়	৭৬.৫১	৮৯.১৯	৮৫.৫৯
ঙ। মোট ঋণের স্থিতি	১৯৯.৬১	২২৫.৯৯	২১৪.৯৩
চ। মোট মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	৬৩.৬৬	৫৯.৭২	৫৯.২১
ছ। মোট ঋণের স্থিতিতে			
মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার	৩১.৮৯	২৬.৪৩	২৭.৫৫

উৎস ঃ কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
নোট ঃ *= বেসরকারি ব্যাংক ও বিদেশী ব্যাংক বাদে।

অর্থবছর ১২-এ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ছিল শতকরা ৯৭.৭৩ ভাগ (বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর অংশ বাদে)। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ হার ছিল শতকরা ১০২.৫১ ভাগ। কৃষি ঋণের সামগ্রিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থা সারণী ৮.১ এ এবং অর্থবছর ১২-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বিতরণ যথাক্রমে চার্ট ৮.১ ও চার্ট ৮.২ এ দেখানো হলো।

ঋণ বিতরণের প্রায় শতকরা ৬৮.৮০ ভাগ ছিল স্বল্পমেয়াদি এবং অবশিষ্ট শতকরা ৩১.২০ ভাগ ছিল সেচ যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও গবাদিপশু ইত্যাদি খাতে প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। স্বল্পমেয়াদি ঋণের সিংহভাগই ছিল শস্য উৎপাদন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে যা মোট

স্বল্পমেয়াদি ঋণের যথাক্রমে শতকরা ৭০.৫৭ ও ১৭.১৪ ভাগ (সারণী ৮.১)।

কৃষি খাতে মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ (সকল ব্যাংকসহ) পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪.৮৩ বিলিয়ন টাকা বা শতকরা ১.৮৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ২৫৯.৭৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (সারণী ৮.২)।

কৃষি/পল্লি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক যথা- বিকেবি ও রাকাব এবং চারটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও বেসরকারি এবং বিদেশী ব্যাংকগুলোর অবদানও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থবছর ১২-এ বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো, ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এবং রাকাব লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১১.৮৮, ৯.৫৫, ৮.৬৪ ও ৫.৬৬ ভাগ কম ঋণ বিতরণ করে। অন্যদিকে বিকেবি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শতকরা ২.৮৯ ভাগ বেশি ঋণ বিতরণ করে (সারণী ৮.২)। এছাড়াও বিআরডিবি এবং বিএসবিএল তাদের নিজস্ব অর্থায়নে ৫.৬৯ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করে যার ফলে অর্থবছর ১২-এ মোট বিতরণ দাঁড়িয়েছে ১৩৭.০১ বিলিয়ন টাকা (সকল ব্যাংকসহ)।

আদায়

৮.৩ কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য উভয় ক্ষেত্রেই ভর্তুকি ও মূল্য সহায়তার মাধ্যমে প্রধানত কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক সহায়তার কারণেই অর্থবছর ১২-এ কৃষি ঋণ আদায় পূর্ববর্তী অর্থবছর ১১-এর মোট আদায় ১২১.৪৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১.৭৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৩.৫৯ (বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোসহ) বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২-এ কৃষি ঋণ আদায় বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে অবরুদ্ধ (stuck-up) ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো যেমন-সারসহ সকল কাঁচামাল কৃষকদের নিকট যথাসময়ে পৌঁছানো নিশ্চিতকরণ, কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়ন, কৃষি ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ, কৃষিখাতে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি এবং কৃষি পণ্যের মান উন্নয়নে গবেষণা পদ্ধতির আধুনিকীকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কৃষিঋণের স্থিতির তুলনায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার অর্থবছর ১১-এর জুন শেষের শতকরা ২৩.৯২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এর জুন শেষে শতকরা ২৩.৩০ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ৮.২)। ফসল কাটার মৌসুমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকগুলোর ঋণ আদায়ের কর্মকৌশল নির্ধারণ করা এবং তথ্যের যথাযথ প্রচার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পদক্ষেপগুলো আরো জোরদার করা প্রয়োজন, যার ফলে আগামী বছরগুলোতে কৃষি ঋণ আদায়ে অধিকতর অগ্রগতি সাধিত হবে।

চার্ট ৮.১

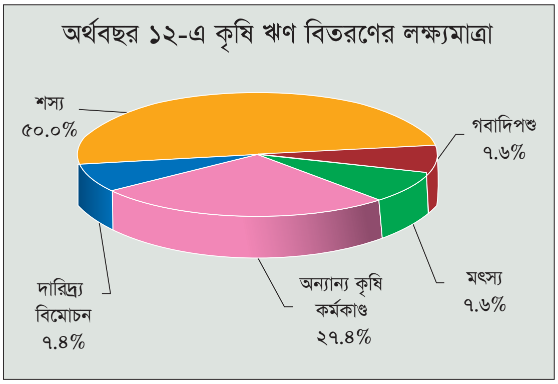
অর্থবছর ১২-এ কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

চার্ট ৮.২

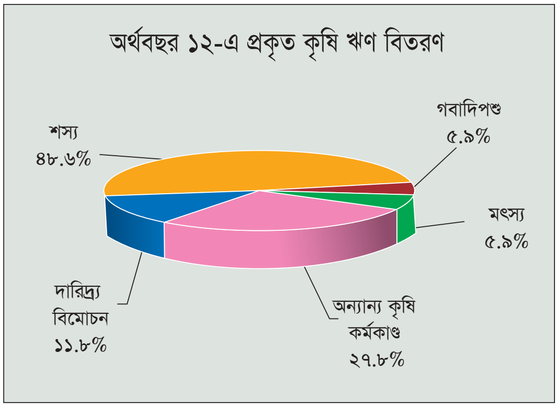
অর্থবছর ১২-এ প্রকৃত কৃষি ঋণ বিতরণ

কৃষি ঋণের উৎসসমূহ

৮.৪ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোই এখনও পর্যন্ত কৃষি খাতে অর্থায়নের প্রধান উৎস। বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো যেমন- বিকেবি ও রাকাব, চারটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃষি ঋণ বিতরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে, অর্থবছর ১২-এ বার্ষিক কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত বিকেবির অংশ ছিল সর্বাধিক।

সারণী ৮.২ কৃষি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম - অর্থবছর ১২

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণদাতা	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বিতরণ	আদায়	মেয়াদোত্তীর্ণ	স্থিতি	মোট ঋণের স্থিতির তুলনায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
এসসিবিস	২৬.৯০	২৪.৩৩	২১.৭২	২৩.৯৯	৬৭.৫৬	৩৫.৫১
বিকেবি	৪৬.০০	৪৭.৩৩	৫০.৭২	২২.০৪	১১১.৬৯	১৯.৭৩
রাকাব	১২.২০	১১.৫১	১৩.১৫	১৩.১৮	৩৫.৬৮	৩৬.৯৪
উপ মোট ঃ	**৮৫.১০**	**৮৩.১৭**	**৮৫.৫৯**	**৫৯.২১**	**২১৪.৯৩**	**২৭.৫৫**
এফসিবি	৫.৪৭	৪.৮২	৫.১৫	০.০০	২.২৬	০.০০
পিসিবি	৪৭.৪৩	৪৩.৩৩	৩২.৮৫	১.২৫	৪২.৫৬	২.৯৪
উপ মোট ঃ	**৫২.০০**	**৪৮.১৫**	**৩৮.০০**	**১.৩১**	**৪৪.৮২**	**২.৯২**
সর্বমোট ঃ	**১৩৮.০০**	**১৩১.৩২**	**১২৩.৫৯**	**৬০.৫২**	**২৫৯.৭৫**	**২৩.৩০**
			সংক্ষিপ্তসার			
অর্থবছর ১২*	১৩৮.০০	১৩১.৩২	১২৩.৫৯	৬০.৫২	২৫৯.৭৫	২৩.৩০
অর্থবছর ১১	১২৬.১৭	১২১.৮৪	১২১.৪৮	৬০.৯৭	২৫৪.৯২	২৩.৯২
অর্থবছর ১০	১১৫.১২	১১১.১৭	১০১.১২	৬৪.০৪	২২৫.৮৮	২৮.৩৫
অর্থবছর ০৯	৯৩.৭৯	৯২.৮৪	৮৩.৭৭	৬০.৮০	১৯৫.৯৮	৩১.০২
অর্থবছর ০৮	৮৩.০৯	৮৫.৮১	৬০.০৪	৮৫.৮৭	১৭৮.২২	৪৮.১৮

উৎসঃ কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* বিআরডিবি ও বিএসবিএল বাদে।

অর্থবছর ১২-এ বিকেবি এককভাবে মোট কৃষি ঋণের শতকরা ৩৬.০৪ ভাগ বিতরণ করে, এরপর রয়েছে বেসরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (শতকরা ৩৩.০০ ভাগ) এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (শতকরা ১৮.৫৩ ভাগ)। অর্থবছর ১২-এর শেষে মোট বকেয়া ঋণের স্থিতিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ৩৫.৫১ ভাগ; যেখানে রাকাব এবং বিকেবি - এর মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল বকেয়া ঋণের যথাক্রমে শতকরা ৩৬.৯৪ ও ১৯.৭৩ ভাগ।

অন্যদিকে, কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর অবদান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থবছর ১২-এ ব্যাংকগুলোর ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮.১৫ বিলিয়ন টাকা যা আলোচ্য বছরে মোট বিতরণকৃত কৃষি ঋণের প্রায় শতকরা ৩৬.৬৭ ভাগ।

কৃষি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান

৮.৫ অর্থবছর ১২-এ রাকাব এবং ব্র্যাক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৫.০৮ বিলিয়ন টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ভোগ করে। আলোচ্য অর্থবছরে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেনি। পূর্বের পুনঃঅর্থায়নকৃত ঋণের ৭.১৫ বিলিয়ন টাকা (সুদসহ) আদায় করার ফলে অর্থবছর ১২-এর জুন শেষে ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানগুলোর আদায়যোগ্য বকেয়া স্থিতির পরিমাণ ৫৭.৮৫ বিলিয়ন (সুদসহ) টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়নের বিস্তারিত পরিস্থিতি সারণী ৮.৩-এ দেখানো হলো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানাধীন কৃষি ঋণ প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ

৮.৬ অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক দাতাদের আর্থিক সহযোগিতাপুষ্ট এবং ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে

সারণী ৮.৩ কৃষি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণদাতা	অর্থবছর ১০			অর্থবছর ১১			অর্থবছর ১২		
	পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ	পুনঃঅর্থসংস্থান পরিশোধ	পুনঃঅর্থসংস্থান স্থিতি	পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ	পুনঃঅর্থসংস্থান পরিশোধ	পুনঃঅর্থসংস্থান স্থিতি	পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ	পুনঃঅর্থসংস্থান পরিশোধ	পুনঃঅর্থসংস্থান স্থিতি
১। বিকেবি	-	২.৪০	৩৯.৯১	-	২.৪০	৩৭.৮০	-	৩.৪২	৩৫.৬৫
২। রাকাব	১.৫৮	১.৮৪	১৭.১৬	১.৮৬	১.২০	১৭.৯০	২.৬২	১.৭৮	১৯.৪৪
৩। ব্র্যাক	০.৭৫	-	০.৭৫	১.৯১	০.৭৫	১.৯১	২.৪৬	১.৯১	২.৪৬
৪। বিএসবিএল	-	০.০৪	০.২৬	-	০.০৪	০.২২	-	০.০৪	০.১৮
৪। বিআরডিবি	-	-	০.১২	-	-	০.১২	-	-	০.১২
মোটঃ	**২.৩৩**	**৪.২৮**	**৫৮.২০**	**৩.৭৭**	**৪.৩৯**	**৫৭.৯৫**	**৫.০৮**	**৭.১৫**	**৫৭.৮৫**

উৎস ঃ কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিচালিত কতিপয় কৃষি ঋণ প্রকল্প/কর্মসূচি জাতীয় স্বার্থে সক্রিয় তদারকি করছে। অর্থবছর ১২-এ এরূপ কতিপয় চলমান প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় মোট ৮৫.০৪ বিলিয়ন টাকা বিতরণ এবং ৬০.৪৮ বিলিয়ন টাকা আদায় করা হয়; প্রকল্পগুলো হলো - কৃষিভিত্তিক শিল্প ও প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রকল্প (ATDP), প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামার ব্যবস্থায় শস্য নিবিড়করণ প্রকল্প (MSFSCIP), শস্য গুদামজাতকরণ ঋণ প্রকল্প (SHOGORIP), উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (NCDP) এবং দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (SCDP)। এডিবি'র অর্থায়নে পরিচালিত উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম ২০০১ সনের ডিসেম্বর মাসে শুরু হয় এবং ২০০৯ সালের জুন মাসে শেষ হয়। ১.৭৪ বিলিয়ন টাকার এ প্রকল্পটি বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ১৬টি জেলায় উচ্চমূল্য সম্পন্ন উন্নত জাতের শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে অর্থায়ন করে থাকে। প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পর এর ঋণ তহবিল ঘূর্ণায়মান তহবিলে রূপান্তরিত করা হয়, যা ২০১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত চলবে। এ ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে পরিশোধের ভিত্তিতে কৃষক ও কৃষিভিত্তিক শিল্প উদ্যোক্তাদের মাঝে ৪টি এনজিও/ এমএফআই এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণের জন্য রাকাবকে অর্থ সরবরাহ করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় অর্থবছর ১২-এ রাকাবকে মোট ৪৭.৫০ বিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে, দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প ও (SCDP), এডিবি'র অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্প যার আওতায় অর্থবছর ১২-এ ২১.২৫ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বর্গাচাষীদের জন্য বিশেষ পুনঃঅর্থসংস্থান কর্মসূচি অর্থবছর ১২-তেও অব্যাহত ছিল যা বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১০-এ কৃষিঋণ কর্মসূচিতে গ্রহণ করেছিল। গৃহীত এ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছর ১২ পর্যন্ত ০.২০ মিলিয়ন বর্গাচাষীদের মাঝে ২.৪৬ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান করেছে।

অর্থবছর ১২-এর কৃষি ও পল্লি ঋণ কর্মসূচিতে সৌরবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস এবং ইটিপির জন্য আরো একটি পুনঃঅর্থসংস্থান কর্মসূচি চালু ছিল, যার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংককে ০.৪৮ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন করেছে।

এছাড়া, ব্যাংক এসএমই খাতে, ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষীকে ঋণ বিতরণ করছে। সিএসআর এর অংশ হিসাবে মাত্র ১০ টাকা জমার মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষক/হতদরিদ্র/মুক্তিযোদ্ধা/ ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রহণকারী/অন্যান্যদের ব্যাংক হিসাব খুলে দেওয়া ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করছে। অর্থায়িত প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে ব্যাংকের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গ্রীন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিবেশ উপযোগী খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন

৮.৭ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে স্বীকৃত। এটি গতিশীল অর্থনীতির জন্য নতুন ব্যবসা ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করছে। এসএমই খাতে অর্থায়ন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম সুদ

হারে এ খাতে অর্থ যোগান দেয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পুনঃঅর্থসংস্থান সহায়তা ছাড়াও এসএমই খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও বিশেষ কর্মসূচি (এসএমই এন্ড এসপিডি) বিভাগ প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছে। দেশের এসএমই খাতের উন্নয়ন ও এ খাতের অর্থসংস্থান কার্যক্রম সার্বিক পর্যবেক্ষণের জন্যই উক্ত বিভাগে একটি মনিটরিং ডিভিশন গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কতিপয় বিশেষ স্কীম ও কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত মোট ২৩.৯৭ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদত্ত এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

ক) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীম

বিভাগীয় সদর দপ্তর এবং নারায়ণগঞ্জ শহরের বাইরে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠায় অর্থায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নভেম্বর ২০০১ থেকে নিজস্ব তহবিল থেকে ১.০ বিলিয়ন টাকার একটি স্কীম প্রবর্তন করেছে। এ স্কীমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাংক রেট এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত এ স্কীমের আওতায় ১.৬২ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

খ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে পুনঃঅর্থায়ন

৪৬টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলোর আওতায় এসএমই খাতে অর্থায়নে অংশগ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

১) **বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে সহায়তা দানের লক্ষ্যে তার নিজস্ব তহবিল থেকে ৬.০ বিলিয়ন টাকার স্মল এন্টারপ্রাইজেস ফান্ড (এসইএফ) নামে একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম প্রবর্তন করেছে। এ স্কীমের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে যে সকল ক্ষুদ্র শিল্প প্রচলিত ব্যাংকিং খাতের অর্থায়নের বাইরে রয়েছে তাদের জন্য ব্যাংক রেট-এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ অর্থায়ন সুবিধাটি বাজারে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এ পুনঃঅর্থায়নকৃত ঋণের আদায় এসএমই খাতে অর্থায়নের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিল (revolving fund) হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এ তহবিলের অধীনে ২০১২ সনের জুন পর্যন্ত ৪৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ১৬১০২টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ১৪.৬০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২) **নারী উদ্যোক্তা ফান্ড ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও বিশেষ কর্মসূচি (এসএমই এন্ড এসপিডি) বিভাগ নারী উদ্যোক্তাদেরকে শতকরা ১০ ভাগ সুদ হারে ঋণ দেয়ার জন্য সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করে আসছে। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংকের এসএমই ও বিশেষ কর্মসূচি (এসএমই এন্ড এসপিডি) বিভাগে একটি নারী উদ্যোক্তা ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ ডেস্ক স্থাপন ও তাদের মোট এসএমই ঋণের শতকরা ১৫ ভাগ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত নারী উদ্যোক্তাদের ৫১৬৫টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ৪.০০ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৩) **এন্টারপ্রাইজ গ্রোথ এন্ড ব্যাংক মডারনাইজেশন প্রোগ্রাম (EGBMP) ফান্ড ঃ** দেশের ক্ষুদ্র শিল্পখাতের উন্নয়নে অর্থায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আইডিএ উইং বাংলাদেশ সরকারের সাথে স্বাক্ষরিত ডেভেলপমেন্ট ক্রেডিট এগ্রিমেন্টের আওতায় ইজিবিএমপি ফান্ড নামে ০.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (০.৫৮ বিলিয়ন টাকা) অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছে। একই সাথে বাংলাদেশ সরকারও উক্ত এগ্রিমেন্টের আওতায় এ প্রকল্পে ০.৫৮ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সনের জুন পর্যন্ত ৩২টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ৩১৬০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৩.১৩ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৪) **এডিবি ফান্ড ঃ** এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কীমে অর্থায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের সাথে একটি ঋণ চুক্তির আওতায় ০.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানে সম্মত হয়েছে। প্রথম এডিবি তহবিলের আওতায় ২০১২ সনের জুন পর্যন্ত ১৩টি ব্যাংক ও ১৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ৩২৬৪টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ৩.৩৫ বিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাকে আরো বর্ধিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি যৌথভাবে এ প্রকল্পে অর্থবছর ১০-এ অতিরিক্ত ০.৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করেছে। এ অতিরিক্ত তহবিল থেকে ১৬টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ২০১২ সনের জুন পর্যন্ত ৫৯১৩টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২.৯০ বিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৫) **জাইকা টু স্টেপ লোন ফান্ড ঃ** এসএমই খাতের উন্নয়ন এবং অর্থায়নের জন্য জাইকা, জাপান এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গত ১৮ মে ২০১১ তারিখে একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঋণচুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক ‘‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক খাত প্রকল্প (FSPDSME)-বিডি-পি ৬৭” নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কারিগরি সহায়তাসহ উক্ত প্রকল্পে তহবিলের পরিমাণ ৫০০০ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন। টু স্টেপ লোন ফান্ডের মূল উপাদান হল ৪৭৮৭.৫ মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগে একটি পৃথক “প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)” গঠন করা হয়েছে। ২১টি ব্যাংক এবং ১৮টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১১ জুন ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাংক রেট এ মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদি এসএমই সাব-প্রজেক্টে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের জন্য মার্কেট রেট এ পুনঃঅর্থায়ন এবং পূর্ব-অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে। এসএমই গ্রাহকগণ এসএমই এবং স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগ থেকে এসএমই ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে যেকোন ধরনের পরামর্শ এবং দিক নির্দেশনা পেতে পারেন। পূর্বে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর পাশাপাশি এসএমই এবং স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ সম্প্রতি নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে যা এসএমই উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতা সম্প্রসারিত করবে।

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া নারী উদ্যোক্তাদের শতকরা ১০ ভাগ সুদ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়নের জন্য এসএমই ঋণের নিম্ন সীমা ৫০,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

- ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পে অর্থায়ন সম্প্রসারিতকরণে বিদ্যমান ক্লাস্টার এবং উন্নয়নশীল নতুন ক্লাস্টারকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্লাস্টার উন্নয়ন নীতি থাকতে হবে।

- ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসএমই ঋণ নীতি প্রণয়নের সময় এ খাতের জন্য যথাযথ গ্রেস পিরিয়ড রাখার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

- উদ্যোক্তাদের অভিযোগ গ্রহণ এবং তা সমাধানের জন্য সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একজন ফোকাল ব্যক্তি নিয়োগ দিতে হবে।

- এসএমই এবং স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় একটি এসএমই মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও অনুরূপ একটি সেল কাজ করছে।

- এসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এবং স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ এবং আইএফসি ২টি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই ২টি প্রকল্পের মধ্যে একটি হচ্ছে ”এসএমই মার্কেট সেগমেন্টেশন ডাটাবেজ” যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম। এ উদ্যোগের মাধ্যমে এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য সকল স্টেকহোল্ডারের কাছে এসএমই খাতের তথ্য সহজলভ্য হবে।

- আরেকটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসএমই খাতের প্রস্তাবিত “Targeted Deposit Products” এর সম্ভাব্যতা রিপোর্ট করবে।

গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

৮.৮ সরকারের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক এনজিও এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনার কাজে নিয়োজিত থাকলেও, শুধুমাত্র গ্রামীণ ব্যাংক এবং বৃহৎ ৫টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন- ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, টিএমএসএস এবং ব্যুরো বাংলাদেশ সামগ্রিক ঋণ স্থিতি এবং সঞ্চয়ের সিংহভাগই প্রতিনিধিত্ব করে।

সারণী ৮.৪ থেকে বিগত তিন বছরে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ধনাত্মক গতিধারা পরিলক্ষিত হয়। অর্থবছর ১১-এর তুলনায় অর্থবছর ১২-এ বিতরণ শতকরা ৫.৩৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আদায়ের পরিমাণ অর্থবছর ১১-এর শতকরা ২০.১০ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ১২-এ শতকরা ৯.৬১ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। বকেয়া ঋণের স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার অর্থবছর ১১-এর শতকরা ৩.৯৩ ভাগের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ২.৮৯ ভাগে দাঁড়ায়।

বিগত বছরগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণদানযোগ্য সম্পদের পুনঃচক্রায়ন তাদের বকেয়া ঋণের ১.৪২ গুণেরও বেশি ছিল। ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব সম্পদের প্রায় অর্ধেক এবং পিকেএসএফ (পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন) এর এক চতুর্থাংশ সম্পদ ঋণদান তহবিলের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। তহবিলের অবশিষ্টাংশ ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহণ, বৃহৎ এনজিও এবং বিদেশী দাতাদের নিকট থেকে সংগৃহীত হয়। পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে অর্থবছর ১২-এ ২৭১টি অংশীদার সংস্থা (Pos) বা এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৬.৭৭ বিলিয়ন টাকা, যেখানে অর্থবছর ১১-এ এর পরিমাণ ছিল ১১৩.৫৭ বিলিয়ন টাকা।

সারণী ৮.৪ গ্রামীণ ব্যাংক ও বৃহৎ এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
১। মোট বিতরণ	**২৫৩.৪৫**	**২৭৮.৬৪**	**২৯৩.৬৫**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	৮৭.৫৪	১০২.৯৬	১১৫.৭৭
খ) ব্র্যাক	৭৫.১০	৭৪.৯৪	৯৭.৭২
গ) আশা	৭২.৪২	৭৭.৪৬	৫২.৭৬
ঘ) প্রশিকা	১.০০	২.০৫	২.২৯
ঙ) টিএমএসএস	৭.৬০	৯.৭৪	১১.৮৫
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৯.৭৮	১১.৪৯	১৩.২৬
২। মোট আদায়	**২১৩.৯৪**	**২৫৬.৯৫**	**২৩২.২৭**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	৫৯.৭৭	৯২.৭৭	৭৭.৩৬
খ) ব্র্যাক	৭৫.৯১	৭৩.৯৫	৮৩.৯৯
গ) আশা	৬০.৬৫	৬৮.৭৯	৪৫.১৯
ঘ) প্রশিকা	২.৩৮	২.৩৫	২.১৩
ঙ) টিএমএসএস	৬.৭৯	৮.৬১	১০.৭৩
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৮.৪৪	১০.৪৮	১২.৮৭
৩। মোট ঋণের স্থিতি	**১৫৩.৩৫**	**১৭৫.৬৯**	**২০৭.৫১**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	৬১.৫০	৭১.৬৯	৭৯.৮৪
খ) ব্র্যাক	৪৪.৫৯	৪৫.৫৮	৫৭.২৪
গ) আশা	৩৫.৬৬	৪৫.০৬	৫৪.৯৯
ঘ) প্রশিকা	২.৭৬	২.৩৯	২.০২
ঙ) টিএমএসএস	৪.২৫	৫.৩৭	৬.৪৯
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৪.৫৯	৫.৬০	৬.৯৩
৪। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	৭.১৪	৬.৯১	৬.০০
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১.১০	০.৭৫	১.৬৪
খ) ব্র্যাক	৩.২৪	৩.৬৩	২.৩৬
গ) আশা	০.৮৪	০.৬৮	০.৭৪
ঘ) প্রশিকা	১.৬৬	১.৪৪	০.৮২
ঙ) টিএমএসএস	০.১৪	০.২০	০.২২
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	০.১৬	০.২১	০.২২
৫। মোট স্থিতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার	**৪.৬৬**	**৩.৯৩**	**২.৮৯**
ক) গ্রামীণ ব্যাংক	১.৭৯	১.০৫	২.০৫
খ) ব্র্যাক	৭.২৬	৭.৯৬	৪.১৩
গ) আশা	২.৩৫	১.৫২	১.৩৪
ঘ) প্রশিকা	৫৯.৯৮	৬০.২৬	৪০.৬১
ঙ) টিএমএসএস	৩.২১	৩.৬৪	৩.৪৪
চ) ব্যুরো বাংলাদেশ	৩.৫৬	৩.৭১	৩.১৭

উৎস ঃ গ্রামীণ ব্যাংক ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি।

সরকারি অর্থসংস্থান

৯.১ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (MTMF) এর অন্তর্নিহিত কতিপয় অনুমান/প্রক্ষেপণের উপর ভিত্তি করে অর্থবছর ১২-এর বাজেট প্রণয়ন করা হয়। অর্থবছর ১২-এ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.০ ভাগ হবে বলে MTMF-এ ধারণা করা হয়েছিল। অর্থবছর ১৫-এর মধ্যে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৮.০ ভাগে উন্নীত হবে। বিশ্ব অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো, রপ্তানি বাণিজ্যে সুদৃঢ় অবস্থান, রাজস্ব আহরণে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি, কৃষিখাতে অব্যাহত প্রবৃদ্ধি, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং অর্থবছর ১১-এ মেয়াদি ঋণের বৃদ্ধি প্রবৃদ্ধির এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অর্থবছর ১২-এ প্রত্যাশিত বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল শতকরা ৭.৫ ভাগ। অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি এবং মোট ব্যয় দুটিই প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়। জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে বাজেট ঘাটতি (অনুদান বাদে) ৫.১ ভাগে দাঁড়ায়, যা লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫.০ ভাগ এর তুলনায় বেশি (সারণী ৯.১)।

অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি অর্থবছর ১১-এর প্রকৃত বাজেটের প্রাপ্তির তুলনায় শতকরা ২৩.৬ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেটে চলতি ব্যয় অর্থবছর ১১-এর প্রকৃত বাজেটের চলতি ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ১৮.৫ ভাগ বেশি। অন্যদিকে, যদিও অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেটে ৪১০.৮ বিলিয়ন টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) অর্থবছর ১১-এর প্রকৃত বাজেটের এডিপি'র তুলনায় শতকরা ২৩.৪ ভাগ বেশি, তথাপি এটি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শতকরা ১০.৭ ভাগ কম ছিল। অর্থবছর ১২-এ এডিপি'র প্রকৃত ব্যবহার সংশোধিত বরাদ্দের শতকরা ৯২.০ ভাগে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেটে জিডিপি'র শতকরা ৫.১ ভাগ বাজেট ঘাটতি (অনুদান বাদে) অর্থবছর ১১-এর প্রকৃত বাজেট ঘাটতির তুলনায় ০.৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি ছিল (সারণী ৯.১)।

সারণী ৯.১ সরকারের রাজস্ব আয় ও ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১১#	জিডিপি'র শতকরা হার#	অর্থবছর ১২*	জিডিপি'র শতকরা হার*	অর্থবছর ১৩**	জিডিপি'র শতকরা হার**
মোট রাজস্ব	**৯২৯.৯**	**১১.৮**	**১১৪৮.৯**	**১২.৬**	**১৩৯৬.৭**	**১৩.৪**
ক) কর	৭৯৫.৫	১০.১	৯৬২.৯	১০.৫	১১৬৮.২	১১.২
খ) কর-বহির্ভূত	১৩৪.৪	১.৭	১৮৬.০	২.১	২২৮.৫	২.২
মোট ব্যয়	**১২৮২.৭**	**১৬.৩**	**১৬১২.১**	**১৭.৬**	**১৯১৭.৪**	**১৮.৪**
ক) চলতি	৭৭৪.৭	৯.৮	৯১৮.২	১০.০	৯৯৫.০	৯.৫
খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩৩২.৮	৪.২	৪১০.৮	৪.৫	৫৫০.০	৫.৩
গ) অন্যান্য	১৭৫.২	২.৩	২৮৩.১	৩.১	৩৭২.৪	৩.৬
বাজেট ঘাটতি	**৩৫২.৮**	**৪.৫**	**৪৬৩.২**	**৫.১**	**৫২০.৭**	**৫.০**

উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১২-১৩, অর্থ মন্ত্রণালয়।

= প্রকৃত * = সংশোধিত বাজেট, ** = বাজেট প্রাক্কলন।

অর্থবছর ১২-এর বাজেট এবং রাজস্ব পরিস্থিতি

(ক) রাজস্ব প্রাপ্তি

৯.২ লক্ষ্যমাত্রা ১১৮৩.৯ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে অর্থবছর ১২-এ মোট রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ১১৪৮.৯ বিলিয়ন টাকা, যা অর্থবছর ১১-এর প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তির তুলনায় শতকরা ২৩.৬ ভাগ কম। কর রাজস্ব, যা মোট রাজস্ব প্রাপ্তির শতকরা ৮৩.৮ ভাগ, অর্থবছর ১১-এর শতকরা ২৭.৩ ভাগ প্রবৃদ্ধির তুলনায় স্বল্পতর শতকরা ২১.০ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায় (সারণী ৯.১)।

অর্থবছর ১২-এ কর-বহির্ভূত রাজস্ব পূর্ববর্তী অর্থবছরের শতকরা ০.২ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় শতকরা ৩৮.৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি প্রদর্শন করে। জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি অর্থবছর ১১-এর শতকরা ১১.৮ ভাগ

থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ শতকরা ১২.৬ ভাগে দাঁড়ায়। জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে কর রাজস্ব প্রাপ্তি পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল শতকরা ১০.১ ভাগ, যা অর্থবছর ১২-এ শতকরা ১০.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। একইভাবে, জিডিপি'র শতকরা অংশ হিসেবে কর-বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তি অর্থবছর ১১-এর শতকরা ১.৭ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ১২-এ শতকরা ২.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ১২-এর বাজেটে প্রধান রাজস্ব পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

- ব্যক্তিশ্রেণী করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ১৬৫,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৮০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। পঁয়ষট্টি বছর বয়সোর্ধ্ব করদাতাদের আয়সীমা ১৮০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০০,০০০ টাকা করা হয়েছে এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে এ সীমা ২০০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৫০,০০০ টাকা করা হয়। কর্পোরেট করহার অপরিবর্তিত রাখা হয়।

- সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়।

- কোম্পানি করদাতারা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) খাতে সর্বোচ্চ ৮০,০০০,০০০ টাকা বা মোট আয়ের শতকরা ২০.০ ভাগ বিনিয়োগ বা অনুদান প্রদান করলে শতকরা ১০.০ ভাগ হারে কর রেয়াত পাবে। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কর রেয়াতের জন্য অনুমোদিত সর্বোচ্চ বিনিয়োগ সীমা ১০,০০০,০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়।

- বিদ্যমান কর অবকাশ সময়সীমা ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। সড়ক, সেতু ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে কর অবকাশের মেয়াদ বিদ্যমান ৫ বা ৭ বছরের পরিবর্তে ১০ বছরে বর্ধিত করা হয়। অন্যান্য এলাকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (EPZ) ১ জানুয়ারি ২০১২-এর পর স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রে একইরূপ কর অবকাশ সুবিধা দেয়া হয়। তবে ইপিজেড-এ পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলো বিদ্যমান সুবিধা পাবে। সফটওয়্যার শিল্পের জন্য কর অব্যাহতি সময়সীমা ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

চার্ট ৯.১

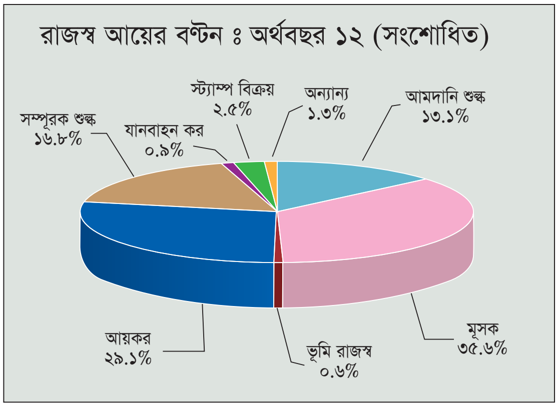

রাজস্ব আয়ের বণ্টন ঃ অর্থবছর ১২ (সংশোধিত)

চার্ট ৯.২

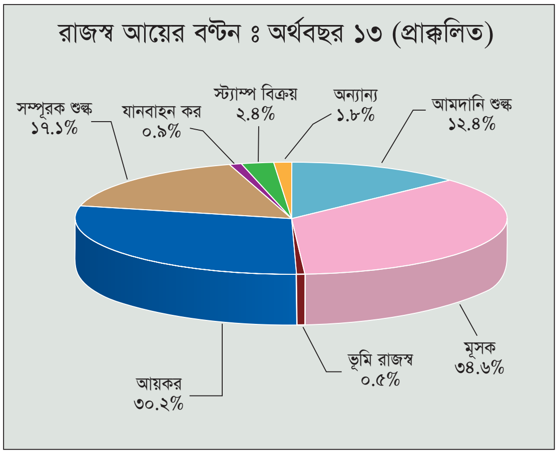

রাজস্ব আয়ের বণ্টন ঃ অর্থবছর ১৩ (প্রাক্কলিত)

- পুঁজি বাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিদ্যমান কর অব্যাহতি সুবিধা করযোগ্য সীমার চেয়ে বেশি আয় হওয়ার পরও বহাল রাখা হয়। শতকরা ১০.০ ভাগ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে পুঁজি বাজার, বাংলাদেশ অবকাঠামো অর্থায়ন তহবিল লিমিটেড (Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited) এবং ট্রেজারী বন্ডে বিনিয়োগ কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে গ্রহণ করা হবে।

- বিভিন্ন সঞ্চয়পত্রের উৎসে কর কর্তনের হার বিদ্যমান শতকরা ১০ ভাগ থেকে হ্রাস করে শতকরা ৫ ভাগ করা হয়।

- স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত স্টক ব্রোকারদের ব্রোকারেজ কমিশনের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার শতকরা ০.০৫ ভাগ থেকে শতকরা ০.১০ ভাগে উন্নীত করা হয়েছে।

- চাল, ডাল, গম, চিনি, ভোজ্য তেল, পিঁয়াজ, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ওষুধ এবং তুলার মত পণ্যের ওপর শূন্য শতাংশ শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা হয়।

- শুল্ক আনুকূল্যপ্রাপ্ত পণ্য ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ (শতকরা ২৫ ভাগ) আমদানি শুল্কবিশিষ্ট পণ্যের ওপর শতকরা ৫ ভাগ রেগুলেটরী শুল্ক অপরিবর্তিত রাখা হয়।

- কমপ্লিটলি বিল্ট আপ (Completely Built Up) মোটরসাইকেল আমদানির উপর সম্পূরক শুল্কহার শতকরা ৩০.০ ভাগ থেকে শতকরা ৪৫.০ ভাগে বৃদ্ধি করা হয়। কমপ্লিটলি নক্ড ডাউন (Completely Knocked Down) মোটরসাইকেল আমদানির উপর শতকরা ৫.০ ভাগ রেগুলেটরী শুল্ক প্রত্যাহার করা হয় তবে শতকরা ৩০ ভাগ সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখা হয়।

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক আমদানির উপর শুল্কহার শতকরা ৫.০ ভাগ থেকে শতকরা ১২.০ ভাগে বৃদ্ধি করা হয়।

- আমদানিকৃত আসবাবপত্রের উপর সম্পূরক শুল্ক শতকরা ২০.০ ভাগ থেকে শতকরা ৩০.০ ভাগে উন্নীত করা হয়। পার্টিকেল বোর্ড ও এমডিএফ বোর্ডের উপর শতকরা ৫.০ ভাগ রেগুলেটরী শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়।

- থ্যালাসেমিয়া রোগীর রক্ত পরিশোধনে ব্যবহৃত লিউকোসাইট ফিল্টার-এর উপর আরোপিত শতকরা ৫.০ ভাগ আমদানি শুল্ক এবং শতকরা ১৫.০ ভাগ মূসক প্রত্যাহার করা হয়।

- “মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১১” এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

সারণী ৯.২ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১১#	অর্থবছর ১২*	অর্থবছর ১৩**
কর রাজস্ব	**৭৯৫.৫**	**৯৬২.৯**	**১১৬৮.২**
মূল্য সংযোজন কর (মূসক)	২৯২.২	৩৪৩.০	৪০৪.৬
আমদানি শুল্ক	১০৭.৬	১২৬.৪	১৪৫.৩
রপ্তানি শুল্ক	০.০	০.৩	০.৪
সম্পূরক শুল্ক	১৩৩.৮	১৬২.২	১৯৯.৭
আয় ও মুনাফার ওপর কর	২১৯.৭	২৮০.৬	৩৫৩.০
স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল)	২১.২	২৪.০	২৭.৯
আবগারি শুল্ক	৫.১	৪.৫	৯.৯
ভূমি রাজস্ব	৪.৩	৫.৫	৬.১
যানবাহন কর	৬.৮	৯.০	১১.০
মাদক শুল্ক	০.৬	০.৭	০.৭
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৪.২	৬.৭	৯.৬
কর-বহির্ভূত রাজস্ব	**১৩৪.৪**	**১৮৬.০**	**২২৮.৫**
প্রশাসনিক ফি	২২.৯	২৭.৮	৩৭.৭
লভ্যাংশ ও মুনাফা	১৪.৩	২৫.২	৩১.৪
সুদ	৫.৭	৭.০	১০.৭
মূলধন রাজস্ব	০.৪	০.৩	০.৪
সেবা বাবদ প্রাপ্তি	৯.০	৯.৪	১০.৫
অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	২.৯	৩.৪	৩.৭
ভাড়া, ইজারা ও আদায়	১.১	১.৩	১.৫
প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি	১৩.৬	১৮.৮	২৭.৫
টোল ও লেভি	৩.০	৩.৫	৪.৭
জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ	২.৯	২.৯	৩.৮
রেলপথ	৬.০	৫.২	৭.৪
ডাক বিভাগ	২.২	২.২	২.৪
কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি	৫০.৪	৭৯.০	৮৬.৮
মোট	**৯২৯.৯**	**১১৪৮.৯**	**১৩৯৬.৭**

উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১২-১৩, অর্থ মন্ত্রণালয়।
= প্রকৃত, * = সংশোধিত বাজেট, ** = বাজেট প্রাক্কলন।

- প্রতি কিলোগ্রাম ১০০ টাকা মূল্যমান পর্যন্ত হাতে তৈরি বিস্কুট ও কেকের উপর উৎপাদন পর্যায়ে মূসক প্রত্যাহার করা হয়।

- মোবাইল ফোন সিম কার্ডের উপর মূসক ৮০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকায় হ্রাস করা হয়।

- মূসক ফাঁকির জন্য প্রযোজ্য সর্বোচ্চ দণ্ড ফাঁকিকৃত রাজস্বের আড়াই গুণ থেকে পরিবর্তন করে দেড় গুণ করা হয়।

৯.৩ অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেটে আয় ও মুনাফার ওপর প্রত্যক্ষ কর শতকরা ২৭.৭ ভাগ হারে বৃদ্ধি

পেয়ে ২৮০.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা মোট কর রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অংশকে অর্থবছর ১১-এর শতকরা ২৭.৬ ভাগ হতে শতকরা ২৯.১ ভাগে উন্নীত করে। অর্থবছর ১১-এর প্রকৃত বাজেটের তুলনায় অন্যান্য কর ও শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), মাদক শুল্ক এবং স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন জুডিশিয়াল) যথাক্রমে শতকরা ৫৯.৫, ৩২.৪, ২৭.৯, ২১.২, ১৭.৫, ১৭.৪, ১৬.৭ এবং ১৩.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, আবগারি শুল্ক হতে প্রাপ্তি শতকরা ১১.৮ ভাগ হ্রাস পায়। অর্থবছর ১২-এ রপ্তানি শুল্ক বাবদ সংশোধিত প্রাপ্তি ০.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় (সারণী ৯.২)।

৯.৪ কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতে লভ্যাংশ ও মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি, কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি এবং প্রতিরক্ষা বাবদ প্রাপ্তি অর্থবছর ১১-এর প্রকৃত বাজেটের তুলনায় ব্যাপকভাবে যথাক্রমে শতকরা ৭৬.২, ৫৬.৭ এবং ৩৮.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অন্যান্য উপ-খাতগুলোর মধ্যে ছিল সুদ বাবদ প্রাপ্তি ২২.৮ ভাগ, প্রশাসনিক ফি শতকরা ২১.৪ ভাগ, ভাড়া ও ইজারা শতকরা ১৮.২ ভাগ, অ-বাণিজ্যিক বিক্রয় শতকরা ১৭.২ ভাগ, টোল ও লেভি শতকরা ১৬.৭ ভাগ এবং সেবা বাবদ প্রাপ্তি শতকরা ৪.৪ ভাগ। অন্যদিকে, মূলধন রাজস্ব এবং রেলপথ বাবদ প্রাপ্তি যথাক্রমে ২৫.০ ও ১৩.৩ ভাগ হ্রাস পায়। জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ বাবদ প্রাপ্তি এবং ডাক বিভাগ বাবদ প্রাপ্তি যথাক্রমে ২.৯ এবং ২.২ বিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত থাকে (সারণী ৯.২)।

(খ) ব্যয়

৯.৫ অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেটে মোট সরকারি ব্যয় দাঁড়ায় ১৬১২.১ বিলিয়ন টাকা, যা প্রাথমিক প্রক্ষেপণ ১৬৩৫.৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ১.৫ ভাগ কম এবং অর্থবছর ১১-এর প্রকৃত ব্যয় ১২৮২.৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় শতকরা ২৫.৭ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১২-এ ৯১৮.২ বিলিয়ন টাকার সংশোধিত চলতি ব্যয় প্রাথমিক প্রক্ষেপণ ৮৭৮.৫ বিলিয়ন টাকার চেয়ে শতকরা ৪.৫ ভাগ বেশি ছিল।

সারণী ৯.৩ রাজস্ব ব্যয়ের ধারা

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১১#	অর্থবছর ১২*	অর্থবছর ১৩**
সামাজিক খাত	২৫৪.৩	২৭৯.৪	২৯০.৪
জন প্রশাসন	৫২.৯	১০৪.৪	১২৯.৬
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	১৪২.০	১৮১.৫	২১৬.০
প্রতিরক্ষা	৮৩.২	৯০.০	৯৩.৬
জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৬৭.১	৭৩.৮	৮০.২
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১৪.২	১৬.৫	১৭.০
কৃষি খাত	৯৬.১	১০৭.০	৯৮.০
পরিবহন ও যোগাযোগ	৩১.৮	৩৪.৫	৩৭.৫
স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন	১৮.৯	১৯.৩	২০.৭
গৃহায়ণ	৭.৭	৭.৮	৮.১
অন্যান্য	৬.৫	৪.০	৩.৯
মোট ঃ	**৭৭৪.৭**	**৯১৮.২**	**৯৯৫.০**

উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১২-১৩, অর্থ মন্ত্রণালয়।
= প্রকৃত, * = সংশোধিত বাজেট, ** = বাজেট প্রাক্কলন।

৯.৬ অর্থবছর ১২-এ অধিকাংশ খাতে যথা জন প্রশাসন, অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ, প্রতিরক্ষা, জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, বৈদেশিক ঋণের সুদ, কৃষি খাত, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং গৃহায়ণ খাতে সংশোধিত চলতি ব্যয় প্রাথমিক বরাদ্দকে অতিক্রম করে (সারণী ৯.৩)। অর্থবছর ১২-এর প্রস্তাবিত অনুন্নয়নমূলক চলতি ব্যয়ে নিম্নোক্ত সংশোধনীগুলো ছিল:

- কৃষি ভর্তুকি খাতে ২০.০ বিলিয়ন টাকা এবং রপ্তানি ভর্তুকি খাতে ৫.৫ বিলিয়ন টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়।
- সুদ পরিশোধ খাতে ১৮.০ বিলিয়ন টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়।

৯.৭ অর্থবছর ১২-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ৪৬০.০ বিলিয়ন টাকা থেকে শতকরা ১০.৯ ভাগ হ্রাস করে ৪১০.৮ বিলিয়ন টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়। প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৬.৭ ভাগ অবকাঠামো খাতে (বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ; পরিবহন এবং যোগাযোগ) ও শতকরা ২০.০ ভাগ সামাজিক খাতে (শিক্ষা ও ধর্ম এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ) ব্যয় করা হয় (সারণী ৯.৫)।

(গ) অর্থবছর ১২-এর বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

৯.৮ অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়ায় ৪৬৩.২ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৫.১ ভাগ)। এ অনুপাত প্রাথমিকভাবে প্রক্ষেপিত অনুপাতের তুলনায় বেশি। অর্থবছর ১২-এ ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ ঋণের অংশ ছিল ৩৪৪.৭ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৩.৮ ভাগ)। এর মধ্যে ২৯১.২ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৩.২ ভাগ) ছিল ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণ (চার্ট ৯.৩) এবং অন্য অংশ ৫৩.৫ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ০.৬ ভাগ) ছিল ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ প্রধানত জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ হতে গৃহীত ঋণ। বাজেট ঘাটতির বৈদেশিক অর্থায়ন উপাদান ছিল ৭৪.০ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ০.৮ ভাগ)।

অর্থবছর ১৩-এর বাজেট

৯.৯ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (MTMF) এর অন্তর্নিহিত কতিপয় অনুমানের উপর ভিত্তি করে অর্থবছর ১৩-এর বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামোর মুখ্য উপাদান হলো মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি কৌশলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। অনুমান করা হয়েছে যে, ২০১২ সনে ইউরোপে পুনরায় আবির্ভূত মন্দা থেকে বিশ্ব অর্থনীতি ২০১৩ সনে মুক্তি লাভ করবে। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আশা রেখে অর্থবছর ১৩-এ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে শতকরা ৭.২ ভাগ। অর্থবছর ১৫-এর মধ্যে এ প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৮.০ ভাগে উন্নীত হবে। অর্থবছর ১৩ শেষে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি শতকরা ৭.৫ ভাগে এবং মধ্যমেয়াদে শতকরা ৫.১ ভাগে কমে আসবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

সারণী ৯.৪ সামাজিক খাতে ব্যয়ের ধারা

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১১#	অর্থবছর ১২*	অর্থবছর ১৩**
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১৩৫.৫	১৩৭.৬	১৪১.৬
স্বাস্থ্য	৪৫.৯	৪৯.৭	৫৩.৬
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম	৮.৫	১০.৪	১০.৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান	০.৫	০.৭	০.৭
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	৬৩.৯	৮১.০	৮৪.২
মোট ঃ	**২৫৪.৩**	**২৭৯.৪**	**২৯০.৪**

উৎস : বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১২-১৩, অর্থ মন্ত্রণালয়।
= প্রকৃত, * = সংশোধিত বাজেট, ** = বাজেট প্রাক্কলন।

সারণী ৯.৫ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন খাতের অংশ

(শতকরা হার)

	অর্থবছর ১১#	অর্থবছর ১২*	অর্থবছর ১৩**
কৃষি	৬.৬	৬.২	৫.৩
পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	১৩.০	১২.৩	১১.৪
পানি সম্পদ	৩.৫	৩.৫	৪.০
শিল্প	১.২	২.৪	৩.৮
বিদ্যুৎ	১৪.৩	১৭.৬	১৪.৪
তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৩.১	১.৮	২.৯
পরিবহন	১৪.৯	১৫.২	১৪.৮
যোগাযোগ	০.৮	২.১	২.৫
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ এবং গৃহায়ণ	৯.৫	১০.২	৯.৬
শিক্ষা ও ধর্ম	১৪.৪	১১.৮	১৩.৪
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	৯.০	৮.২	৭.৫
অন্যান্য	৯.৭	৮.৭	১০.৪
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস : বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
* = সংশোধিত বাজেট, ** = বাজেট প্রাক্কলন।

অর্থবছর ১৩-এর বাজেটের মোট আকার দাঁড়িয়েছে ১৯১৭.৪ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপি'র শতকরা ১৮.৪ ভাগ এবং অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা শতকরা ১৮.৯ ভাগ বেশি। প্রাক্কলিত অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় হলো যথাক্রমে ১১১৬.৮ ও ৬০১.৪ বিলিয়ন টাকা। বাজেটে রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাবদ ১২.৩ বিলিয়ন টাকা, এডিপি-বহির্ভূত প্রকল্প বাবদ ২৪.৭ বিলিয়ন টাকা এবং এডিপি-বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও স্থানান্তর বাবদ ১৪.৪ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মোট ব্যয়কে তিনটি বড় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো এবং সাধারণ সেবা। বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে মোট ব্যয়ের প্রায় শতকরা ২৪.২ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত খাত) খাতে বরাদ্দ শতকরা ২০.৫ ভাগ। ভৌত

অবকাঠামো খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ২৭.৮ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সার্বিক কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন খাতে শতকরা ১৪.৯ ভাগ, বৃহত্তর যোগাযোগ খাতে শতকরা ৭.০ ভাগ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে শতকরা ৫.০ ভাগ। সাধারণ সেবা খাতে শতকরা ১৯.৩ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public Private Partnership) প্রকল্প, বিভিন্ন শিল্পে নগদ সহায়তা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তুকি ও বিনিয়োগ খাতে শতকরা ৪.৯ ভাগ রাখা হয়েছে। এ প্রধান তিনটি খাত ছাড়া, সুদ পরিশোধ খাতে শতকরা ১২.২ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং বাকি শতকরা ১১.৭ ভাগ নীট ঋণদান ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় আঞ্চলিক সমতা, উন্নত অবকাঠামো এবং ব্যয়ের গুণগত মানের প্রতি অঙ্গীকারের বিষয়টি মনে রেখে বড় আকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে।

অর্থবছর ১৩-এর মোট উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ৬০১.৪ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপি'র শতকরা ৫.৮ ভাগ। এ উন্নয়ন ব্যয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে শতকরা ৩১.৭ ভাগ বেশি।

(ক) রাজস্ব প্রাপ্তি

৯.১০ পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় অর্থবছর ১৩-এ রাজস্ব প্রাপ্তি শতকরা ২১.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৯৬.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেটের কর ও কর-বহির্ভূত প্রাপ্তির প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে শতকরা ২১.০ ও ৩৮.৪ ভাগের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ২১.৩ ও ২২.৮ ভাগ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। মোট রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত অর্থবছর ১২-এর শতকরা ১২.৬ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ১৩-এ শতকরা ১৩.৪ ভাগে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণী ৯.১)। পরোক্ষ কর (মূসক, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক এবং রপ্তানি শুল্ক) এর শতকরা ১৮.৭ ভাগ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে আয় ও মুনাফার ওপর প্রত্যক্ষ কর প্রাপ্তির প্রবৃদ্ধি উচ্চতর শতকরা ২৫.৮ ভাগ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণী ৯.২)।

চার্ট ৯.৩

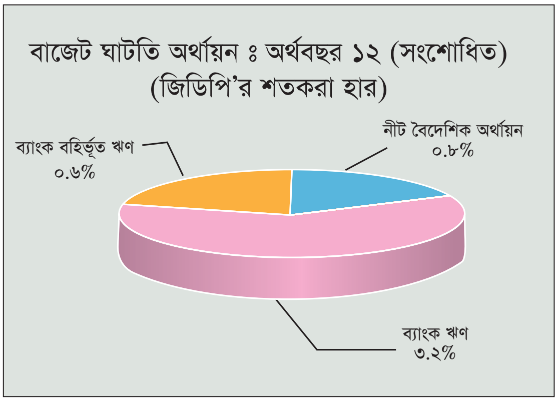

চার্ট ৯.৪

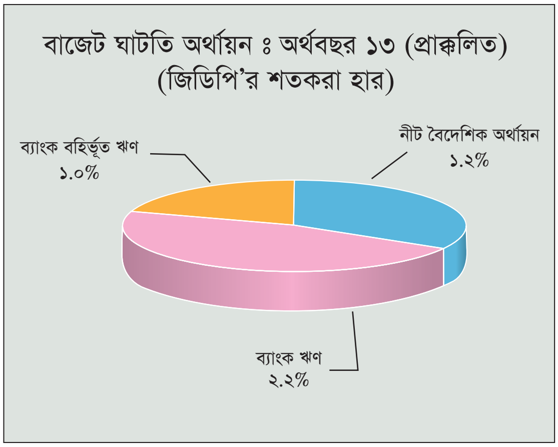

কর-বহির্ভূত রাজস্ব উৎসের মধ্যে সুদ বাবদ প্রাপ্তি পূর্ববর্তী অর্থবছরের শতকরা ২২.৮ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় শতকরা ৫২.৯ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অর্থবছর ১৩-এ প্রতিরক্ষা, রেলপথ, প্রশাসনিক ফি ও চার্জ, টোল ও লেভি, মূলধন রাজস্ব এবং জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ বাবদ প্রাপ্তি যথাক্রমে শতকরা ৪৬.৩, ৪২.৩, ৩৫.৬, ৩৪.৩, ৩৩.৩ এবং ৩১.০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়েছে। অর্থবছর ১৩-এ লভ্যাংশ ও মুনাফা, ভাড়া ও ইজারা, সেবা, অন্যান্য কর বহির্ভূত রাজস্ব এবং প্রাপ্তি, ডাক বিভাগ এবং অ-বাণিজ্যিক বিক্রয় বাবদ প্রাপ্তি যথাক্রমে শতকরা ২৪.৬, ১৫.৪, ১১.৭, ৯.৯, ৯.১ এবং ৮.৮ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে (সারণী ৯.২)।

বক্স ৯.১

অর্থবছর ১৩-এর বাজেটের প্রধান রাজস্ব পদক্ষেপসমূহ

(ক) আয়কর

- ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ১৮০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। মহিলা করদাতা এবং পঁয়ষট্টি বছর বয়সোর্ধ্ব করদাতাদের আয়সীমা ২০০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২৫,০০০ টাকা করা হয়েছে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে এ সীমা ২৫০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৭৫,০০০ টাকা করা হয়েছে।
- ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ২,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করা হয়েছে।
- মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর আয়করের হার শতকরা ৪২.৫ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৩৭.৫ ভাগ করা হয়েছে।
- পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ২০ ভাগ শেয়ার ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (IPO) এর মাধ্যমে পুঁজি বাজারে হস্তান্তরকারী কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বছরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০ শতাংশ হারে কর রেয়াত পাবে।
- কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্র ব্যতীত যে কোন খাতে ৫০ হাজার টাকার অধিক অর্থ পরিশোধকালে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে করতে হবে। পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক অর্থ এককালীন পরিশোধকালে ব্যাংকিং চ্যানেলে করা না হলে খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না।
- যে কোন গ্রাহকের হিসাবে সুদ প্রদানকালে সুদ গ্রহীতার ট্যাক্সপেয়ারস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (টিআইএন) না থাকলে সুদের উপর শতকরা ১০ ভাগ এর পরিবর্তে শতকরা ১৫ ভাগ হারে উৎসে কর কর্তন করা হবে। তবে, গ্রাহকের সঞ্চয়ী হিসাবে ১০০,০০০ টাকার কম থাকলে অতিরিক্ত চার্জ এড়াতে টিআইএন এর দরকার নেই।
- কোম্পানি কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা কোম্পানির নিকট থেকে ব্যাংকিং চ্যানেল ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করা হলে তা অনুমোদিত হবে না।
- ব্যক্তি পর্যায়ের করদাতাগণ এক বা একাধিক উৎস থেকে নগদ সর্বোচ্চ ৫০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। ব্যক্তি পর্যায়ের করদাতা কর্তৃক ৫০০,০০০ টাকার অতিরিক্ত ঋণ বা দান ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যতীত নগদ প্রাপ্ত হলে উক্ত ঋণ বা দান গ্রহীতার করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।
- ভুট্টা ও সুগারবিট উৎপাদন থেকে উদ্ভূত আয়কে ৫০ শতাংশ কর অব্যাহতি সুবিধা দেয়া হয়েছে। ধান/চালের কুড়া থেকে কোলস্টেরলমুক্ত রাইস ব্রান ওয়েল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এলাকাভেদে ৫ ও ৭ বছরের জন্য কর অবকাশ সুবিধা পাবে।
- সরকারি এবং বেসরকারি ইপিজেড এলাকায় স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে একই রূপ কর অবকাশ সুবিধা দেয়া হবে।
- সিনেমা হল এবং সিনপ্লেক্স নির্মাণের ক্ষেত্রে এলাকাভেদে ৫ ও ৭ বছরের কর অবকাশ সুবিধা রাখা হয়েছে। চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য বিদ্যমান শতকরা ৩৫ ভাগ সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং শতকরা ১৫ ভাগ মূল্য সংযোজন কর অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১ এর আওতায় গঠিত তহবিলে প্রদত্ত অনুদান করমুক্ত রাখা হয়েছে। কোম্পানি শ্রেণীর করদাতাগণ সর্বোচ্চ ৮ কোটি টাকা বা মোট আয়ের ২০ শতাংশ (দুইয়ের মধ্যে যেটি কম) অনুদান দিতে পারবে। ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাগণ সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা বা মোট আয়ের ২০ শতাংশ (দুইয়ের মধ্যে যেটি কম) অনুদান দিতে পারবে।
- সকল ধরনের রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত করের হার শতকরা ০.৬ ভাগ এবং শতকরা ০.৭ ভাগের পরিবর্তে একক্রভাবে শতকরা ০.৮ ভাগ করা হয়েছে।
- ল্যান্ড ডেভেলপার কোম্পানি কর্তৃক যে কোন জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার এলাকাভেদে শতকরা ৫ ভাগ ও শতকরা ৩ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে।

(খ) আমদানি শুল্ক

- খাদ্যদ্রব্য, সার, বীজ, তুলা এবং ওষুধ এর ওপর শূন্য শতাংশ আমদানি শুল্কহার অপরিবর্তিত রয়েছে।
- সর্বোচ্চ (২৫ শতাংশ) আমদানি শুল্কবিশিষ্ট পণ্যের উপর শতকরা ৫ ভাগ রেগুলেটরী শুল্ক অপরিবর্তিত রয়েছে।
- সম্পূরক শুল্কে বর্তমান স্তরগুলোর সাথে শতকরা ১৫০ ভাগ এর আরো একটি স্তর সংযুক্ত করা হয়েছে।
- গণ-পরিবহণ, তথ্যপ্রযুক্তি, ঔষধ, সিরামিক ও জাহাজ শিল্পের প্রয়োজনীয় বেশ কিছু উপকরণের উপর আমদানি ও অন্যান্য শুল্ক-করাদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা হয়েছে। ভোজ্যতেল হিসেবে সানফ্লাওয়ার তেলের উপর আমদানি শুল্ক ও মূসক হ্রাস করা হয়েছে। গর্ভবতী মা এবং স্তন্যদাত্রী মায়েদের নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট এর উপর সম্পূরক শুল্কও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা হয়েছে।
- রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ETP) স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহার শতকরা ১ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ০ ভাগ করা হয়েছে।

অর্থবছর ১৩-এর বাজেটের প্রধান রাজস্ব পদক্ষেপসমূহ

(গ) মূল্য সংযোজন কর (মূসক)

- বার্ষিক ৭০০,০০০ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারকারী এসএমই-এর টার্নওভার কর সম্পূর্ণ মওকুফ করা হয়েছে।
- বার্ষিক ৭০০,০০০ টাকার অধিক হতে ২,৪০০,০০০ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারকারী এসএমই-এর টার্নওভার কর শতকরা ২ ভাগ করা হয়েছে।
- বার্ষিক ২,৪০০,০০০ টাকার অধিক হতে ৬,০০০,০০০ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারকারী এসএমই-এর টার্নওভার কর শতকরা ৩ ভাগ অপরিবর্তিত রয়েছে।
- লজেন্স, বিস্কুট, চানাচুর, জুতা ও সেন্ডেল, নারিকেল তেল, লন্ড্রী সাবান, ফলের জ্যাম ও জেলী, পিভিসি পাইপ ও বিউটি পার্লার উৎপাদনে বা সেবা প্রদানে ৬,০০০,০০০ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারের ক্ষেত্রে বর্তমানের শতকরা ১৫ ভাগ মূসক এর পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানগুলোকে উপরোক্ত কাঠামোর আওতায় হ্রাসকৃত হারে টার্নওভার কর পরিশোধের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) ব্যয়

৯.১১ অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত মোট সরকারি ব্যয়ের তুলনায় অর্থবছর ১৩-এ ব্যয় শতকরা ১৮.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯১৭.৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেটের তুলনায় চলতি ব্যয় শতকরা ৮.৪ ভাগ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি শতকরা ৩৩.৯ ভাগ এবং অন্যান্য ব্যয় শতকরা ৩১.৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে। মোট ব্যয়-জিডিপি'র অনুপাত অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেটে শতকরা ১৭.৬ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ১৩-এ শতকরা ১৮.৪ ভাগে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণী ৯.১)।

৯.১২ অর্থবছর ১৩-এর বাজেটে প্রক্ষেপিত চলতি ব্যয় দাঁড়ায় ৯৯৫.০ বিলিয়ন টাকা (সারণী ৯.১ ও ৯.৩)। মোট চলতি ব্যয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বরাদ্দ করা হয়েছে সামাজিক খাতে, যার প্রধান অংশই শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ কর্মসূচিতে ব্যয়িত হওয়ার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণে সহায়তা করবে (সারণী ৯.৪)।

কৃষি খাতের জন্য (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলে) মোট ১৪৪.৬ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের তুলনায় শতকরা ০.৮ ভাগ বেশি। এ খাতে ভর্তুকি হিসেবে ৬০.০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন হলো সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন প্রচেষ্টার অখণ্ড অংশ। মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতে (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় একত্রে) মোট ৩৯৩.৯ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ ব্যয় মোট উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের শতকরা ২০.৫ ভাগ।

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২.৫ মিলিয়ন সুবিধাভোগীর জন্য ৮.৯ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১,৫০,০০০ সুবিধাভোগীর জন্য ৩.৬ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১,০১,২০০ তে উন্নীত করা হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে ৪.৩ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

মোট ৯,২০,০০০ জন বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে ৩.৩ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ভিজিএফ কার্ডের সংখ্যা ৩১,১০০,০০০ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৪,২০০,০০০ তে উন্নীত করা হয়েছে।

"একটি বাড়ি একটি খামার" এবং "আশ্রায়ন"-এই দুটি প্রকল্পের জন্য ৬.৫ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অতি দরিদ্রদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি স্কীম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২.০ বিলিয়ন টাকা। মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ১.০ বিলিয়ন টাকা।

বক্স ৯.২

অর্থবছর ১৩-এর বাজেটের প্রধান ব্যয় পদক্ষেপসমূহ

(ক) উন্নয়ন ব্যয় ও অনুন্নয়ন ব্যয়

- মোট বাজেটের আকার ১,৯১৭.৪ বিলিয়ন টাকা।
- প্রাক্কলিত অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় যথাক্রমে ১,১১৬.৮ বিলিয়ন টাকা ও ৬০১.৪ বিলিয়ন টাকা।
- রাজস্ব বাজেট থেকে উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ ১২.৩ বিলিয়ন টাকা।
- এডিপি-বহির্ভূত প্রকল্পে বরাদ্দ ২৪.৭ বিলিয়ন টাকা।
- এডিপি-বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও স্থানান্তর বাবদ বরাদ্দ ১৪.৪ বিলিয়ন টাকা।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতে ৩৯৩.৯ বিলিয়ন টাকা অর্থাৎ মোট বাজেটের শতকরা ২০.৫ ভাগ বরাদ্দ।
- কৃষি খাতে বরাদ্দ ১৪৪.৬ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে শতকরা ০.৮ ভাগ বেশি।
- কৃষি খাতে ভর্তুকি হিসেবে ৬০.০ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বরাদ্দ ৯৩.৩ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে শতকরা ১৪.৫ ভাগ বেশি।
- জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ ৯৫.৪ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে শতকরা ১৯.৯ ভাগ বেশি।
- শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ ২২১.৫ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের বরাদ্দের চেয়ে শতকরা ১৮.১ ভাগ বেশি।
- সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে বরাদ্দ ১০৯.৮ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে শতকরা ৬.৩ ভাগ বেশি।
- স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ১৪২.২ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে শতকরা ১৮.৪ ভাগ বেশি।
- পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ ১৩৩.২ বিলিয়ন টাকা (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে শতকরা ২৭.৩ ভাগ বেশি।
- সুদ পরিশোধ খাতে বরাদ্দ ২৩৩.০ বিলিয়ন টাকা (অনুন্নয়ন), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়ে শতকরা ১৭.৭ ভাগ বেশি।

(খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ৫৫০.০ বিলিয়ন টাকায় প্রাক্কলন করা হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের এডিপি'র তুলনায় শতকরা ৩৩.৯ ভাগ বেশি।

৯.১৩ অর্থবছর ১৩-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ৫৫০.০ বিলিয়ন টাকা প্রক্ষেপণ করা হয়, যা অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ৪১০.৮ বিলিয়ন টাকা অপেক্ষা শতকরা ৩৩.৯ ভাগ বেশি। মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির শতকরা ৩৪.৬ ভাগ অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির শতকরা ২০.৯ ভাগ বরাদ্দ পেয়েছে সামাজিক খাত (সারণী ৯.৫)।

(গ) অর্থবছর ১৩-এর বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

৯.১৪ অর্থবছর ১৩-এর প্রাক্কলিত ৫২০.৭ বিলিয়ন টাকা বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেট ঘাটতির তুলনায় ৫৭.৫ বিলিয়ন টাকা বেশি। অর্থবছর ১৩-এর প্রক্ষেপিত শতকরা ৫.০ ভাগ বাজেট ঘাটতি-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ১২-এর শতকরা ৫.১ ভাগের তুলনায় কম। আশা করা হচ্ছে যে,

অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণের মাধ্যমে ঘাটতির ৩৩৪.৮ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৩.২ ভাগ) পূরণ করা হবে, যা অর্থবছর ১২-এর সংশোধিত বাজেটে ছিল ৩৪৪.৭ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ৩.৮ ভাগ) এবং বৈদেশিক অর্থায়নের মাধ্যমে অবশিষ্ট ১২৫.৪ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ১.২ ভাগ) মেটানো হবে, যা অর্থবছর ১২-এ ছিল ৭৪.০ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র শতকরা ০.৮ ভাগ) (চার্ট ৯.৩ ও ৯.৪)। অভ্যন্তরীণ ঋণ ৩৩৪.৮ বিলিয়ন টাকার মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ঋণ ২৩০.০ বিলিয়ন টাকা প্রক্ষেপণ করা হয়।

৯.১৫ অর্থবছর ১৩-এর বাজেট বর্তমান সরকারের চতুর্থ বাজেট। বাজেটটি ৭ জুন ২০১২ এ প্রস্তাব করা হয় এবং জাতীয় সংসদে ২৭ জুন ২০১২ এ অনুমোদিত হয়।

বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তার মধ্যে অর্থবছর ১৩-এর বাজেট প্রণয়ন করা চ্যালেঞ্জিং ছিল। বাজেট প্রণয়নের সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, অভিজাত সমাজ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী সমাজ, এনজিও নেতা, গণমাধ্যম কর্মী এবং বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সাথে কয়েকটি প্রাক বাজেট আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অর্থমন্ত্রী ময়মনসিংহ ও সিলেটের কৃষক এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে বাজেটের বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

বাজেটে অর্থবছর ১৩-এর জন্য শতকরা ৭.২ ভাগ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে। প্রত্যাশিত এ প্রবৃদ্ধি অর্জন বহুলাংশে নির্ভর করছে ২০১৩ সালের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং কৃষি খাতে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকা, উন্নয়ন খাতে ধারাবাহিক ঋণ প্রবাহ এবং সর্বোপরি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে ঘাটতির ক্রমাগত হ্রাস।

অর্থবছর ১৩ শেষে মূল্যস্ফীতি শতকরা ৭.৫ ভাগে থাকবে বলে আশা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় এবং পরিকল্পনা মোতাবেক বিদ্যুতের মূল্য সমন্বয়ের অনুমান করা হয়েছে। জ্বালানির উচ্চমূল্য ও খাদ্য মূল্যস্ফীতির প্রলম্বিত প্রভাবের ফলে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বেশি থাকতে পারে। তবে, সংযত মুদ্রানীতির পাশাপাশি রাজস্ব খাত সুসহংত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্য মূল্যের নিম্নমুখী ধারা এবং দেশে সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদনের প্রেক্ষিতে আশা করা যায় যে খাদ্যশস্যের মূল্য গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকবে।

সরকারের রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নতুন দেশজ উৎস খুঁজে বের করা এ প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। অর্থবছর ১৩-এর জন্য একটি ব্যাপক রাজস্ব আহরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এটি সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বৈষম্য হ্রাস, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগে প্রবৃদ্ধি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

বৈদেশিক খাত

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

১০.১ ২০১১ সনে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহের মুখোমুখি হওয়ার পরে সম্ভাব্য নিম্নমুখী ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বৈশ্বিক উন্নয়নের সম্ভাবনা পুনরায় ক্রমান্বয়ে জোরদার হয়ে উঠছে। গভীর অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে ২০১১ সনের দ্বিতীয়ার্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি এবং ইউরো অঞ্চলে গৃহীত সহায়ক নীতিমালাসমূহ ব্যাপক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধীরগতির হুমকি হ্রাস করে। যাহোক, সাম্প্রতিক উন্নতি অতিমাত্রায় অস্থায়ী। সভ্রেন ঋণ সংকট (sovereign debit crisis) এবং সার্বিক আস্থার ঘাটতি, ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ হ্রাসের প্রভাব এবং বাজারে চাপের প্রেক্ষিতে রাজস্ব সমন্বয়ের প্রভাবে ২০১২ সনে ইউরো অঞ্চলে মৃদু মন্দার আশংকা এখনও বিদ্যমান। ইউরো অঞ্চলে সমস্যার প্রেক্ষিতে সমষ্টিগতভাবে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হতে পারে। বাংলাদেশের বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলোসহ (ইউএসএ এবং ইউরো অঞ্চল) পশ্চিমা দেশগুলো জনসাধারণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঋণদায় কমানোর প্রয়োজনে এখনও কৃচ্ছসাধনের সময়কাল অতিবাহিত করছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য এবং লেনদেন ভারসাম্য-সার্বিক পরিস্থিতি

১০.২ অর্থবছর ১২-এ অর্থবছর ১১-এর তুলনায় বৈদেশিক খাত চলতি হিসাব খাতে উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে কিছুটা উন্নতি লাভ করে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপ এবং বহিঃবিশ্বের বিরাজমান অস্থিতিশীল আর্থিক পরিস্থিতির প্রভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশ তার প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্যে প্রতিযোগীসক্ষমতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। অর্থবছর ১২-এ উৎপাদন ও বিনিয়োগ কার্যক্রম প্রত্যাশার চেয়ে বেশি গতিশীল হয়। অর্থবছর ১২-এ বাণিজ্য অর্থায়নের মাধ্যমে রপ্তানি ও আমদানি উভয় খাতেই শতকরা ৫.০ ভাগের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। অর্থবছর ১২-তেও আমদানি প্রবৃদ্ধিমুখী ছিল; মোট আমদানির মাত্র আট ভাগের এক ভাগ ছিল খাদ্যশস্য এবং ভোগ্যপণ্য, অপর সাত ভাগই ছিল জ্বালানি তেল, উৎপাদন সামগ্রী এবং মূলধনী দ্রব্য।

চার্ট ১০.১ ঃ বৈদেশিক খাতের প্রধান নির্দেশকসমূহ

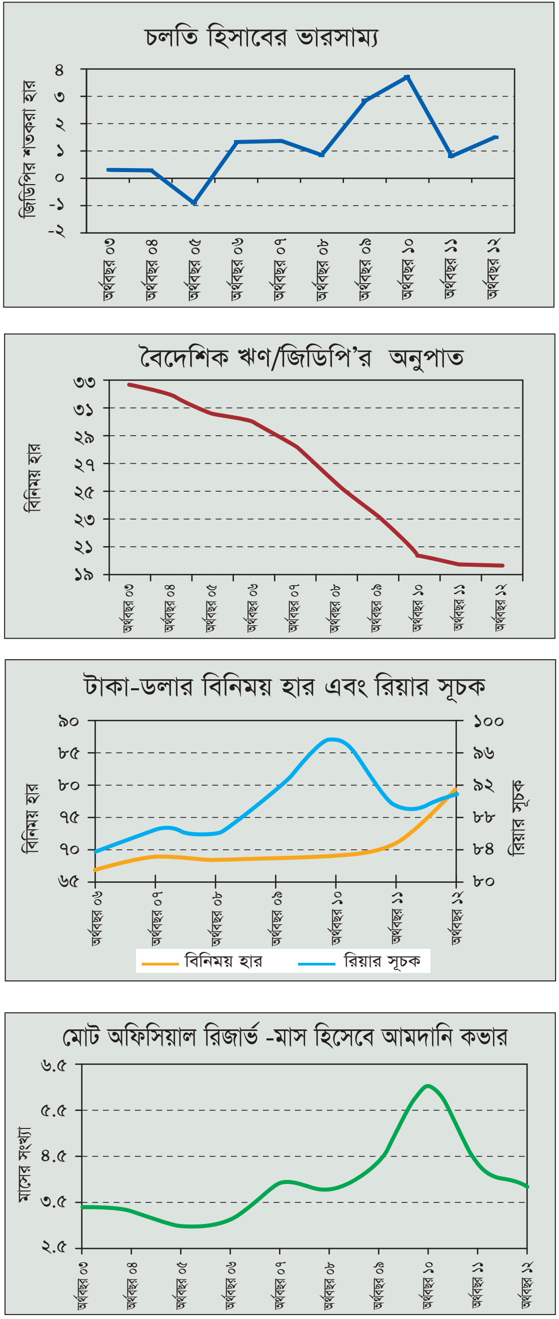

অধিক পরিমাণে রপ্তানি আয় এবং রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহের কারণে বৈদেশিক মুদ্রার শক্তিশালী অন্তঃপ্রবাহ সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি উচ্চতর আমদানি ব্যয় মিটাতে কিছুটা চাপের মধ্যে পড়ে। ফলশ্রুতিতে দুর্বল মূলধনী হিসাবের অন্তঃপ্রবাহসহ (নীট) বাণিজ্য ঘাটতির কারণে টাকার মানের অবচিতি (depreciation) হয়। বৈদেশিক খাতের প্রধান কিছু নির্দেশকসমূহের গতিধারা চার্ট ১০.১-এ দেখানো হলো।

১০.৩ অর্থবছর ১২-এ চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত এবং আর্থিক হিসাবের বহিঃপ্রবাহের হ্রাসের কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৪৯৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়। তৎসত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন চাহিদা বৃদ্ধি মোট আমদানি ব্যয় প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যার ফলশ্রুতিতে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে উচ্চতর বাণিজ্য ঘাটতি হয়। মধ্যমেয়াদ থেকে দীর্ঘমেয়াদে লেনদেন ভারসাম্যকে শক্তিশালী করার জন্য অঋণ ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থ প্রবাহ যেমন সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগকে (FDI) উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আর্থিক খাত উদারীকরণ এবং বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ প্রসারকে উৎসাহিত করার জন্য ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.৪ অর্থবছর ১২-এ রপ্তানি আয় (এফওবি) ১৪০০.০ মিলিয়ন ডলার (শতকরা ৬.২ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৯৯২.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় (পরিশিষ্ট-২,সারণী-১৬)। সার, কাঁচাপাট এবং টেরী টাওয়েল রপ্তানি খাতে যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৫৫.৪ , ২৫.৫ এবং ২৩.৩ ভাগ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য সকল প্রধান রপ্তানি পণ্য ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। অর্থবছর ১১-এর তুলনায় অর্থবছর ১২-এ প্রকৌশলী দ্রব্যাদি (শতকরা ২১.৩ ভাগ), ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ (শতকরা ১৩.৯ ভাগ), পাদুকা (শতকরা ১২.৭ ভাগ), চামড়া (শতকরা ১০.৯ ভাগ), চা (শতকরা ৬.৩ ভাগ) এবং নীট্ওয়্যার পণ্য খাতে (শতকরা ০.১ ভাগ) প্রবৃদ্ধি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। অর্থবছর ১২-এ অন্যান্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিবিধ পণ্যের (মূল্যের হিসেবে) রপ্তানি আয়ে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি (শতকরা ১৩.৪ ভাগ) অর্জিত হয়। যাহোক, জিডিপির শতকরা হারে মোট রপ্তানি আয় অর্থবছর ১১-এর ২০.২ থেকে ০.৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ২০.৮ ভাগে দাঁড়ায়।

১০.৫ মোট আমদানি ব্যয় (এফওবি) অর্থবছর ১২-এ ১৬৫১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (শতকরা ৫.৪ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৯৮৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। স্ট্যাপল ফাইবার, চিনি, তৈলবীজ, ভোজ্যতেল, দুধ এবং ক্রিম, পেট্রোলিয়াম উপজাত, টেক্সটাইল এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ, ডাইং ও ট্যানিং প্রক্রিয়াজাত সামগ্রী, সার এবং অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এর আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, চাল (শতকরা ৬৫.৩ ভাগ), গম (শতকরা ৪৩.৩ ভাগ), কাঁচা তুলা (শতকরা ২২.৫ ভাগ), ডাল (সকল প্রকার) (শতকরা ১৬.৮ ভাগ) এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির (শতকরা ১৩.৭ ভাগ) আমদানি ব্যয় হ্রাস পায়। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে আমদানি ব্যয় ০.৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১১-এর ২৭.১ ভাগ থেকে অর্থবছর ১২-এ ২৭.৭ ভাগে দাঁড়ায়।

১০.৬ অর্থবছর ১২-এ সামগ্রিকভাবে রপ্তানি আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় আমদানি ব্যয়ের বৃদ্ধি বেশি হওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি সামান্য শতকরা ৩.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্য ঘাটতি অর্থবছর ১১-এর ৭৭৪৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৭৯৯৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। সেবা হিসাবের ঘাটতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২৩৬৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১৯৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ২৫৬৬.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে, প্রাথমিক আয় হিসাবের ঘাটতি অর্থবছর ১১-এর ১৪৫৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১৫০৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। মাধ্যমিক আয় হিসাবের ঘাটতি অর্থবছর ১১-এর ১২৪৫২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১৩৬৯৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স অর্থবছর ১১-এর ১১৬৫০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১১৯৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১২৮৪৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এসকল খাতের সার্বিক ফলশ্রুতিতে চলতি হিসাব খাতের উদ্বৃত্ত অর্থবছর ১১-এর ৮৮৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১৬৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। জিডিপি'র শতকরা হারে চলতি হিসাব ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত অর্থবছর ১১-এর ০.৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১.৪ ভাগে দাঁড়ায়।

বক্স ১০.১

ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কাজ করছে। দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে বিএফআইইউ দেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের দুর্বলতা, ভবিষ্যৎ হুমকিসহ সার্বিক কর্মকাণ্ডের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের বিধানাবলী বাস্তবায়ন করে থাকে। সরকারের অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে বিএফআইইউ দেশে জাতিসংঘের কনভেনশন ও রেজুলেশনসহ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং সর্বোত্তম রীতি (best practices) পরিপূর্ণভাবে পরিপালন করে একটি কার্যকর মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। একটি শক্তিশালী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সময়ানুগ তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে তথ্যাদি বিতরণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে।

আইনী কাঠামো ঃ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করার লক্ষ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ রহিতকরণপূর্বক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর সংশোধনপূর্বক সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সাথে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে আইনগত সহযোগিতার লক্ষ্যে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ জারি করা হয়েছে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নকে Extradition Act, 1974 এর তালিকাভুক্ত অপরাধের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, আরও কয়েকটি আইন যেমন ঃ Code of Criminal Procedures, 1898, Anti Corruption Commission Act, 2004, Customs Act, 1969, and Banker's Book Evidence Act, 1891 প্রভৃতি দ্বারাও মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের আইনী কাঠামোটি সমর্থিত।

আন্তসংস্থা সহযোগিতা ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর বিধানানুযায়ী বিএফআইইউ বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনাপূর্বক ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহ করে থাকে। তথ্য বিনিময় কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য বিএফআইইউ দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি অন্যান্য সংস্থার সাথে নিয়মিত সভার আয়োজন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে বিএফআইইউ অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটসহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর বিধানানুযায়ী বিএফআইইউ অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সাথে তথ্য বিনিময় করতে পারে। বিএফআইইউ ৬৮টি ক্ষেত্রে বিদেশি এফআইইউ এর কাছে তথ্য সহায়তা চেয়েছে এবং বিদেশি এফআইইউ এর নিকট থেকে ১৪টি ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের অনুরোধ পেয়েছে। সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে বিএফআইইউ ১১টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। বিশ্বের এফআইইউগুলোর সংগঠন এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ লাভের জন্য বিএফআইইউ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ প্রাপ্তি একটি বৃহত্তর পরিসরে প্রবেশের ক্ষেত্র তৈরি করবে এবং এগমন্ট গ্রুপের সদস্য ১১৭টি এফআইইউ-এর সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করবে যা অভিজ্ঞতা, তথ্য এবং মত বিনিময় করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

তত্ত্বাবধান ঃ বিএফআইইউ কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন নির্দেশনা অনুযায়ী রিপোর্টিং সংস্থাসমূহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পন্ন করছে কিনা বিএফআইইউ তা তদারকি করে থাকে। বিএফআইইউ রিপোর্টিং সংস্থাসমূহের অনসাইট এবং অফসাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ করে থাকে। অফসাইট সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রিপোর্টিং সংস্থা হতে নগদ লেনদেন রিপোর্ট এবং সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট গ্রহণ করা হয় এবং কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের সাথে জড়িত রয়েছে কিনা এ বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য প্রাপ্ত রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। রিপোর্টিং সংস্থাসমূহ তাদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিপালন করছে কিনা তা যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য বিএফআইইউ হতে রিপোর্টিং সংস্থাসমূহে সরেজমিন পরিদর্শনও পরিচালনা করা হয়।

সক্ষমতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ বিএফআইইউ সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট, নগদ লেনদেন রিপোর্ট এবং অন্যান্য মাধ্যম হতে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার গঠন করেছে। বিএফআইইউ-এ তথ্য সংগ্রহ, তথ্য হালনাগাদকরণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য ইতোমধ্যে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রিপোর্টিং সংস্থাসমূহ হতে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট ও নগদ লেনদেন রিপোর্ট অনলাইনে সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণ করার জন্য 'go AML' নামের সফট্ওয়্যার ক্রয় করার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে। রিপোর্টিং সংস্থাসমূহের যেসব কর্মকর্তা গ্রাহকের আর্থিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত থাকে তাদের দক্ষতা এবং সচেতনতার উপর ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রাপ্তি নির্ভর করে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে রিপোর্টিং সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসমূহের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিএফআইইউ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সার্বিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএফআইইউ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, রোড শো প্রভৃতি আয়োজন করে থাকে। বিগত বছরে বিভিন্ন রিপোর্টিং সংস্থা হতে ৩২৩৫ জন কর্মকর্তা বিএফআইইউ আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন ঃ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় কৌশলপত্র (Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Strategy) প্রণয়ন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদি লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যসূচি নির্ধারণপূর্বক FATF Standards, UN Conventions and Resolutions-এ বর্ণিত নির্দেশনাসমূহের পূর্ণ প্রয়োগ করে দেশে একটি সুসংহত মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য উক্ত কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

অধিকতর উন্নয়নের পরিধি ঃ দেশে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহ এবং তা পর্যালোচনার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা অধিকতর উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- অটোমেটেড রিপোর্টিং এবং প্রাপ্ত রিপোর্ট বিশ্লেষণের জন্য আইটি অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ডাটাবেইজ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এমনভাবে ব্যবস্থাপনা করা যার ফলে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্য বিনিময় যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায়।
- সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের এফআইইউ-এর সাথে আরও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ।
- এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

১০.৭ চলতি হিসাব ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পাশাপাশি আর্থিক হিসাব খাতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট) এবং পোর্টফোলিও বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির কারণে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য অর্থবছর ১১-এর ৬৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি থেকে অর্থবছর ১২-এ ৪৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্তে পরিণত হয়। এ রিপোর্টের পরিশিষ্ট-২ এর ১৬ নম্বর সারণীতে অর্থবছর ১১ এবং অর্থবছর ১২-এর লেনদেন ভারসাম্যের বিবরণী দেখানো হলো। চার্ট ১০.২ এ জিডিপি'র শতকরা হিসেবে সাম্প্রতিক বছরগুলোর বাণিজ্য, চলতি হিসাব এবং সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা দেখানো হয়েছে।

চার্ট ১০.২

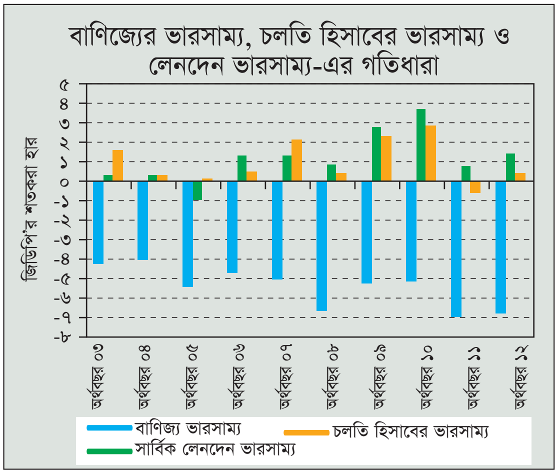

বাণিজ্যের ভারসাম্য, চলতি হিসাবের ভারসাম্য ও লেনদেন ভারসাম্য-এর গতিধারা

১০.৮ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সম্ভাবনাময় উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা, দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি স্বল্পতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (নীট) পরিমাণ অর্থবছর ১১-এর ৭৭৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ২৮.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৯৯৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১০.৯ আশা করা যাচ্ছে, বিশ্ব অর্থনীতির ক্রমশ পুনরুদ্ধার, বৈশ্বিক তারল্য বাজার সহজীকরণ, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উন্নত প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে দেশের বৈদেশিক খাত অর্থবছর ১৩-এ আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

রপ্তানি (এফওবি)

১০.১০ বৈশ্বিক অর্থনীতির ধীরগতি সত্ত্বেও অর্থবছর ১১-এর তুলনায় অর্থবছর ১২-এ দেশের মোট রপ্তানি আয়ে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় (সারণী ১০.১)। অর্থবছর ১২-এ মোট রপ্তানি আয় অর্থবছর ১১-এর ২২৯২৮.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৫.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪২৮৭.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

সারণী ১০.১ রপ্তানি কাঠামো

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	শতকরা পরিবর্তন
১. কাঁচা পাট	৩৫৭.৩	২৬৬.৩	-২৫.৫
২. পাটজাত দ্রব্য	৭৫৭.৭	৭০১.১	-৭.৫
৩. চা	৩.২	৩.৪	৬.৩
৪. চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য	২৯৭.৮	৩৩০.২	১০.৯
৫. হিমায়িত চিংড়ি এবং মাছ	৬১১.৩	৫৭৯.৮	-৫.২
৬. ওভেন পোশাক	৮৪৩২.৪	৯৬০৩.৩	১৩.৯
৭. নীটওয়্যার দ্রব্যাদি	৯৪৮২.১	৯৪৮৬.৪	০.০
৮. রাসায়নিক সার	৩৯.৫	১৭.৬	-৫৫.৪
৯. পেট্রোলিয়াম উপজাত	২৬০.৭	২৭৫.৪	৫.৭
১০. প্রকৌশলী দ্রব্যাদি	৩০৯.৬	৩৭৫.৫	২১.৩
১১. টেরী টাওয়েল	১২০.১	৯২.১	-২৩.৩
১২. পাদুকা	২৯৭.৮	৩৩৫.৫	১২.৭
১৩. অন্যান্য	১৯৫৮.৭	২২২১.০	১৩.৪
মোট ঃ	**২২৯২৮.২**	**২৪২৮৭.৭**	**৫.৯**

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

রপ্তানির গন্তব্য

চার্ট ১০.৩

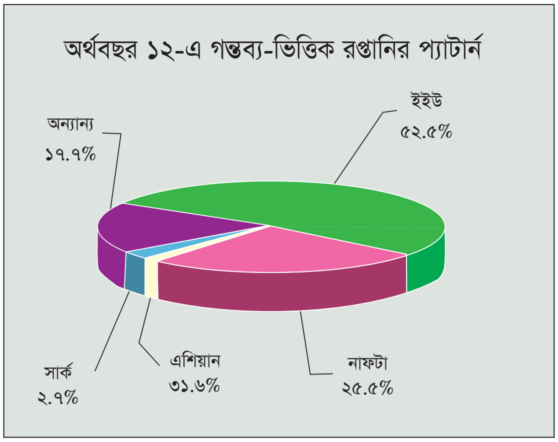

অর্থবছর ১২-এ গন্তব্য-ভিত্তিক রপ্তানির প্যাটার্ন

১০.১১ ইপিজেড এর রপ্তানি ব্যতীত ইউরোপের বাজারসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানির অধিকতর নির্ভরতা

অর্থবছর ১২-তেও অব্যাহত থাকে। আলোচ্য অর্থবছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে শতকরা ৫২.৫ ভাগ এবং নাফটা (NAFTA) জোটভুক্ত দেশগুলোতে শতকরা ২৫.৫ ভাগের ওপর পণ্য রপ্তানি করা হয়। অর্থবছর ১২-এ মোট রপ্তানি আয়ে ASEAN গ্রুপভুক্ত দেশগুলো শতকরা ১.৬ ভাগ, সার্ক (SAARC) এবং অন্যান্য অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোর অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ২.৭ এবং ১৭.৭ ভাগ (চার্ট ১০.৩)।

রপ্তানি কাঠামো

১০.১২ **তৈরি পোশাক (ওভেন পোশাক ও নীটওয়্যার পণ্য) ঃ** তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৭৮.৬ ভাগ অর্জন করে থাকে। উক্ত খাতের রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১১-এর ১৭৯১৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে অর্থবছর ১২-এ ১৯০৮৯.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ওভেন এবং নীটওয়্যার পণ্যের ক্ষেত্রে অর্থবছর-১১ এর তুলনায় অর্থবছর ১২-এ যথাক্রমে শতকরা ১৩.৯ ও ০.১ ভাগ প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

১০.১৩ **হিমায়িত খাদ্য ঃ** অর্থবছর ১২-এ হিমায়িত খাদ্য খাতে বিশেষ করে চিংড়ির রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ রপ্তানি আয় অর্থবছর ১১-এর ৬১১.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৫.২ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৫৭৯.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

১০.১৪ **কাঁচা পাট ঃ** অর্থবছর ১২-এ কাঁচা পাট রপ্তানি আয় অর্থবছর ১১-এর ৩৫৭.৩ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ২৫.৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২৬৬.৩ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়।

১০.১৫ **পাটজাত দ্রব্য (কার্পেট ব্যতীত) ঃ** অর্থবছর ১২-এ পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ৭০১.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়, যা অর্থবছর ১১-এর ৭৫৭.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৭.৫ ভাগ কম।

১০.১৬ **চামড়া ঃ** চামড়ার রপ্তানি আয় অর্থবছর ১১ এর ২৯৭.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১০.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৩৩০.২ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়।

১০.১৭ **চা ঃ** অর্থবছর ১২-এ চা রপ্তানি করে ৩.৪ মিলিয়ন ডলার আয় অর্জিত হয়, যেখানে অর্থবছর ১১-এ চা এর রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ৩.২ মিলিয়ন ডলার।

১০.১৮ **রাসায়নিক সার ঃ** রাসায়নিক সার হতে রপ্তানি আয় অর্থবছর ১১-এর ৩৯.৫ মিলিয়ন ডলার থেকে শতকরা ৫৫.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১৭.৬ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়।

রপ্তানি উন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণ

১০.১৯ সরকার দেশের বৈদেশিক খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার রপ্তানি খাতকে সীমিত পণ্য নির্ভরতা হতে মুক্ত করে পণ্য বহুমুখীকরণ এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, আমদানি ও রপ্তানি নীতি সহজীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, ব্যবসার খরচ হ্রাসকরণ এবং ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার সামগ্রিক মান উন্নয়ন ইত্যাদি মুখ্য বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একই সাথে সরকার সেবা খাত যেমন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কনসালটেশন সার্ভিস, নির্মাণ ইত্যাদির সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১০.২০ ২১ জুলাই ২০১১ থেকে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) ৪০০.০ মিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ৫০০.০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়। ইডিএফ-এর আওতায় অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ব্যবহার করে রপ্তানিকারকদের রপ্তানি কাজে ব্যবহারের জন্য পোশাক, টেক্সটাইল, বাই-সাইকেল, বিটিএমএ সদস্য মিলগুলোর জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কাঁচামাল, একসেসরিজ এবং প্যাকিং সামগ্রী আমদানিতে রপ্তানি এলসির আওতায় একজন রপ্তানিকারক ১০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। ইডিএফ এর আওতায় ডলারের সুদের হার পরিবর্তন করে ১.৫ মিলিয়ন পর্যন্ত ছয় মাসে LIBOR+২.৫০% করা হয়েছে, যার মধ্যে LIBOR+১% ইডিএফ এর জন্য এবং অবশিষ্ট ১.৫০% সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোর জন্য।

অর্থবছর ১২-এ ইডিএফ থেকে মোট ১২৬১.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিতরণ করা হয়েছে, যেখানে অর্থবছর ১১-

এ এর পরিমাণ ছিল ৯৯৮.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুন ২০১২ শেষে এ ফান্ডের স্থিতি ছিল ৪৯৮.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা জুন ২০১১ শেষে ছিল ৪০০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানি

১০.২১ অর্থবছর ১২-এ মোট আমদানি (এফওবি) ব্যয়ের পরিমাণ অর্থবছর ১১-এর ৩০৩৩৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৫.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৯৮৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, আলোচ্য সময়ে কিছু আমদানি পণ্যের দুই অংকের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যেমনঃ তন্তুজাত দ্রব্য (শতকরা ১৩৭.৮ ভাগ), চিনি (শতকরা ৮০.০ ভাগ), তৈলবীজ (শতকরা ৭১.৮ ভাগ), ভোজ্য তেল (শতকরা ৫৪.১ ভাগ), দুধ এবং মাখন (শতকরা ৩৭.৩ ভাগ) এবং পিওএল (শতকরা ২১.৮ ভাগ)। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের আমদানি ব্যয় অর্থবছর ১১-এর ২৪০৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে উল্লেখযোগ্য হারে, শতকরা ৪৯.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৩৬০০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। মূলধনী দ্রব্য আমদানি ব্যয়ে উল্লেখযোগ্য হারে, শতকরা ১৩.৭ ভাগ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়। মূলধনী পণ্য ও অন্যান্য পণ্যের আমদানি ব্যয় অর্থবছর ১১-এর ১১৪৬১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৫.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১২১১৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (লৌহ, ইস্পাত এবং অন্যান্য বেজ ধাতু শতকরা ১১.০ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য শতকরা ১০.৬ ভাগ)। খাদ্যশস্য আমদানি ব্যয়, চাল ও গমের যথাক্রমে শতকরা ৬৫.৩ ও ৪৩.৩ ভাগ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১১-এর ১৯১১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে উল্লেখযোগ্য হারে, শতকরা ৫২.৯ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৯০১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ভোগ্যপণ্য ও মধ্যবর্তী পণ্য অর্থবছর ১১-এর ১৫৭৪১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৬.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১৬৭৮৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। ইপিজেড এর আমদানি অর্থবছর ১১-এর ২১৪০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ১.২ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ২১১৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

চার্ট ১০.৪

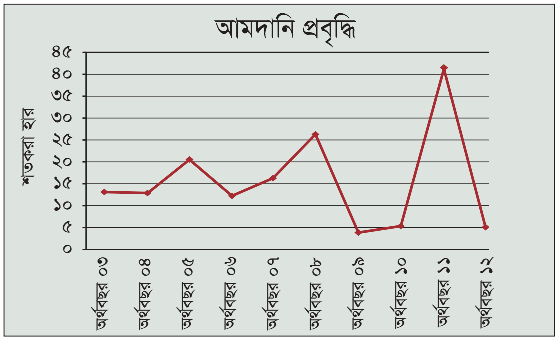

সারণী ১০.২ আমদানি কাঠামো

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২$^{সা}$	শতকরা পরিবর্তন
ক) খাদ্যশস্য	**১৯১১**	**৯০১**	**-৫২.৯**
১। চাল	৮৩০	২৮৮	-৬৫.৩
২। গম	১০৮১	৬১৩	-৪৩.৩
খ) অন্যান্য খাদ্যদব্য	**২৪০৪**	**৩৬০০**	**৪৯.৭**
১। দুধ এবং দুধজাত দ্রব্য	১৬১	২২১	৩৭.৩
২। মসলা	১২৭	১৩৮	৮.৭
৩। তৈলবীজ	১০৩	১৭৭	৭১.৮
৪। ভোজ্য তেল	১০৬৭	১৬৪৪	৫৪.১
৫। ডাল (সকল প্রকার)	২৯২	২৪৩	-১৬.৮
৬। চিনি	৬৫৪	১১৭৭	৮০.০
গ) ভোগ্য ও মধ্যবর্তী পণ্য	**১৫৭৪১**	**১৬৭৮৩**	**৬.৬**
১। কিংকার	৪৪৬	৫০৪	১৩.০
২। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৮৮৮	৯৮৭	১১.১
৩। পিওএল	৩২২১	৩৯২২	২১.৮
৪। রাসায়নিক দ্রব্য	১২৫৪	১২১০	-৩.৫
৫। ঔষধ সামগ্রী	১১৬	১১৯	২.৬
৬। সার	১২৪১	১৩৮১	১১.৩
৭। ডাইং ও ট্যানিং প্রক্রিয়াজাত সামগ্রী	৩৩৩	৩৭৫	১২.৬
৮। প্লাস্টিক এবং রাবার সামগ্রী	১৩০২	১৩৬৬	৪.৯
৯। কাঁচা তুলা	২৬৮৯	২০৮৪	-২২.৫
১০। সুতা	১৩৯১	১৩৮৪	-০.৫
১১। টেক্সটাইল এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ	২৬৮০	৩০২৩	১২.৮
১২। তন্তুজাত দ্রব্য	১৮০	৪২৮	১৩৭.৮
ঘ) মূলধনী পণ্য ও অন্যান্য	**১১৪৬১**	**১২১১৮**	**৫.৭**
১। লৌহ, ইস্পাত এবং অন্যান্য বেজ ধাতু	২০০৪	২২২৪	১১.০
২। মূলধনী দ্রব্য	২৩২৪	২০০৫	-১৩.৭
৩। অন্যান্য	৭১৩৩	৭৮৮৯	১০.৬
ইপিজেড-এর আমদানি	**২১৪০**	**২১১৪**	**-১.২**
মোট আমদানি (সিআইএফ)	**৩৩৬৫৭**	**৩৫৫১৬**	**৫.৫**
বাদ (-) জাহাজভাড়া ও অন্যান্য	৩৩২১	৩৫২৯	৬.৩
মোট আমদানি (এফওবি)	**৩০৩৩৬**	**৩১৯৮৭**	**৫.৪**

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
সা= সাময়িক।

বাণিজ্য শর্ত

১০.২২ প্তানি মূল্যের চেয়ে আমদানি মূল্য উল্লেখ্যযোগ্য বৃদ্ধির ফলে অর্থবছর ১২-এ বাণিজ্য শর্ত অর্থবছর ১১-এর তুলনায় সামান্য, শতকরা ০.৭ ভাগ হ্রাস পায়। অর্থবছর ১২-এ আমদানির মূল্য সূচক ও রপ্তানি মূল্য সূচক যথাক্রমে শতকরা ৮.০ ও ৭.০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণ

১০.২৩ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা পরবর্তী প্রেক্ষাপটেও অর্থবছর ১২-এ প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের অন্তঃপ্রবাহের জোরালো প্রবৃদ্ধি বজায় থাকে এবং এ প্রবৃদ্ধি চলতি হিসাব খাতকে জোরদার করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখাত থেকে প্রাপ্তি অর্থবছর ১১-এর ১১৬৫০.৩ মিলিয়ন ডলার হতে শতকরা ১০.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ১২৮৪৩.৪ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। এর প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক বিনিময় হাউজ এবং দেশীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে উত্তোলনের অনুমোদন নীতি সহজীকরণ। ফলশ্রুতিতে রেমিট্যান্স সঞ্চালনে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ২৬২টি এক্সচেঞ্জ হাউজ এর সাথে বাংলাদেশের ৩৯টি ব্যাংকের ১০০০টির অধিক উত্তোলন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ/বিদেশে স্থানীয় ব্যাংকগুলোর শাখা অফিস স্থাপনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে আসছে। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে কিছু ব্যাংক নিজেরা রেমিট্যান্স সংগ্রহের জন্য বিদেশে শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করেছে। এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কয়েকটি স্থানীয় ব্যাংক বিদেশে তাদের ২৫টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/শাখা অফিস/প্রতিনিধি অফিস এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করছে। রেমিট্যান্স বিতরণের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও প্রদান পদ্ধতি সহজ ও গতিশীল করার জন্য কিছু মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউটকে রেমিট্যান্স প্রদান প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা হয়। ব্যাংকগুলো মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট এর শাখা অফিস এবং পোস্ট অফিসকে রেমিট্যান্স বিতরণের সাব-এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে। বর্তমানে ১৯টি মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট রেমিট্যান্স বিতরণের জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের শাখার মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণ কার্যক্রমে বিশেষ সুবিধাজনক ভূমিকা রাখছে। ব্যাংকগুলোকে বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রেমিট্যান্স সুবিধাভোগীদের নিকট বিতরণ নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রেমিট্যান্স বিতরণের নেটওয়ার্ক আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ হিসেবে সম্প্রতি এদেশস্থ কয়েকটি ব্যাংককে রেমিট্যান্সের অর্থ mobile operator যেমন গ্রামীণ ফোন, বাংলালিংক এবং রবি ইত্যাদি outlet এর মাধ্যমে বিতরণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অর্থবছর ১২ এবং অর্থবছর ১১-এর সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী দেশগুলোর অবস্থান চার্ট ১০.৬-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ১০.৩ ঃ বাংলাদেশের বাণিজ্য শর্ত

(ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০)

অর্থবছর	রপ্তানি মূল্য সূচক	আমদানি মূল্য সূচক	পণ্য বাণিজ্য শর্ত
অর্থবছর ০০	১২০.৩	১৩৬.২	৮৮.৪
অর্থবছর ০১	১২৩.২	১৪৬.৪	৮৪.১
অর্থবছর ০২	১২৬.২	১৫৭.৮	৮০.০
অর্থবছর ০৩	১৩৫.২	১৬৪.২	৮২.৪
অর্থবছর ০৪	১৩৯.৬	১৭০.০	৮২.১
অর্থবছর ০৫	১৪২.৪	১৭৬.৭	৮০.৬
অর্থবছর ০৬	১৪৯.৩	১৮৩.১	৮১.৫
অর্থবছর ০৭	১৬৫.৭	২৩২.৫	৭১.৩
অর্থবছর ০৮	১৭১.৩	২৪১.২	৭১.০
অর্থবছর ০৯	১৭৮.২	২৪৮.৩	৭১.৮
অর্থবছর ১০	১৮৮.৯	২৬২.৪	৭২.০
অর্থবছর ১১	২০৮.৫	২৯৪.৬	৭০.৮
অর্থবছর ১২প্রা	২২৩.১	৩১৮.২	৭০.১

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
প্রা= প্রাক্কলন।

চার্ট ১০.৫

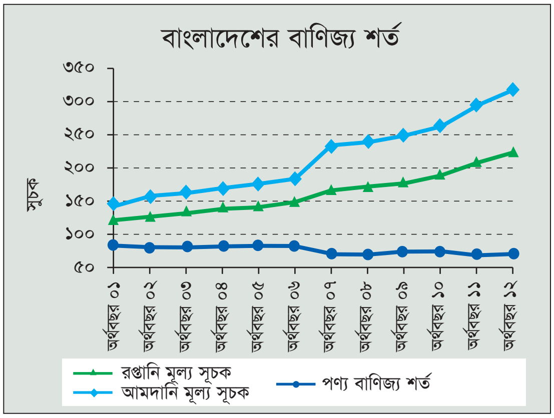

বৈদেশিক সাহায্য

১০.২৪ বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ অর্থবছর ১১-এর ১৭৭৭.০ মিলিয়ন ডলার থেকে শতকরা ১৪.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ২০৩৩.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায় (সারণী ১০.৪)। অর্থবছর ১২-এ খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ অর্থবছর ১১-এর ৫৫.০ মিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯.০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২-এ প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৬৪.০ মিলিয়ন ডলার, যা অর্থবছর ১১-এ ছিল ১৭২২.০ মিলিয়ন ডলার। উল্লেখ্য যে, অর্থবছর ১২-এ পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় কোন প্রকার পণ্য সাহায্য পাওয়া যায়নি। ৩০ জুন ২০১২-এ মোট বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২২৭৭৫.০ মিলিয়ন ডলার (জিডিপি'র শতকরা ১৯.৭ ভাগ) যেখানে অর্থবছর ১১-এর জুন পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল ২২০৮৬.০ মিলিয়ন ডলার (জিডিপি'র শতকরা ১৯.৭ ভাগ)। অর্থবছর ১২-এ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬৭.০ মিলিয়ন ডলার (IMF থেকে পুনঃক্রয় ছাড়া), যা অর্থবছর ১১-এর ৯২৯.০ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ৩৮.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪.১ ভাগ বেশি। অর্থবছর ১২-এ আসল এবং সুদ বাবদ যথাক্রমে ৭৭০.০ ও ১৯৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করা হয়, যেখানে অর্থবছর ১১-এ এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭২৯.০ ও ২০০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছর ১২-এ ঋণ পরিশোধের পরিমাণ রপ্তানি আয়ের শতকরা ৪.০ ভাগে দাঁড়ায়।

বৈদেশিক মুদ্রাবাজার কার্যক্রম

১০.২৫ নিয়ন্ত্রিত ভাসমান বিনিময় হার কার্যক্রমের অধীনে ব্যাংকগুলো আন্তঃব্যাংক ও ভোক্তাদের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কালে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিনিময় হার নির্ধারণ করে থাকে। সংশ্লিষ্ট মুদ্রার বাজার চাহিদা ও যোগানের উপর বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বিনিময় হার নির্ধারণে অস্বাভাবিক উঠানামা প্রতিরোধ করে বাজারে স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে বাজার থেকে ডলার ক্রয় ও বিক্রয় করে থাকে। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১-এ টাকা-মার্কিন ডলারের বিনিময় হার প্রায় স্থিতিশীল ছিল। অক্টোবর ২০১১-জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার উল্লেখযোগ্য হারে অবচিতি হয়। আলোচ্য সময়ে প্রচুর আমদানি ব্যয় পরিশোধের চাপের প্রেক্ষিতে মুদ্রা বিনিময় হারে অবচিতি প্রবণতা দেখা দেয় এবং ২৯ জানুয়ারি ২০১২-এ প্রতি ডলারে বিনিময় হার ৮৪.৫ টাকায় দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২-এর মধ্যবর্তী সময় থেকে রেমিট্যান্সের জোরালো প্রবৃদ্ধির জন্য টাকা-ডলার বিনিময় হার বৃদ্ধি পেয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ এ ৮১.৫ টাকায় দাঁড়ায় এবং এ হার প্রায় স্থিতিশীল ছিল। অর্থবছর ১২-এ টাকা-ডলার বিনিময় হার ৭৩.৪ টাকা থেকে ৮৪.৫ টাকার মধ্যে উঠানামা করে এবং এসময়ে বিনিময় হার শতকরা ১০.০ ভাগ অবচয় হয়ে বছর শেষে ৮১.৮ টাকায় দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক উভয় দিক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে হস্তক্ষেপ করে, যা বিনিময় হারের অনিয়মিত গতিধারা নিয়ন্ত্রণকরণ, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের তারল্য নিশ্চিতকরণ এবং অফিসিয়াল মজুদ গঠনে সাহায্য করে।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ১৫৭.০ মিলিয়ন ডলার (নীট) বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় এবং ৭৮১.০ মিলিয়ন ডলার (নীট) বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে উন্নততর তারল্য সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু সংখ্যক ব্যাংককে এফসি ক্লিয়ারিং হিসাবের মাধ্যমে ওভারড্রাফট সুবিধা প্রদান করে যা অর্থবছরের মধ্যে পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের (স্পট, ফরোয়ার্ড ও সোয়াপ) পরিমাণ অর্থবছর ১১-এর ১৫০২০.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ৯৭.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ২৯৬৯৬.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

১০.২৬ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ বলতে বুঝায় সংরক্ষিত স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা এবং আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আইএমএফ) সাথে মজুদ এবং স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস (এসডিআর) এর সমষ্টি। বৈদেশিক মুদ্রা মজুদে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ। অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ১০০০০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেয়ে বেশি ছিল। ইউএস অর্থনীতিতে তারল্য সহজীকরণ, ইউরো এলাকায় ঋণসংকটের মুখে কৃচ্ছ্রসাধন পরিকল্পনা, প্রধান

ক্রেডিট রেটিং সংস্থাগুলো কর্তৃক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইউরো দেশসমূহের রেটিং-এ ডাউন গ্রেডিং করা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার মজুদে স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ২৪ আগস্ট ২০১১-এ উচ্চ পর্যায়ে ১০৯৯৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। অর্থবছর ১২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ১০৩৬৪.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা অর্থবছর ১১ শেষের ১০৯১২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ৫.০২ ভাগ কম। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতাকে জোরদার এবং বহিঃসম্পদের পোর্টফোলিও বহুমুখী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার পোর্টফোলিও বিনিয়োগকে বহুমুখী খাতে যেমন সভ্‌রেন (sovereign)/ সুপারন্যাশনাল (supernational)/ অধিক সুনামখ্যাত কর্পোরেট বন্ড, ইউএস গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বিল এবং স্বল্প মেয়াদি আমানতসহ বিভিন্ন সুখ্যাত বাণিজ্যিক ব্যাংকে বিনিয়োগ করে।

মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

১০.২৭ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের ব্যবস্থাপনা কৌশল ও কার্যক্রম পদ্ধতি মূলত আর্থিক বাজারের উন্নয়ন ও বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের নীতি-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো হলো মুদ্রা নীতি কাঠামো, বিনিময় হার নীতি ও ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক ঋণ পরিস্থিতি। ২০০৩ সনের মে মাসে বিনিময় হার নির্ধারণী ব্যবস্থাপনা থেকে ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগের সাথে সংগতি রেখে মুদ্রা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ অনুমোদিত মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন অনুসারে বর্তমানে মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ রাখার প্রধান উদ্দেশ্য হল বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের অসংগতি (imbalances) মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত মজুদ বজায় রাখার ব্যবস্থা করা, দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্য/ সংগতি সংরক্ষণ করার জন্য টাকার সমহার মূল্য (external value) এবং নিহিত মূল্য (store value) নির্ধারণে আস্থা বজায় রাখা। বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ ব্যবস্থাপনার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য

সারণী ১০.৪ বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি এবং দায় পরিশোধ@

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিবরণ	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১*	অর্থবছর ১২**
১। প্রাপ্তি	২২২৮	১৭৭৭	২০৩৩
ক) খাদ্য সাহায্য	৯৩	৫৫	৬৯
খ) পণ্য সাহায্য	-	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	২১৩৪	১৭২২	১৯৬৪
২। পরিশোধ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি)	৮৭৮	৯২৯	৯৬৭
ক) আসল	৬৮৭	৭২৯	৭৭০
খ) সুদ	১৯১	২০০	১৯৭
৩। জুন শেষে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	২০৩৩৬	২২০৮৬	২২৭৭৫
৪। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি	২০.৩	১৯.৭	১৯.৭
৫। রপ্তানির শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণ (মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি) পরিশোধ	৫.৪	৪.১	৪.০

@= আইএমএফ লোন বাদে।
*= সংশোধিত, **= সাময়িক।

চার্ট ১০.৬

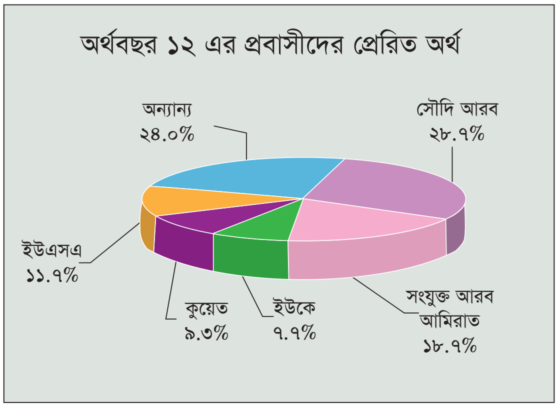

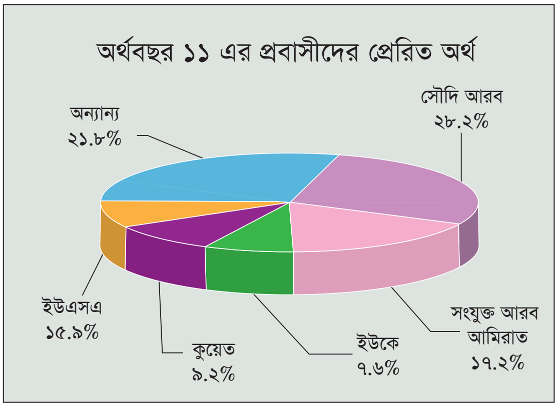

হলো ঃ বৈদেশিক দায় মিটানো, বিনিময় হার ব্যবস্থাপনার জন্য রিজার্ভের তারল্য সংরক্ষণ করা, রপ্তানি ও প্রবৃদ্ধি সচল রাখা, বিনিময় হারের উঠানামা নিয়ন্ত্রণ করা, সতর্কতার সাথে মজুদের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মজুদ থেকে কাঙ্ক্ষিত আয় অর্জনের পাশাপাশি মজুদের আর্থিক মূল্য বজায় রাখা। সর্বোচ্চ লেনদেনে বাংলাদেশ ব্যাংক তার মজুদের উপর থেকে ঝুঁকি কমানোর উদ্দেশ্যে তার বিনিয়োগকে বহুমুখী করে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এজেন্সি (স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওর'স, মুডিস্ এবং ফিচ) কর্তৃক নির্ধারিত ভাল ক্রেডিট রেটিং এর ভিত্তিতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের বন্ড ও বিলে বিনিয়োগ করে। মজুদকে প্রধান প্রধান মুদ্রার ভিত্তিতে বহুমুখী করা হয় যাতে বিনিময় হার ঝুঁকি হ্রাস পায়। সুদ হার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সঠিক বিনিয়োগ সময় সীমা অনুসরণ করা হয়, যেখানে মজুদ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম তিনটি বিভিন্ন রিপোর্টিং এজেন্সির (Front Office, Middle Office and Back Office) অধীনে পরিচালিত হয়। যাহোক, তারল্যের চুক্তিভুক্ত বিধিনিষেধ রক্ষা এবং বাজার ও ঋণ ঝুঁকি সীমিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন বহুমুখী খাত যেমন স্বর্ণ, টি-বিল, রেপো, স্বল্প মেয়াদি আমানতসহ অর্থ বাজারের বিভিন্ন উপকরণ, উচ্চহারের সভরেন, সুপারন্যাশনাল ও কর্পোরেট বন্ড ইত্যাদিতে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত এবং প্রধান রেটিং এজেন্সি কর্তৃক কিছুটা নিম্ন রেটিং প্রাপ্ত ব্যাংকগুলোতে তার তহবিল বিনিয়োগে সতর্কতা অবলম্বন করে আসছে।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (ACU) এর আওতায় লেনদেন

১০.২৮ অর্থবছর ১২-এ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (ACU) সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের মোট লেনদেন হ্রাস পায়। বিগত বছরগুলোর ন্যায় অর্থবছর ১২-এও বাংলাদেশ নীট দেনাদার ছিল। আলোচ্য বছরে ACU সদস্যভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় অর্থবছর ১১-এর ২৮২.৬৬ মিলিয়ন ডলার (২০৯৮.২৭ কোটি টাকা) থেকে ৭৩.৯৬ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ২৬.১৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ২০৮.৭০ মিলিয়ন ডলারে (১৭০৭.৭১ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, ACU সদস্যভুক্ত দেশগুলো হতে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ অর্থবছর ১১-এর ৫২৯৯.৮৪ মিলিয়ন ডলার (৩৯৩৪২.২৫ কোটি টাকা) হতে ৫৩৩.৮৪ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ১০.০৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪৭৬৬.০ মিলিয়ন ডলার (৩৮৯৯৭.৮৭ কোটি টাকা) এ দাঁড়ায়। ফলে, নীট দেনার পরিমাণ অর্থবছর ১১-এর ৫০১৭.১৮ মিলিয়ন ডলার (৩৭২৪৩.৯৮ কোটি টাকা) থেকে ৪৫৯.৮৮ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৯.১৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৪৫৫৭.৩০ মিলিয়ন ডলার (৩৭২৯০.১৬ কোটি টাকা) এ দাঁড়ায়। ACU এর আওতায় বিগত তিন বছরে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ সারণী ১০.৬ এ দেখানো হলো।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

১০.২৯ এপ্রিল ২০১২-এ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ)-এর নির্বাহী বোর্ড বাংলাদেশের জন্য Extended Credit Facility (ECF) সুবিধার আওতায় ৭টি সমান কিস্তির মাধ্যমে ৩-বছর মেয়াদি ৬৩৯.৯৬ মিলিয়ন এসডিআর ঋণ অনুমোদন করেছে। ECF-এর অধীনে ১১ এপ্রিল ২০১২ এ বাংলাদেশ আইএমএফ এর কাছ থেকে ৯১.৪২ মিলিয়ন এসডিআর গ্রহণ করে। অর্থবছর ১২ এ বাংলাদেশ আইএমএফ-কে PRGF-এর বিপরীতে ৫৯.৯৮ মিলিয়ন এসডিআর পরিশোধ করে এবং এর ফলে জুন ২০১২ শেষে PRGF-এর অধীনে বকেয়া দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৫.৬৭ মিলিয়ন এসডিআর। অন্যদিকে অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ আইএমএফ-কে Emergency Natural Disaster Assistance Programme (ENDA) এর বিপরীতে ৬৬.৬৬ মিলিয়ন এসডিআর পরিশোধ করে এবং এর ফলে জুন ২০১২ শেষে ENDA এর অধীনে বকেয়া দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৬.৬৭ মিলিয়ন এসডিআর। ২০১২ এর জুন শেষে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের কাছে বাংলাদেশের বকেয়া দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪৩.৭৬ মিলিয়ন এসডিআর। আলোচ্য অর্থবছরে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলকে সার্ভিস চার্জ বাবদ ২.৯৫ মিলিয়ন এসডিআর পরিশোধ করে (সারণী ১০.৭)।

বিনিময় হার গতিধারা

১০.৩০ ৩১ মে ২০০৩ সন থেকে ভাসমান বিনিময় হার পদ্ধতি কার্যকর হওয়ার পর থেকেই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্ব স্ব মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংকগুলো এখন আন্তঃব্যাংক ও

গ্রাহকদের সাথে লেনদেনের জন্য স্বাধীনভাবে তাদের বিনিময় হার নির্ধারণ করে থাকে। তা সত্ত্বেও সুশৃঙ্খল বাজার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার উন্নয়নে সর্বদা সজাগ রয়েছে। স্থানীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির (মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি) এবং জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার শতকরা প্রায় ১০.০ ভাগ অবচয় হয়। আন্তঃব্যাংক হারের ভারীত গড় ২০১২ সনের ৩০ জুন প্রতি ডলারে ৮১.৮৩ টাকা হয় যা ২০১১ সনের ৩০ জুন ছিল প্রতি ডলারে ৭৪.২৩ টাকা। অর্থবছর ১২-এ প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশে টাকার মান প্রায় স্থিতিশীল ছিল। এ অর্থবছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকা শতকরা ৮.১৬ ভাগ অবচয় হয়। কিন্তু দূরদৃষ্টিমূলক মুদ্রানীতির কারণে তৃতীয় এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশে টাকার মান পুনরুদ্ধার হয় এবং বৃদ্ধি পায়। এ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি (শতকরা ১০.২ ভাগ) এবং আমদানি ব্যয়ের যৌক্তিকীকরণ ও রপ্তানি আয়ের পরিমিত (শতকরা ৬.২ ভাগ) প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ বাংলাদেশের টাকার মানকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রাখতে সাহায্য করে। যাহোক, মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য অর্জনে বাজার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় বাজারে তার ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে।

বিনিময় হার নীতিমালার পরিবর্তন

১০.৩১ অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিনিময় হার নীতিমালা সহজীকরণ প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক. অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সেবা, Business Process Outsourcing (BPO), ব্যবসায়িক সেবা, পেশাগত সেবা, গবেষণা/পরামর্শ সেবা প্রভৃতি অদৃশ্য খাতের রপ্তানিকারকগণ সহজে বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করতে পারবেন। অধিকন্তু, সেবা রপ্তানিকারকগণ সেবা রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার অনধিক ৫০% তাদের নামে রক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা রিটেনশন কোটা হিসাবে জমা রাখতে পারবেন।

সারণী ১০.৫ ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

মাস (মাস শেষের অবস্থান)	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
জুলাই	৫০৪২	৫৮২০	৭৭৪১	১০৭৪৯	১০৩৮১
আগস্ট	৫২২৫	৫৯৬৬	৯১৫৬	১০৯৯২	১০৯১৪
সেপ্টেম্বর	৫১৫৮	৫৮৬৩	৯৩৬৩	১০৮৩৪	৯৮৮৪
অক্টোবর	৫৪১০	৫৫৫১	৯৫৪৫	১১১৬০	১০৩৩৮
নভেম্বর	৫০৯৫	৫২৪৫	১০৩৩৬	১০৭০০	৯২৮৫
ডিসেম্বর	৫৫১৫	৫৭৮৮	১০৩৪৫	১১১৭৪	৯৬৩৫
জানুয়ারি	৫৩৮৭	৫৫৭৭	১০০৯৮	১০৩৮২	৯৩৮৬
ফেব্রুয়ারি	৫৯৭৮	৫৮৭২	১০৫৫৫	১১১৫৯	১০০৬৭
মার্চ	৫৩০২	৫৯৫৩	১০১৪২	১০৭৩১	৯৫৭৯
এপ্রিল	৫৭৭৩	৬৫০৯	১০৬০২	১১৩১৬	১০১৯৩
মে	৫৩৩৫	৬৫৬৩	১০১৪৬	১০৪৩১	৯৫২০
জুন	৬১৪৯	৭৪৭১	১০৭৫০	১০৯১২	১০৩৬৪

উৎস ঃ একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চার্ট ১০.৭

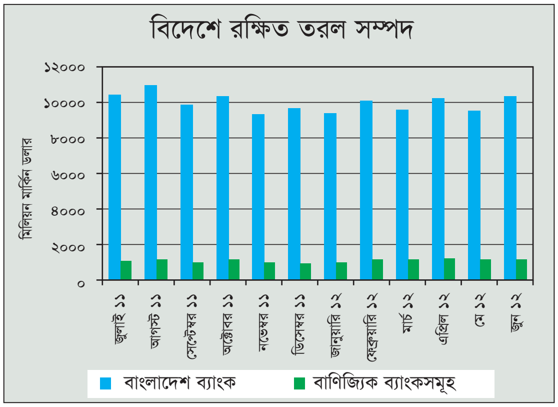

খ. বিলম্বে মূল্য পরিশোধের শর্তে আমদানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে supplier's credit এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট usance period এর সুদের হার সর্বসাকুল্যে অনধিক ৬% এ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে; পূর্বে এর হার ছিল সংশ্লিষ্ট মুদ্রা/সময়কালের LIBOR Rate এর সমান। এছাড়া সরবরাহদাতা কর্তৃক বাণিজ্য ঋণ (trade credit) নেয়া ছাড়াও আমদানিকারকদের অনুমোদিত ডিলার দ্বারা বিদেশী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে buyers credit নেয়ার ক্ষেত্রে সংশোধিত সুদ হার প্রযোজ্য হবে। পাশাপাশি, বৈদেশিক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে

usance basis-এ আমদানির ক্ষেত্রে অথবা buyers credit সুবিধা গ্রহণ করে আমদানি দায় পরিশোধের ক্ষেত্রেও সর্বসাকুল্যে সুদের হার অনধিক ৬% পর্যন্ত হতে পারে।

গ. অন্যান্য অর্থবছরের ন্যায় অর্থবছর ১২-এ রপ্তানি উৎসাহিতকরণে সরকার ১৯টি খাতের মাধ্যমে রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানিকারকদেরকে নগদ সহায়তা/রপ্তানি ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খাতগুলো হলো- ১) বস্ত্রখাত; ২) হোগলা, খড়, আখের ছোবড়া ইত্যাদি দিয়ে হাতে তৈরি পণ্য; ৩) কৃষিপণ্য ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য; ৪) বাইসাইকেল; ৫) হাঁড়ের গুঁড়া; ৬) ডিম ও বাচ্চা মুরগী; ৭) হাল্কা প্রকৌশল পণ্য; ৮) ঈশ্বরদী ইপিজেডে কৃষি ভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণে লিকুইড গ্লুকোজ রপ্তানি খাত; ৯) হালাল মাংস; ১০) হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ; ১১) চামড়াজাত দ্রব্যাদি; ১২) জাহাজ; ১৩) নতুন পণ্য/বাজার (USA, Canada, EU ছাড়া); ১৪) চামড়া; ১৫) চামড়ার গুড়া; ১৬) বস্ত্র খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য অতিরিক্ত নগদ সহায়তা/প্রণোদনা; ১৭) আলু; ১৮) প্লাস্টিক পেট বোতল-ফ্লেক্স; ১৯) পাটজাত দ্রব্যাদি।

ঘ. বিদেশী পেশাজীবী বা বৈজ্ঞানিক সংস্থার সদস্য ফি, বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফি [আবেদন, নিবন্ধন, ভর্তি, ভর্তির উপযুক্ততা নির্ণয়ের জন্য টোফেল, স্যাট ইত্যাদি পরীক্ষার ফি, ইত্যাদি] এর জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অনলাইনে পরিশোধ করা যাবে। এছাড়া, কার্ডধারী নয় এমন ব্যক্তির পক্ষে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক এর শাখার মাধ্যমে ভার্চুয়াল কার্ড ব্যবহার করেও সংশ্লিষ্ট ফি প্রেরণ করতে পারবে।

ঙ. বৈদেশিক মুদ্রার অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ পাউন্ড, ইউরো ও জাপানী ইয়েন এর পাশাপাশি কানাডিয়ান ডলারে এফসি ক্লিয়ারিং হিসাব স্থাপন করে লেনদেন করতে পারবে।

সারণী ১০.৬ এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতাধীনে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

লেনদেনের শিরোনাম	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	শতকরা পরিবর্তন
প্রাপ্তি	১৪৪.৮১	২৮২.৬৬	২০৮.৭০	২৬.১৬%
(রপ্তানি)	(১০০৬.৫০)	(২০৯৮.২৭)	(১৭০৭.৭১)	
পরিশোধ	৩১৭৫.৩৭	৫২৯৯.৮৪	৪৭৬৬.০০	১০.০৭%
(আমদানি)	(২২০৬৯.২৮)	(৩৯৩৪২.২৫)	(৩৮৯৯৭.৮৭)	
নীট ঃ ঘাটতি (-)/	-৩০৩০.৫৬	-৫০১৭.১৮	-৪৫৫৭.৩০	৯.১৬%
উদ্বৃত্ত (+)	(-২১০৬২.৭৮)	(-৩৭২৪৩.৯৮)	(-৩৭২৯০.১৬)	

নোট ঃ ১) বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ কোটি টাকা নির্দেশ করে।
২) এসিইউ ডলার=১ মার্কিন ডলার; ১ মার্কিন ডলার = ৮১.৮৩ টাকা।
উৎসঃ ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণী ১০.৭ আইএমএফ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদির বিপরীতে বকেয়া দায়ের স্থিতি

(মিলিয়ন এসডিআর)

সুবিধাদি	অর্থবছর জুন ০৮ পর্যন্ত উত্তোলন/ক্রয়	জুন ২০১১ শেষে বকেয়া দায়ের স্থিতি	অর্থবছর ২০১২ এ পরিশোধ	জুন ২০১২ শেষে বকেয়া দায়ের স্থিতি
পিআরজিএফ জুন ২০০৩	৩১৬.৭৩	২৪৫.৬৫	৫৯.৯৮	১৮৫.৬৭
জরুরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহযোগিতা প্রোগ্রাম, এপ্রিল ২০০৮	১৩৩.৩৩	১৩৩.৩৩	৬৬.৬৬	৬৬.৬৭
ইসিএফ, এপ্রিল ২০১২	৯১.৪২	-	-	৯১.৪২
মোট	**৫৪১.৪৮**	**৩৭৮.৯৮**	**১২৬.৬৪**	**৩৪৩.৭৬**

উৎস ঃ ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

চ. বৈদেশিক আয় প্রত্যাবাসনকে আরো গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ হতে বিভিন্ন অদৃশ্য খাত যেমন ফ্রিল্যান্সিং/অফ-শোর আইটি/বিজনেস প্রোসেস আউটসোর্সিং সেবা প্রদানকারীরা অনলাইন ব্যবস্থায় অদৃশ্য সেবা রপ্তানির বিপরীতে অর্জিত আয় সহজে দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনলাইন পেমেন্ট গেইটওয়ের সাথে হিসাব স্থাপন এবং অনুমোদিত এডি ব্যাংকগুলোকে নস্ট্রো কালেকশন হিসাব পরিচালনায় বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণ অনুমোদন জ্ঞাপন করেছে। বর্তমানে আলোচ্য ব্যবস্থায়, সর্বোচ্চ লেনদেন সীমা প্রতি ক্ষেত্রে ৫০০ মার্কিন ডলার হতে ২০০০ মার্কিন ডলার এ উন্নীত করা হয়েছে।

ছ. কুষ্টিয়া, মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনাকারী অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসের পরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসের আওতায় কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক রাজশাহী অফিসে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিবরণী/রিটার্ন দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

জ. বিদেশ হতে দেশে আগত ব্যক্তি কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ঘোষণা প্রদানের ক্ষেত্রে (আনীত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৫০০০ মার্কিন ডলার/ এর সমমান অথবা এর উর্ধ্বে করা হলে) ব্যবহৃত FMJ ফরমে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত FMJ ফরমের ৩টি কপির মূলটি বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য, ২য় কপি কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের এবং ৩য় কপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঝ. শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত শিপ ব্রেকিং ও শিপ রিসাইক্লিং বিধিমালা-২০১১ অনুযায়ী এখন থেকে যে কোন সমুদ্রগামী জাহাজ আমদানির নিমিত্তে এলসি স্থাপনের পূর্বে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের পরিবর্তে/ Ship Building and Ship Recycling Board (SBSRB) হতে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

ঞ. বিদেশী মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ/BMRE এর জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদি ঋণ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখার পাশাপাশি অ-অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নোক্ত শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে প্রদান/নবায়ন করতে পারবে ঃ

- মোট মেয়াদি ঋণের মধ্যে টাকা মেয়াদি ঋণের শতকরা অনুপাত প্রতিষ্ঠানটির মোট মূলধনের মধ্যে স্থানীয় বাংলাদেশী নাগরিক কর্তৃক ধারণকৃত মূলধনের শতকরা হার অতিক্রম করবে না এবং ফার্ম/ কোম্পানীগুলো বিদেশী মালিকানাধীন বা বিদেশী দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন হবে না।

- ফার্ম/ কোম্পানির মোট ঋণ ৫০ ঃ ৫০ ঋণ-মূলধন অনুপাত অতিক্রম করবে না। single party exposure ঋণের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিরাজমান ঋণ নীতি ও প্রাবিধানিক (regulatory) ধারাসমূহ প্রযোজ্য থাকবে।

ট. বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্ট সহজে খোলা ও পরিচালনা সম্পর্কিত নিয়মাবলী সম্বলিত “বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্ট সহজে খোলা ও পরিচালনা সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মাবলী” শীর্ষক একটি বুকলেট প্রকাশ করেছে। বুকলেটটিতে প্রাইভেট এফসি একাউন্ট, নন্-রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট একাউন্ট (এনএফসিডি) এবং রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট একাউন্ট (আরএফসিডি) খোলা ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিস্তারিত নিয়মাবলী উল্লেখ রয়েছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটেও দেখা যাবে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম-২০১২

১০.৩২ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর ২৪(১) ধারার নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত আইনে বর্ণিত বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টের ২৫ জানুয়ারি ২০১২ তারিখের প্রশাসনিক নির্দেশনা অনুসারে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগকে বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন-এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী বিএফআইইউ দেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে অর্থবছর ১২ এ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

রিপোর্টিং সংস্থা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী আইনকানুন

১০.৩৩ রিপোর্টিং সংস্থা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী আইনকানুন বীমা কোম্পানিসমূহ, মানিচেঞ্জার, অর্থ প্রেরণকারী সংস্থাসমূহ, সিকিউরিটিজ মার্কেট মধ্যস্থতাকারী, অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non-Profit Organisation), বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non-Government Organisation), সমবায় সমিতি, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ডিলারগুলো, ট্রাস্ট ও কোম্পানি সেবা প্রদানকারী, আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং হিসাবরক্ষকদেরকে রিপোর্টিং সংস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

বীমা কোম্পানি এবং মানিচেঞ্জারদের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তাদের করণীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণপূর্বক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক গাইডেন্স নোটস্ বিএফআইইউ কর্তৃক যথাক্রমে ০৫/০৭/২০১১ ও ২৭/০৯/২০১১ তারিখে জারি করা হয়েছে।

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানিসমূহের দ্বারা গ্রাহকেরা প্রতারিত হচ্ছে কিনা এ বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য বিএফআইইউ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিএফআইইউ কর্তৃক প্রাথমিক পরিদর্শন কার্যক্রম শেষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেশ কিছু কেইস দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বিএফআইইউ কর্তৃক উক্ত কেইসসমূহের হালনাগাদ অবস্থা মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন-এ বর্ণিত নির্দেশনার আওতায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংঘটিত হয়েছে সন্দেহে বেশ কিছু ব্যাংক হিসাবের লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-এর নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন না করার জন্য অর্থবছর ১২ এ একটি ব্যাংককে জরিমানা করা হয়েছে। মোট দণ্ডিত ব্যাংকসমূহের সংখ্যা হল ২২টি।

আইনী ব্যবস্থা

১০.৩৪ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করার লক্ষ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ রহিতকরণপূর্বক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এর সংশোধনপূর্বক সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দুটি আইনের খসড়া প্রণয়নে বিএফআইইউ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে।

বিভিন্ন দেশের সাথে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে অধিকতর সহায়তা প্রাপ্তির জন্য অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ জারি করা হয়েছে। উক্ত আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রেও বিএফআইইউ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে।

ডিজিটালাইজেশন এবং ডাটাবেইজ রক্ষণাবেক্ষণ

১০.৩৫ ডিজিটালাইজেশন এবং ডাটাবেইজ রক্ষণাবেক্ষণ বিএফআইইউ অর্থবছর ১২-এ বিভিন্ন ব্যাংক হতে ১০৩টি সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন গ্রহণ করেছে এবং জুলাই ২০১১ হতে ২৪ জুন ২০১২ পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদনের সংখ্যা ৮৩৫টি।

বিএফআইইউ এর আইটি অবকাঠামো সুসংহতকরণ এবং অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম (CTR Ges STR) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে Procurement of ‘goAML’ software অন্যতম। Central Bank Strengthening Project এর আওতায় UNODC হতে ‘goAML’ software ক্রয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হয়েছে।

বিএফআইইউ -এ ২০/০৭/২০১১ তারিখে অটোমেটেড MIS প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেমের আওতায় তথ্য সংরক্ষণ এবং তা হালনাগাদকরণসহ তথ্য ব্যবহারপূর্বক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রিপোর্ট প্রস্তুত করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

১০.৩৬ Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) কর্তৃক বাংলাদেশের উপর পরিচালিত মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট এর রেটিং অনুযায়ী বাংলাদেশ অক্টোবর, ২০১০ সন হতে International Cooperation Review Group(ICRG)-এর Ongoing Monitoring এর আওতাধীন হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা সুসংহতকরণ এবং হালনাগাদ করার ICRG প্রক্রিয়া হতে অব্যাহতি পাওয়ার লক্ষ্যে জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক ২০১১-১৩ মেয়াদে একটি Time Bound National Action Plan প্রণয়ন করা হয়। সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং বিএফআইইউ-এর কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত Action Plan ভুক্ত করণীয় কাজসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন হওয়ায় ICRG List এ অবস্থানকারী অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ-ই তার অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বিএফআইইউ এর সাথে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মোট ১১ টি দেশের এফআইইউ-এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে ২০১১-১২ সময়কালে সিঙ্গাপুরের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি

১০.৩৭ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। অন্যান্য রিপোর্টিং সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্যও এরূপ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিস রয়েছে এমন ৮টি

জেলায় নিজস্ব আয়োজনে এবং যেসব জেলাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিস নেই সেসব জেলাতে (৫৬টি) লীড ব্যাংক পদ্ধতিতে ব্যাংকগুলোর সহায়তায় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে। অন্যান্য রিপোর্টিং সংস্থাকেও এরূপ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশ পুলিশ, দুদক ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তাদের জন্য এতদ্‌বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বীমা কোম্পানির প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে অর্থবছর ১২ এ পৃথক পৃথক বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন/ সভা/ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ

১০.৩৮ ২০১১-১২ সময়কালে বিএফআইইউ-এর কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন/সভা/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছে যার ফলে অন্যান্য দেশের সাথে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারিত হয়েছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

১০.৩৯ বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় কৌশলপত্র (National Strategy for Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism 2011-2013) প্রণয়ন করেছে যা জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

বিএফআইইউ কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের নেতৃত্বে দেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নিরূপণ (AML/CFT Risk Vulnerabilities Assessment) করা হয়েছে এবং AML/CFT Risk Vulnerabilities Assessment Report এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে উচ্চ পর্যায়ের নীতি প্রণয়ন এবং কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি (National Coordination Committee-NCC)-এর সেক্রেটারিয়েট হিসেবে বিএফআইইউ দায়িত্ব পালন করছে। অর্থবছর ১২-এ উক্ত কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার মধ্যে প্রয়োজনীয়/সংশ্লিষ্ট তথ্য বিনিময়ের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। বিএফআইইউ উক্ত প্রজ্ঞাপনের খসড়া প্রণয়ন করেছে।

পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়ের নেতৃত্বে Inter Agency Task Force on Stolen Asset Recovery Committee টি পুনর্গঠন করেছে। উক্ত টাস্ক ফের্সের সেক্রেটারিয়েট হিসেবে বিএফআইইউ দায়িত্ব পালন করছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন-এ বর্ণিত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-এর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য উক্ত ইউনিট ২০১১-১২ সময়কালে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যৎ ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ইউনিটটিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্

১১.১ পণ্য এবং সেবা আদান প্রদানের কারণে অর্থ স্থানান্তর এবং নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিধিবদ্ধ কার্যপ্রণালীসহ ভৌত ও ইলেক্ট্রনিক অবকাঠামোই পেমেন্ট সিস্টেম। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য কার্যকর ও নিরাপদ পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর আবশ্যকতা অপরিহার্য। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহকে বাজার-ভিত্তিক ইন্সট্রুমেন্টগুলোকে আরও ভালভাবে ব্যবহার করে কার্যকর মনিটারী পলিসি সূত্রিতকরণের মাধ্যমে এর উদ্দেশ্য অর্জনসহ আর্থিক ব্যবস্থা ও সার্বিক অর্থনীতির দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করে।

১১.২ **পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর কার্যপদ্ধতি ঃ** বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর ৭এ(ই) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো- ‘‘ব্যাংক নোট ইস্যুসহ পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর আধুনিকায়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপদ ও কার্যকর পেমেন্ট সিস্টেমস নিশ্চিতকরণ’’। অর্পিত এই দায়িত্ব পরিপালন এবং একটি অত্যাধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট এন্ড পেমেন্ট সিস্টেমস্ (DCMPS) দেশে একটি নিরাপদ ও কার্যকর পেমেন্ট সিস্টেমস্ গড়ে তোলার কাজ করে আসছিল। বর্তমানে পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিভিশন (PSD) দেশে একটি অত্যাধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ গড়ে তোলার জন্য নিম্নোক্ত আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর উপর কাজ করছে-পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর কৌশল, অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম, ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ই-কমার্স এবং এম-কমার্স, আইন ও প্রবিধিগত অবকাঠামো, পেমেন্ট সিস্টেমস্ ওভারসাইট এবং রেমিট্যান্স সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

১১.৩ **বিদ্যমান পেমেন্ট সিস্টেমস্ ঃ** বাংলাদেশে কাগুজে পেমেন্ট সিস্টেমস্ আধা-স্বয়ংক্রিয়,সময়-সাপেক্ষ এবং অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর সমপর্যায়ের ছিল না। দেশের নিকাশ অঞ্চলগুলোতে (clearing region) চেক ও অন্যান্য কাগজ-ভিত্তিক ইন্সট্রুমেন্ট সমূহ নিকাশ হতে t + 2 বা t + 3 সময়ের প্রয়োজন হতো। আন্তঃআঞ্চলিক ইন্সট্রুমেন্টসমূহ নিকাশ হতে আরও বেশি সময় লাগতো। এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক জরুরি ভিত্তিতে নিকাশ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ৭ অক্টোবর ২০১০ এর আগে বাংলাদেশে চার ধরনের পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ চালু ছিল। এগুলো ছিলো ঃ (ক) ঢাকাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮টি শাখা অফিসে পরিচালিত নিকাশ ঘর, (খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন শাখা নেই-দেশের এ ধরনের ৩১টি কেন্দ্রে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত নিকাশ ঘর, (গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের বড় অংকের (large value) চেক পেমেন্ট ব্যবস্থা ও (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঢাকায় পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা নিকাশ ব্যবস্থা। নিকাশ ঘরসমূহের মাধ্যমে চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, ডিভিডেন্ড এবং রিফান্ড ওয়ারেন্ট ইত্যাদি ইন্সট্রুমেন্টসমূহ নিকাশ করা হতো। এসমস্ত নন-ক্যাশ পেমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ছাড়াও ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, এটিএম লেনদেন বিশেষ করে শহরাঞ্চলে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা পাচ্ছিল।

১১.৪ **পেমেন্ট সিস্টেমস্ এ পরিবর্তনের সূচনা ঃ** দেশের পরিবর্তনশীল আর্থিক অবকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন আধুনিক পেমেন্ট ইন্সট্রুমেন্টের। কিন্তু আইটি এবং আইনী অবকাঠামোর অভাব আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ বাস্তবায়নের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। দেশে বিদ্যমান কাগুজে পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ এর পরিবর্তে একটি তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক, দ্রুততর, নিরাপদ এবং কার্যকর ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ডিএফআইডি (DFID) এর কারিগরি ও আর্থিক

সহায়তায় দেশের প্রথম ইলেক্ট্রনিক নিকাশ ব্যবস্থা বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH) ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে চালু হয়েছে এবং কাঙ্ক্ষিত অত্যাধুনিক সেবা প্রদান করছে।

১১.৫ পেমেন্ট সিস্টেমস্ এ গৃহীত কৌশলসমূহ ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের "স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০১২-২০১৪" এ স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রায় সবগুলো লক্ষ্যই ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কিছু বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট পুরাতন কৌশলসমূহ পুনঃবিবেচনা করে নতুন কৌশলসমূহ নির্ধারণ করেছে যার লক্ষ্য হচ্ছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ, কার্যকর, দ্রুত ও নিরাপদ ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য নতুন পেমেন্ট চ্যানেল যেমন-ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, ই-পেমেন্ট গেটওয়ে, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS) বাস্তবায়নের পাশাপাশি পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর প্লাটফরম স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনী ও প্রবিধিগত ভিত্তি নিশ্চিত করার বিষয়ে পিএসডি অব্যাহতভাবে কাজ করছে। দেশের পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ সারণী ১১.১ এ বর্ণিত করা হয়েছে।

১১.৬ বর্তমানে কার্যরত পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মসমূহ ঃ ৭ অক্টোবর ২০১০ হতে মেশিন পাঠযোগ্য চেকের নিকাশ এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় চেক প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা চালু হয়। পরবর্তীতে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার, ই-কমার্স, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ও এম-কমার্স ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উল্লেখিত পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মগুলো সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সারণী ১১.১ দেশের পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ

১. ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় আইনী ও প্রবিধিগত অবকাঠামো স্থাপন (legal & regulatory framework)

২. ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ই-কমার্স, এম-কমার্স এবং যৌথ এটিএম, পিওএস, এজেন্ট ব্যাংকিং প্রভৃতির ব্যবহার উদ্বুদ্ধকরণ ও নিশ্চিতকরণ

৩. বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট চ্যানেলের যথাযথ ও যৌথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপন

৪. ই-পেমেন্ট গেটওয়ে স্থাপন

৫. রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS) স্থাপন

১১.৭ বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH) ঃ দেশের সর্বপ্রথম ইলেক্ট্রনিক নিকাশ ব্যবস্থা বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH) এর দুটি অংশ - স্বয়ংক্রিয় চেক প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা (BACPS) এবং ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)। দুটি ব্যবস্থাই ব্যাচ-সিস্টেমে কাজ করে। দৈনিক বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে প্রাপ্ত লেনদেনগুলো একটি পূর্বনির্ধারিত সময়ে প্রসেস (Process) করে মাল্টিলেটারাল নেটিং (Multilateral Netting) এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি (Settle) করা হয় এবং তদনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত প্রত্যেক ব্যাংকের হিসাব দিন শেষে হালনাগাদ করা হয়। বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH) এর কার্যক্রমের জন্য অত্যাধুনিক software এবং hardware ভিত্তিক একটি Data Center (DC) এবং একটি Disaster Recovery Site (DRS) স্থাপন করা হয়েছে। BACH সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান প্রদানের জন্য DC এবং DRS এর সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে স্থাপিত যোগাযোগ সূত্র (communication link) ব্যবহার করে একটি Virtual Private Network (VPN) তৈরি করা হয়েছে। নিরাপদভাবে তথ্যাদি আদান প্রদানের জন্য প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে digital certificate প্রবর্তন করা হয়েছে।

১১.৮ বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিষ্টেম (BACPS) ঃ চেক ইমেজিং এন্ড ট্রানকেশন সিস্টেম (Cehque Imaging and Truncation System - CITS) ব্যবহার করে কাগুজে ইন্স্ট্রুমেন্টসমূহের যেমন চেক, পে-অর্ডার, ডিভিডেন্ড, রিফান্ড ওয়ারেন্ট ইত্যাদির ইলেক্ট্রনিক নিকাশ করা হয়। এ সিস্টেমে ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রসেসিং ব্যবস্থা ও নির্ধারিত আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে অন্তঃএলাকা (intra-regional) ও আন্তঃএলাকা (inter-regional) নিকাশ করা যায়।

এ ব্যবস্থা বিশ্বে অনুসৃত সর্বোত্তম পন্থাগুলোর অনুরূপ এবং সর্বনিম্ন খরচে দেশের মধ্যে চেক ক্লিয়ারিং সুবিধা প্রদানের উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। Systems Integration Test (SIT), Live Simulation Test (LST) এবং Live Day Simulation (LDS) সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ার পর বিগত ৭ অক্টোবর ২০১০ থেকে বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS) এর সরাসরি কার্যক্রম (live operation) শুরু করেছে। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য অঞ্চলসমূহ এ ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে সোনালী ব্যাংক এর ৩৩টি চেস্ট শাখা কর্তৃক পরিচালিত ক্লিয়ারিং হাউজের আওতাধীন শাখাসমূহও BACH এ যুক্ত হয়। এছাড়া কিছু বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নিকাশব্যবস্থা বহির্ভূত অঞ্চল যেমন ঃ সাভার ইপিজেড, টঙ্গী, সৈয়দপুর, কেরাণীগঞ্জকে লেনদেনের সংখ্যা ও গুরুত্বের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় চেক প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থায় যুক্ত করা হয়েছে। পূর্বে উক্ত অঞ্চলসমূহে কোন নিকাশঘর (clearing house) ছিল না।

১১.৯ বর্তমানে দৈনিক প্রায় ১৫,০০,০০০ রেগুলার ভ্যালু ও প্রায় ৯০,০০০ হাই ভ্যালু চেক ও অন্যান্য ইন্স্ট্রুমেন্টসমূহ BACPS-এর মাধ্যমে নিকাশ করা হয়। দেশের মোট চেক সংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিকাশ করা হয়। টাকার অংকে এসকল রেগুলার ভ্যালু ও হাই ভ্যালু চেকের গড় মূল্যমান যথাক্রমে ৪২৮ বিলিয়ন ও ৩৮৭ বিলিয়ন। রেগুলার ভ্যালু ও হাই ভ্যালু চেকের নিকাশ চক্র (clearing cycle) দেশব্যাপী যথাক্রমে t+1 ও t+0 সময়ে কমিয়ে আনা হয়েছে। তালিকা ১১.১ ও ১১.২ এ BACPS চালু হবার পরবর্তী সময় হতে রেগুলার ভ্যালু ও হাই ভ্যালু ইন্স্ট্রুমেন্টসমূহের সংখ্যা ও মূল্যমান দেখানো হলো।

চার্ট ১১.১

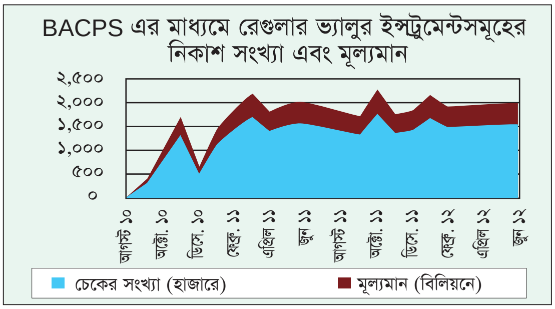

চার্ট ১১.২

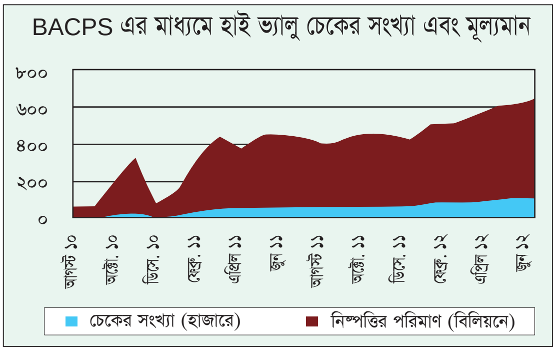

১১.১০ **বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)** ঃ কাগজ-ভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম নিরুৎসাহিতকরণের মাধ্যমে একটি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর নিরাপদ, দ্রুততর এবং ব্যয়-সাশ্রয়ী লেনদেনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে (বিশেষভাবে কর্পোরেট পর্যায়ে) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে দেশের ৪৭টি ব্যাংকের সাথে BEFTN এর সরাসরি কার্যক্রম (live operation) শুরু হয়েছে। BEFTN প্রচলিত কাগজভিত্তিক নিকাশের পরিবর্তে ব্যাংকসমূহের মধ্যে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট প্রবাহের দ্বারা আন্তঃব্যাংক নিকাশকে দ্রুততর ও কার্যকর পেমেন্টের মাধ্যমে পরিণত করেছে যেমনঃ BACPSG। ক্রেডিট লেনদেনের মাধ্যমে এ নেটওয়ার্কের কার্যক্রম শুরু হলেও ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে এতে ডেবিট লেনদেন প্রক্রিয়াও সংযোজিত হয়েছে। এ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে অনেক ধরনের ক্রেডিট লেনদেন করা হচ্ছে যেমনঃ বেতন প্রদান, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রেরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা প্রদান, কোম্পানির লভ্যাংশ প্রদান, অবসর ভাতা প্রদান, খরচ মেটানো, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, অন্যান্য কর্পোরেট পেমেন্ট, সরকারি কর প্রদান, বয়স্ক ভাতা প্রদান, সরকারি লাইসেন্স ফি প্রদান এবং ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেন। ডেবিট লেনদেন যেমনঃ মর্টগেজ পেমেন্টস্, সদস্যচাঁদা, ঋণের কিস্তি , ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ সংগ্রহ, সরকারি কর প্রদান, সরকারি লাইসেন্স ও বিভিন্ন ফি আদান প্রদান করা এর মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে ফান্ড স্থানান্তর মূল্যসাশ্রয়ী হয়েছে, ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে এবং অধিকতর দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পাদন করা যাচ্ছে। বর্তমানে মন্ত্রী মহোদয়দের

বেতন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সমূহের যেমন-অর্থ মন্ত্রণালয়ের বেতন, দুর্নীতি দমন কমিশনের বেতন, এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের বেতন নিরাপদভাবে BEFTN এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।

১১.১১ বর্তমানে প্রতি মাসে প্রায় ২,০০,০০০ EFT ক্রেডিট এবং ২,০০০ EFT ডেবিট লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। EFT ক্রেডিট এর মাধ্যমে প্রায় ১৭.৪ বিলিয়ন টাকা এবং EFT ডেবিট এর মাধ্যমে প্রায় ১.২৯ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়ে থাকে। চার্ট ১১.৩ ও ১১.৪ এ EFT ক্রেডিট এবং EFT ডেবিট লেনদেনের সংখ্যা ও মূল্যমান দেখানো হলো।

১১.১২ **মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ঃ** দেশব্যাপী কার্যরত নেটওয়ার্ক এবং মোবাইল ব্যবহারকারীর বিশাল সংখ্যা ব্যাংক সেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মোবাইল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিস্তৃত মোবাইল নেটওয়ার্ক দেশব্যাপী রেমিট্যান্স পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। আইনী এবং প্রবিধানিক কারণে বাংলাদেশে মোবাইল সেবা প্রদানের জন্য ব্যাংক লেড মডেল কার্যক্রমের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সারণী ১১.২ এ অনুমোদিত মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসসমূহ এবং সারণী ১১.৩ এ বর্তমানে কার্যরত মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসসমূহের বিবরণী দেয়া হলো।

১১.১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর সাহায্যে লেনদেনের সীমা দৈনিক সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা এবং মাসিক সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা নির্ধারণ করেছে (ডিসিএমপিএস (DCMPS) সার্কুলার নং ঃ ১০/২০১১, ডিসেম্বর ১৪, ২০১১)। ব্যাংক ছাড়া বিকাশ (bkash) যা ব্র্যাক ব্যাংকের একটি সাবসিডিয়ারী, এ সেবা প্রদানের অনুমতি পেয়েছে এবং ২১ জুলাই ২০১১ হতে এ সেবা প্রদান করছে। ৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে বাংলাদেশ পোস্ট অফিস "post e-pay" সেবা কার্যক্রম তাদের ১৯৬৮টি শাখায় চালু করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পোস্ট অফিসে নিবন্ধিত হয়ে যে কোন ব্যক্তি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে এ সেবা গ্রহণ করতে পারবেন, যা ক্রমান্বয়ে পোস্ট অফিসের সবগুলো শাখা (৯৮৮৬) হতে পাওয়া যাবে।

সারণী ১১.২ অনুমোদিত মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (in broad categories)

১. বৈদেশিক রেমিট্যান্স বিতরণ।

২. বিভিন্ন এজেন্ট/ব্যাংকের শাখাসমূহ/এটিএম'স/মোবাইল অপারেটর'স আউটলেট এর মাধ্যমে মোবাইল একাউন্টে নগদ জমা/উত্তোলন করা।

৩. ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক পেমেন্টস্ যেমনঃ utility bill payments, মার্চেন্ট পেমেন্টস।

৪. ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ব্যক্তির পেমেন্টস্ (যেমনঃ বেতন বিতরণ, ডিভিডেন্ড এবং রিফান্ড ওয়ারেন্ট পেমেন্টস্, ভেন্ডর পেমেন্টস্ ইত্যাদি)

৫. সরকার কর্তৃক ব্যক্তিকে প্রদেয় পেমেন্টসমূহ (বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, ভর্তুকি ইত্যাদি)

৬. ব্যক্তি কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় পেমেন্টসমূহ (ট্যাক্স, লেভী পেমেন্টস্)

৭. ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেনসমূহ (একজনের নিবন্ধনকৃত মোবাইল একাউন্ট থেকে আরেকজনের মোবাইল একাউন্টে নিবন্ধন করা)

৮. অন্যান্য লেনদেনসমূহ যেমন মাইক্রোফাইন্যান্স, ওভারড্রন সুবিধা (উত্তোলিত সুবিধা), ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, ডিপিএস (DPS) ইত্যাদি।

সারণী ১১.৩ এমএফএস (MFS) উপাত্ত

অনুমোদিত ব্যাংকের সংখ্যা	ঃ	২৩
এম এফ এস (MFS) সেবা প্রদানকারী ব্যাংকের সংখ্যা	ঃ	১৪
নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা	ঃ	৭৭৯,৫৩২
এজেন্ট	ঃ	১৮,৫৮১
লেনদেন (বিলিয়ন টাকা)	ঃ	১০.০৮

* জুন ২০১২ অনুযায়ী

চার্ট ১১.৩

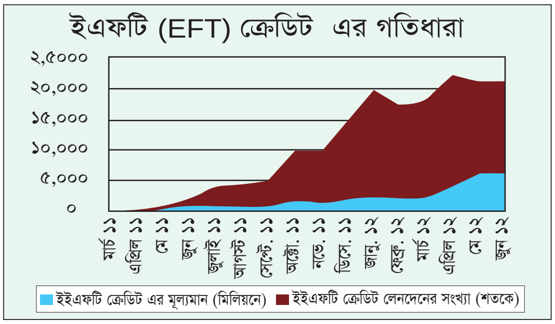

চার্ট ১১.৪

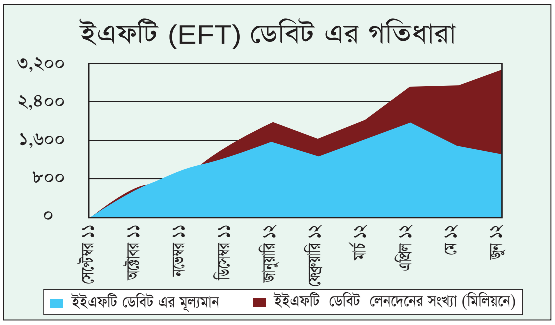

১১.১৪ এম-কমার্স ঃ বাংলাদেশে এম-কর্মাস (m-Commerce) চালু করার লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটরদেরকে মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে রেলওয়ে টিকিট ও বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত খেলা সমূহের টিকেট বিক্রির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তিনটি টেলকো অপারেটরকে এম-কর্মাস সম্পর্কিত লেনদেনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আনুমানিক ৪,২৫,০০০ গ্রাহকের utility bill payment, এবং ১২,০০০ রেলওয়ে টিকেট এম-কমার্সের মাধ্যমে বিক্রি সম্পন্ন করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড দ্বারা আয়োজিত ক্রিকেট খেলার টিকেটও m-Commerce এর মাধ্যমে বিক্রয় হচ্ছে।

১১.১৫ ই-কমার্স ঃ ই-কমার্স সেবা চালুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনুমোদিত সেবাসমূহ হচ্ছে ঃ ক্লায়েন্টের (client) একাউন্ট হতে গ্রহণকারীর (recipient) একাউন্টে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে utility bill পরিশোধ, ক্রয়/ বিক্রয়কারীর হিসাব হতে/ হিসাবে টাকা গ্রহণ/ প্রদান, ক্রেডিট কার্ড দ্বারা স্থানীয় মুদ্রায় online payment। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতাধীন না হলে ১১ মার্চ ২০১১ হতে একই ব্যাংকের গ্রাহকদের মধ্যে অনলাইন চ্যানেল ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০ টাকা লেনদেনের অনুমতি প্রদান করা হয়।

১১.১৬ অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রভাইডার (OPGSPs) ঃ OPGSPs সমূহের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অনুধাবন করে অথরাইজড ডিলারদের (AD) কে স্বল্পমূল্যের নন-পিজিক্যাল সেবাসমূহ যেমন ঃ ডাটা এন্ট্রি/প্রসেস, অফশোর (off-shore) আইটি সেবা, আউট সোর্সিং এর অর্থ OPGSPs এর মাধ্যমে দেশে আনয়নের অনুমতি প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে উক্ত সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন OPGSPs এর মাধ্যমে যেমন ঃ পে-প্যাল (paypal), মানিবুকারস্ (moneybookers), বেস্ট পেমেন্ট গেটওয়ে (best payment gateway) এবং ভার্চুয়াল পে অনলাইন প্ল্যাটফরমস্ (virtual pay online platforms) ইত্যাদির মাধ্যমে টাকা গ্রহণ করতে পারবেন।

১১.১৭ পেমেন্ট সিস্টেমস্ এ গৃহীত নতুন উদ্যোগসমূহ ঃ তাৎক্ষণিকভাবে দক্ষ সেবা প্রদানের মাধ্যমে পেমেন্ট সিস্টেমস্ কে দ্রুত ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। নিম্নে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হলো ঃ

১১.১৮ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ (এনপিএস) ঃ বিভিন্ন প্রদান মাধ্যম যেমনঃ এটিএম (ATM), পিওএস (POS), ইন্টারনেট, মোবাইল এপ্লিকেশন ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংক ইলেক্ট্রনিক পেমেন্টগুলো সহজীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ্ (NPS) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। NPS প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো বেসরকারি উদ্যোগে ইতোমধ্যে স্থাপিত বিভিন্ন অংশীদারী সুইচ্ (switch) সমূহের জন্য একটি সাধারণ প্ল্যাটফরম তৈরি করা। কার্ড ভিত্তিক পেমেন্ট নেটওয়ার্ক এর উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ও ই-কমার্স সেবা প্রবর্ধিত করার জন্য NPS সহযোগিতা করবে। NPS কার্ড ও একাউন্ট নাম্বার ব্যবহার করে ইন্টারনেট এর মাধ্যমে সরকারি বিলসমূহের অনলাইন পেমেন্ট সহজে সম্ভব। আইএফসি (IFC), বিশ্ব ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (BICF) কর্তৃক অর্থায়িত এ প্রকল্প পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিভিশন (পিএসডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।

১১.১৯ আইনী ও প্রবিধিগত অবকাঠামো ঃ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনী ও প্রবিধিগত অবকাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে যা সারণী ১১.৪ এ দেখানো হলো ।

১১.২০ উপরন্তু, ইলেক্ট্রনিক ক্লিয়ারিং হাউজের কার্যপদ্ধতির আইনগত ভিত্তি দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচলিত Negotiable Instruments Act, 1881 এবং Bankers Book of Evidence Act, 1891-এর কতিপয় ধারার সংশোধনী আনয়নের পদক্ষেপ নিয়েছে। পেমেন্ট সিস্টেমস্ এ্যাক্টের খসড়া প্রণয়ন, বিদ্যমান BPSSR ২০০৯ এর পুনর্নিরীক্ষণ, একটি নতুন বিপিএসএসআর ২০১২ (BPSSR, 2012) এর খসড়া প্রস্তুতকরণ, ইলেক্ট্রনিক পেমেন্টসমূহ যেমনঃ এটিএম,

পিওএস, ইন্টারনেট ভিত্তিক ও এম-পেমেন্ট এর জন্য বিধিমালা প্রণয়ন এবং ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট সংক্রান্ত ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিধি প্রস্তুতের জন্য International Finance Corporation-Bangladesh Investment Climate Fund (IFC-BICF) এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে।

১১.২১ **সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম** ঃ স্বয়ংক্রিয় চেক প্রক্রিয়াকরণ, ইলেক্ট্রনিক ফান্ড্স ট্রান্সফার এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর মতো নতুন পেমেন্ট সিস্টেমস্ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের এবং সরকারি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন করেছে। এছাড়াও, ঈপ্সিত ইলেক্ট্রনিক ফান্ড্স ট্রান্সফার ব্যবহারকারীদের যেমনঃ চেম্বার অব কমার্স, স্টক এক্সচেঞ্জ, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী বাংলাদেশ লিঃ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড- এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে এ ব্যবস্থা জনপ্রিয় করার জন্যও বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১১.২২ স্বয়ংক্রিয় চেক প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা, ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ইতোমধ্যে দ্রুত, নিরাপদ ও ব্যয়-সাশ্রয়ী আর্থিক সেবা প্রদানের বিষয়ে তাদের সম্ভাবনা প্রমাণ করেছে। বিশেষতঃ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার কর্পোরেট অফিসে, স্টক এক্সচেঞ্জ এর সদস্যদের মাঝে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এছাড়াও, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ই-কমার্স এবং এম-কমার্স দেশের আর্থিক সেবাপ্রদানখাতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এনপিএস (NPS) বাস্তবায়িত হলে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট মাধ্যমসমূহের সামগ্রিক কার্যপদ্ধতির মানোন্নয়ন, লেনদেনের পরিমাণ এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। ইলেকট্রনিক পেমেন্ট পদ্ধতি ইতোমধ্যে এর পরিচালন দক্ষতার উন্নয়ন ও লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে এবং আর্থিক বাজারের সকল ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা, ও নমনীয়তা এনেছে। অদূর ভবিষ্যতে প্রতিবেশী দেশসমূহ ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কার্যকর ও দক্ষ জাতীয় পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ স্থাপন করা সম্ভব হবে বলে ধারণা করা যায়।

সারণী ১১.৪ পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ অব বাংলাদেশের অধীনে বিদ্যমান আইনী এবং প্রবিধিগত (legal & regulatory) ফ্রেমওয়ার্ক

১. ২৭ এপ্রিল ২০০৯-এ বাংলাদেশ পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস্ রেগুলেশনস্ (BPSSR), ২০০৯ প্রকাশিত হয় ।

২. ১১ জানুয়ারি ২০১০ এ ‘বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেমস্ (BACPS) এর পরিচালনা বিধি ও পদ্ধতি (operating rules and procedures)’ প্রকাশিত হয়।

৩. বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) পরিচালনা বিধি (operating rules) ১১ আগস্ট ২০১০ এ প্রকাশিত হয়।

৪. ‘গাইডলাইনস্ অন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্যা ব্যাংকস্’ সেপ্টেম্বর ২০১১ এ প্রকাশিত হয়।

প্রশাসন

পরিচালক পর্ষদে নতুন পরিচালক নিয়োগ

১২.১ জনাব মোঃ আবুল কাসেম ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ থেকে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের সদস্য হিসেবে জনাব মোঃ নজরুল হুদা এর স্থলাভিষিক্ত হন। ৩ জুন ২০১২ থেকে জনাব আহমেদ জামাল ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের সচিব হিসেবে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর স্থলাভিষিক্ত হন। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ১৭ মে ২০১২ পর্যন্ত পর্ষদের সচিব ছিলেন।

অর্থবছর ১২-এ পরিচালক পর্ষদের মোট ১০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এক্সিকিউটিভ কমিটি

১২.২ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর ১২(১) নম্বর ধারা অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ কমিটি নিম্নোক্তভাবে গঠিত হয় ঃ

ড. আতিউর রহমান	সভাপতি
জনাব মোঃ নজরুল হুদা	সদস্য
জনাব মোঃ আবুল কাসেম	সদস্য
অধ্যাপক হান্নানা বেগম	সদস্য
জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী	সদস্য
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (১৭ মে ২০১২ পর্যন্ত)	সচিব
জনাব আহমেদ জামাল	সচিব

জনাব মোঃ নজরুল হুদা ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য ছিলেন। জনাব মোঃ আবুল কাসেম ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ থেকে ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য হিসেবে জনাব মোঃ নজরুল হুদার স্থলাভিষিক্ত হন এবং জনাব আহমেদ জামাল ৩ জুন ২০১২ থেকে এক্সিকিউটিভ কমিটির সচিব হিসেবে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর স্থলাভিষিক্ত হন। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ১৭ মে ২০১২ পর্যন্ত এক্সিকিউটিভ কমিটির সচিব ছিলেন। অর্থবছর ১২-এ এক্সিকিউটিভ কমিটির মোট ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি

১২.৩ ব্যাংকের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত পদ্ধতির আলোকে পরিচালক পর্ষদকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ১২ আগস্ট ২০০২ হতে ব্যাংকের নির্বাহী নন এমন চারজন পর্ষদ সদস্যের সমন্বয়ে একটি নিরীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির কার্যপরিধি হলো ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতিতে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচালক পর্ষদের দায়-দায়িত্ব নিরূপণ/ পরিপালনে সহায়তাকরণ। বর্তমানে কমিটিতে নিম্নোক্ত সদস্যগণ রয়েছেন ঃ-

ক) ড. মোস্তফা কামাল মুজেরী	আহ্বায়ক
খ) ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ	সদস্য
গ) অধ্যাপক হান্নানা বেগম	সদস্য
ঘ) জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী	সদস্য

অর্থবছর ১২-এ নিরীক্ষা কমিটির মোট ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট এর চার্টার অনুযায়ী অর্থবছর ১১-এ ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট (আইএডি) ৪৫টি অডিটযোগ্য ইউনিট (বিভাগ/অফিস/ ইউনিট/সেল) চিহ্নিত করে এবং অর্থবছর ১২-এর নিরীক্ষা পরিকল্পনা রূপরেখা তৈরি করে। উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন ১৭টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটে বছরে দুবার এবং

মধ্য ও নিম্ন ঝুঁকিসম্পন্ন অন্যান্য ২৫টি নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটে বছরে একবার করে নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদন গভর্নর ও পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। অর্থবছর ১২-এ নিরীক্ষা কমিটির মোট ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর এবং পর্ষদের নিরীক্ষা কমিটি থেকে প্রাপ্ত মতামত/ নির্দেশনা/ সুপারিশগুলো সংশ্লিষ্ট ইউনিটে বাস্তবায়ন করা হয়। মতামত/ নির্দেশনা/ সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিরীক্ষা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়।

এন্টারপ্রাইজ ওয়াইড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (ERM) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রক্রিয়ার কতিপয় প্রাথমিক কাজ ২০০৬ সন থেকে এগিয়ে চলছে। বিভিন্ন কার্যসংক্রান্ত/ পরিচালনাগত ঝুঁকি নিরূপণ ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট প্রাথমিক কাজে সহায়তা প্রদানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ আইএডি-এর মূল কাজ নয়; তথাপি বাংলাদেশ ব্যাংকে ইআরএম এর রোডম্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আইএডি ভূমিকা রাখছে।

সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম

১২.৪ গভর্নর, ৪ জন ডেপুটি গভর্নর, চীফ ইকোনোমিস্ট এবং Change Management Advisor নিয়ে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম গঠন করা হয়েছে। এই টিম এর সদস্যগণ সাপ্তাহিক সভায় মিলিত হন এবং ব্যাংকের কৌশলগত নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম

১২.৫ গভর্নর, ৩ জন ডেপুটি গভর্নর, সকল নির্বাহী পরিচালক এবং অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিয়ে এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম গঠন করা হয়েছে। এই টিম ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমগুলোর বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা করে থাকে।

বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগ

১২.৬ অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক (জেনারেল সাইড) পদে ১৮৪ জন, সহকারী প্রোগ্রামার পদে ১১ জন, সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার পদে ৪ জন, সহকারী পরিচালক (গবেষণা) পদে ৩ জন, মেডিক্যাল অফিসার পদে ২ জন এবং মহিলা মেডিক্যাল অফিসার পদে ২ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

অর্থবছর ১২-এ বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

সহকারী পরিচালক (জেনারেল)	১৮৪ জন
সহকারী প্রোগ্রামার	১১ জন
সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	৪ জন
সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	৩ জন
মেডিকেল অফিসার	২ জন
মহিলা মেডিকেল অফিসার	২ জন
সর্বমোট ঃ	২০৬ জন

অবসরগ্রহণ, স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণ, বাধ্যতামূলক অবসর, পদত্যাগ, অপসারণ, চাকুরিচ্যুতি এবং মৃত্যুবরণ

১২.৭ অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকে অবসরগ্রহণ/ স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণ/ বাধ্যতামূলক অবসর/ পদত্যাগ/ অপসারণ/ চাকুরিচ্যুতি, মৃত্যুবরণ কর্মকর্তার সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

অবসরগ্রহণ	৯৮
স্বেচ্ছা অবসরগ্রহণ	৭
বাধ্যতামূলক অবসর	৩
পদত্যাগ	৮
অপসারণ	২
চাকুরিচ্যুতি	১
মৃত্যুবরণ	১৫
সর্বমোট ঃ	১৩৪

সৃষ্ট/ অবলুপ্ত পদ সংখ্যা

১২.৮ অর্থবছর ১২-এ অফিসার ও তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার ১০৭টি এবং কর্মচারী পদমর্যাদার ১টি নতুন পদ সৃষ্টি এবং

অফিসার ও তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার ৪টি ও কর্মচারী পদমর্যাদার ৩টি পদ অবলুপ্ত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে অর্থবছর ১২ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকে মঞ্জুরীকৃত পদবলের সংখ্যা ৭৩৯৭ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪৯৮ এ দাঁড়িয়েছে।

ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা

১২.৯ অর্থবছর ১২-এ বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৮৪৮ থেকে ৩৯৫৯ এ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মচারীর সংখ্যা ১০৩০ থেকে ৯৯৯ এ হ্রাস পেয়েছে। অর্থবছর ১২ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকে শূন্য পদের সংখ্যা ছিল ২৫৪০টি।

প্রেষণ/ লিয়েন

১২.১০ অর্থবছর ১২-এ ব্যাংকের ৫৪ জন কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে নিয়োজিত ছিলেন। এ সময়ে ব্যাংকের ৩৪ জন কর্মকর্তা লিয়েনে কর্মরত ছিলেন; যাদের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে ২১ জন এবং বিদেশে ১৩ জন।

ব্যাংকে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা/ পুনর্গঠন

১২.১১ অর্থবছর ১২ এ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট নামে ১টি নতুন বিভাগ গঠন করা হয়। কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টকে বিভক্ত করে কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-১ ও কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-২ নামে ২টি বিভাগ গঠন করা হয়। এছাড়া, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ ও কৃষি ঋণ বিভাগকে পুনর্গঠন করে যথাক্রমে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ নামকরণ করা হয়েছে। হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর অধীনে অর্গানাইজেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন নামে একটি ডিভিশন গঠন করে এর অধীনে অর্গানাইজেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট উইং এবং পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট উইং নামে দুটি উইং গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট এ আইটি সিকিউরিটি মনিটরিং উইং নামে ১টি উইং গঠন করা হয়েছে। গবেষণা বিভাগ (গ্রন্থাগার) এ ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি (আর্কাইভ) সেকশন ও অডিও-ভিজ্যুয়াল, ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড সাইবার সেকশন নামে ২টি নতুন শাখা গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, মতিঝিল অফিসে ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার সেল (ইএফটি সেল) নামে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সেল গঠন করা হয়েছে।

কল্যাণমূলক কার্যাবলী এবং বৃত্তি অনুমোদন

১২.১২ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী/ কর্মকর্তা কল্যাণ তহবিল হতে অর্থবছর ১২-এ ব্যাংকের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সন্তানদেরকে বৃত্তি হিসেবে মোট ২.৩৮ মিলিয়ন টাকা এবং চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে ০.৪৩ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়/ মসজিদ/ ক্লাব/ ডে-কেয়ার সেন্টার/ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ পরিষদসমূহের বিনোদন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩৬.৯৯ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন

১২.১৩ অর্থবছর ১২-এ ব্যাংকের ৪৩৬ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কোর্স/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন এবং ২৯ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ডেপুটেশন/ বৈদেশিক শিক্ষা ছুটির অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং অধ্যয়ন

১২.১৪ অর্থবছর ১২-এ ব্যাংকের মোট ৩৩৭ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী ব্যতীত) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং ৬ জন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এ দুই বছর মেয়াদি মাস্টার্স অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (এমবিএম) প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পিএমএস) বাস্তবায়ন

১২.১৫ বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০০৭-০৮ কর্মমূল্যায়ন বছর থেকে সাফল্যজনকভাবে পিএমএস পদ্ধতি প্রচলন করা হয়। নতুনভাবে চালু করা এ পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ ও মূল্যায়িত কর্মকর্তাকে মূল্যায়নে সর্বোচ্চ দক্ষতা প্রয়োগে সক্ষম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল শাখা অফিসসহ সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল কর্মকর্তাদের কর্মমূল্যায়ন দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে নিবিড় সচেতনতা ও সহযোগিতামূলক একাধিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ কর্মমূল্যায়নের জন্য ইভেন্ট বিহ্যাবিয়ার রেজাল্ট (ইবিআর) ফরম এর উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। মূল্যায়িত কর্মকর্তাদের বার্ষিক কর্মমূল্যায়নের রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহারের জন্য ইভেন্ট বিহ্যাবিয়ার রেজাল্ট ফরম সংরক্ষণ করতে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা হয়। পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পিএমএস) কে আরো বস্তুনিষ্ঠ ও এর ব্যবহার সহজীকরণ করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। পিএমএস-কে অধিকতর ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ১ নভেম্বর ২০১১ তারিখে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর অধীনে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট উইং নামে একটি উইং গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য ও আচরণগত বিষয়সমূহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণের কর্মমূল্যায়নের জন্য বিশেষ ধরনের এক ও অভিন্ন বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন ফরম (এপিএফ) প্রস্তুত করা হয়। সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারী কর্মকর্তাগণ, বিভাগসমূহ ও অফিসসমূহে বার্ষিক কর্মমূল্যায়ন ফরম সরবরাহকরণ, তা সংগ্রহ করা, রক্ষণাবেক্ষণ, কম্পিউটারে তথ্যভুক্তি এবং গোপনীয়তার সাথে তথ্য সংরক্ষণ করা পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট উইং এর প্রধান কাজ। এছাড়া পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট উইং পদোন্নতির প্যানেল প্রস্তুতকরণ, স্থায়ীকরণ ও বেতনবৃদ্ধির যোগ্যতা যাচাইকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে থাকে। তদুপরি এ উইং অবসরোত্তর সুবিধাদি প্রদানের প্রাক্কালে চাকুরিকালীন কর্মমূল্যায়নের তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী (বিবিটিএ) কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার

১২.১৬ বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, তথ্যের আদান-প্রদান, গবেষণা এবং নতুনভাবে শিক্ষাদানের মাধ্যমে একটি বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী অর্থবছর ১২-এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বিবিটিএ এর প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন আধুনিক জ্ঞান প্রদানের জন্য দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষিত কর্মী দ্বারা বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে। বিবিটিএ তার নিজস্ব দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইএফসি (IFC) এর সহায়তায় ভারত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং শ্রীলংকা - এই চারটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোতে কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। INSPIRED নামক ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রজেক্টের আওতায় একাডেমীটি বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিরও আয়োজন করেছিল। অর্থবছর ১২-এ বিবিটিএ যৌথভাবে সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (Centre for International Co-operation) এবং ট্রেনিং ইন এগ্রিকালচারাল ব্যাংকিং (CICTAB) ইন্ডিয়া, ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, সাস্ সলুয়েশন (ইন্ডিয়া) লি. (SAS Solution), এসইডিএফ (SEDF) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মসূচির আয়োজন করেছিল।

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিবিটিএ অর্থবছর ১২-এ মোট ১৫১টি প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালা/সেমিনার এর আয়োজন করে, তন্মধ্যে ১০৩টি বিবিটিএ'র ঢাকা কেন্দ্রে এবং ৪৮টি ঢাকার বাইরে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসগুলোতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৬৪৯৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। অর্থবছর ১২-এ বিবিটিএ আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনারের বিবরণ সারণী ১২.১ এ দেখানো হলোঃ

সারণী ১২.১ অর্থবছর ১২-এ বিবিটিএ'তে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা ও সেমিনার এর বিবরণী

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	অংশগ্রহণ-কারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪
১.	**বুনিয়াদি কোর্স**	**২**	**১০৬**
	বুনিয়াদি কোর্স-২০১১(সহকারী পরিচালক)	১	৪২
	বুনিয়াদি কোর্স-২০১২(সহকারী পরিচালক) (১ম ব্যাচ)	১	৬৪
২.	**অন্যান্য ট্রেনিং কোর্স**	**১১৮**	**৪৩০৬**
ক)	**বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য**	**৫৩**	**১৫৫৫**
I)	টেকনিকস্ অব ব্যাংকস্ এন্ড এনবিএফআই'স সুপারভিশন এন্ড ইন্সপেকশন রিপোর্ট রাইটিং	৩	৮১
II)	ফরেন এক্সচেঞ্জ এন্ড ফরেন ট্রেড	২	৫৬
III)	ক্যাশ ইন সার্ভিস ট্রেনিং	১	৩০
IV)	ফরেক্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	১	২১
V)	ইউসার এক্সেপটেন্স টেস্ট টু ট্রেজারী মডিউল	২	২০
VI)	ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টস্ এন্ড ডিরাইভেটিভস্	১	২৪
VII)	ম্যানেজমেন্ট অব মানি মার্কেট এন্ড ক্যাপিটাল মার্কেট	১	২৩
VIII)	এক্সটেনডেড ইউসার এক্সেপটেন্স টেস্ট টু ট্রেজারী মডিউল	১	৯
IX)	মডার্নাইজেশন অব ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট	৩	৬৬
X)	কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	১	২৪
XI)	এনভাইরনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	১	১১১
XII)	এগ্রিকালচার ফাইন্যান্সিং এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট	২	৫১
XIII)	অব-সোর ব্যাংকিং	১	২৮
XIV)	মনিটারি এন্ড ফিসক্যাল পলিসি এন্ড প্রোগ্রামিং	১	২১
XV)	ফরমুলেশন এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অব মনিটারি পলিসি	১	২৯
XVI)	হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট	১	২৬
XVII)	ই-কমার্স এন্ড ই-ব্যাংকিং	১	১৫
XVIII)	লিডারশিপ, টিমবিল্ডিং এন্ড নেগোসিয়েশন স্কিল	২	৪৮
XIX)	একাউন্টিং এন্ড ফাইন্যান্স ফর ব্যাংকার'স্	১	১৬
XX)	আইসিটি সিকিউরিটি পলিসি	২	৫৯
XXI)	ইন্টিগ্রিটি এন্ড এন্টিকরাপশন	১	৩১
XXII)	ইংলিশ প্রোফিসিয়েন্সি এন্ড কমিউনিকেশন্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট	১	২৫
XXIII)	প্রেসেন্ট এন্ড ফিউচার চ্যালেঞ্জেস্ অব বিবি	১	২৬
XXIV)	পাবলিক ডেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডেট সিকিউরিটিজ মার্কেটস ইন বাংলাদেশ	১	২৩
XXVI)	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম	২	৪৭
XXVI)	ই-গভর্নেন্স	১	২৭
XXVII)	কী অ্যাক্টিভিটিভস্ এন্ড কারেন্ট ইস্যুজ অব বাংলাদেশ ব্যাংক	২	১৩৬
XXVIII)	ব্যাংকিং ল'স এন্ড রেগুলেশন	১	৩০
XXIX)	স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কাউন্সিলিং	১	২৯
XXX)	ফ্যাক্টরিং অব লোনস এন্ড এডভান্সেস	১	৩০
XXXI)	সেফটি, সিকিউরিটি এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট	২	৫৪
XXXII)	রিস্ক বেজড্ ক্যাপিটাল এডিকুইসি একরডিং টু ব্যাসেল- ২	৩	৮৪
XXXIII)	টেবিল ম্যানারস্ এন্ড ইটিকুয়েট (উইথ প্র্যাকটিক্যাল)	১	২৩
XXXIV)	স্ট্র্যাটেজিক প্লানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট	২	৫৬
XXXV)	কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট, পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম	১	৩১
XXXVI)	ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট	১	২০
XXXVII)	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)	১	৯৭
XXXVIII)	প্রেসেন্টেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট ঃ বোথ ওরাল এন্ড রিটেন	১	২৮
খ)	**বাংলাদেশ ব্যাংক/তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য**	**৬৫**	**২৭৫১**
I)	ফরেন এক্সচেঞ্জ এন্ড ফরেন ট্রেড	৪	১৫৭
II)	মানি এন্ড ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিং	৭	২৫৫
III)	পলিসি/ডাইরেক্টিভস্ অব বাংলাদেশ ব্যাংক	৬	২৪০
IV)	মেজর পলিসি ইস্যুজ/ডাইরেক্টিভস্ অব বাংলাদেশ ব্যাংক	৪	১৪৭
V)	ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন রিপোর্টিং	৯	৩৯৯
VI)	মাইক্রো ক্রেডিট এন্ড এসএমই ফাইন্যান্সিং	১	৩১
VII)	রিস্ক বেজড্ ক্যাপিটাল এডিকুইসি একরডিং টু ব্যাসেল-২	২	৫০
VIII)	মোবাইল এন্ড ই-ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ	১	১৩৬
IX)	সিকিউরিটাইজেশন	১	১৫০
X)	প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং এন্ড টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং	২	৫৯
XI)	সি আর এম (আইএফসি)	৪	১১৩
XII)	ডিটেকশন ডিসপোজাল অব ফোরজড্ এন্ড মিউটিলেটেড নোটস্	১১	৪১২
XIII)	কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটিস অব ব্যাংকস্ এন্ড এনবিএফআইস	১	৬৫
XIV)	এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ব্যাসেল-২	১	২৫
XV)	আরআইটি এন্ড আপলোড ডাটা থ্রো ইউসিং ওয়েব পোর্টাল	২	৬৩
XVI)	ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স	২	৬৪
XVII)	ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টিগেশন টু কমব্যাট মানি লন্ডারিং এন্ড কাউন্টার দ্যা ফাইন্যান্সিয়াল অব টেরোরিজম	১	৩১
XVIII)	ওরিয়েন্টেশন কোর্স অন ইসলামিক ব্যাংকিং	১	৩৫
XIX)	রেশনাল ইনপুট টেমপ্লেটস ফর ব্যাংকস্	২	৭৮
XX)	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)	১	১০০
XXI)	এসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট এন্ড স্ট্রেস টেস্টিং	১	২৯
XXII)	এনভাইরনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	১	১১২
৩.	**কর্মশালা/ সেমিনার/ লেকচার সেশন**	**১০**	**৬৮০**
I)	সিআইবি রিপোর্টিং (ওয়ার্কশপ)	২	১৫০
II)	ওয়ার্কশপ অন 'ক্রেডিট রিপোর্ট অব সাপ্লায়ারস'	১	২৪
III)	ওয়ার্কশপ অন ইকোনমিক ইনডিকেটরস	১	৬
IV)	সিআইবি : ব্যাচস্ আপলোডিং এন্ড অনলাইন রিপোর্টিং	৬	৫০০
৪.	**কর্মশালা/ সেমিনার/ লেকচার সেশন (অনুরোধে)**	**২০**	**১৩৭৮**
I)	ট্রেনিং কোর্স অন এন্টারপ্রাইজ রিসোর্সেস প্লানিং (ইআরপি)	৪	১০৭
II)	ট্রেনিং কোর্স অন এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (ইডিডব্লিউ)	৪	৯৪
III)	ট্রেনিং কোর্স অন ব্যাংকিং প্যাকেজ	২	৫৩
IV)	ট্রেনিং কোর্স অন ওয়ার্কিং প্যাকেজ (ল্যান/ ওয়ান)	৩	৭৭
V)	ওরিয়েন্টেশন সেশন ফর ন্যাভি	১	১৫
VI)	ওরিয়েন্টেশন সেশন ফর ঢাকা কমার্স কলেজ	১	৪০০
VII)	মানি মার্কেট এন্ড দ্যা ইকোনমি	১	১০০
VIII)	কারেন্ট স্ট্যাট অব দ্যা ইকোনমি এন্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড	১	৮০
IX)	টাউন হল মিটিং	১	৪০০
X)	ফ্যামিলিয়ারিজেশন প্রোগ্রাম ফর দ্যা পারটিসিপ্যান্টস অব বিপিএটিসি	১	৩০
XI)	ফ্যামিলিয়ারিজেশন প্রোগ্রাম ফর দ্যা পারটিসিপ্যান্টস অব বিআইবিএম'স কোর্স ফর আফগান অফিসিয়ালস	১	২২
৫.	**ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম**	**১**	**২৯**
I)	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনারস্ ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার ফাইন্যান্সিং এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট	১	২৯
	সর্বমোট (১+২+৩+৪+৫)	**১৫১**	**৬৪৯৯**

কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (আইডিএ ক্রেডিট নং- ৩৭৯২ বিডি)

১২.১৭ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সনের প্রারম্ভে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যার ধারাবাহিকতায় জুন ২০০৩ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের (IDA) একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের মধ্যে ৩০ জুন ২০০৩ তারিখে প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতের সুষ্ঠু পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি আধুনিক ও গতিশীল এবং স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এর অধীনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার অধিকাংশই ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

৪র্থ সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী মোট প্রকল্প ব্যয় ৪১০৫.৮০ মিলিয়ন টাকা (৫১.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), যার মধ্যে আইডিএ এর ঋণ সহায়তার পরিমাণ ৩১৮২.১০ মিলিয়ন টাকা (৪১.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং অবশিষ্ট ৯২৩.৭০ মিলিয়ন টাকা (৯.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়ন করা হবে। প্রকল্পটি শুরু হয় ২০০৩ সনে এবং এর বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সনে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এর সর্বশেষ অর্জিত অগ্রগতি এবং উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

ক) পণ্য ও সেবা ক্রয়

১. নেট ওয়ার্কিং

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত সকল বিভাগ ও নয়টি শাখা অফিস এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর মধ্যে অনলাইন কানেকটিভিটি স্থাপিত হয়েছে। এই অবকাঠামো অন্যান্য আইটি এপ্লিকেশন প্যাকেজ যথা বাংকিং এপ্লিকেশন, এন্টারপ্রাইজ ডাটাওয়্যার হাউজ, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং এবং ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ ইত্যাদি প্যাকেজের প্লাটফরম হিসেবে কাজ করছে। বর্তমানে ৩৮০০ এর অধিক সংখ্যক কম্পিউটার এই নেটওয়ার্কে সংযুক্ত রয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন সিস্টেম চালু হলে তা ধারণ করার ক্ষমতা এই সিস্টেমের আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থাপিত অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার এবং ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ১৭ মে ২০১০ সন হতে আলোচ্য প্যাকেজটি সাফল্যের সাথে কাজ করছে।

২. এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি)

বাংলাদেশ ব্যাংকের সামগ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় করার লক্ষ্যে আধুনিক এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি) সফট্ওয়্যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ প্যাকেজের আওতায় তিনটি মডিউল রয়েছে। যথা: হিউম্যান রিসোর্সেস এন্ড পে রোল (HR) মডিউল, মেটিরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (MM) মডিউল ও ফিন্যান্স এন্ড কন্ট্রোলিং (FICO) মডিউল। আন্তর্জাতিক মানের এই সফ্টওয়্যার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সার্বিক হিসাবায়ন, মানব সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় ও নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। এ প্যাকেজের বাস্তবায়ন এর ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মানব সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য ও ব্যবস্থাপনা সম্বলিত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। এর ফলে কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন SAP সিস্টেম থেকে যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি মাইলফলক অর্জন। কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রস্তুতকরণ ও হিসাবে জমা হওয়া এবং তাদের কর্তৃক গৃহীত আগাম এর হিসাবায়ন এখন থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পাদিত হচ্ছে। কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা নিজ নিজ ডেস্কে বসেই এমপ্লয়ি সেল্ফ সার্ভিস কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে এইচআর ও পেরোল মডিউল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন: বেতন-ভাতা আগাম, ট্রান্সফার, প্রমোশন ইত্যাদি ব্যক্তিগত তথ্য সংক্রান্ত বিষয় নিজস্ব পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে জানতে পারছেন।

HR মডিউল ও FICO মডিউল প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য শাখা অফিসে সফলতার সাথে চলমান রয়েছে। এই সিস্টেমের আওতায় বর্তমানে ব্যাংকের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী আন্তর্জাতিক রীতি অনুসরণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে

SAP সিস্টেম থেকে প্রস্তুত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সমস্ত স্থায়ী সম্পদের হিসাবায়ন ইআরপি সিস্টেমে আপডেট করা হয়েছে।

৩. ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় করার লক্ষ্যে ২০১০ সনে ব্যাংকিং সফটওয়্যার বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বর ২০১২-এ এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্যাকেজের অধীনে তিনটি মডিউল রয়েছে- কোর ব্যাংকিং মডিউল, ট্রেজারী মডিউল ও মার্কেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মডিউল। সকল নগদ লেনদেন, ক্লিয়ারিং, সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয়ী প্রকল্পগুলো যেমন সঞ্চয় পত্র ও ওয়েজ আর্নার্স বন্ড, বিনিয়োগ বন্ড, ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, প্রাইজ বন্ড ইত্যাদি বিক্রয়, মুনাফা প্রদান, ভাঙ্গানো ইত্যাদি কার্যক্রম কোর ব্যাংকিং মডিউলে পরিচালিত হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ঋণ অর্থাৎ ট্রেজারী বিল/বন্ড, রেপো, বিশেষ বন্ডের মাধ্যমে গৃহীত ঋণ এর ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। এই প্যাকেজের আওতায় সম্প্রতি অটোমেটেড সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী সিস্টেম ফর গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে অকশন, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি লেনদেন এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন বাস্তবায়ন ব্যাংকিং সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ নতুন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন করছে। সরকারি হিসাবে লেনদেনের আর্থিক বিবরণী ঐ দিনই স্বয়ংক্রিয়ভাবে IBAS এর মাধ্যমে সরকারের (CGA) নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে যা সরকারি হিসাবের নির্ভুল ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করছে। ট্রেজারী মডিউল ও মার্কেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মডিউল যথাক্রমে ২৩ অক্টোবর ২০১১ এবং ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখে Go Live এ গিয়েছে। কোর ব্যাংকিং মতিঝিল অফিস এবং প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য শাখা অফিসে Go Live এ গিয়েছে এবং সফলতার সাথে চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন অফিসে কোর ব্যাংকিং Go Live এ যাওয়ার তারিখ- প্রধান কার্যালয়ে- ৪ ডিসেম্বর ২০১১, মতিঝিল অফিস- ৪ ডিসেম্বর ২০১১, সদরঘাট অফিস- ৭ মে ২০১২, সিলেট অফিস- ১৩ মে ২০১২, চট্টগ্রাম অফিস- ২০ মে ২০১২, খুলনা অফিস- ২৭ মে ২০১২, রাজশাহী অফিস-৩ জুন, ২০১২, বগুড়া অফিস-১০ জুন, ২০১২, রংপুর অফিস- ১৭ জুন ২০১২ এবং বরিশাল অফিস- ২৪ জুন ২০১২। ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সরকারি পরিশোধ মার্চ ২০১২ হতে সম্পন্ন হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ ১৭টি মন্ত্রণালয়ের ১৬১১ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা হচ্ছে।

৪. এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ

ডাটা ওয়্যারহাউজ বাংলাদেশ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্যাকেজের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা যাবে, ফলে তথ্যসমূহের যথাযথ ও সময়োপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত হবে। সম্পূর্ণ অনলাইনে সামষ্টিক অর্থনীতি ও মুদ্রানীতি এবং ব্যাংক সুপারভিশন নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে প্রকল্পের আওতায় এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ প্যাকেজ বাস্তবায়িত হয়েছে। সরাসরি বা কাগজের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হবে না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এই তথ্য ভাণ্ডার হতে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

১৯৭২ সন হতে সকল তথ্য ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তর করে ডাটা সার্ভারে হালনাগাদ করা হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পোর্টালের মাধ্যমে ডাটা আপলোডের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত তাদের অফিস থেকেই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে পারছে। এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজের তত্ত্বাবধানে একটি ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদর্শিত হবে যা আর্থিক খাতের সার্বিক চিত্র তুলে ধরবে। বর্তমানে অনলাইন ও ট্র্যাডিশনাল উভয় পদ্ধতি চালু থাকলেও ডিসেম্বর ২০১২ এর পর থেকে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অনলাইনে ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত জমা দিতে পারবে।

৫. ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ

বাংলাদেশের পেমেন্ট সিস্টেমকে আরো দক্ষ এবং গতিশীল করণের লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ নীতির আলোকে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে ইলেক্ট্রনিক পেমেন্টের জন্য একটি কার্যকরী প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে যা দেশে ই-কমার্স বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এর আওতায় বিভিন্ন পেমেন্ট চ্যানেলের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্ভব হবে। বিভিন্ন ইউটিলিটি বিলসহ অন্যান্য রিকারেন্ট পেমেন্ট অনলাইনে করা যাবে। তাছাড়া এই সুইচ বাস্তবায়নের ফলে সকল প্রকার ক্রেডিট কার্ডের দেশীয় লেনদেন দেশেই ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে।

বিগত ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ চালু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এতে তিনটি ব্যাংক (সাউথ-ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এবং ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড) যুক্ত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ব্যাংকগুলো এতে যুক্ত হবে। এ সুইচের মাধ্যমে সরকারি লেনদেন সম্পন্ন করা এবং বিভিন্ন ডিসপিউট সেটেলম্যান্টের জন্য অতিরিক্ত দুটি সফ্টওয়্যার ইনস্টলেশনের কাজ চলছে।

৬. আইটি সিস্টেমস ফর বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট ফর এসটিআর এন্ড সিটিআর

মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে এর সম্ভাব্য উৎসসনাক্তকরণ এবং তা কার্যকরভাবে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে উক্ত কার্যক্রমকে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর করার প্রয়াসে আলোচ্য প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের মুদ্রাপাচার প্রতিরোধে এসটিআর ও সিটিআর সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ সহজতর এবং মুদ্রা পাচার প্রতিরোধের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। UNODC কর্তৃক go AML Software সরবরাহ করা হবে। পরীক্ষামূলকভাবে একটি টেম্পরারি সার্ভারে সফ্টওয়্যার স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় কাস্টমাইজেশন সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ক্রয় করা হবে। এছাড়াও বিশ্ব ব্যাংকের প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শকবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সরঞ্জামাদি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্যাকেজের আওতায় ৯২০টি ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়েছে। go AML Software সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ক্রয় করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ এর মধ্যে ইনস্টলেশনের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

৭. অফিস লে-আউট আধুনিকায়ন

যথাযথ কার্যকরী কর্ম পরিবেশ, অটোমেশন সিস্টেম নিরাপত্তা এবং আইটি পরিবেশের জন্য আধুনিক অফিস লে-আউট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই বাস্তবতা অনুধাবন করে অটোমেশন সিস্টেম এবং LAN/ WAN স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অটোমেশন উপযোগী প্রয়োজনীয় অফিস লে-আউট আধুনিকায়নের লক্ষ্যে যথাযথ অফিস লে-আউট স্থাপনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ কর্ম পরিবেশ উন্নতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রধান কার্যালয়ের এনেক্স-২ বিল্ডিংয়ের ২৪টি ফ্লোর আধুনিকায়ন করা হবে। ভেন্ডর এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৮টি ফ্লোরে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য ফ্লোরে কাজ চলমান রয়েছে।

৮. বিবিটিএ আধুনিকায়ন

আধুনিক ও সুপরিসর ভবন সম্বলিত ট্রেনিং একাডেমী বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি অত্যাধুনিক সংযোজন। বৃহদসংখ্যক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তবে, প্রশিক্ষণ সহায়ক আধুনিক উপকরণাদির অভাবে কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছিল। সিবিএসপি প্রয়োজনীয় উপকরণাদি যেমন- ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, প্রজেক্টর, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন, এবং যানবাহন সরবরাহের মাধ্যমে বিবিটিএ কে একটি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে।

৯. ভিডিও কনফারেন্সিং ও ডিজিটাল ওয়্যারলেস কনফারেন্সিং সিস্টেম

বিদেশী প্রতিনিধিদের সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সর্বাধুনিক কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপনে ব্যাংকে Wireless Digital

PA System এর মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও বিবিটিএ তে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। প্রধান কার্যালয়ে মূল ভবন, কনফারেন্স হলে ডিজিটাল ওয়্যারলেস কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

খ) ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংকের মানব সম্পদকে অধিকতর কার্যকর ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইতোমধ্যে একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আধুনিক পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (PMS), রিওয়ার্ড রিকগনিশন পলিসি, ট্রেনিং নিড অ্যানালাইসিস প্রভৃতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ব্যাংকের কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৪৬২ জন কর্মকর্তাকে স্থানীয় ও ১২৫৪ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন: সুপারভিশন, ব্যাংকিং ও ফিন্যান্স, ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট, ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট এবং বিভিন্ন আইটি প্যাকেজের ব্যবহারিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চে উচ্চতর ইকোনোমেট্রিকস্ কোর্স, আইবিএ-তে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর উচ্চতর সার্টিফিকেট কোর্স, ব্রিটিশ কাউন্সিলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স, ব্যুরো ভেরিটাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি), থাইল্যান্ডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, এর আওতায় বিভিন্ন উচ্চমান সম্পন্ন প্রশিক্ষণে ব্যাংকের কর্মকর্তাগণকে প্রেরণ করা হচ্ছে। এআইটি'তে দুই ব্যাচে ব্যাংকের ৩৭ জন কর্মকর্তা নয় মাস মেয়াদি ব্যাংকিং মাস্টার্স প্রোগ্রাম সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের অটোমেশনের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন আইটি প্যাকেজ যেমন- এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি), ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন, ডাটাওয়্যারহাউজ বিষয়ে বিভিন্ন বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গ) উপদেষ্টা নিয়োগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও এর বিভিন্ন উপাদানের লক্ষ্য অর্জনকল্পে আইনী পরামর্শক, নেটওয়ার্ক বিশেষজ্ঞ, ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট বিশেষজ্ঞ, আইটি প্রোগ্রাম ম্যানেজারের প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় দেশী এবং বিদেশী উপদেষ্টা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নিয়োগকৃত উপদেষ্টাবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- আইটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার
- আইটি স্পেশালিস্ট (ব্যাংকিং এন্ড ট্রেজারী)
- আইটি স্পেশালিস্ট (ইআরপি)
- সিনিয়র রিসার্চ কন্সালট্যান্ট ও
- এএমএল/ সিএফটি এক্সপার্ট

এ সকল উপদেষ্টাগণ বিরাজমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও বাজার ব্যবস্থা অটোমেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে সহায়তা করছেন। বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটিকে সহায়তা করার জন্যে সিবিএসপি'র আওতায় একজন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ উপদেষ্টা শীঘ্রই নিয়োগ দেয়া হবে।

দেশে তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারায় বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে নিজেকে একটি অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে জনগণ ও এর গ্রাহকগণকে অধিকতর সেবা প্রদান করার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মপ্রক্রিয়াসমূহকে স্বয়ংক্রিয়করণের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভিত্তিক কম্পিউটারায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা বাংলাদেশ সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর রূপকল্প বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

বক্স নং ১২.১

ডাটা ওয়্যারহাউজ উন্নয়ন ও তথ্য সরবরাহ প্রসঙ্গে

এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW) প্যাকেজ বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। সকল হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সাইটে ইনস্টল করা হয়েছে যা সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাটা ওয়্যারহাউজ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ উৎস থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্টক এক্সচেঞ্জ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হচ্ছে তথ্য ও উপাত্তের বহিঃ উৎস। অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো হচ্ছে- বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ, যেমন-ইআরপি (এসএপি), কোর ব্যাংকিং, সিআইবি এবং অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ। তথ্য উপাত্তসমূহ বিভিন্ন প্লাটফরম ও ফরমেটে সংগ্রহপূর্বক একটি তথ্য ভাণ্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে যা ব্যাংকের ব্যবহারকারীদের বিশদ তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য বৃদ্ধি, নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাক্কলনে সহায়তা করছে।

বিশদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক প্রচলিত ২৮৫টি ইনপুট ফরমেট (অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ) সংকোচনপূর্বক ১৫৩টি Rationalised Input Templates (RIT) ডিজাইন করা হয়েছে যা ব্যবহারকারী বিভাগ কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্য উৎস হতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনলাইন ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি ওয়েব পোর্টাল ডিজাইন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে লিংক করে দেয়া হয়েছে। ফলে ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস থেকে ডাটা প্রেরিত হচ্ছে। কিছু সংখ্যক Interfaces ডিজাইনপূর্বক পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং EDW কে অন্যান্য এ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজের সাথে ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে (যেমন- ইআরপি, সিআইবি, কোর ব্যাংকিং, বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ)। ফলে EDW একটি বড় তথ্য ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। এ ডাটাবেজে প্রায় ৩,০০০ কলাম রয়েছে যা ব্যবহার করে ব্যবহারকারী বিভাগ বিভিন্ন রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারে এবং প্রয়োজনে রিপোর্ট পরিবর্তন করতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য, EDW দুটো সাব-মডিউলে বিভক্ত- ইকোনোমিক ও মনিটরি পলিসি এবং অপরটি প্রুডেনসিয়াল সুপারভিশন সম্পর্কিত। বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট এ অন্তর্ভুক্ত সকল রিপোর্ট ডিজাইনপূর্বক শুদ্ধতা যাচাই করা হয়েছে এবং ব্যবহারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তা কর্তৃক তা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১,০০০টি রিপোর্ট বিজনেস ইউজারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ২০০১ থেকে ২০১১ সন পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন বিষয়ক ডাটা EDW তে আপলোড করা হয়েছে। অবশিষ্ট ডাটা মাইগ্রেশনের জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অফিস কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, EDW ভিত্তিক তিন ধরনের ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হয়েছে; এক্সিকিউটিভ ড্যাশবোর্ডে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সুপারভিশন ও মনিটরিং এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বিভিন্ন সূচক চিত্র ভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্য দুটি ড্যাশবোর্ডের মধ্যে একটি আর্থিক বিশ্লেষণ ও অপরটি প্রুডেন্সিয়াল সুপারভিশন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিভাগীয় ড্যাশবোর্ড যার মাধ্যমে বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ম্যানেজমেন্টের কাছে প্রদর্শন করা যায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশ ব্যাংকের এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজকে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার যথা অর্থ মন্ত্রণালয়, সিএজি, বিবিএস, এনবিআর, নির্বাচন কমিশন ইত্যাদির সাথে সংযোগ/স্থাপন করা যেতে পারে। ফলে EDW একটি সামগ্রিক আর্থিক তথ্য ভাণ্ডারে পরিণত হয়ে অচিরেই জাতীয় ডাটা ওয়্যারহাউজে উন্নীত হতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১১-২০১২ অর্থবছরের হিসাব

১৩.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থবছর ১২-এর আর্থিক পরিচালনার ফলাফল আন্তর্জাতিক একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (আইএএসবি) কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের শতভাগ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিএল) এর হিসাব ব্যাংকের হিসাবের সাথে একীভূত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবের নির্বাহী সারসংক্ষেপ (এসপিসিএল ব্যতীত) নিম্নরূপ ঃ

আয়

১৩.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট আয় (অন্যান্য সামগ্রিক আয় ব্যতীত) অর্থবছর ১১-এর ৯৯.১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১২.২ বিলিয়ন (১২.৪ শতাংশ) হ্রাস পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৮৬.৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলত বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়ন আয় হ্রাস পাওয়ার কারণে মোট আয় হ্রাস পেয়েছে। উৎস ভিত্তিক আয়ের বিবরণ সারণী ১৩.১ এ দেখানো হলো।

সারণী ১৩.১ আয়ের উৎস

(বিলিয়ন টাকা)

	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১১
ক. বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়	**১০.৯**	**৯.৬**
সুদ আয়	১০.৮	৯.৫
কমিশন ও বাট্টা	০.১	০.১
খ. অভ্যন্তরীণ মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়	**৪৪.২**	**১৯.৯**
সুদ আয়	৪৩.১	১৯.০
কমিশন ও বাট্টা	০.৭	০.৪
ডিভিডেন্ড ও অন্যান্য	০.১	০.১
ইমপেয়ারমেন্ট ক্ষতি ফেরত	০.৩	০.৪
গ. বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যায়ন আয়	**৩১.৭**	**৬৯.৬**
উসুলকৃত আয়	৫.৪	৬.৩
অনুসুলকৃত আয়	২৬.৩	৬৩.৩
মোট: (ক+খ+গ)	**৮৬.৮**	**৯৯.১**

চার্ট ১৩.১

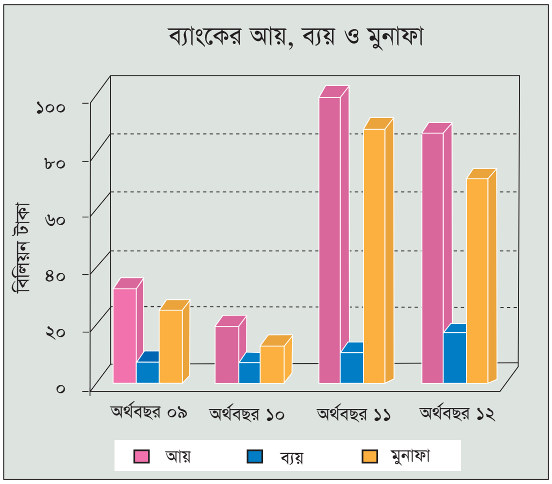

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে আয়

১৩.৩ অর্থবছর ১২-এ বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় অর্থবছর ১১-এর ৯.৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৩ বিলিয়ন (১৩.৫ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলত এ খাতে মোট আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ থেকে আয়

১৩.৪ অর্থবছর ১২-এ স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আয় অর্থবছর ১১-এর ১৯.৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৪.৩ বিলিয়ন (১২২.১ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪.২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। সরকারি সিকিউরিটিজ এবং রেপো কার্যক্রম হতে অর্জিত আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলত এ খাতে মোট আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়ন হতে অর্জিত আয়

১৩.৫ অর্থবছর ১২-এ বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়ন হতে উসুলকৃত আয় অর্থবছর ১১-এর ৬.৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৯ বিলিয়ন (১৪.৩ শতাংশ) হ্রাস পেয়ে ৫.৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং অনুসুলকৃত বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়ন হতে আয় অর্থবছর ১১-এর তুলনায় ৩৭.০০ বিলিয়ন (৫৮.৫ শতাংশ) হ্রাস পেয়ে ৬৩.৩ বিলিয়ন থেকে ২৬.৩ বিলিয়ন টাকা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার পুনর্মূল্যায়নজনিত লাভ/ ক্ষতি (উসুলকৃত ও অনুসুলকৃত) ব্যাংকের মোট আয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ব্যয়

১৩.৬ অর্থবছর ১২-এ ব্যাংকের মোট ব্যয় অর্থবছর ১১-এর ১০.৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬.০ বিলিয়ন (৫৬.৬ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। আর্থিক এবং প্রশাসনিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলত এ খাতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যয়ের খাতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ সারণী ১৩.২ এ দেখানো হলো।

আর্থিক ব্যয়

১৩.৭ অর্থবছর ১২-এর আর্থিক ব্যয় অর্থবছর ১১-এর ৩.৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৮ বিলিয়ন (৫২.৯ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৫.২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। সোনালী ব্যাংকের এজেন্সি ব্যয় বৃদ্ধি এবং বন্ডের মূল্যায়নজনিত ক্ষতির কারণে মোট আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশাসনিক ব্যয়

১৩.৮ অর্থবছর ১২-এর প্রশাসনিক ব্যয় অর্থবছর ১১-এর ৭.২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.২ বিলিয়ন (৫৮.৩ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ১১.৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। কর্মচারী ব্যয় এবং স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয় বাবদ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে এ খাতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিচালন মুনাফা

১৩.৯ অর্থবছর ১২-এর ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা অর্থবছর ১১-এর ৮৮.৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৮.১০ বিলিয়ন (২০.৫ শতাংশ) হ্রাস পেয়ে ৭০.৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলত পরিচালন মুনাফার সাথে গত অর্থবছরের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রা পুনঃমূল্যায়নের অনুসুলকৃত আয় কম অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে এই মুনাফা কমেছে।

সারণী ১৩.২ ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১১
ক. আর্থিক খরচ	**৫.২**	**৩.৪**
আমানতের উপর সুদ প্রদান	০.১	০.১
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের সুদ	০.০১	০.১
আইএমএফকে প্রদত্ত সুদ ও কমিশন	০.৩	০.৫
বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের উপর প্রদত্ত সুদ	-	০.১
এজেন্সি খরচ	২.৯	১.৬
বন্ডের মূল্যায়নজনিত ক্ষতি	১.৬	০.৮
অন্যান্য	০.৩	০.২
খ. প্রশাসনিক খরচ	**১১.৪**	**৭.২**
কর্মচারী ব্যয়	৬.৬	৩.৮
নোট মুদ্রণ	২.১	২.১
অবচয়	১.২	০.৩
অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ	১.৫	১.০২
মোট ব্যয় (ক+খ)	**১৬.৬**	**১০.৬**

অন্যান্য আয়

১৩.১০ অর্থবছর ১২-এ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা, স্বর্ণ এবং রৌপ্য পুনর্মূল্যায়ন বাবদ ৮.২ বিলিয়ন টাকা আয় করেছে। এ পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় সামগ্রিক আয়-ব্যয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে রিজার্ভ হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার বিনিময় হার উঠানামার কারণে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে এই আয় অর্জিত হয়েছে।

মুনাফা আবণ্টন

১৩.১১ নীট পরিচালন মুনাফা (৭০.৩ বিলিয়ন) হতে ১.৯ বিলিয়ন টাকা বিধিবদ্ধ তহবিল, সুদ সঞ্চিতি হিসাব এবং অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়ন হতে অর্জিত মুনাফা ৩১.৭ বিলিয়ন টাকা

কারেন্সি ফ্লাকচুয়েশন এবং বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়ন তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট মুনাফা ৩৬.৭ বিলিয়ন টাকা সরকারকে প্রদেয় যার মধ্যে ১.৯ বিলিয়ন সরকারের নিকট হতে প্রাপ্যের বিপরীতে সমন্বয় করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩৪.৮ বিলিয়ন সরকারি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে যা বিগত অর্থবছরের ১৬.৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৮.২ বিলিয়ন টাকা বেশি।

ব্যাংকিং ও ইস্যু বিভাগের সমন্বিত স্থিতিপত্র

সম্পদ

১৩.১২ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির কারণে অর্থবছর ১২-এর বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ১১-এর ৮৪১.৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৩.৫ বিলিয়ন (৪.০ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৮৭৫.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

১৩.১৩ অর্থবছর ১২-এর স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ১১-এর ৫০৫.৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৩৯.২ বিলিয়ন (২৭.৫ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৫.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। মূলত সরকারকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ (অর্থবছর ১২-এর ৩৭৩.১ বিলিয়ন টাকা এবং অর্থবছর ১১-এ ৩১৩.৫ বিলিয়ন টাকা) বৃদ্ধি, রেপো বিনিয়োগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ (অর্থবছর ১২-এ ২৭১.৬ বিলিয়ন টাকা এবং অর্থবছর ১১-এ ১৯২.১ বিলিয়ন টাকা) বৃদ্ধির কারণে স্থানীয় মুদ্রায় সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩.১৪ ব্যাংকের অ-আর্থিক সম্পদ অর্থবছর ১১-এ ৬৪.৮ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১২-এ ৭৫.৩ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। মূলত স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে অ-আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দায়

১৩.১৫ অর্থবছর ১২-এর বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায় অর্থবছর ১১-এর ৩০৯.৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২৩.২ বিলিয়ন (৭.৫ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩৩.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এই বৃদ্ধির কারণ মূলত আইএমএফ এর নিকট দায় বৃদ্ধি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং হিসাবে জমা বৃদ্ধি।

১৩.১৬ অর্থবছর ১২-এ স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায় অর্থবছর ১১-এর ৮৯১.১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৮০.০ বিলিয়ন (৯.০ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭১.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলত মুদ্রা প্রচারণ বৃদ্ধি এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা বৃদ্ধি এ দায় বৃদ্ধির কারণ।

১৩.১৭ অর্থবছর ১২-এ অ-আর্থিক দায় অর্থবছর ১১-এর ৪৮.১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৯ বিলিয়ন (১.৯ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯.০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থবছর ১২-এ সরকারকে প্রদেয় মুনাফা অর্থবছর ১১-এর ১৬.৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২০.০ বিলিয়ন (১১৯.৮ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬.৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

ইক্যুইটি (Equity)

১৩.১৮ ব্যাংকের মোট ইক্যুইটি অর্থবছর ১২-এ অর্থবছর ১১-এর ১৬৩.১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৭৯.৩ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪২.৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকের ইক্যুইটি বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক) ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ০.০৩ বিলিয়ন টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

খ) অর্থবছর ১২-এ পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি অর্থবছর ১১-এর ১০৫.৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৪.৬ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৯.৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

গ) কারেন্সি ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ ১৭.১ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২২.৬ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

ঘ) বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহের স্থিতি ১৩.৬ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.৯ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

ঙ) অ-বিধিবদ্ধ তহবিলের স্থিতি ১৩.৬ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.৩ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

চ) অন্যান্য তহবিল ৯.৫ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৮ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে।

ছ) সাধারণ সঞ্চিতি (৪.৩ বিলিয়ন টাকা) অপরিবর্তিত রয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ

১৩.১৯ অর্থবছর ১২-এ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অর্থবছর ১১-এর ৮১০.০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২২৬.১ বিলিয়ন (২৭.৯ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়ে ১০৩৬.১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

প্রচারণকৃত নোট

১৩.২০ অর্থবছর ১২-এ প্রচারণকৃত নোট অর্থবছর ১১-এর ৫৯৯.২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪২.৮ বিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪২.০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। প্রচারণকৃত নোট বাবদ দায় ৬৪২.০ বিলিয়ন টাকার বিপরীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ৮.২ বিলিয়ন টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা ৫০০.০ বিলিয়ন টাকা, সরকারি সিকিউরিটিজ ১০১.৭ বিলিয়ন টাকা, বাংলাদেশ মুদ্রা ০.৫ বিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৩১.৬ বিলিয়ন টাকা রয়েছে।

নিরীক্ষক

১৩.২১ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থবছর ১২-এর আর্থিক বিবরণীসমূহ আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা মানদণ্ড (আই,এস,এ) অনুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস, (ইনডিপেন্ডেন্ট মেম্বার ফার্ম অব ডেলইটি টাচ থমাটসু) তাদের পার্টনার আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান বি,আর,এস নিউপান এন্ড কোং, নেপাল এবং সাইফুল শামসুল আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস (এ মেম্বার অব ইউএইচওয়াই) তাদের পার্টনার হাসান নায়েম এন্ড কোং, পাকিস্তান কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদন ও আর্থিক বিবরণী
৩০ জুন ২০১২ তারিখে
সমাপ্ত বছরের

গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ সরকারের প্রতি
নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন

আমরা এতদসঙ্গে সংযোজিত বাংলাদেশ ব্যাংকের (সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান সমেত) ৩০ জুন ২০১২ তারিখের সমন্বিত স্থিতিপত্র সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত বছরের আয়ের বিবরণী, ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণী ও নগদ তহবিল প্রবাহের বিবরণী এবং তাৎপর্যপূর্ণ হিসাবনীতিসমূহের টীকাসহ সকল সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করেছি। সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান- দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর আর্থিক বিবরণীসমূহ আহমেদ এন্ড আক্তার, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়েছে।

সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান- দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর ৩০ জুন ২০১১ তারিখ ভিত্তিক আর্থিক বিবরণীসমূহ যৌথভাবে একনাবিন, চার্টার্ড একাউনট্যান্টস এবং সাইফুল শামসুল আলম, চার্টার্ড একাউনট্যান্টস, নিরীক্ষা করেছে এবং বিগত ২৪ আগস্ট ২০১১ তারিখে আনকোয়ালিফাইড মতামত প্রদান করা হয়েছে।

আর্থিক বিবরণীর বিষয়ে পরিচালকমণ্ডলীর দায়দায়িত্ব

আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) অনুযায়ী ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতকরণ ও তা স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন এবং উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ যাতে জালিয়াতি বা ভুলতথ্য মুক্ত থাকে এ রকম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক বিবরণী এবং ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে কোন প্রকার অসঙ্গতি (ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ যা হোক) যেন না হয় সে জন্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

নিরীক্ষকদের দায়দায়িত্ব

গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক বিবরণী ও ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর উপর নিরীক্ষাভিত্তিক অভিমত ব্যক্ত করাই আমাদের দায়িত্ব। আমরা আন্তর্জাতিক নিরীক্ষার মানদণ্ড অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষা পরিচালনা করেছি। উক্ত নিরীক্ষামান অনুযায়ী নৈতিকতার নিরিখে আমাদেরকে এমনভাবে নিরীক্ষার কাজ পরিকল্পনা ও সম্পাদন করতে হয়েছে যাতে যুক্তিসঙ্গতভাবে গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক বিবরণী ও ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ উল্লেখযোগ্য রকম ক্রুটিমুক্ত থাকে। সমন্বিত আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত অর্থের পরিমাণ এবং টীকাসমূহ সংশ্লিষ্ট তথ্যপ্রমাণাদি সংগ্রহ নিরীক্ষা কার্যের অন্তর্ভুক্ত। আর্থিক বিবরণীতে জালিয়াতি ও ভুল হতে উদ্ভূত ভ্রান্ত বিবৃতি থাকার বিষয়ে ঝুঁকি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া নির্বাচন আমাদের বিবেচনাধীন, যার মধ্যে গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক বিবরণী ও ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর উল্লেখযোগ্য রকমের ভুল-ক্রুটিসমূহের (ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ যা হোক) ঝুঁকি পরিমাপ অন্তর্ভুক্ত। এ ঝুঁকি পরিমাপের জন্যে আমরা গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরি ও স্বচ্ছ উপস্থাপন-সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিবেচনা করে থাকি যা কিনা নিরীক্ষা প্রক্রিয়া নির্ধারণের লক্ষ্যে (যা সময়োপযোগী) কিন্তু এটা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হিসাবরক্ষণ নীতিমালার যথার্থতা মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃক হিসাব মূল্যায়নের যৌক্তিকতা নির্ণয় সে সাথে গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহ ও ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহের সার্বিক উপস্থাপনের মূল্যায়ন নিরীক্ষা কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা বিশ্বাস করি যে, নিরীক্ষা মতামত প্রদানের জন্য আমরা যে সকল নিরীক্ষা প্রমাণাদি সংগ্রহ করেছি তা আমাদের নিরীক্ষা মতামতের জন্য একটি ভিত্তি হিসাবে পর্যাপ্ত এবং যথাযথ।

মতামত

আমাদের মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩০ জুন ২০১২ তারিখে গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক বিবরণী ও ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী সার্বিক বিবেচনায় গ্রুপ ও ব্যাংকের আর্থিক ফলাফল স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও নগদ তহবিলের প্রবাহ আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে।

সাইফুল শামসুল আলম এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস, বাংলাদেশ।

হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস, বাংলাদেশ।

ইউএইচওয়াই হাসান নায়েম এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস, পাকিস্তান।

বিআরএস নিউপান এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস, নেপাল।

ঢাকা, ২৮ আগস্ট ২০১২

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখের সমন্বিত আর্থিক অবস্থার বিবরণ

সম্পদ	নোট	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪	২৪৯,৩৭৩,৪৩৬	১৭৬,৫০৮,৭৫৪
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫	৪৫৮,৬৯৭,৭৭৭	৪৮৮,৩০৩,৭৬২
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৬	১২১,৬৪১,২৯৪	১১১,৩১৮,৩২৪
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	৭	৪৫,৩০৭,৩০১	৬৫,৩৯৮,৪০৪
		৮৭৫,০১৯,৮০৮	**৮৪১,৫২৯,২৪৪**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৮ক	৯২৪,৬৩৮	৫৮২,৯০০
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৯	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮	৩১৩,৫২৯,৭৯৩
বিনিয়োগ	১০ক	১৬১,৪৩৪,৪৫৮	৯১,৯৮৪,৯৯৮
ব্যাংক,আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১১ক	১১১,৪৯৬,০৭০	১০১,১৬২,৯০২
		৬৪৬,৯২৩,০৩৪	**৫০৭,২৬০,৫৯৩**
মোট আর্থিক সম্পদ		**১,৫২১,৯৪২,৮৪২**	**১,৩৪৮,৭৮৯,৮৩৭**
অ-আর্থিক সম্পদ			
স্বর্ণ এবং রৌপ্য	১২	৪৩,২৩৭,০৪৮	৩৪,৫৫৮,৮৯১
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি	১৩ক	২৭,৯৫১,৪৬০	২৮,৫১৩,৮২৪
অস্পর্শনীয় সম্পদ	১৫	৫৮২,৮৮০	-
মূলধনী কার্যের অগ্রগতি	১৬ক	৯৯১,৬৬০	৭২৩,০৯৬
অন্যান্য স্থানীয় সম্পদ	১৭ক	৮,২৬০,৭২০	৬,৭৯৭,৬৯৬
		৮১,০২৩,৭৬৮	**৭০,৫৯৩,৫০৭**
মোট সম্পদ		**১,৬০২,৯৬৬,৬১০**	**১,৪১৯,৩৮৩,৩৪৪**
দায়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়			
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৬	১৭৩,৯০৫,৪২৭	১৬৮,৫৫৪,২০৪
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৮	১৫৭,৬২৬,৯৭৭	১৩৯,৮১৭,৮৮৪
অন্যান্য বৈদেশিক দায়	১৯	১,৪৮১,০৩৬	১,৪৬৫,১৯২
		৩৩৩,০১৩,৪৪০	**৩০৯,৮৩৭,২৮০**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়			
প্রচারণকৃত নোট	২০	৬৪২,০০৭,৪৯২	৫৯৯,১৫৭,৭৩০
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২১	৩২৯,০১২,০৭৮	২৯১,৯৫৮,০৩৩
		৯৭১,০১৯,৫৭০	**৮৯১,১১৫,৭৬৩**
মোট আর্থিক দায়		**১,৩০৪,০৩৩,০১০**	**১,২০০,৯৫৩,০৪৩**
অন্যান্য স্থানীয় দায়	২২ক	**৪৯,৯২৩,০৭৪**	**৪৯,৪৯৫,৩৭৫**
মোট দায়		**১,৩৫৩,৯৫৬,০৮৪**	**১,২৫০,৪৪৮,৪১৮**
ইক্যুইটি			
মূলধন	২৩	৩০,০০০	৩০,০০০
পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি	২৪ক	১৪১,২৪৮,৮৫৬	১০৬,৬৮১,৩৮৯
মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্য জনিত সঞ্চিতি	২৫	২২,৫৬২,৩৫৩	১৭,১২৪,৩১০
বিধিবদ্ধ তহবিল	২৬	১৩,৯১৭,০৪৬	১৩,৩৬৭,০৪৬
অবিধিবদ্ধ তহবিল		১৪,২৬৬,০৬৭	১৩,৫৭০,০০০
অন্যান্য সঞ্চিতি	২৭	১০,৭৭৫,৬৫২	৯,৪৫৫,৫৬৯
সাধারণ সঞ্চিতি	২৮	৪,৫০০,৫০০	৪,৪৫০,৫০০
আবন্টিত মুনাফা	২৯ক	৪১,৭১০,০৫২	৪,২৫৬,১১২
		২৪৯,০১০,৫২৬	**১৬৮,৯৩৪,৯২৬**
মোট দায় এবং ইক্যুইটি		**১,৬০২,৯৬৬,৬১০**	**১,৪১৯,৩৮৩,৩৪৪**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৫২ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আ. খ. ম. রহমত উল্যাহ মহাব্যবস্থাপক একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আবুল কাসেম ডেপুটি গভর্নর	ড. আতিউর রহমান গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখের সমন্বিত আর্থিক অবস্থার বিবরণ

সম্পদ	নোট	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৪	২৪৯,৩৭৩,৪৩৬	১৭৬,৫০৮,৭৫৪
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৫	৪৫৮,৬৯৭,৭৭৭	৪৮৮,৩০৩,৭৬২
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	৬	১২১,৬৪১,২৯৪	১১১,৩১৮,৩২৪
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	৭	৪৫,৩০৭,৩০১	৬৫,৩৯৮,৪০৪
		৮৭৫,০১৯,৮০৮	**৮৪১,৫২৯,২৪৪**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ			
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৮	৪৫৯,৯৬০	৩০৬,৩৩৯
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৯	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮	৩১৩,৫২৯,৭৯৩
বিনিয়োগ	১০	১৬০,৮৪৩,১৫৩	৯১,৩৩৩,৫৭৬
ব্যাংক,আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ	১১	১১০,৭৬৮,৩০১	১০০,৬৯৩,০৩৯
		৬৪৫,১৩৯,২৮২	**৫০৫,৮৬২,৭৪৭**
মোট আর্থিক সম্পদ		**১,৫২০,১৫৯,০৯০**	**১,৩৪৭,৩৯১,৯৯১**
অ-আর্থিক সম্পদ			
স্বর্ণ এবং রৌপ্য	১২	৪৩,২৩৭,০৪৮	৩৪,৫৫৮,৮৯১
সম্পদ, স্থাপনা এবং সরঞ্জামাদি	১৩	২৪,৮৬১,৬৬৪	২৫,২৭৭,১৫৫
অস্পর্শনীয় সম্পদ	১৫	৫৮২,৮৮০	-
মূলধনী কার্যের অগ্রগতি	১৬	৯৯০,৬৭৮	৭১৫,৩৫৩
অন্যান্য স্থানীয় সম্পদ	১৭	৫,৫৯৪,৯২৪	৪,২৪১,৫২৮
		৭৫,২৬৭,১৯৪	**৬৪,৭৯২,৯২৭**
মোট সম্পদ		**১,৫৯৫,৪২৬,২৮৪**	**১,৪১২,১৮৪,৯১৮**
দায়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়			
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	৬	১৭৩,৯০৫,৪২৭	১৬৮,৫৫৪,২০৪
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	১৮	১৫৭,৬২৬,৯৭৭	১৩৯,৮১৭,৮৮৪
অন্যান্য বৈদেশিক দায়	১৯	১,৪৮১,০৩৬	১,৪৬৫,১৯২
		৩৩৩,০১৩,৪৪০	**৩০৯,৮৩৭,২৮০**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক দায়			
প্রচারণকৃত নোট	২০	৬৪২,০০৭,৪৯২	৫৯৯,১৫৭,৭৩০
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা	২১	৩২৯,০১২,০৭৮	২৯১,৯৫৮,০৩৩
		৯৭১,০১৯,৫৭০	**৮৯১,১১৫,৭৬৩**
মোট আর্থিক দায়		**১,৩০৪,০৩৩,০১০**	**১,২০০,৯৫৩,০৪৩**
অন্যান্য স্থানীয় দায়	২২	**৪৮,৯৪৮,২৭৭**	**৪৮,১০০,৮৫৮**
মোট দায়		**১,৩৫২,৯৮১,২৮৭**	**১,২৪৯,০৫৩,৯০১**
ইক্যুইটি			
মূলধন	২৩	৩০,০০০	৩০,০০০
পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি	২৪	১৩৯,৯০১,০৫৯	১০৫,৩৩৩,৫৯২
মুদ্রার বিনিময় হার তারতম্য জনিত সঞ্চিতি	২৫	২২,৫৬২,৩৫৩	১৭,১২৪,৩১০
বিধিবদ্ধ তহবিল	২৬	১৩,৯১৭,০৪৬	১৩,৩৬৭,০৪৬
অবিধিবদ্ধ তহবিল	২৭	১৪,২৬৬,০৬৭	১৩,৫৭০,০০০
অন্যান্য সঞ্চিতি	২৮	১০,৭৭৫,৬৫২	৯,৪৫৫,৫৬৯
সাধারণ সঞ্চিতি	২৯	৪,২৫০,৫০০	৪,২৫০,৫০০
আবন্টিত মুনাফা		৩৬,৭৪২,৩২০	-
		২৪২,৪৪৪,৯৯৭	**১৬৩,১৩১,০১৭**
মোট দায় এবং ইক্যুইটি		**১,৫৯৫,৪২৬,২৮৪**	**১,৪১২,১৮৪,৯১৮**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৫২ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আ. খ. ম. রহমত উল্যাহ মহাব্যবস্থাপক একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আবুল কাসেম ডেপুটি গভর্নর	ড. আতিউর রহমান গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখে সমাপ্ত বছরের সমন্বিত সামগ্রিক আয়ের বিবরণী

আয়	নোট	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩০	১০,৮০৫,২৮৫	৯,৫৩৭,৪৪৩
কমিশন এবং বাট্টা	৩০	১১৩,৮৭২	১০৪,৪৩৩
		১০,৯১৯,১৫৭	**৯,৬৪১,৮৭৬**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৩ক	৪৩,২৫৩,৩০৮	১৯,১৫৬,৮৮০
কমিশন এবং বাট্টা	৩৪	৬৩৯,৮৬২	৩৭৭,০৫৫
বিক্রয়		২,০৪৫,৫৫৭	১,৪৬৮,৯২৬
বিবিধ আয়		১০,১১৭	৮,৯০৪
		৪৫,৯৪৮,৮৪৪	**২১,০১১,৭৬৫**
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - উসুলকৃত		৫,৪৩৮,০৪৩	৬,৩১৩,৬৮০
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - অনুসুলকৃত		২৬,২৯৩,০৩৩	৬৩,২৫৭,৮১৪
মোট আয়		**৮৮,৫৯৯,০৭৭**	**১০০,২২৫,১৩৫**
ব্যয়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩১	(৩০০,৩৪৭)	(৪৪৮,৬৮৯)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৩২	(১,৭০২,২২৬)	(১,১০২,৯৫৫)
		(২,০০২,৫৭৩)	**(১,৫৫১,৬৪৪)**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৫	-	(৫৭,৪০১)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৩৬	(৩,১৩৩,৮৯৮)	(১,৮৪১,৮০০)
		(৩,১৩৩,৮৯৮)	**(১,৮৯৯,২০১)**
অন্যান্য ব্যয়			
ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান		৩৩৫,৫৬৯	৪১৭,২৫০
সাধারণ এবং প্রশাসনিক ব্যয়	৩৭ক	(১২,৭১৯,০৮৭)	(৮,০৭৭,৯৪৭)
		(১২,৩৮৩,৫১৮)	**(৭,৬৬০,৬৯৭)**
মোট ব্যয়		**(১৭,৫১৯,৯৮৯)**	**(১১,১১১,৫৪২)**
আর্থিক বছরের মুনাফা		**৭১,০৭৯,০৮৮**	**৮৯,১১৩,৫৯৩**
অন্যান্য আয়			
স্বর্ণ পুনর্মূল্যায়ন আয়		৮,২৭১,৫৭৪	১০,৮৯৪,৭১৮
রৌপ্য পুনর্মূল্যায়ন আয়/(ক্ষতি)		(৪৯,৮৭৫)	২২৬,৬৮৬
		৮,২২১,৬৯৯	**১১,১২১,৪০৪**
আর্থিক বছরের মোট সমন্বিত সামগ্রিক মুনাফা/(ক্ষতি)		**৭৯,৩০০,৭৮৭**	**১০০,২৩৪,৯৯৭**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৫২ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আ. খ. ম. রহমত উল্যাহ
মহাব্যবস্থাপক
একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট

মোঃ আবুল কাসেম
ডেপুটি গভর্নর

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখে সমাপ্ত বছরের সমন্বিত সামগ্রিক আয়ের বিবরণী

আয়	নোট	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩০	১০,৮০৫,২৮৫	৯,৫৩৭,৪৪৩
কমিশন এবং বাট্টা	৩১	১১৩,৮৭২	১০৪,৪৩৩
		১০,৯১৯,১৫৭	**৯,৬৪১,৮৭৬**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ হতে আয়			
সুদ আয়	৩৪	৪৩,০৭৬,৮১৮	১৮,৯৮৩,৯৬১
কমিশন এবং বাট্টা	৩৫	৬৩৯,৮৬২	৩৭৭,০৫৫
লভ্যাংশ আয়		৭৫,০০০	৫০,০০০
বিবিধ আয়		২,৯৮২	৯৭১
		৪৩,৭৯৪,৬৬২	**১৯,৪১১,৯৮৭**
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - উসুলকৃত		৫,৪৩৮,০৪৩	৬,৩১৩,৬৮০
বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়নজনিত আয় - অনুসুলকৃত		২৬,২৯৩,০৩৩	৬৩,২৫৭,৮১৪
মোট আয়		**৮৬,৪৪৪,৮৯৫**	**৯৮,৬২৫,৩৫৭**
ব্যয়সমূহ			
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩২	(৩০০,৩৪৭)	(৪৪৮,৬৮৯)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৩৩	(১,৭০২,২২৬)	(১,১০২,৯৫৫)
		(২,০০২,৫৭৩)	**(১,৫৫১,৬৪৪)**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়ের ব্যয়			
সুদ ব্যয়	৩৬	-	(৫৭,৪০১)
কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়	৩৭	(৩,১৩৩,৮৯৮)	(১,৮৪১,৮০০)
		(৩,১৩৩,৮৯৮)	**(১,৮৯৯,২০১)**
অন্যান্য ব্যয়			
ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান		৩৩৫,৫৬৯	৪১৭,২৫০
সাধারণ এবং প্রশাসনিক খরচ	৩৮	(১১,৩২৬,৫২৫)	(৭,১৬৫,৮৪৬)
		(১০,৯৯০,৯৫৬)	**(৬,৭৪৮,৫৯৬)**
মোট ব্যয়		**(১৬,১২৭,৪২৭)**	**(১০,১৯৯,৪৪১)**
আর্থিক বছরের মুনাফা		**৭০,৩১৭,৪৬৮**	**৮৮,৪২৫,৯১৬**
অন্যান্য আয়			
স্বর্ণ পুনর্মূল্যায়ন আয়		৮,২৭১,৫৭৪	১০,৮৯৪,৭১৮
রৌপ্য পুনর্মূল্যায়ন আয়		(৪৯,৮৭৫)	২২৬,৬৮৬
		৮,২২১,৬৯৯	**১১,১২১,৪০৪**
আর্থিক বছরের মোট সামগ্রিক মুনাফা/ক্ষতি		**৭৮,৫৩৯,১৬৭**	**৯৯,৫৪৭,৩২০**

সংযোজিত নোট ১ হতে ৫২ এই আর্থিক বিবরণীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আ. খ. ম. রহমত উল্যাহ মহাব্যবস্থাপক একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট	মোঃ আবুল কাসেম ডেপুটি গভর্নর	ড. আতিউর রহমান গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংক

৩০ জুন ২০১২ তারিখে সমাপ্ত বছরের ইকুয়িটি পরিবর্তনের সমন্বিত বিবরণী

’০০০ টাকা

বিবরণ	মূলধন	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি			মুদ্রার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	বিধিবদ্ধ তহবিল	অবিধিবদ্ধ তহবিল	সম্পদ নবায়ন ও পুনস্থাপন সঞ্চিতি	সুদ সঞ্চিতি	সাধারণ সঞ্চিতি	আবণ্টিত মুনাফা	মোট
		স্বর্ণ ও রৌপ্য	বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি								
১ জুলাই ২০১০ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	৮,৭৯৮,০২০	-	২৩,৫৪১,৬৮৭	১০,৮১০,৬৩০	১২,৮১৭,০৪৬	১৩,০০০,০০০	১,৬০৯,৯৫৬	৬,৮৮৩,৩২৮	৪,৪০০,৫০০	৩,৬১৮,৪৩৬	৮৫,৫০৯,৬০৩
সাধারণ সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫০,০০০	(৫০,০০০)	-
বছরের মোট লাভ/(ক্ষতি)	-	১১,১২১,৪০৪	৬৩,২৫৭,৮১৪	-	৬,৩১৩,৬৮০	৫৫০,০০০	৫৭০,০০০	২২৬,৪৪৯	৬৯৮,৩০০	-	১৭,৪৯৭,৩৪৯	১০০,২৩৪,৯৯৬
পুনর্মূল্যায়ন সমন্বয়	-	-	-	(৩৭,৫৩৬)	-	-	-	৩৭,৫৩৬	-	-	-	-
প্রদেয় লভ্যাংশ (অর্থবছর ১১ এর জন্য)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(১৬,৮০৯,৬৭৩)	(১৬,৮০৯,৬৭৩)
৩০ জুন ২০১১ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	১৯,৯১৯,৪২৪	৬৩,২৫৭,৮১৪	২৩,৫০৪,১৫১	১৭,১২৪,৩১০	১৩,৩৬৭,০৪৬	১৩,৫৭০,০০০	১,৮৭৩,৯৪১	৭,৫৮১,৬২৮	৪,৪৫০,৫০০	৪,২৫৬,১১২	১৬৮,৯৩৪,৯২৬
সাধারণ সঞ্চিতিতে স্থানান্তর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫০,০০০	(৫০,০০০)	-
অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর	-	-	-	-	-	-	৬৯৬,০৬৭	-	-	-	-	৬৯৬,০৬৭
বছরের মোট লাভ/(ক্ষতি)	-	৮,২২১,৬৯৯	-	-	-	-	-	-	-	-	৭১,০৭৯,০৮৮	৭৯,৩০০,৭৮৭
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবন্টন			২৬,২৯৩,০৩৩		৫,৪৩৮,০৪৩	৫৫০,০০০		৬১৭,৩৭২	৬৭৬,৭০০		(৩৩,৫৭৫,১৪৮)	-
পুনর্মূল্যায়নের বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	৫২,৭৩৫	-	-	-	২৬,০১১	-	-	-	৭৮,৭৪৬
৩০ জুন ২০১২ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	২৮,১৪১,১২৩	৮৯,৫৫০,৮৪৭	২৩,৫৫৬,৮৮৬	২২,৫৬২,৩৫৩	১৩,৯১৭,০৪৬	১৪,২৬৬,০৬৭	২,৫১৭,৩২৪	৮,২৫৮,৩২৮	৪,৫০০,৫০০	৪১,৭১০,০৫২	২৪৯,০১০,৫২৬

বাংলাদেশ ব্যাংক

৩০ জুন ২০১২ তারিখে সমাপ্ত বছরের ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণী

’০০০ টাকা

বিবরণ	মূলধন	পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি			মুদ্রার তারতম্যজনিত সঞ্চিতি	বিধিবদ্ধ তহবিল	অবিধিবদ্ধ তহবিল	সম্পদ নবায়ন ও পুনস্থাপন সঞ্চিতি	সুদ সঞ্চিতি	সাধারণ সঞ্চিতি	আবণ্টিত মুনাফা	মোট
		স্বর্ণ ও রৌপ্য	বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি								
১ জুলাই ২০১০ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	৮,৭৯৮,০২০	-	২২,১৯৩,৮৯০	১০,৮১০,৬৩০	১২,৮১৭,০৪৬	১৩,০০০,০০০	১,৬০৯,৯৫৬	৬,৮৮৩,৩২৮	৪,২৫০,৫০০	-	৮০,৩৯৩,৩৭০
বছরের মোট লাভ/ (ক্ষতি)	-	১১,১২১,৪০৪	৬৩,২৫৭,৮১৪	-	৬,৩১৩,৬৮০	৫৫০,০০০	৫৭০,০০০	২২৬,৪৪৯	৬৯৮,৩০০	-	১৬,৮০৯,৬৭৩	৯৯,৫৪৭,৩২০
পুনর্মূল্যায়নজনিত সমন্বয়	-	-	-	(৩৭,৫৩৬)	-	-	-	৩৭,৫৩৬	-	-	-	-
প্রদেয় লভ্যাংশ (অর্থবছর ১১ এর জন্য)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(১৬,৮০৯,৬৭৩)	(১৬,৮০৯,৬৭৩)
৩০ জুন ২০১১ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	১৯,৯১৯,৪২৪	৬৩,২৫৭,৮১৪	২২,১৫৬,৩৫৪	১৭,১২৪,৩১০	১৩,৩৬৭,০৪৬	১৩,৫৭০,০০০	১,৮৭৩,৯৪১	৭,৫৮১,৬২৮	৪,২৫০,৫০০	-	১৬৩,১৩১,০১৭
অন্যান্য তহবিলে স্থানান্তর	-	-	-	-	-	-	৬৯৬,০৬৭	-	-	-	-	৬৯৬,০৬৭
বছরের মোট লাভ/ (ক্ষতি)	-	৮,২২১,৬৯৯		-			-			-	৭০,৩১৭,৪৬৮	৭৮,৫৩৯,১৬৭
অন্যান্য তহবিলে মুনাফার আবন্টন			২৬,২৯৩,০৩৩		৫,৪৩৮,০৪৩	৫৫০,০০০		৬১৭,৩৭২	৬৭৬,৭০০		(৩৩,৫৭৫,১৪৮)	-
পুনর্মূল্যানের বিপরীতে সমন্বয়	-	-	-	৫২,৭৩৫	-	-	-	২৬,০১১	-	-	-	৭৮,৭৪৬
৩০ জুন ২০১২ তারিখে স্থিতি	৩০,০০০	২৮,১৪১,১২৩	৮৯,৫৫০,৮৪৭	২২,২০৯,০৮৯	২২,৫৬২,৩৫৩	১৩,৯১৭,০৪৬	১৪,২৬৬,০৬৭	২,৫১৭,৩২৪	৮,২৫৮,৩২৮	৪,২৫০,৫০০	৩৬,৭৪২,৩২০	২৪২,৪৪৪,৯৯৭

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখে সমাপ্ত বছরের সমন্বিত নগদ প্রবাহ বিবরণী

		২০১২	২০১১
		'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়
ক.	**পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ**		
	সুদ প্রাপ্তি	৩৮,৮৪৩,১৮১	১৯,০৯১,৯৯৯
	সুদ প্রদান	(২৫০,৬৬২)	(৫৩৪,৭৮৪)
	ক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্ত	২,০৪৫,৫৫৭	১,৪৬৮,৯২৬
	ফি, কমিশন ও অন্যান্য আয়	৭৬৩,৮৫১	৫২৪,০৯৬
	কমিশন ও বাট্টা প্রদান	(৩,৬৮৫,০৬৮)	(২,৬১৯,৫৫৪)
	আয়কর	(৪৫৩,৯৫০)	(৩৫৭,৫৮২)
	কর্মচারী ও সরবরাহকারীদের প্রদান	(১২,৩৪৬,১৩৬)	(৬,২৪৩,৫৯০)
	পরিচালন সম্পদের বৃদ্ধি/ (হ্রাস)		
	অগ্রিম প্রদান	(১০,০৩৪,২৭৮)	(৯,৭৫১,৮৮৩)
	অন্যান্য সম্পদ	(৮৩৭,৯৮৮)	(২,৪৯৪,৯৯০)
	পরিচালন দায়ের বৃদ্ধি/ (হ্রাস)		
	বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জমা	৫৪,৮৭৮,৯৮২	৮৯,৬৯৩,০১৪
	অন্যান্য দায়	১৭,৮৭৯,৪৪৭	(২২,৬৪২,২৮৫)
	পরিচালন কার্যক্রম হতে নীট নগদ প্রবাহ	**৮৬,৮০২,৯৩৬**	**৬৬,১৩৩,৩৬৭**
খ.	**বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ**		
	বিনিয়োগ হতে আয়	১৪,১৫৪,৭১৪	৮,৩৩৫,৮৩৩
	বৈদেশিক ট্রেজারী বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ	২২,৬৪০,৫৫৩	১১,৭৩০,৯৯৯
	অন্যান্য বিনিয়োগ	(৪৮,৯৯৩,৫৮৬)	(১৫৪,৬০৬,৫৭২)
	সরকারি সিকিউরিটিজ-এ বিনিয়োগ	(৫৯,৫৩৮,০৭৫)	(৯৫,৬৪৭,৭৫৯)
	স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	৬,৫১৩,২৫২	(১৭,১৫৪,৯৬১)
	বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ	(৪১,১৩৩,৬০৬)	৯৭,২৩৯,৫৯২
	ঋণপত্রে বিনিয়োগ	১০৩,৩৩৪	৫৫৩,৩৩৩
	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	(১,৪৪০,১৭৮)	(২,৮৭৮,৬৬২)
	আইএমএফ স্থিতি	(৪,৯৭১,৭৪৭)	১৪,৪৬৪,৬৬৭
	বিনিয়োগ কার্যক্রমে নীট নগদ বহিঃপ্রবাহ	**(১১২,৬৬৫,৩৩৯)**	**(১৩৭,৯৬৩,৫৩০)**
গ.	**আর্থিক কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ**		
	সরকারকে প্রদান	(১৬,৬৪৫,৬২১)	(৬,১২০,৮০৪)
	প্রচারণকৃত নোট	৪২,৮৪৯,৭৬২	৯৯,৬৭৮,০৭৩
	স্বল্প মেয়াদি ঋণ	-	(২১,৩৮৭,৪৬৬)
	আর্থিক কার্যক্রম হতে নীট নগদ প্রবাহ	**২৬,২০৪,১৪১**	**৭২,১৬৯,৮০৩**
	নগদ ও নগদ সমতুল্যের নীট বৃদ্ধি/ (হ্রাস)	**৩৪১,৭৩৮**	**৩৩৯,৬৪০**
	প্রারম্ভিক নগদ ও সমতুল-নগদ	৫৮২,৯০০	২৪৩,২৬০
	সমাপনী নগদ ও সমতুল-নগদ	**৯২৪,৬৩৮**	**৫৮২,৯০০**

বাংলাদেশ ব্যাংক

৩০ জুন ২০১২ তারিখে সমাপ্ত বছরের নগদ প্রবাহ বিবরণী

		২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
ক.	**পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ**		
	সুদ প্রাপ্তি	৩৮,৭০৬,৫২১	১৮,৯১৭,২১০
	সুদ প্রদান	(২৫০,৬৬২)	(৫৩৪,৭৮৪)
	ফি, কমিশন ও অন্যান্য আয়	৮০৯,৪৫১	৪৮০,৮০২
	কমিশন ও বাট্টা প্রদান	(৪,৮৩৬,১২৪)	(২,৯৪৪,৭৫৫)
	কর্মচারী ও সরবরাহকারীদের প্রদান	(৯,৯১৯,৫৬৩)	(৬,৪২৪,১৮৬)
	পরিচালন সম্পদের বৃদ্ধি/ (হ্রাস)		
	ক্রেতাদের অগ্রিম প্রদান	(৯,৭৭৬,৩৭২)	(৯,৫০৯,১০৯)
	অন্যান্য সম্পদ	(৭৬৮,১৯০)	(১,৮৯৭,৪৮৫)
	পরিচালন দায়ের বৃদ্ধি/ (হ্রাস)		
	বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জমা	৫৪,৮৭৮,৯৮২	৮৯,৬৯৩,০১৪
	অন্যান্য দায়	১৭,৭৪৩,৬৯২	(২২,৩৬৯,৮১১)
	পরিচালন কার্যক্রম হতে নীট নগদ প্রবাহ	**৮৬,৫৮৭,৭৩৫**	**৬৫,৪১০,৮৯৬**
খ.	**বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ**		
	লভ্যাংশ	৫০,০০০	-
	বিনিয়োগ হতে আয়	১৪,১৭৯,৭১৪	৮,৩৮৫,৮৩৩
	বৈদেশিক ট্রেজারী বিল ও বন্ডে বিনিয়োগ	২২,৬৪০,৫৫৩	১১,৭৩০,৯৯৯
	অন্যান্য বিনিয়োগ	(৪৯,০৫৩,৭০৩)	(১৫৫,৬৭২,০৩১)
	সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ	(৫৯,৫৩৮,০৭৫)	(৯৫,৬৪৭,৭৫৯)
	স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	৬,৫১৩,২৫২	(১৭,১৫৪,৯৬১)
	বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগ	(৪১,১৩৩,৬০৬)	৯৭,২৩৯,৫৯২
	ঋণপত্রে বিনিয়োগ	১০৩,৩৩৪	৫৫৩,৩৩৩
	সম্পত্তি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	(১,৪২৭,৯৭৭)	(১,৪১৬,২৭০)
	আইএমএফ স্থিতি	(৪,৯৭১,৭৪৭)	১৪,৪৬৪,৬৬৭
	বিনিয়োগ কার্যক্রমে নীট নগদ বহিঃপ্রবাহ	**(১১২,৬৩৮,২৫৫)**	**(১৩৭,৫১৬,৫৯৭)**
গ.	**আর্থিক কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ**		
	সরকারকে প্রদান	(১৬,৬৪৫,৬২১)	(৬,১২০,৮০৪)
	প্রচারণকৃত নোট	৪২,৮৪৯,৭৬২	৯৯,৬৭৮,০৭৩
	স্বল্প মেয়াদি ঋণ	-	(২১,৩৮৭,৪৬৬)
	আর্থিক কার্যক্রম হতে নীট নগদ প্রবাহ	**২৬,২০৪,১৪১**	**৭২,১৬৯,৮০৩**
	নগদ ও নগদ সমতুল্যের নীট বৃদ্ধি/ (হ্রাস)	**১৫৩,৬২১**	**৬৪,১০২**
	প্রারম্ভিক নগদ ও সমতুল-নগদ	৩০৬,৩৩৯	২৪২,২৩৭
	সমাপনী নগদ ও সমতুল-নগদ	**৪৫৯,৯৬০**	**৩০৬,৩৩৯**

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

১. প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক ('ব্যাংক'), একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর আদেশবলে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে প্রতিষ্ঠিত। ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় অবস্থিত। ব্যাংকটির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে- অভ্যন্তরীণ মুদ্রা ও ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ অর্থের মূল্য স্থিতিশীল রাখা, বাংলাদেশী মুদ্রার সমহার মূল্য সংরক্ষণ, উচ্চ মাত্রার উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং দেশের প্রকৃত আয়, উৎপাদন ও উন্নয়ন এবং জাতীয় স্বার্থে দেশের উৎপাদনশীল সম্পদগুলোর বিকাশ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মুদ্রা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা; সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করা, নোট ইস্যুকরণ, রিজার্ভ সংরক্ষণ, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার সংরক্ষণে নীতি প্রণয়ন, মুদ্রা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও মুদ্রার বিনিময় হারের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান, দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ব্যাংক ও অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২-ধারা-৪(২) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পূর্ণ মূলধন বাংলাদেশ সরকারকে বন্টন করা হয়েছে।

২. প্রস্তুতকরণের ভিত্তি

২.০১ কমপ্লায়েন্স বিবরণী

ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড (আইএএসবি) কর্তৃক ইস্যুকৃত ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) অনুসরণ করে ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী এবং এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারীর সমন্বিত বিবরণীগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ২৮ আগস্ট, ২০১২ তারিখের অনুমোদনক্রমে সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

২.০২ পরিমাপের ভিত্তি

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলো ব্যতীত আর্থিক বিবরণীগুলো ঐতিহাসিক ব্যয় নীতির ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে ঃ

- বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবগুলো প্রতিবেদন তারিখে কার্যকরী মুদ্রায় পুনর্মূল্যায়ন করে প্রদর্শন করা হয়েছে।
- আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ প্রকৃত মূল্যে পরিমাপ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারী বিল ও ওভারড্রাফট ক্রয় মূল্যে পরিমাপ করা হয়েছে।
- ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ Amortized cost ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়েছে।
- স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রকৃত মূল্যে পরিমাপ করা হয়েছে।
- সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি পুনর্মূল্যায়নকৃত মূল্যে পরিমাপ করা হয়েছে।
- বৈদেশিক বন্ড, ইউএস ডলার এবং ট্রেজারী বিল ইত্যাদি প্রকৃত মূল্যে পরিমাপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

২.০৩ কার্যকরী ও উপস্থাপন মুদ্রা

আর্থিক বিবরণীগুলো বাংলাদেশী টাকায় উপস্থাপন করা হয়েছে যা ব্যাংকের পরিচালন মুদ্রা। আর্থিক বিবরণীগুলো পৌনঃপুনিক হাজার টাকার অঙ্কে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.০৪ অনুমিত হিসাব ও বিচার্যের ব্যবহার

আর্থিক বিবরণীগুলো তৈরিতে ব্যবস্থাপনার বিচার্য, অনুমিত হিসাব ও ধারণার ভিত্তি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হিসাব নীতিতে এবং উপস্থাপিত সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়ের ওপর প্রতিফলিত হয়েছে। এ সকল অনুমিত হিসাব প্রকৃত ফলাফল হতে পৃথক হতে পারে।

অনুমিত হিসাব ও তার সাথে সম্পর্কিত ধারণাসমূহ চলমান ধারণার নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। হিসাববিজ্ঞানের ধারণাসমূহের পুনঃনির্ধারণ চলতি হিসাবসময়ের মধ্যে কার্যকর করা হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যৎ সময়ের ওপর কোনরূপ প্রভাব ফেললেও তা বিবেচনা করা হয়।

মূলত গুরুত্বপূর্ণ অনুমিত হিসাবগুলোর ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ও জটিল বিচার্যসমূহে হিসাব নীতির প্রয়োগ আর্থিক বিবরণীতে স্বীকৃত স্থিতির ওপর প্রভাব রাখে যা নোট নং-৩৯ (১)ঃ আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. হিসাবের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা

গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক বিবরণী সংশ্লিষ্ট নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা নীতি [নোট নং ৩.১৩ (ঙ), (চ) এবং ৩.২৫ ব্যতীত] অনুসৃত হয়েছে। চলতি বছরের উপস্থাপনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কিছু তুলনামূলক চিত্র পুনঃশ্রেণীকরণ করা হয়েছে।

৩.০১ সমন্বিতকরণের ভিত্তি

ক) সাবসিডিয়ারী

সাবসিডিয়ারী বলতে মূল প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। নিয়ন্ত্রণ তখনই থাকে যখন মুনাফার জন্য নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও পরিচালন কার্যক্রমের ওপর প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব থাকে। ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে আসার তারিখ হতে নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়া পর্যন্ত সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীগুলো সমন্বিত আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ (এসপিসিএল) বাংলাদেশ ব্যাংকের শত ভাগ মালিকানাধীন একটি সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ব্যাংকে ব্যাংক নোট সরবরাহ করা প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব। প্রতিষ্ঠানটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে নোট সরবরাহ করে থাকে। তাছাড়াও এসপিসিএল অন্যান্য পার্টির নিকট কিছু সিকিউরিটিজ বিক্রি করে থাকে।

খ) সমন্বিতকরণের ক্ষেত্রে পরিহার্য লেনদেনগুলো

সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আন্তঃগ্রুপ স্থিতি ও লেনদেনগুলো এবং আন্তঃগ্রুপ লেনদেন হতে উদ্ভূত অনুপার্জিত আয় পরিহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.০২ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন

লেনদেনের তারিখে বিরাজমান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রয়োগ করে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনকে টাকায় প্রকাশ করা হয়েছে। স্থিতিপত্র প্রস্তুতের তারিখে বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত সম্পদ ও দায়গুলো উক্ত তারিখের বিনিময় হার প্রয়োগের মাধ্যমে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়জনিত তারতম্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে প্রদর্শিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত অন্যান্য সম্পদ এবং দায় বাজার মূল্যে মূল্যায়িত হয়েছে এবং ঐ তারিখের বিনিময় হার প্রয়োগ করে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে।

৩.০৩ আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহ

আর্থিক সম্পদগুলো বৈদেশিক সম্পদ (মতিঝিল অফিসে রক্ষিত স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত), বিনিয়োগ, নগদ ও নগদ সমতুল্য, ঋণ ও অগ্রিম (সরকার, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ) এবং সরকারি ট্রেজারী বিল ও ওভারড্রাফট এর সমন্বয়ে গঠিত। আর্থিক দায়গুলো বৈদেশিক দায়, মুদ্রা প্রচারণ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জমা এবং স্বল্পমেয়াদি দেনার সমন্বয়ে গঠিত।

ক) হিসাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও প্রাথমিক পরিমাপন

ঋণ ও অগ্রিম সৃষ্টির দিনই তা স্থিতিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর্থিক সম্পদের ক্রয় বিক্রয়গুলো নিষ্পত্তির তারিখে অন্তর্ভুক্ত করা হয় অথবা গ্রুপ কর্তৃক অর্পণের তারিখে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যান্য আর্থিক সম্পদ ও দায়গুলোর ক্ষেত্রে গ্রুপ চুক্তির পক্ষভুক্ত হওয়ার পর তা আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আর্থিক সম্পদ ও দায়গুলো প্রাথমিকভাবে প্রকৃত মূল্যে পরিমাপ করা হয়। সম্পদ ও দায়ের সাথে সম্পর্কিত লাভ-ক্ষতি, সম্পদ অর্জন ও ইস্যুর সাথে সম্পর্কিত লেনদেন ব্যয় বিবেচনা করা হয়।

খ) শ্রেণীকরণ ও পরবর্তী পরিমাপন

প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্তি হওয়ার পর সম্পদ ও দায় পরিমাপের জন্য আইএএস-৩৯ অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে ঃ

(১) লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ (ট্রেডিং এর জন্য ধারণকৃত সম্পদ)

লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায়সমূহ সেই আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায় যা নিম্নের যে কোনটি ঃ

(ক) ট্রেডিং এর জন্য ধারণকৃত সম্পদ হিসেবে শ্রেণীকৃত, অথবা
(খ) লাভ-ক্ষতি হিসাবের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ হিসেবে শ্রেণীকৃত।

আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায়সমূহকে ট্রেডিং এর জন্য ধারণকৃত হিসাবে গণ্য করা হয় যদি ঃ

(১) স্বল্প সময়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পদসমূহ অর্জন করা হয়।
(২) স্বল্প মেয়াদে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে বিনিয়োগ তালিকার অংশ হিসেবে হিসাবায়ন করা, অথবা
(৩) ডেরিভেটিভ (ঐ সমস্ত ডেরিভেটিভ ব্যতীত যা আর্থিক নিশ্চয়তার চুক্তি অথবা কার্যকরী হেজিং হাতিয়ার)।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব, বৈদেশিক বন্ডে বিনিয়োগ, ইউএস ডলার ও ইউরো ট্রেজারী বিল এবং আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদসমূহকে আর্থিক সম্পদ বিবেচনায় প্রকৃত মূল্যের পরিবর্তনজনিত প্রভাব লাভ-ক্ষতি হিসাবের মাধ্যমে হিসাবায়িত হয়েছে। প্রতি রিপোর্টিং তারিখে এগুলো প্রকৃত মূল্যে নিরূপণ করা হয়।

নিম্নোক্ত অবস্থায় আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহকে প্রকৃত মূল্যে লাভ বা ক্ষতির মাধ্যমে দেখানো হয় ঃ

১. অভ্যন্তরীণভাবে প্রকৃত মূল্যে সম্পদ ও দায়সমূহের ব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়ন করা হয়।
২. এ আরোপণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে হিসাবের গরমিল হ্রাস করে অথবা দূর করে যা অন্যভাবে উদ্ভব হতে পারে।
৩. সম্পদ ও দায়সমূহের মধ্যে এরূপ ডেরিভেটিভ রয়েছে যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে নগদ প্রবাহকে পরিবর্তন করে।

স্থিতিপত্রের তারিখে গ্রুপের নিকট কোন আর্থিক সম্পদ বা দায় নেই যা লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে নিরূপণ বা প্রাথমিক মূল্যায়নে ছিল।

(২) মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগ

মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগসমূহ হচ্ছে নির্দিষ্ট মেয়াদ ও পরিশোধের সূচিসহ নন-ডেরিভেটিভ আর্থিক সম্পদ যা নিম্নোক্ত ব্যতিক্রম ব্যতীত ধারণের ইচ্ছা গ্রুপের রয়েছে।

ক. যা লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে নিরূপণ বা প্রাথমিক হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ ছিল,
খ. যা বিক্রয়যোগ্য;
গ. যা ঋণ ও প্রাপ্যসমূহ।

সরকারি ট্রেজারী বিল, ট্রেজারী বন্ড এবং মুদ্রাবাজারে স্বল্প মেয়াদে বিনিয়োগকে মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগ হিসেবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। প্রতি স্থিতিপত্রের তারিখে কার্যকরী সুদ হিসাবায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগুলো Amortized cost পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়।

(৩) ঋণ এবং প্রাপ্য

নিম্নের ক্ষেত্রগুলো ব্যতীত ঋণ ও প্রাপ্য হচ্ছে নন-ডেরিভেটিভ আর্থিক সম্পদ যেগুলোর নির্দিষ্ট ও নির্ণয়যোগ্য পরিশোধ সূচি রয়েছে এবং যার কার্যকর বাজার মূল্য নেই ঃ

(ক) যেগুলো অচিরেই বা স্বল্প মেয়াদে বিক্রয় করতে চাওয়া হয় সেগুলোকে ট্রেডিং এর জন্য ধারণকৃত সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং যেগুলো প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হয়েছে সেগুলোকে লাভ/ ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে নিরূপণ করা হয়েছে;
(খ) প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণে যেগুলো বিক্রয়যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে; অথবা

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

(গ) ঋণের মূল্যমান হ্রাস ব্যতীত গ্রুপ যে সমস্ত ক্ষেত্রে তার প্রাথমিক বিনিয়োগ পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারবেনা এবং যেগুলো বিক্রয়যোগ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। নগদ ও নগদসমতুল্য, বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ, ঋণপত্রে বিনিয়োগ, বৈদেশিক মুদ্রায় অন্যান্য ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণ, বাংলাদেশ সরকারের জমাতিরিক্ত উত্তোলন, সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম এবং ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমগুলো ঋণ ও প্রাপ্য হিসেবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। প্রতি স্থিতিপত্রের তারিখে এগুলো কার্যকরী সুদ হিসাবায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে Amortized cost পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়।

(৪) বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদ

বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদ বলতে ঐ সমস্ত নন-ডেরিভেটিভ আর্থিক সম্পদকে বুঝাবে যা বিক্রয়যোগ্য হিসাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে এবং যা (ক) ঋণ এবং প্রাপ্য (খ) মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগ অথবা (গ) লাভ ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে নির্ণীত আর্থিক সম্পদ এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

স্যুইফট্ শেয়ার, এসপিসিএল এর শেয়ার এবং আইসিবি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড এর শেয়ার বিক্রয়যোগ্য আর্থিক সম্পদ হিসাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। স্যুইফট্ শেয়ারের বাজার মূল্য না থাকায় এদের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় অবহিত মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

(৫) লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যে আর্থিক দায়

বৈদেশিক দায়কে লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে এর বাজার মূল্যে আর্থিক দায় হিসেবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে এবং প্রতি স্থিতিপত্র তারিখে এদের বাজার মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়। স্থিতিপত্রের তারিখে আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায় Amortized cost পদ্ধতিতে মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে।

(৬) Amortized cost বিবেচনায় আর্থিক দায়

স্বল্প মেয়াদি দেনা (রিভার্স রেপো), নোট প্রচারণ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জমাকে আর্থিক দায় হিসেবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে এবং প্রতি স্থিতিপত্রের তারিখে এদের Amortized cost পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গ) Amortized cost এর পরিমাপ পদ্ধতি

আর্থিক সম্পদ ও দায়ের Amortized cost নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদ ও দায়ের প্রাথমিক মূল্যায়ন হতে পরিশোধিত আসল বাদ দেয়ার পর কার্যকরী সুদ প্রয়োগ করে নির্ধারিত পুঞ্জীভূত Amortization হতে উদ্ভূত প্রাথমিক মূল্যায়ন ও মেয়াদপূর্তির মূল্যের পার্থক্য যোগ বা বিয়োগ করে impairment loss বাবদ যদি কোন ক্ষতি থাকে তা বাদ দেওয়া হয়।

কার্যকরী সুদ নির্ণয় প্রক্রিয়ায় আর্থিক সম্পদ ও দায়ের Amortized cost এবং সুদ আয় ও সুদ ব্যয়কে সংশ্লিষ্ট সময়কালে বণ্টন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

ঘ) প্রকৃত মূল্য নিরূপণ নীতিমালা

ওয়াকিবহাল এবং ইচ্ছুক পক্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর আওতায় পরিমাপন তারিখে যে মূল্যে কোন সম্পদ হস্তান্তর বা দায় নিষ্পন্ন করা হয় সে মূল্যকে প্রকৃত বা বাজার মূল্য বলে।

কোন সম্পদ ও দায়ের প্রকৃত মূল্য নিরূপণে স্থিতিপত্রের তারিখে কার্যকরী বাজারে তার লেনদেনের দরকে বিবেচনা করা হয়েছে। কার্যকরী বাজার বলতে এমন ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে যথেষ্ট মূল্য উদ্ধৃতকারী থাকে এবং প্রতিনিয়ত প্রকৃত লেনদেন আইন সম্মতভাবে সম্পন্ন হয়।

যদি ফিন্যান্সিয়াল ইন্স্ট্রুমেন্ট এর জন্য কোন কার্যকরী বাজার না থাকে তাহলে গ্রুপ মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা হয়। মূল্যায়ন কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বল্প কালীন সময়ে লেনদেন, ইন্স্ট্রুমেন্ট এর বর্তমান বাজার মূল্য যা কিনা পর্যায়ক্রমিকভাবে একই এবং বাট্টাকৃত নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ।

ঙ) পরিমাপ পরবর্তী লাভ-ক্ষতি

বিক্রয়যোগ্য সম্পদের প্রকৃত মূল্যের পরিবর্তনজনিত লাভ-ক্ষতি সরাসরি মূলধন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যখন কোন আর্থিক সম্পদ বিক্রয়, সংগ্রহ অথবা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তিকৃত হয়, তা হতে উদ্ভূত পুঞ্জীভূত লাভ/ক্ষতি যা ইতোপূর্বে মূলধনে হিসাবায়িত হয়েছিল, তা আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করা হয়। লাভ-ক্ষতির মাধ্যমে নিরূপিত প্রকৃত মূল্যের আর্থিক সম্পদ ও দায়ের মূল্যের পরিবর্তনজনিত লাভ-ক্ষতি আয়ের বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ) হিসাবে অ-অন্তর্ভুক্তকরণ (Derecognition)

গ্রুপ কর্তৃক তখনই কোন আর্থিক সম্পদকে হিসাবে অ-অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যখন কোন চুক্তির শর্তানুসারে ধারণকৃত সম্পদের ওপর গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ হারায় বা ঐ সম্পদের নগদ প্রবাহের ওপর চুক্তির শর্তানুসারে তার কোন অধিকার থাকে না এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও মালিকানা স্থানান্তর হয়ে যায়। চুক্তির শর্তানুসারে কোন আর্থিক দায়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ বা বাতিল হলে ঐ দায়কে হিসাব হতে বাদ দেয়া হয়।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে রক্ষিত আর্থিক সম্পদ এবং বিক্রয়যোগ্য সম্পদ এর ক্ষেত্রে যখন ঐ সম্পদ বিক্রয় করা হয় এবং ক্রেতার নিকট হতে বিক্রিত সম্পদের মূল্য প্রাপ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন ঐ সম্পদকে হিসাব হতে বাদ দেয়া হয়।

মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত দলিলাদি এবং সৃষ্ট ঋণ ও প্রাপ্য দেনাদার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের দিন থেকে অথবা চূড়ান্তভাবে আদায়যোগ্য নয় মর্মে বিবেচিত হলে হিসাব হতে তা বাদ দেয়া হয়।

ছ) Impairement পরিমাপকরণ ও চিহ্নিতকরণ

Impairement এর বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণাদি পাওয়া গেলে আর্থিক সম্পদগুলো প্রতি স্থিতিপত্রের তারিখে প্রকৃত মূল্যে লাভ ও ক্ষতির মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন করা হয় না। আর্থিক সম্পদগুলো তখনই Impair করা হয় যখন এ ক্ষতির ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহগুলো নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

Impairement সুনির্দিষ্ট ও সমষ্টিগতভাবে বিবেচনা করা হয়। সুনির্দিষ্ট Impairement নির্ণয়ের জন্য সকল তাৎপর্যপূর্ণ আর্থিক সম্পদকে পরিমাপ করা হয়। সুনির্দিষ্ট Impairement নির্ণয় সম্ভব না হলে সামষ্টিকভাবে Impairement নির্ণয় করা হয় যদি তা সংঘটিত হয়ে থাকে কিন্তু ইতঃপূর্বে সুনির্দিষ্ট করা না হয়ে থাকে। সম্পদগুলো যদি এককভাবে তাৎপর্যপূর্ণ না হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে একই বৈশিষ্ট্যের ঝুঁকি সম্বলিত আর্থিক সম্পদকে (Amortized cost) গ্রুপ করা হয়।

আর্থিক সম্পদগুলোকে যেভাবে Impairement করা হয়েছে তা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা, ইতঃপূর্বে নির্দিষ্ট করা হয়নি এরূপ শর্ত ঋণ ও অগ্রিমের ক্ষেত্রে আরোপ, ঋণগ্রহীতার দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা, কোন সিকিউরিটিজের কার্যকরী বাজার নষ্ট হয়ে যাওয়া, অথবা ঋণগ্রহীতা সম্পর্কিত এমন কোন তথ্য যা তার পরিশোধ সূচির উপর প্রভাব ফেলতে পারে অথবা এমন কোন অর্থনৈতিক অবস্থা যা পরিশোধের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

কোন সম্পদের Impairement loss নির্ধারণের জন্য ঐ সম্পদের Amortized Cost নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয় যা এ সম্পদের বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহের প্রকৃত কার্যকরী সুদ হারে বাট্টাকৃত অংকের পার্থক্য হতে পাওয়া যায়। এ ক্ষতি লাভ ক্ষতি হিসাবে প্রদর্শন করা হয় এবং ঋণ ও অগ্রিম হতে বাদ দিয়ে প্রদর্শন করা হয়।

পরবর্তী সময়ে যদি ইমপেয়ারমেন্ট ক্ষতি হ্রাস পায় এবং তা যদি কোন সুনির্দিষ্ট ঘটনার সাথে বস্তুনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত করা যায়, সেক্ষেত্রে উক্ত অবলোপনকৃত অর্থ আয়ের বিবরণীতে write back করা হয়।

জ) অফসেটিং

কোন প্রদর্শিত অর্থ সেট অফ করার জন্য যখন কোন পক্ষের আইনত বলবৎযোগ্য অধিকার থাকে এবং ঐ লেনদেনটি নীট ভিত্তিতে নিস্পত্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করে থাকে তখন ঐ সকল আর্থিক সম্পদ ও দায়গুলোকে অফসেট করে নীট পরিমাণকে স্থিতিপত্রে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

৩.০৪ বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বিভিন্ন বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে পরিচালিত চলতি হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। স্থিতিপত্রের তারিখে ঐ দিনের বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি কার্যকরী মুদ্রায় পরিমাপ করা হয় এবং এ পরিমাপ হতে উদ্ভূত লাভ-ক্ষতি সামগ্রিক আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্থিতিপত্রের তারিখে বিনিময় জনিত আয় মুনাফা আবণ্টনকালে পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভে স্থানান্তর করা হয়।

৩.০৫ বৈদেশিক বিনিয়োগ

বৈদেশিক বিনিয়োগ বলতে স্বল্প মেয়াদে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে এবং স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসমূহে এক হতে তিন মাস মেয়াদে বৈদেশিক মুদ্রায়

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

বিনিয়োগ, বাট্টায় ক্রয়কৃত ইউএস ডলার ও ইউরো ট্রেজারী বিল এবং সুদ যুক্ত বিদেশী বন্ড বুঝানো হয়েছে। স্থিতিপত্রের তারিখে এ সকল বিনিয়োগ Amortized Cost ভিত্তিতে ঐ তারিখের বিনিময় হারে কার্যকরী মুদ্রায় পরিমাপ করা হয় এবং পরিমাপ হতে উদ্ভূত লাভ-ক্ষতি সামগ্রিক আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্থিতিপত্রের তারিখে বিনিময় জনিত আয় মুনাফা আবন্টনের মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়।

৩.০৬ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) সংশ্লিষ্ট সম্পদ ও দায়

ক) আইএমএফ এর সাথে লেনদেন

বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসাবে আইএমএফ সংশ্লিষ্ট লেনদেন সম্পন্ন করে থাকে। আইএমএফ এর সাথে ব্যাংকের সকল লেনদেন অনুরূপভাবে আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ) আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ

আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত এসডিআর এর স্থিতি এবং আইএমএফ কোটাকে আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থিতিপত্রের তারিখে এই সকল সম্পদ এসডিআর এর সাথে ঐ তারিখের কার্যকরী মুদ্রার বিনিময় হারে পরিমাপ করা হয়। পরিমাপ হতে সৃষ্ট লাভ-ক্ষতি সামগ্রিক আয়ের বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে মুনাফা আবন্টনকালে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতিতে স্থানান্তর করা হয়েছে।

গ) আইএমএফ এর সাথে দায়

বরাদ্দকৃত এসডিআর, সিকিউরিটিজ, আইএমএফ-১, আইএমএফ-২ এবং পিআরজিএফ এর আওতায় গৃহীত ঋণ আইএমএফ এর সাথে দায় হিসাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সিকিউরিটিজ, আইএমএফ-১, আইএমএফ-২ হিসাব ব্যতীত স্থিতিপত্রের তারিখে এ সকল দায় এসডিআর এর সাথে ঐ তারিখের কার্যকরী মুদ্রার বিনিময় হারে পরিমাপ করা হয়। পরিমাপ হতে সৃষ্ট লাভ-ক্ষতি সামগ্রিক আয়ের বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আবন্টনকালে মুনাফা হতে পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভে স্থানান্তর করা হয়েছে। অন্যান্য আইএমএফ সংশ্লিষ্ট খরচ ও আইএমএফ দায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সুদ আয়ের বিবরণীতে দেখানো হয়েছে।

৩.০৭ অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ

বৈদেশিক ও স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংককে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদত্ত সুদযুক্ত ঋণ, সুইফ্ট শেয়ার এবং অর্জিত সুদ ও ডিভিডেন্ড অন্যান্য সম্পদে সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রতি স্থিতিপত্রের তারিখে বৈদেশিক ব্যাংক ও স্থানীয় ব্যাংককে ঐ সকল প্রদত্ত ঋণ Amortized Cost ভিত্তিতে ঐ তারিখের বিনিময় হারে কার্যকরী মুদ্রায় পরিমাপ করা হয়। সুইফ্ট শেয়ার এর কোন বাজার মূল্য না থাকায় ভিত্তিমূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.০৮ নগদ ও নগদ সমতুল্য

সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত এবং ব্যাংক কর্তৃক ধারণকৃত কিন্তু ইস্যুকৃত নয় এরূপ এক ও দুই টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা, ব্যাংকের ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত টাকার স্থিতি এবং সাবসিডিয়ারী কর্তৃক ধারণকৃত নগদ ও ব্যাংক স্থিতি নগদ ও নগদ সমতুল্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরূপে অ-ইস্যুকৃত মুদ্রা ও নোট তাদের অভিহিত মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.০৯ সরকারকে প্রদত্ত ঋণ

বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত "উপায় ও উপকরণ ঋণ", ''ওভারড্রাফট্'' (ব্লকড ও চলতি), সরকারের ট্রেজারী বিল ও বন্ডগুলো এ ধরনের ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

উপায় ও উপকরণ ঋণ

বাংলাদেশ সরকারকে "উপায় ও উপকরণ" খাতে রিভার্স রেপোর সুদ হারে প্রদত্ত অনধিক টাকা ২০,০০০ মিলিয়ন ঋণ এ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সরকারি খাতে জমা অপেক্ষা উত্তোলন বেশি হলে অতিরিক্ত উত্তোলন "উপায় ও উপকরণ" ঋণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরকার হতে কোন প্রকার উদ্বৃত্ত আদায় প্রথমে সরকারকে প্রদত্ত ঋণের সমন্বয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারী বিল এবং ওভারড্রাফট

সরকারকে প্রদত্ত ঋণের ওভারড্রাফট্ (ব্লকড ও চলতি), সরকারের ট্রেজারী বিল ও বন্ডগুলো এ ধরনের ঋণের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ সরকারকে প্রদত্ত ২০,০০০ মিলিয়ন টাকার অতিরিক্ত ঋণ ওভারড্রাফট (চলতি) হিসাবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে রিভার্স রেপোর সুদ হারের চেয়ে অতিরিক্ত ১ শতাংশ হারে সুদ আরোপ করা হয়। ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে উপায় ও উপকরণ খাতে প্রদত্ত ঋণ সমন্বয়ের পর সরকার হতে উদ্বৃত্ত আদায় করা হলে তা দ্বারা প্রথমে চলতি ওভারড্রাফট্ হিসাব ও পরে ওভারড্রাফট্ ব্লকড হিসাব সমন্বয় করা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নিকট হতে সরকারি ট্রেজারী বিল ও বন্ড ক্রয় না করলে বাংলাদেশ ব্যাংক সেগুলো সরকার হতে ক্রয় করে। স্থিতিপত্রের তারিখে এদের Amortized Cost পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৩.১০ শেয়ার ও ঋণপত্রে বিনিয়োগ

হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের (এইচবিএফসি) ঋণপত্র এবং আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর শেয়ার এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঋণপত্রে বিনিয়োগ Amortized Cost পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং শেয়ারে বিনিয়োগ ক্রয়মূল্যে দেখানো হয়েছে।

৩.১১ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত ঋণ

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংক, অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আদায়যোগ্য নয় এরূপ অংক বাদ দিয়ে আদায়যোগ্য অংক এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩.১২ স্বর্ণ ও রৌপ্য

মতিঝিল অফিস এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডে রক্ষিত স্বর্ণ এবং মতিঝিল অফিসে রক্ষিত রৌপ্যের সমন্বয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মজুদ নির্ধারণপূর্বক রিপোর্টিং তারিখে তা বাজার মূল্যে প্রদর্শিত হয়। পুনর্মূল্যায়ন হতে উদ্ভূত লাভ বা ক্ষতি সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ লাভ মুনাফা আবন্টনকালে পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি-স্বর্ণ ও রৌপ্য হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.১৩ সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

ক) হিসাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও পরিমাপন

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনর্মূল্যায়িত মূল্যকে প্রকৃত মূল্য বিবেচনা করে তা হতে পুঞ্জীভূত অবচয় এবং ইমপেয়ারমেন্ট ক্ষতি বাদ দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির আওতায় ভূমি ও ভবন ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তা ব্যাংকের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং কর্মচারীদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ) পুনর্মূল্যায়ন

ব্যাংক তার মালিকানাধীন ভূমি ৩০ জুন ২০০৯ তারিখের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স আহমেদ এন্ড আক্তার, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস দ্বারা পুনর্মূল্যায়ন করিয়েছে। অন্যান্য সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ২০০৯ সালের ১ জুলাই পূনর্মূল্যায়ন করা হয়েছিল।

সম্পত্তি, স্থাপনা ও যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রক্রিয়া ও ধারণাগুলো নিম্নরূপ ঃ

(অ) যৌক্তিক মূল্যে ভূমি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক সময়ে স্থান ভিত্তিক ভূমির বিক্রয় মূল্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভ্যালুয়ার কর্তৃক ভূমি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

(আ) ভবন, মূলধনী কাজের অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক ও গ্যাস স্থাপনা পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্মাণ ও স্থাপনার সরঞ্জামাদির প্রকৃত মূল্য এবং শ্রমিক ও ওভারহেড খরচকে মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

(ই) যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতি এবং মোটরযান প্রতিস্থাপন মূল্যের ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গ) পরবর্তী ব্যয়

সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির জন্য পরবর্তীতে নির্বাহিত ব্যয়কে মূলধনীকরণ করা হয় যখন উক্ত সম্পত্তি হতে অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি পায়। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সংঘটিত প্রাত্যহিক ব্যয় লাভ-ক্ষতি হিসেবে হিসাবায়ন করা হয়েছে।

ঘ) মূলধনী কাজের অগ্রগতি ব্যয়

মূলধনী কাজের অগ্রগতির খরচকে সংঘটিত হওয়ার সময় হিসাবায়ন করা হয়েছে এবং কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর অবচয় হিসাবায়ন করা হয়েছে।

ঙ) অবচয়

ভূমি এবং মূলধনী কাজের অগ্রগতির ব্যয় ব্যতীত ভবন, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির অন্তর্ভুক্ত সকল দফা সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করে তা লাভ-ক্ষতি হিসাবে হিসাবায়ন করা হয়েছে। ভূমি এবং মূলধনী কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবচয় ধার্য করা হয়নি। সম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণের তারিখ হতে অবচয় ধার্য করা হয়েছে। পূর্বে

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

সম্পত্তি অর্জনের পরবর্তী মাস হতে অবচয় ধার্য করা হতো। অবচয় ধার্যকরণ নীতিতে এই পরিবর্তনের কারণে চলতি বছরে অবচয় বাবদ অতিরিক্ত ৬৫২ মিলিয়ন টাকা সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবচয় নিম্নবর্ণিত হারে ধার্য করা হয়েছে ঃ

বিবরণ	**ব্যাংক**	**সাবসিডিয়ারী (এসপিসিএল)**
ভবন	৫%	২.৫%-৫%
যান্ত্রিক/অফিস সরঞ্জামাদি	১০%	২০%
যন্ত্রপাতি	-	৫%-৭%
আসবাবপত্র, সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি	১০%	১০%
অন্যান্য স্থাপনা	-	৫%-২০%
মোটর গাড়ি	২০%	২০%
বৈদ্যুতিক স্থাপনা, কম্পিউটার, যন্ত্রপাতি, ফটোকপিয়ার এবং টাইপ রাইটার ইত্যাদি	২০%	-
গ্যাস স্থাপনা	২০%	-
অস্পর্শনীয় সম্পত্তি	২০%	-

চ) যখন সম্পত্তি বিক্রয় অথবা এর নিষ্পত্তি করা হয় তখন সম্পত্তি নবায়ন এবং পুনঃস্থাপনের জন্য পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ছাড় করা হয়। পূর্বে প্রতি বছরের পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের উপর ধার্যকৃত অবচয় এবং তার ক্রয়মূল্যের পার্থক্যের সমপরিমাণ পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ছাড় করা হতো।

৩.১৪ সিকিউরিটিজ গুলোর দেনা ও ঋণ প্রদান এবং পুনঃক্রয় লেনদেন

আর্থিক বাজার কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় সরকারের ট্রেজারী বিলের পুনঃক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। যখন গ্রুপ কোন আর্থিক সম্পদ বিক্রয় করে এবং একই সাথে ঐ সম্পদ ভবিষ্যতে কোন তারিখে নির্দিষ্ট দামে পুনঃক্রয়ের চুক্তি করে তা গ্রুপের জমা হিসাবে গণ্য করা হয় এবং আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয়। অন্যদিকে, যখন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কোন আর্থিক সম্পদ বিক্রয় করে এবং একই সাথে ঐ সম্পদ ভবিষ্যতে কোন তারিখে নির্দিষ্ট দামে পুনঃক্রয়ের চুক্তি করে তা গ্রুপের ঋণ হিসাবে দেখানো হয় এবং আর্থিক বিবরণীতে তা দেখানো হয় না।

৩.১৫ কর্মচারী সুবিধা

কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সেবার বিপরীতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি বিভিন্ন কর্মচারী সুবিধার অন্তর্ভুক্ত। কর্মচারী সুবিধা নিম্নরূপভাবে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঃ

ক) যখন কোন কর্মচারী সেবা দেয় তখন তার বিপরীতে ভবিষ্যতে কর্মচারী সুবিধা প্রদানের দায় সৃষ্টি হয়; এবং
খ) যখন প্রতিষ্ঠান কোন কর্মচারী প্রদত্ত সেবা হতে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে তখন তার বিপরীতে কর্মচারী সুবিধা খরচ হিসেবে গণ্য হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.১৬ স্বল্প মেয়াদি কর্মচারী সুবিধা

স্বল্প মেয়াদি কর্মচারী সুবিধার দায় অ-বাট্টাকৃত পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়েছে এবং প্রদত্ত সেবার বিপরীতে ব্যয় হিসেবে হিসাবায়ন করা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদে নগদ বোনাস অথবা মুনাফা অংশিদারিত্বের পরিকল্পনার জন্য সম্ভাব্য প্রদেয় অংকের প্রভিশন ব্যয় হিসেবে আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.১৭ চাকুরি উত্তর সুবিধা

চাকুরি উত্তর সুবিধা হচ্ছে ঐ সকল সুবিধা (চাকুরিচ্যুতি সুবিধা ব্যতীত) যা কর্মচারীর চাকুরিপূর্তিতে প্রদানযোগ্য হবে। প্রতিষ্ঠানটির চাকুরি উত্তর সুবিধা প্রদানের জন্য কয়েকটি সুবিধা পরিকল্পনা রয়েছে যা তার আয় ব্যয় বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

(ক) সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনা

সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনা হচ্ছে নিয়োগ পরবর্তী সুবিধা পরিকল্পনা যেখানে প্রতিষ্ঠান কর্মচারীর সেবার বিপরীতে একটি পৃথক সত্ত্বাকে (তহবিল) একটি নির্দিষ্ট অংক প্রদান করে এবং যেখানে পরবর্তীতে যদি সুবিধা প্রদানের জন্য যথেষ্ট/ পর্যাপ্ত তহবিল না থাকে সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আইনগত বা সামগ্রিক কোন দায় থাকে না।

(১) কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড

ব্যাংক ও কর্মচারী উভয়ই এ ফান্ডে অনুদান যোগান দেয়। এ ফান্ডে প্রদেয় ব্যাংকের অনুদানকে আয়ের বিপরীতে খরচ হিসেবে দেখানো হয়।

(খ) নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনা

সুনির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনা হচ্ছে নিয়োগ উত্তর সুবিধা পরিকল্পনা যা সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ পরিকল্পনা হতে ভিন্ন।

(১) জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড

কর্মচারীরা তাদের মূল বেতনের বিভিন্ন হারে এ ফান্ডে অর্থ প্রদান করেন। এ ফান্ডে ব্যাংকের কোন অনুদান নেই। ভবিষ্য তহবিলের অর্থ বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয় এবং ব্যাংক এ তহবিলের উপর ১২.৫% মুনাফা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিনিয়োগকৃত অর্থের প্রাপ্যের তারতম্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করা হয় এবং তা ব্যাংকের আয়-ব্যয় বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়।

(২) পেনশন পরিকল্পনা (স্কীম)

মূল্যায়নকারী কর্তৃক ব্যাংকের পেনশন দায় ২০০৬ সালে হিসাবায়ন করা হয়েছে। এ সুর্নিদিষ্ট সুবিধা প্রদানের জন্য সৃষ্ট দায় আয়-ব্যয় বিবরণীতে খরচ হিসেবে দেখানো হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

(৩) গ্র্যাচুইটি পরিকল্পনা (স্কীম)

অবসরগ্রহণের পর কর্মচারীরা প্রতি বছর চাকুরির বিপরীতে ২ মাসের চূড়ান্ত মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রাপ্য হন। ব্যাংক ২০০৬ সালে এ পরিকল্পনার একচ্যুয়ারী মূল্যায়ন করিয়েছে। এই পরিকল্পনার বিপরীতে উদ্ভূত দায় আয়-ব্যয় বিবরণীতে ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়। যখন কোন পরিকল্পনার সুবিধা বৃদ্ধি পায়, বর্ধিত অংশটুকু গড় সময়ের উপর সরল রৈখিক পদ্ধতিতে ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হয়।

৩.১৮. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি চাকুরি সুবিধা

অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি চাকুরি সুবিধার মধ্যে ঐ সকল চাকুরি সুবিধা (চাকুরি উত্তর সুবিধা এবং চাকুরিচ্যুতি সুবিধা ব্যতীত) রয়েছে যা কর্মকালের ১২ মাসের মধ্যে কর্মচারী পূর্ণ প্রাপ্যতা লাভ করেন না। অবসরকালীন সময়ে অব্যবহৃত ছুটি (সর্বোচ্চ ১২ মাস) নগদায়নযোগ্য। প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রদেয় চিকিৎসা ভাতা নগদান ভিত্তিতে হিসাবায়ন করা হয়।

৩.১৯ প্রভিশন

অতীতের কোন ঘটনার ফলাফলের জন্য আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় এবং ভবিষ্যতে উক্ত দায় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা থাকায় এবং তা নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা গেলে সেক্ষেত্রে প্রভিশন হিসাবায়ন করা হয়েছে।

অ) প্রভিশন তখনই স্থিতিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যখন অতীতের কোন ঘটনার ফলাফলের জন্য আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় এবং ভবিষ্যতে উক্ত দায় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদানের সম্ভাবনা থাকে এবং তা হতে কোন নগদ প্রবাহের সম্ভাবনা থাকে এবং তা নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়।

আ) আইনগতভাবে সৃষ্ট দায় হচ্ছে এমন ধরণের দায় যা চুক্তি, প্রবিধান বা অন্য কোন আইন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে। গঠিত দায় হচ্ছে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত বা প্রকাশিত নীতি হতে উদ্ভূত দায়।

ই) স্থিতিপত্রের তারিখে নির্ণয়কৃত বর্তমান দায় পরিশোধের জন্য প্রকৃত পরিমাণ ব্যয় নিরূপণপূর্বক তা প্রভিশন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ঈ) যে ক্ষেত্রে অর্থের সময় মূল্য তাৎপর্যপূর্ণরূপে পরিগণিত হয়েছে সে ক্ষেত্রে প্রভিশন হিসাবায়নের সময় ভবিষ্যৎ দায়কে বর্তমান খরচে মূল্যায়ন করা হয়।

উ) সর্বোত্তম পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক স্থিতিপত্রের তারিখে প্রভিশন পর্যালোচনা করা হয়।

ঊ) প্রকৃতপক্ষে যে ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রভিশন হিসাবায়ন করা হয়েছে তা নির্বাহের জন্যই প্রভিশন ব্যবহৃত হয়।

৩.২০ প্রচারণকৃত নোট

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে বাহকের দাবি রয়েছে। প্রচারণকৃত নোটের দায় আর্থিক বিবরণীতে অবহিত মূল্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

৩.২১ সরকারি অনুদান

সরকারি অনুদানের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুসরণ করা হবে এ রকম যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা এবং অনুদান পাওয়া যাবে মর্মে নিশ্চিত হলে সরকারি অনুদানকে প্রকৃত মূল্যে হিসাবায়ন করা হয়। সম্পত্তি ক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত অনুদান বিলম্বিত আয় হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ব্যবহারিক আয়ুষ্কালের মধ্যে আয় বিবরণীতে আবণ্টন করা হয় পক্ষান্তরে অনুদানের অবলোপন সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্যান্য আয় হিসাবে দেখানো হয়।

৩.২২ সুদ আয় ও ব্যয়

সুদ বাবদ আয় এবং ব্যয় কার্যকর সুদ হার নীতি প্রয়োগ করে আয়-ব্যয় বিবরণীতে হিসাবায়ন করা হয়েছে। যে হারে আর্থিক সম্পদ বা দায়ের (বা, সেখানে প্রযোজ্য, স্বল্প মেয়াদ) সাথে সংশ্লিষ্ট নগদ প্রদান বা গ্রহণ বাট্টা করে আর্থিক সম্পদ বা দায়ের প্রকৃত মূল্যের সমান হয় তাকে কার্যকর সুদ হার বলে। কার্যকর সুদ হার আর্থিক সম্পদ বা দায়ের প্রাথমিকভাবে হিসাবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সচরাচর পরিবর্তন করা হয় না।

সুদ বাবদ আয় ও ব্যয় এর মধ্যে বাট্টা বা প্রিমিয়াম সমষ্টিগতভাবে বা সুদ আহরণযুক্ত ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে অবিহিত মূল্য এবং মেয়াদপূর্তিতে কার্যকর সুদ হারের ভিত্তিতে প্রকৃত মূল্যের পার্থক্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ফি ও কমিশন আয় এবং খরচ যা আর্থিক সম্পদ ও দায়সমূহের প্রকৃত সুদ হার নির্ণয়ের জন্য অপরিহার্য তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২৩ কমিশন ও বাট্টা-ফি-কমিশন বাবদ আয়

কমিশন বাবদ আয় ব্যাংক কর্তৃক কোন ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু করার সময়, রকমারি হিসাবে দীর্ঘদিনের বকেয়ার সূত্রে, বিবিধ দ্রব্যাদির বিক্রয়, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিকট হতে আদায়কৃত গাড়ি/ বাস ভাড়া হতে অর্জিত হয়।

৩.২৪ লভ্যাংশ আয়

আয় অর্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ডিভিডেন্ড বাবদ আয় ব্যাংক কর্তৃক পৃথক আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২৫ বৈদেশিক মুদ্রা পুনর্মূল্যায়ন হতে উসুলকৃত আয়

মাস শেষে গড় ব্যয় উদ্বৃত্ত পরিবর্তন মুদ্রা ভিত্তিক পন্থায় (ক) যেখানে নীট মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, গড় হারকে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি দ্বারা গুণ করে গড় মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় এবং (খ) যেখানে নীট মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে, প্রারম্ভিক গড় হার এবং মুদ্রার হ্রাসের পরিমাণ বিবেচনান্তে গড় মূল্য হ্রাসের পরিমাণ বিবেচিত হয়েছে। হিসাবের বহিতে প্রদর্শিত সমাপনী বিনিময় হার এবং মুদ্রা ভিত্তিক গড় হার এর পার্থক্য নির্ণীত হয়েছে। স্থিতিকে অনুপার্জিত পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থবছর ১১ এর অনুপার্জিত আয় অন্যান্য সামগ্রিক আয় বিবরণীতে দেখানো হয়েছে। আইএএস-২১ এর নির্দেশনা অনুসরণ করার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানটি নীতিতে এই পরিবর্তন করেছে। যদি হিসাব কালের অনুপার্জিত বিনিময় আয় সামগ্রিক আয় বিবরণীর অংশ হিসেবে হিসাবায়ন করা হয় তাহলে এই বছরের মুনাফা ২৬,২৯৮ মিলিয়ন টাকা কমে যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঃ আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের জন্য

অনুপার্জিত পুনর্মূল্যায়িত সঞ্চিতি হিসাবের জের এবং লেজার স্থিতির পার্থক্যকে উক্ত সময়ের উপার্জিত পুনর্মূল্যায়ন আয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে ঐ আয় মুদ্রা তারতম্য তহবিল হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৩.২৬ আয়কর

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক

ব্যাংকটি সকল প্রকার আয়কর, স্ট্যাম্প শুল্ক বা স্বর্ণ,রৌপ্য, ধাতব মুদ্রা, কাগজী নোট, সিকিউরিটি পেপারের শুল্ক এবং অন্যান্য পণ্য যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অথবা এর যে কোন আয় করের আওতামুক্ত।

(খ) সাবসিডিয়ারী

চলতি বছরের লাভ ক্ষতির উপর আয়করের মধ্যে চলতি বছরের কর এবং বিলম্বিত কর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে আয় সরাসরি ইক্যুইটি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে তা ব্যতীত আয় বিবরণীর অন্যান্য বিষয়ের উপর আয়কর হিসাব করা হয়েছে।

চলতি কর বলতে চলতি বছরের করযোগ্য আয়ের উপর প্রদেয় করকে বুঝানো হয়েছে, এক্ষেত্রে স্থিতিপত্রের তারিখে আরোপ বা আরোপযোগ্য কর হার প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রদেয় করের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

সম্পদ ও দায়ের স্থিতিপত্রে প্রদর্শিত বাহিত মূল্য এবং কর হারের পার্থক্যের কারণে বিলম্বিত কর সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নলিখিত সাময়িক কারণগুলিতে বিলম্বিত কর সৃষ্টি করা হয় না ঃ সুনামের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, সম্পদ ও দায়ের প্রাথমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ যা হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়া বা করযোগ্য আয় ব্যয়কে প্রভাবিত করেনা এবং সাবসিডিয়ারীতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সে পরিমাণ পার্থক্য যা ভবিষ্যতে বিপরীত দাখিলার মাধ্যমে পরিবর্তন হবে না। স্থিতিপত্রের তারিখে চলমান কর হারে বিলম্বিত কর নির্ণীত হয়।

৩.২৭ স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী বিষয়গুলো

স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী ঘটনাগুলো এমন ধরনের অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে যা গ্রুপের স্থিতিপত্রের তারিখের অবস্থান সর্ম্পকে অথবা যথাযথ নয় এমন চলমান ধারণা যা আর্থিক বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়েছে। আইএএস ১০ অনুযায়ী স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী ঘটনাগুলো যা সমন্বয়ের বিষয় নয় তা গুরুত্বপূর্ণ হলে সে বিষয়ে নোটে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
৪. বৈদেশিক মুদ্রা	**২৪৯,৩৭৩,৪৩৬**	**১৭৬,৫০৮,৭৫৪**

উল্লেখিত স্থিতি অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা ও স্থিতি এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার ওভারনাইট বিনিয়োগের বিনিময় মূল্য নির্দেশ করে।

৫. বৈদেশিক বিনিয়োগ

বহিঃবিশ্বের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	২২৩,০৬৭,৫৯৫	২২৯,৫৮০,৮৪৭
ইউএস ডলার ট্রেজারী বিল	৯৫,৭১৯,৬৪৭	১২৩,৯৩৮,২৪৯
স্বর্ণ বিনিয়োগ	১৪,০০৫,৮৪৩	১৪,৪৫৮,০২৩
বৈদেশিক বন্ড	১২৫,৯০৪,৬৯২	১২০,৩২৬,৬৪৩
	৪৫৮,৬৯৭,৭৭৭	**৪৮৮,৩০৩,৭৬২**

আলোচ্য স্থিতিসমূহ নোট নং ৪৫ ও ৪৫ক এর সাথে সংযুক্ত নোটসহ পাঠযোগ্য।

৬. আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ ও দায়

সম্পদ		
কোটা	৬৬,২২৪,০৭৪	৬৩,০১৮,৯০৫
এসডিআর হোল্ডিং	৫৫,৪১৭,২২০	৪৮,২৯৯,৪১৯
	১২১,৬৪১,২৯৪	**১১১,৩১৮,৩২৪**
দায়		
নিরাপত্তা ও জরুরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহায়তা	৭০,২৬৪,৪৫৪	৬৮,৯৩২,৫৮৪
আইএমএফ হিসাব নং ১ এবং ২	৫,৮৫০,৭৫৪	৯,৭৯৪,৬৭৪
এসডিআর বরাদ্দ	৬৩,৩৮১,০২০	৬০,৬৪১,০৯২
আইএমএফ বর্ধিত ঋণ সুবিধা	১১,৩৫২,৭১৬	-
দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি সুবিধা খাতের ঋণ	২৩,০৫৬,৪৮৩	২৯,১৮৫,৮৫৪
	১৭৩,৯০৫,৪২৭	**১৬৮,৫৫৪,২০৪**

বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল হতে আইএমএফ এর সদস্য। বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ এর জমাকারক (Depository) এবং আর্থিক এজেন্টরূপে কাজ করে। আর্থিক এজেন্ট হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ এর সাথে সকল কার্যক্রম ও লেনদেন পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। জমাকারক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ডের কারেন্সি হোল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আর্থিক বিবরণীতে ফান্ডের সদস্য হিসেবে সম্পদ ও দায়ের যাতে যথাযথ প্রতিফলন ঘটে তার নিশ্চয়তা দেয়।

কোটা হচ্ছে বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদেয় সদস্য চাঁদার পরিমাণ। চাঁদার অংশ আংশিক সংরক্ষিত সম্পদ, আংশিক ফান্ডের সাথে ব্যাংকের পরিচালিত হিসাবে জমার মাধ্যমে এবং আংশিক ফান্ডের অনুকূলে প্রমিসরি নোট ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

এসডিআর বরাদ্দের সময় সদস্যপক্ষ এর ভিত্তিতে সদস্য কর্তৃক অর্থ উত্তোলনের বিশেষ ক্ষমতা আইএমএফ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক বরাদ্দকৃত এসডিআর এর উপর সুদ প্রদান করে এবং ধারণকৃত এসডিআর এর উপর সুদ প্রাপ্য হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

আইএমএফ নিরাপত্তা হিসাব, আইএমএফ হিসাব নং ১ এবং আইএমএফ হিসাব নং ২ ব্যতীত আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায় ও সম্পদসমূহ ৩০ জুন ২০১২ তারিখের বিনিময় হারে টাকার রূপান্তর করা হয়েছে । এস ডি আর বরাদ্দ ও দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি সুবিধা খাতের ঋণ স্থিতিপত্রের তারিখের বিনিময় হারে টাকার রূপান্তর করা হয়েছে ।

আলোচ্য স্থিতিসমূহ নোট নং ৪৫ ও ৪৫ক এর সাথে সংযুক্ত নোটসহ পাঠযোগ্য।

		২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
৭.	**অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ**		
	অন্যান্য ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণ (নোট -৭.১)	৪১,১৩২,৩২৮	৬১,৬৯৫,৮১৩
	সুইফ্‌ট শেয়ার	৮০	৮০
	অন্যান্য জেডিআর	১,৪৮১,০৩৬	১,৪৬৫,১৯২
	প্রাপ্য সুদ	৩,০০২,১৮৮	২,৫৪৫,৬০৮
		৪৫,৬১৫,৬৩২	**৬৫,৭০৬,৬৯৩**
	বাদ ঃ মন্দ ঋণের জন্য সংস্থান	(৩০৮,৩৩১)	(৩০৮,২৮৯)
	মোট অন্যান্য সম্পদ	**৪৫,৩০৭,৩০১**	**৬৫,৩৯৮,৪০৪**
৭.১	**অন্যান্য ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণ**		
	ইডিএফ ডলার বিনিয়োগ	৪০,৮২৩,৯৯৭	২৯,৬৯০,০৭৬
	এফ সি ওভার ড্রাফট	-	৩১,৬৯৭,৪৪৮
	সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইরাক	২৯৬,১৬৪	২৯৬,১৬৪
	রূপালী ব্যাংক করাচী	১২,১৬৭	১২,১২৫
		৪১,১৩২,৩২৮	**৬১,৬৯৫,৮১৩**

আলোচ্য স্থিতিসমূহ নোট নং ৪৫ ও ৪৫ক এর সাথে সংযুক্ত নোটসহ পাঠযোগ্য।

৮.	**নগদ ও নগদ সমতুল**	**৪৫৯,৯৬০**	**৩০৬,৩৩৯**

"উল্লিখিত স্থিতি বিনিময় মূল্য প্রদানপূর্বক সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত এক টাকা ও দুই টাকা মূল্যমানের অইস্যুকৃত (unissued) নোট/ কয়েন এবং ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোটের মূল্যমান নির্দেশ করে।"

৮ক	**সমন্বিত নগদ ও নগদ সমতুল**	**৯২৪,৬৩৮**	**৫৮২,৯০০**

আলোচ্য স্থিতিসমূহ নোট নং ৪৫ ও ৪৫ক এর সাথে সংযুক্ত নোটসহ পাঠযোগ্য।

৯. সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম

সরকারকে প্রদত্ত ঋণের মধ্যে 'উপায় ও উপকরণ' হিসাবে প্রদত্ত ঋণ এবং ওভারড্রাফ্‌ট ও ট্রেজারী বিল অন্তর্ভুক্ত। উপায় ও উপকরণ হিসাবে সরকারকে প্রদত্ত আগামকে বুঝানো হয়েছে যার সর্বোচ্চ সীমা টাকা ২০,০০০ মিলিয়ন । এই আগামের উপর রিভার্স রেপোর হারে সুদ অর্জিত হয়। ২০,০০০ মিলিয়ন টাকার অতিরিক্ত আগাম ওভারড্রাফট (চলতি) হিসাবের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
উপায় ও উপকরণ আগাম	২০,০০০,০০০	১০,০০০,০০০
ওভারড্রাফ্ট-ব্লক (ট্রেজারী বিল)	১৬১,৫১০,০০০	১৭৬,৫১০,০০০
ওভারড্রাফ্ট-চলতি	৭৮,২৪৭,০০০	৯৭,২৭৭,৮০০
ট্রেজারী বিল	৫৮,৪৫৭,০২৩	১,১৩২,৪৭২
ট্রেজারী বন্ড	৫৪,৮৫৩,৮৪৫	২৮,৬০৯,৫২১
	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮	**৩১৩,৫২৯,৭৯৩**

আলোচ্য স্থিতিসমূহ নোট নং ৪৫ ও ৪৫ক এর সাথে সংযুক্ত নোটসহ পাঠযোগ্য।

১০. বিনিয়োগ

	২০১২	২০১১
রেপোতে বিনিয়োগ (নোট ১০.০১)	১৫৩,৭৬৯,৮২০	৮৪,১৫৬,৯০৯
শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ (নোট ১০.০২)	৭,০৭৩,৩৩৩	৭,১৭৬,৬৬৭
মোট	**১৬০,৮৪৩,১৫৩**	**৯১,৩৩৩,৫৭৬**

১০.১ রেপোতে বিনিয়োগ

পুনঃক্রয় চুক্তি হলো বিক্রেতার জন্য পরবর্তী তারিখে পুনরায় ক্রয়ের চুক্তিসহ সিকিউরিটিজের বিক্রয়।

১০.২ শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে সমন্বিত বিনিয়োগ

	২০১২	২০১১
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৬,৫৭৩,৩৩৩	৬,৬৭৬,৬৬৭
সাবসিডিয়ারীতে বিনিয়োগ (নোট ১০.৩)	৫০০,০০০	৫০০,০০০
মোট	**৭,০৭৩,৩৩৩**	**৭,১৭৬,৬৬৭**

১০.৩ সাবসিডিয়ারীতে বিনিয়োগ

ব্যাংক সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ১০০% শেয়ারের মালিক।

১০ক সমন্বিত বিনিয়োগ

	২০১২	২০১১
ডিবেঞ্চার - হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	৬,৫৭৩,৩৩৩	৬,৬৭৬,৬৬৭
রেপোতে বিনিয়োগ	১৫৩,৭৬৯,৮২০	৮৪,১৫৬,৯০৯
স্বল্প মেয়াদি মুদ্রা বাজার বিনিয়োগ	১,০৭৯,৭৪৩	১,১৩৯,৮৬০
শেয়ার-আইসিবি ইসলামি ব্যাংক	৭,৪৫২	৭,৪৫২
অন্যান্য	৪,১১০	৪১১০
মোট	**১৬১,৪৩৪,৪৫৮**	**৯১,৯৮৪,৯৯৮**

আলোচ্য স্থিতিসমূহ নোট নং ৪৫ ও ৪৫ক এর সাথে সংযুক্ত নোটসহ পাঠযোগ্য।

১১. ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কর্মচারীদের প্রদত্ত আগাম

(i) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত আগাম

	২০১২	২০১১
সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক	৪,৬১১,৭৪৮	৪,৮৬৬,৬৪৩
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫৩,২৯৪,৩৮৬	৫২,৭৯১,৬৪৪
বিশেষায়িত ব্যাংক	**৫৭,৯০৬,১৩৪**	**৫৭,৬৫৮,২৮৭**
বাদ ঃ প্রভিশন ফর ইমপেয়ারমেন্ট	(৪৭৫,৮৬৯)	(৮১১,৪৩৮)
মোট	**৫৭,৪৩০,২৬৫**	**৫৬,৮৪৬,৮৪৯**
অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত ঋণ		
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক	৪,৮৬৭,৭৫৬	৪,৩৯৭,২৬০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম	১৯,৯৪৯,৭৩২	১৪,০৮৪,৭২১
মোট	**২৪,৮১৭,৪৮৮**	**১৮,৪৮১,৯৮১**
প্রাপ্য সুদ	৭,৫৬৩,৩০৩	৭,৬০০,০২৪
মোট (i)	**৮৯,৮১১,০৫৬**	**৮২,৯২৮,৮৫৪**

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
(ii) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম		
কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	২১,২২১,৩৪৪	১৮,০২৮,৩২৬
বাদ ঃ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম এর বিপরীতে সংস্থান (Provision)	(২৬৪,০৯৯)	(২৬৪,১৪১)
	২০,৯৫৭,২৪৫	**১৭,৭৬৪,১৮৫**
মোট ঋণ ও অগ্রিম (i+ii)	**১১০,৭৬৮,৩০১**	**১০০,৬৯৩,০৩৯**

আলোচ্য স্থিতিসমূহ নোট নং ৪৫ ও ৪৫ক এর সাথে সংযুক্ত নোটসহ পাঠযোগ্য।

১১ক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও কর্মচারীদের প্রদত্ত সমন্বিত আগাম

(i) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত আগাম

	২০১২	২০১১
সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক		
বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪,৬১১,৭৪৮	৪,৮৬৬,৬৪৩
বিশেষায়িত ব্যাংক	৫৩,২৯৪,৩৮৬	৫২,৭৯১,৬৪৪
	৫৭,৯০৬,১৩৪	**৫৭,৬৫৮,২৮৭**
বাদ ঃ ইমপেয়ারমেন্টের জন্য সংস্থান	(৪৭৫,৮৬৯)	(৮১১,৪৩৮)
মোট	**৫৭,৪৩০,২৬৫**	**৫৬,৮৪৬,৮৪৯**
অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত ঋণ		
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক	৪,৮৬৭,৭৫৬	৪,৩৯৭,২৬০
অন্যান্য ঋণ ও আগাম	১৯,৯৪৯,৭৩২	১৪,০৮৪,৭২১
মোট	**২৪,৮১৭,৪৮৮**	**১৮,৪৮১,৯৮১**
প্রাপ্য সুদ	৭,৫৬৩,৩০৩	৭,৬০০,০২৪
মোট (i)	**৮৯,৮১১,০৫৬**	**৮২,৯২৮,৮৫৪**

(ii) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম

	২০১২	২০১১
কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম	২১,৯৪৯,১১৩	১৮,৪৯৮,১৮৯
বাদ ঃ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম এর বিপরীতে সংস্থান (Provision)	(২৬৪,০৯৯)	(২৬৪,১৪১)
মোট (ii)	**২১,৬৮৫,০১৪**	**১৮,২৩৪,০৪৮**
মোট ঋণ ও অগ্রিম (i+ii)	**১১১,৪৯৬,০৭০**	**১০১,১৬২,৯০২**

আলোচ্য স্থিতিসমূহ নোট নং ৪৫ ও ৪৫ক এর সাথে সংযুক্ত নোটসহ পাঠযোগ্য।

১২. স্বর্ণ ও রৌপ্য

	২০১২	২০১১
স্বর্ণ	৪২,৮২০,৮০৪	৩৪,০৯২,৭৭৩
রৌপ্য	৪১৬,২৪৪	৪৬৬,১১৮
মোট	**৪৩,২৩৭,০৪৮**	**৩৪,৫৫৮,৮৯১**

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

১৩. সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

'০০০ টাকায়

বিবরণ	ব্যয় ও পুনর্মূল্যায়ন				অবচয়				বাহিত মূল্য		
	০১/০৭/২০১১ তারিখের স্থিতি	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরের বিক্রি/ স্থানান্তর	৩০/৬/২০১২ তারিখের স্থিতি	অবচয় হার	০১/৭/২০১১ তারিখের স্থিতি	চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়/সমন্বয়	চলতি বছরের সমন্বয়/ নিষ্পত্তি	৩০/০৬/২০১২ তারিখে অবচয় সঞ্চিতি	৩০/৬/২০১২ তারিখের স্থিতি	৩০/৬/২০১১ তারিখের স্থিতি
জমি	২০,৩৯১,১৯৩	-	-	২০,৩৯১,১৯৩	-	-	-	-	-	২০,৩৯১,১৯৩	২০,৩৯১,১৯৩
ভবন	৩,৩৪৯,৮৭৩	১৬,০০৬	-	৩,৩৬৫,৮৭৯	৫%	২৬৫,১০৩	২৫৬,১৮৯	-	৫২১,২৯২	২,৮৪৪,৫৮৭	৩,০৮৪,৭৭০
যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	১,৬৯৩,২৬৫	১,০৪৬,০৬৩	১,৯৫৩,৯৬০	৭৮৫,৩৬৮	১০%-২০%	৮৮,৯৩৯	৩১০,২৫৮	১,০৬০	৩৯৮,১৩৭	৩৮৭,২৩১	১,৬০৪,৩২৬
কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং	১২,৭৫৩	১,৩৩৭,৮০১	২৬	১,৩৫০,৫২৮	২০%	৬,৯৯৮	৩৬৯,১৬৬	-	৩৭৬,১৬৪	৯৭৪,৩৬৪	৫,৭৫৫
আসবাব ও সরঞ্জামাদি	৯০,৬২২	১৫,০৪৯	৫	১০৫,৬৬৬	১০%	১৬,২০৫	৯,৯৮৪	-	২৬,১৮৯	৭৯,৪৭৭	৭৪,৪১৮
মোটর গাড়ি	৭৫,৯৬৮	৮৫,২০৪	১২৫	১৬১,০৪৭	২০%	২২,৩২৭	২০,১৯৬	২১৫	৪২,৩০৮	১১৮,৭৩৯	৫৩,৬৪০
বৈদ্যুতিক স্থাপনা	৮৫,৫৫৫	২৩,৮২৯	৯৫	১০৯,২৮৯	২০%	২২,৯৭০	২০,৫৮৫	-	৪৩,৫৫৫	৬৫,৭৩৪	৬২,৫৮৫
গ্যাস স্থাপনা	৭৮০	৩১	-	৮১১	২০%	৩১২	১৬০	-	৪৭২	৩৩৯	৪৬৮
	২৫,৭০০,০০৯	**২,৫২৩,৯৮৩**	**১,৯৫৪,২১১**	**২৬,২৬৯,৭৮১**		**৪২২,৮৫৪**	**৯৮৬,৫৩৮**	**১,২৭৫**	**১,৪০৮,১১৭**	**২৪,৮৬১,৬৬৪**	**২৫,২৭৭,১৫৫**

চলতি বছরে ২৮৭.৮ মিলিয়ন টাকা মূল্যের সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি অস্পর্শনীয় সম্পদ হিসাবে পুনঃশ্রেণীকরণ করা হয়েছে।

৩০ জুন, ২০০৯ তারিখে ভূমি এবং ১ জুলাই ২০০৯ তারিখে স্থাপনা (ইনডিপেন্ডেন্ট ভ্যালুয়ার মেসার্স আহমেদ এন্ড আক্তার, চার্টার্ড একাউন্টেন্টস কর্তৃক) পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির পুনঃমূল্যায়নে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি ও ধারণাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক) ভূমি বাজার মূল্যের ভিত্তিতে;
খ) অন্যান্য সকল স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ বাস্তব বিচার-বিবেচনা ও সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সম্পত্তির অবস্থা এবং ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

১৩ক সমন্বিত সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি

'০০০ টাকায়

বিবরণ	ব্যয় ও পুনর্মূল্যায়ন				অবচয়				বাহিত মূল্য		
	০১/০৭/২০১১ তারিখের স্থিতি	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরে বিক্রি/স্থানান্তর	৩০/৬/২০১২ তারিখের স্থিতি	হার	০১/৭/২০১১ তারিখের স্থিতি	চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	চলতি বছরের সমন্বয়/ নিষ্পত্তি	৩০/০৬/২০১২ তারিখে অবচয় সঞ্চিতি	৩০/৬/২০১২ তারিখের স্থিতি	৩০/৬/২০১১ তারিখের স্থিতি
ভূমি	২১,৩৬৯,৪২৩	-	-	২১,৩৬৯,৪২৩	-	-	-	-	-	২১,৩৬৯,৪২৩	২১,৩৬৯,৪২৩
ভবন	৪,১১৭,১৯৩	২৮,৭২৮	-	৪,১৪৫,৯২১	৫%	৬৭৭,০৩৮	২৮৪,৮১৪	-	৯৬১,৮৫২	৩,১৮৪,০৬৯	৩,৪৪০,১৫৫
যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি	৪,৫০৫,১৭৪	১,০৫৪,৬৫২	১,৯৫৫,৩৫৩	৩,৬০৪,৪৭৩	১০% -২০%	১,০০৯,০২৯	৪৪৫,০৭৪	১,০৬০	১,৪৫৩,০৪৩	২,১৫১,৪৩০	৩,৪৯৬,১৪৫
কম্পিউটার ও নেটওয়াকিং	১২,৭৫৩	১,৩৩৭,৮০১	২৬	১,৩৫০,৫২৮	২০%	৬,৯৯৮	৩৬৯,১৬৬	-	৩৭৬,১৬৪	৯৭৪,৩৬৪	৫,৭৫৫
আসবাব ও সরঞ্জামাদি	১২৮,০৫৫	১৫,৫০৩	৫	১৪৩,৫৫৩	১০%	৪৪,৭১৯	১২,৬৬১	-	৫৭,৩৮০	৮৬,১৭৩	৮৩,৩৩৬
মোটর গাড়ি	৯৫,৬৭৮	৮৫,২০৪	১,৫৩৫	১৭৯,৩৪৭	২০%	৩৯,৭২১	২১,৩২৩	১,৬২৫	৫৯,৪১৯	১১৯,৯২৮	৫৫,৯৫৭
বৈদ্যুতিক স্থাপনা	৮৫,৫৫৫	২৩,৮২৯	৯৫	১০৯,২৮৯	২০%	২২,৯৭০	২০,৫৮৫	-	৪৩,৫৫৫	৬৫,৭৩৪	৬২,৫৮৫
গ্যাস স্থাপনা	৭৮০	৩১	-	৮১১	২০%	৩১২	১৬০	-	৪৭২	৩৩৯	৪৬৮
মোট	**৩০,৩১৪,৬১১**	**২,৫৪৫,৭৪৮**	**১,৯৫৭,০১৪**	**৩০,৯০৩,৩৪৫**		**১,৮০০,৭৮৭**	**১,১৫৩,৭৮৩**	**২,৬৮৫**	**২,৯৫১,৮৮৫**	**২৭,৯৫১,৪৬০**	**২৮,৫১৩,৮২৪**

১৪. অস্পর্শনীয় সম্পদ

'০০০ টাকায়

বিবরণ	ব্যয় ও পুনর্মূল্যায়ন				অবচয়				বাহিত মূল্য		
	০১/০৭/২০১১ তারিখের স্থিতি	চলতি বছরের সংযোজন	চলতি বছরে বিক্রি/স্থানান্তর	৩০/৬/২০১২ তারিখের স্থিতি	হার	০১/৭/২০১১ তারিখের স্থিতি	চলতি বছরে ধার্যকৃত অবচয়	চলতি বছরের সমন্বয়/ নিষ্পত্তি	৩০/০৬/২০১২ তারিখে অবচয় সঞ্চিতি	৩০/০৬/২০১২ তারিখের স্থিতি	৩০/০৬/২০১২ তারিখের স্থিতি
সফ্টওয়্যার	-	৭৫৯,০০৯	-	৭৫৯,০০৯	২০%	-	১৭৬,১২৯	-	১৭৬,১২৯	৫৮২,৮৮০	-
মোট	-	**৭৫৯,০০৯**	-	**৭৫৯,০০৯**		-	**১৭৬,১২৯**	-	**১৭৬,১২৯**	**৫৮২,৮৮০**	-

চলতি বছরে ২৮৭.৮ মিলিয়ন টাকা মূল্যের সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি অস্পর্শনীয় সম্পদ হিসাবে পুনঃশ্রেণীকরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
১৫. অস্পর্শনীয় সম্পদ		
অস্পর্শনীয় সম্পদের ক্রয় মূল্য	৭৫৯,০০৯	-
অবচয় সঞ্চিতি	(১৭৬,১২৯)	-
মোট	**৫৮২,৮৮০**	**-**

এই জের ইআরপি, সিবিএস, ইডব্লিউডি, বিএসিএইচ, ইএফটিএন, সিআইবি এবং ব্যাংকের অভ্যন্তরে সৃষ্ট সফট্ওয়ার এর সমন্বিত মূল্য প্রকাশ করে।

আলোচ্য স্থিতি নোট নং ৪৫ ও ৪৫ক এর সাথে সংযুক্ত নোটসহ পাঠযোগ্য।

	২০১২	২০১১
১৬. মূলধনী কার্যের অগ্রগতি		
স্পর্শনীয় সম্পদ	৭৩৪,৯৪১	৭১৫,৩৫৩
অস্পর্শনীয় সম্পদ	২৫৫,৭৩৭	-
মোট	**৯৯০,৬৭৮**	**৭১৫,৩৫৩**
১৬ক সমন্বিত মূলধনী কার্যের অগ্রগতি		
স্পর্শনীয় সম্পদ	৭৩৫,৯২৩	৭২৩,০৯৬
অস্পর্শনীয় সম্পদ	২৫৫,৭৩৭	-
মোট	**৯৯১,৬৬০**	**৭২৩,০৯৬**
১৭. অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ		
প্রাপ্য সুদ	১,৭৩৭,৩৫১	১,১৩৬,৩৪২
অগ্রিম পরিশোধ ও আগাম	৩,৭৭৫,৯৯৬	৩,০২৯,২৫১
মজুদ	২৯,৯৪৬	৩৭,২৮৮
আন্তঃশাখা সমন্বয় (সাসপেন্স)	-	৮,১৮০
অব্যবহৃত সিবিএসপি তহবিল (নোট ১৭.১)	৫১,৬৩১	৩০,৪৬৭
মোট	**৫,৫৯৪,৯২৪**	**৪,২৪১,৫২৮**

১৭.১ সিবিএসপি তহবিলের ব্যবহার

কার্যকরী সংস্কার ও ব্যাপক ভিত্তিক অটোমেশনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইডিএ'র ক্রেডিট নং ৩৭৯২ বিডি এর সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক সিবিএসপি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মোট খরচ টাকা ৩৮,৯২০.০২ লক্ষ (ইউএসডি ৫৫.৬০ মিলিয়ন) যার মধ্যে আইডিএ টাকা ৩০,৬০০.০৪ লক্ষ (ইউএসডি ৪৩.৭১ মিলিয়ন) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা ৮,৩১৯.৯৮ লক্ষ (ইউএসডি ১১.৮৮ মিলিয়ন) বহন করবে। ২০০৩ সালের শেষে প্রকল্পটি শুরু হয়েছে এবং ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর এ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পটির খরচ তৃতীয়বার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ৩০,৬০০.০৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ৮,৯৬৭.৮২ লক্ষ টাকা সরাসরি পরিশোধের মাধ্যমে এবং ১০,৪৩২.০০ লক্ষ টাকা পুনর্ভরণের মাধ্যমে আইডিএ হতে সর্বমোট ১৯,৩৯৯.৮২ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেছে। ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তহবিলের ১৮,৮৮৩.৫১ লক্ষ টাকা খরচ করেছে এবং ৫১৬.৩১ লক্ষ টাকা অব্যবহৃত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

১৭.২ সমন্বিত অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
প্রাপ্য সুদ	১,৮১৫,৫৩৮	১,১৭৪,৬৯৯
অগ্রিম পরিশোধ ও আগাম	১,২৩৭,৪৩৯	৭৮৩,৯৯৭
মজুদ	৩,৮৬৯,৪১৬	৩,৬৭৭,৮৫৮
আন্তঃশাখা সমন্বয় (গরমিল)	-	৮,১৮০
অব্যবহৃত সিবিএসপি তহবিল	৫১,৬৩১	৩০,৪৬৭
বিবিধ দেনাদার	১,২৮৬,৬৯৬	১,১২২,৪৯৫
	৮,২৬০,৭২০	**৬,৭৯৭,৬৯৬**

১৮. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জমাকৃত বৈদেশিক মুদ্রা	১০২,৮৯৮,৭৯৯	৭৭,৬৬৫,২৪৭
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	৫৪,৭২৮,১৭৮	৬২,১৫২,৬৩৭
	১৫৭,৬২৬,৯৭৭	**১৩৯,৮১৭,৮৮৪**

আলোচ্য স্থিতিসমূহ নোট নং ৪৫ ও ৪৫ক এর সাথে সংযুক্ত নোটসহ পাঠযোগ্য।

১৯. অন্যান্য বৈদেশিক দায়	**১,৪৮১,০৩৬**	**১,৪৬৫,১৯২**

জাপানের ঋণ সহায়তা পরিশোধের উদ্দেশ্যে জাপান সরকারকে প্রদেয় অর্থ অন্যান্য বৈদেশিক দায় হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছে।

আলোচ্য স্থিতিসমূহ নোট নং ৪৫ ও ৪৫ক এর সাথে সংযুক্ত নোটসহ পাঠযোগ্য।

২০. নোট প্রচলন

বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর দাবিযোগ্য নোটসমূহ প্রচারিত নোট হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩০ জুন ২০১২ তারিখে প্রচারিত নোটের মূল্যমানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

নোটের মূল্যমান	**২০১২** নোট সংখ্যা	**২০১২** ('০০০ টাকায়)	**২০১১** ('০০০ টাকায়)
৫ টাকার কয়েন	৭০৪,৪৮৫,০০৪	৩,৫২২,৪২৫	৩,৩৪৮,৪২৪
৫ টাকার নোট	৬৯৮,৬৪৬,৭২৯	৩,৪৯৩,২৩৪	২,৮৭৭,৭৭৩
১০ টাকার নোট	১,১৪১,৪১৩,৪৫৬	১১,৪১৪,১৩৫	১০,১৭১,৭৮২
২০ টাকার নোট	২০৩,০৯১,৮৩৯	৪,০৬১,৮৩৭	৩,২৬৬,৬১১
৫০ টাকার নোট	১০৫,৮০২,৫৬৮	৫,২৯০,১২৮	৬,৩৫৪,১২৩
১০০ টাকার নোট	৬০৩,০৬৮,২২৫	৬০,৩০৬,৮২৩	৬৩,৭৩১,৬৫৩
৫০০ টাকার নোট	৭৩৩,০৭৮,৩৮৩	৩৬৬,৫৩৯,১৯২	৩৬২,৩০৭,৭৭৭
১০০০ টাকার নোট	১৮৭,৩৭৯,৭২০	১৮৭,৩৭৯,৭২০	১৪৭,০৯৯,৫৮৮
	৪,৩৭৬,৯৬৫,৯২৪	**৬৪২,০০৭,৪৯২**	**৫৯৯,১৫৭,৭৩০**

প্রচারণকৃত নোটের বিপরীতে দায় স্থিতিপত্রে তাদের অবিহিত মূল্যে দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী এ দায়ের বিপরীতে বিদ্যমান সম্পদ নিম্নে দেখানো হলো :

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
স্বর্ণ	৭,৭৫৩,১৭৪	৬,৬২৪,৫৬০
রৌপ্য	৪১৬,২৪৪	৪৬৬,১১৮
বাংলাদেশের বাইরে গচ্ছিত স্থিতি	৫০০,০০০,০০০	৪০০,০০০,০০০
বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র	১০১,৭৩৭,৯৮৮	১৫৬,৮৭৩,০২৮
বাংলাদেশ ধাতব মুদ্রা	৪৫৯,৮৩১	৩০৩,৭৬৯
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	৩১,৬৪০,২৫৫	৩৪,৮৯০,২৫৫
	৬৪২,০০৭,৪৯২	**৫৯৯,১৫৭,৭৩০**

আলোচ্য স্থিতি সমূহ নোট নং ৪৫ ও ৪৫এ এর সাথে সংযুক্ত বিবরণীসহ পাঠযোগ্য।

২১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা

	২০১২	২০১১
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৭৭,৬৫৫,৮২১	৬৪,১৬২,৭২৮
সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংক	১৭,৩১৮,৫২৩	১৩,০৭১,৫২৫
বেসরকারি ব্যাংক	২০৯,৮৫২,৫৬২	১৯৩,৪৯৪,৩৬৭
বিদেশী ব্যাংক	২১,৭৯৯,৪৩৭	১৯,৩৫০,৯১৪
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২,৩৮৫,৭৩৫	১,৮৭৮,৪৯৯
	৩২৯,০১২,০৭৮	**২৯১,৯৫৮,০৩৩**

আলোচ্য স্থিতিসমূহ নোট নং ৪৫ ও ৪৫ক এর সাথে সংযুক্ত নোটসহ পাঠযোগ্য।

২২. অন্যান্য স্থানীয় দায়

	২০১২	২০১১
সরকারি জমা	৫,০৯২	৫,০৪৭
সরকারকে প্রদানযোগ্য উদ্বৃত্ত মুনাফা (নোট নং ২২.১)	-	১৭,৩৫৫,৩০২
অন্যান্য জমা	৯,৬৪৭,৩১৬	১০,১৩৬,৩৫৩
ব্যাংক নোট সমন্বয় হিসাব - অচল পাকিস্তানী নোট	৩,২৩০	৩,২৩০
বিবিধ পাওনাদার হিসাব	২,৮৩৩,০১৬	২,৩৬১,৫৯০
স্থগিত সুদ হিসাব	৬৭৫	৬৩১
দাতা সংস্থাসমূহের জমা	১৯,১৪৮,৭৯৯	৬,৯১১,৫৫৬
আন্তঃ-অফিস সমন্বয়	৪৪,৩৭০	-
ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য ঋণ নিশ্চয়তা স্কীম	২৪৮,৮০৮	২৪৮,৮০৮
পেনশনের জন্য সঞ্চিতি*	৬,১০৫,৩৪৬	২,৯৬৮,২৩০
গ্র্যাচুইটি এর জন্য সঞ্চিতি	১,৮৮৮,১২৪	১,৮৭১,২৩০
ছুটি নগদায়নের জন্য সঞ্চিতি	১,৬৫৬,৭৯২	১,৬২২,৫০৭
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল - সরকার	১,৭৭২,০৬৪	২,৬৩১,৯২২
বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ (সিবিএসপি)	১,৯৬২,৯৩৯	১,৪৩৩,১১৫
ডিএফআইডি-আরপিপি প্রজেক্ট	৩৫৭,৬৩৮	৪৪৭,০৪৮
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল - এডিবি-২	৩,০৫৮,৯২০	-
অন্যান্য	২১৫,১৪৮	১০৪,২৮৯
	৪৮,৯৪৮,২৭৭	**৪৮,১০০,৮৫৮**

---

* বিস্তারিত ৪৮.০৩ নং নোটে উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
২২ক সমন্বিত অন্যান্য স্থানীয় দায়		
সরকারি জমা	৫,০৯২	৫,০৪৭
সরকারকে প্রদানযোগ্য উদ্বৃত্ত মুনাফা (নোট নং ২২.১)	-	১৭,৩৫৫,৩০২
অন্যান্য জমা	৯,৬৪৭,৩১৬	১০,১৩৬,৩৫৪
ব্যাংক নোট সমন্বয় হিসাব - অচল পাকিস্তানী নোট	৩,২৩০	৩,২৩০
বিবিধ পাওনাদার হিসাব	২,৭০০,৪২৭	২,৭৩১,৭৪১
স্থগিত সুদ হিসাব	৬৭৫	৬৩১
দাতা সংস্থাসমূহের জমা	১৯,১৪৮,৭৯৯	৬,৯১১,৫৫৬
আন্তঃঅফিস সমন্বয় (স্থগিত)	৪৪,৩৭০	-
ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগকারীদের জন্য ঋণ নিশ্চয়তা স্কীম	২৪৮,৮০৮	২৪৮,৮০৮
পেনশনের জন্য সঞ্চিতি	৬,১০৫,৩৪৬	২,৯৬৮,২৩০
গ্র্যাচুইটি এর জন্য সঞ্চিতি	১,৮৮৮,১২৪	১,৮৭১,২৩০
ছুটি নগদায়নের জন্য সঞ্চিতি	১,৬৫৬,৭৯২	১,৬২২,৫০৭
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল - সরকার	১,৭৭২,০৬৪	২,৬৩১,৯২২
বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে ঋণ (সিবিএসপি)	১,৯৬২,৯৩৯	১,৪৩৩,১১৫
ডিএফআইডি-আরপিপি প্রজেক্ট	৩৫৭,৬৩৮	৪৪৭,০৪৮
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল - এডিবি-২	৩,০৫৮,৯২০	-
বিলম্বিত কর	৬৫৩,৪৩৫	৬০৪,৪৫৫
বিবিধ	২১৫,১৪৮	১০৪,২৮৯
অন্যান্য - সাবসিডিয়ারী	৪৫৩,৯৫১	৪১৯,৯১০
	৪৯,৯২৩,০৭৪	**৪৯,৪৯৫,৩৭৫**

২২.১ সরকারকে প্রদানযোগ্য উদ্বৃত্ত মুনাফা		
প্রারম্ভিক স্থিতি	১৭,৩৫৫,৩০২	৬,৬৬৬,৪৩৩
সরকারের নিকট পাওনার বিপরীতে সমন্বয়	(৯,৬৮১)	(১২,৮৫৫)
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা খাতে স্থানান্তর	(৭০০,০০০)	-
চলতি বছরে পরিশোধ (নোট ২২.২)	(১৬,৬৪৫,৬২১)	(৬,১০৭,৯৪৯)
চলতি বছরের মুনাফার অংশ	-	১৬,৮০৯,৬৭৩
সমাপনী স্থিতি	-	**১৭,৩৫৫,৩০২**

২২.২ আইএএস-১৮ এর অনুচ্ছেদ নং ২৯-৩০ অনুযায়ী শেয়ার হোল্ডারদের পাবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেই লভ্যাংশ প্রদেয় হয়। যেহেতু আর্থিক বিবরণীসমূহ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার অপেক্ষায় সেহেতু অর্থবছর ১২ এ সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশের পরিমাণ শূন্য।

২৩. মূলধন	**৩০,০০০**	**৩০,০০০**

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী ৩০ জুন ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন ৩০,০০০,০০০ টাকা এবং ৪(১) ও ৪(২) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমুদয় মূলধন সরকারের কাছে ন্যস্ত।

২৪. পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি		
পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য (নোট ২৪.১)	২৮,১৪১,১২৩	১৯,৯১৯,৪২৪
পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৮৯,৫৫০,৮৪৭	৬৩,২৫৭,৮১৪
পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি	২২,২০৯,০৮৯	২২,১৫৬,৩৫৪
মোট	**১৩৯,৯০১,০৫৯**	**১০৫,৩৩৩,৫৯২**

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

	২০১২	২০১১
	'০০০ টাকায়	'০০০ টাকায়

২৪.১ পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য

ব্যাংক স্বর্ণ ও রৌপ্যের পুনঃমূল্যায়নজনিত লাভ সামগ্রিক আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করে এবং পরবর্তীকালে একটি আলাদা হিসাব পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য এ স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ।

২৪.২ পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব

ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা পুনঃমূল্যায়ন জনিত অনার্জিত লাভ সামগ্রিক আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করে এবং পরবর্তীকালে একটি আলাদা হিসাব পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা এ স্থানান্তর করে যা মূলধনের অংশ।

২৪ক সমন্বিত পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি

	২০১২	২০১১
পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- স্বর্ণ ও রৌপ্য	২৮,১৪১,১২৩	১৯,৯১৯,৪২৪
পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	৮৯,৫৫০,৮৪৭	৬৩,২৫৭,৮১৪
পুনঃমূল্যায়ন সঞ্চিতি- সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদি	২৩,৫৫৬,৮৮৬	২৩,৫০৪,১৫১
মোট	**১৪১,২৪৮,৮৫৬**	**১০৬,৬৮১,৩৮৯**
	২২,৫৬২,৩৫৩	**১৭,১২৪,৩১০**

২৫. মুদ্রার তারতম্য সঞ্চিতি

ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা পুনঃমূল্যায়নজনিত উসুলকৃত মুনাফাকে সামগ্রিক আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করেছে এবং একই দফাকে বৈদেশিক মুদ্রা তারতম্য সঞ্চিতি নামক একটি হিসাবে (যা ইক্যুইটি এর অংশ) স্থানান্তর করেছে।

২৬. বিধিবদ্ধ তহবিল

		২০১২	২০১১
পল্লি ঋণ তহবিল (২৬.১)	২৪.১	৫,০০০,০০০	৪,৮০০,০০০
কৃষিঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল (২৬.২)	২৪.২	৫,০০০,০০০	৪,৮০০,০০০
রপ্তানি ঋণ তহবিল (২৬.৩)	২৪.৩	১,৩০০,০০০	১,৩০০,০০০
শিল্প ঋণ তহবিল (২৬.৪)	২৪.৪	১,৭৩৭,৮৫২	১,৫৮৭,৮৫২
ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল (২৬.৫)	২৪.৫	৮৭৯,১৯৪	৮৭৯,১৯৪
মোট		**১৩,৯১৭,০৪৬**	**১৩,৩৬৭,০৪৬**

বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর নির্দেশনা সূত্রে গঠন করতঃ প্রতিবছর সরকারের পরামর্শক্রমে ব্যাংকের মুনাফা হতে লাভ আবন্টনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

২৬.১ পল্লি ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬০(১) ধারা মোতাবেক সমবায় ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক এবং পল্লি ঋণ সংস্থাসমূহকে স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে টাকা ২০০ মিলিয়ন স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৬.২ কৃষিঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল

বাংলাদেশ বাাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬১ ধারা মোতাবেক শীর্ষ সমবায় ব্যাংকসমূহকে ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে টাকা ২০০ মিলিয়ন স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৬.৩ রপ্তানি ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬৩ নং ধারা মোতাবেক রপ্তানি কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি ঋণ ও আগাম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে কোন অর্থ স্থানান্তর করা হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

২৬.৪ শিল্প ঋণ তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৬২ ধারা মোতাবেক শীর্ষ সমবায় ব্যাংকসমূহকে ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের জন্য এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১৫০ মিলিয়ন টাকা এ তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে।

২৬.৫ ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ১৬ নং ধারার ২৪ নং উপধারা মোতাবেক পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংকসমূহের কুটির শিল্পে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের কারণে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি পুনর্ভরণের জন্য প্রতি বছরের মুনাফা হতে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এ তহবিলে কোন অর্থ স্থানান্তর করা হয়নি।

২৭. অ-বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি

	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল - ব্যাংক (২৭.১)	৬,০০০,০০০	৬,০০০,০০০
গৃহায়ন পুনঃঅর্থায়ন তহবিল (২৭.১)	৭,৫৭০,০০০	৭,৫৭০,০০০
মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল (২৭.২)	৪৯৬,০৬৭	-
আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল (২৭.৩)	২০০,০০০	-
মোট	**১৪,২৬৬,০৬৭**	**১৩,৫৭০,০০০**

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ১৬ নং ধারার ২৪ নং উপধারা মোতাবেক ক্ষুদ্র ঋণ ও গৃহায়ন খাতে ঋণ প্রদানের জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঅর্থায়ন করার নিমিত্তে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফান্ডসমূহে অর্থ স্থানান্তর করা হয়।

২৭.১ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প তহবিল - ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ১৬ নং ধারার ২৪ নং উপধারা মোতাবেক ক্ষুদ্র ঋণ ও গৃহায়ন খাতে ঋণ প্রদানের জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন করার নিমিত্তে এ তহবিল গঠন করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফান্ডসমূহে অর্থ স্থানান্তর করা হয়।

২৭.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৮২ নং ধারার ২(এন) নং উপধারা এবং ব্যাংকের বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে ও বিদেশে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল তৈরি করা হয়েছে। অর্থবছর ১১-এ সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ হতে এই তহবিলের আবন্টন করা হয়।

২৭.৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল

ব্যাংকের মুদ্রানীতি কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যাংক বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর্থিক ব্যবস্থাপনা তহবিল তৈরি করা হয়েছে। অর্থবছর ১১ এ সরকারকে প্রদেয় লভ্যাংশ হতে এই তহবিলের আবন্টন করা হয়।

২৮. অন্যান্য সঞ্চিতি

সম্পদ নবায়ন ও পুনঃস্থাপন সঞ্চিতি	২,৫১৭,৩২৪	১,৮৭৩,৯৪১
সুদ সঞ্চিতি (২৮.১)	৮,২৫৮,৩২৮	৭,৫৮১,৬২৮
মোট	**১০,৭৭৫,৬৫২**	**৯,৪৫৫,৫৬৯**

২৮.১ সুদ সঞ্চিতি

অর্থবছর ০৭-এর আলোচ্য সঞ্চিতি আরম্ভ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের অর্জিত সুদ এখানে হিসাবায়ন করা হয়েছে। পরিণামদর্শীতা নীতির উপর ভিত্তি করে এ সঞ্চিতি সংরক্ষণ করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
২৯. সাধারণ সঞ্চিতি	**৪,২৫০,৫০০**	**৪,২৫০,৫০০**

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৫৯ নম্বর ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩০ মিলিয়ন টাকা মূল্যের ঋণপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ প্রভিশন হতে টাকা ৪২২০.৫ মিলিয়ন সাধারণ সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

	২০১২	২০১১
২৯ক সমন্বিত জেনারেল রিজার্ভ	**৪,৫০০,৫০০**	**৪,৪৫০,৫০০**
৩০. সুদ আয় - বৈদেশিক মুদ্রা কার্যক্রম		
বৈদেশিক মুদ্রা	৪৫৯,০২২	৪৯৬,২২০
বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে স্বল্পমেয়াদি জমা	৩,৪৩১,৬৮২	৩,৩৩৩,৯৪৫
বন্ড	৬,২০১,৪৭৪	৫,৪১০,৪১৮
ইউএস ডলার ট্রেজারী বিল হতে বাট্টা	৯৪,৫৩৯	২৭৮,২৪৯
অন্যান্য	৬১৮,৫৬৮	১৮,৬১১
	১০,৮০৫,২৮৫	**৯,৫৩৭,৪৪৩**
৩১. কমিশন এবং বাট্টা - বৈদেশিক মুদ্রা কার্যক্রম হতে বিনিময় আয়	**১১৩,৮৭২**	**১০৪,৪৩৩**
৩২. সুদ খাতে ব্যয় - বৈদেশিক মুদ্রা কার্যক্রমের বিপরীতে		
সঞ্চিতির উপর সুদ	১২৩,১৭৩	১৩৯,৪২৮
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)	১৪,২৩১	৫৬,৮৪৫
আইএমএফকে পরিশোধ	১৪৭,১৫৩	২৪১,৬৭৯
সুদ-সিবিএসপি	১৫,৭৯০	১০,৭৩৭
মোট	**৩০০,৩৪৭**	**৪৪৮,৬৮৯**
৩৩. কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয় - বৈদেশিক মুদ্রা কার্যক্রমের বিপরীতে		
আইএমএফ - এসডিআর ধারণ ব্যয়	১৪৮,২১১	২৫৭,২৩৯
বন্ডের পুনঃমূল্যায়নজনিত ক্ষতি	১,৫৫৩,০১৮	৮৪২,৫৭৮
আকু টেলেক্স চার্জ	২১২	১৮৪
বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়জনিত ক্ষতি	৭৮৫	২,৯৫৪
মোট	**১,৭০২,২২৬**	**১,১০২,৯৫৫**
৩৪. সুদ আয় - অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম হতে		
ট্রেডিং সিকিউরিটিজ	২৮,৮২৩,৫৯৯	১১,৮৮৫,৯৪০
উপায় ও উপকরণ হিসাব	১,০৭৮,১২৮	১৭৬,৪৩১
ঋণপত্র	৩৩৯,৪৮২	৩৪৯,৫০১
ডিমান্ড লোন ও কর্মচারী আগাম	৪,৬২২,৮২৮	৩,৬৬৬,৮৮৪
রেপো	৮,২১২,৭৮১	২,৯০৫,২০৫
মোট	**৪৩,০৭৬,৮১৮**	**১৮,৯৮৩,৯৬১**
৩৪ক সমন্বিত সুদ আয়-অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম হতে		
ট্রেডিং সিকিউরিটিজ	২৮,৮২৩,৫৯৯	১১,৮৮৫,৯৪০
উপায় ও উপকরণ হিসাব	১,০৭৮,১২৮	১৭৬,৪৩১
ঋণপত্র	৩৩৯,৪৮২	৩৪৯,৫০১
ডিমান্ড লোন ও কর্মচারী আগাম	৪,৬৫৫,৪১৭	৩,৬৮৫,৫৭৯
রেপো থেকে প্রাপ্ত সুদ	৮,২১২,৭৮১	২,৯০৫,২০৫
স্বল্প মেয়াদি মুদ্রাবাজারে বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত সুদ	১৪৩,৯০১	১৫৪,২২৪
মোট	**৪৩,২৫৩,৩০৮**	**১৯,১৫৬,৮৮০**

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

		২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
৩৫.	**কমিশন ও বাট্টা-অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম হতে**		
	কমিশন	৪,৫৩৪	৫,৬৫৫
	অন্যান্য	৬৩৫,৩২৮	৩৭১,৪০০
	মোট	**৬৩৯,৮৬২**	**৩৭৭,০৫৫**
৩৬.	**সুদ ব্যয়-অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের উপর বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের উপর সুদ**	**-**	**৫৭,৪০১**
৩৭.	**কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয় - অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের উপর**		
	স্বল্প মেয়াদি কর্জের উপর প্রদত্ত কমিশন (রিভার্স রেপো)	১৬,১৯৩	৭২,৮৬০
	এজেন্সী খরচ	২,৮৭৭,৭০৫	১,৫৮৭,৮২৯
	ট্রেজারী বিল ও বন্ডের উপর আন্ডার রাইটিং কমিশন	২৪০,০০০	১৫০,০৫২
	সিডিবিএল খরচ	-	৩১,০৫৯
	মোট	**৩,১৩৩,৮৯৮**	**১,৮৪১,৮০০**
৩৮.	**সাধারণ ও প্রশাসনিক খরচ**		
	কর্মচারী খাতে ব্যয় (নোট ৩৮.১)	৬,৬১৩,৯৮২	৩,৮১০,৯৬৬
	স্থাপনা এবং যন্ত্রপাতির অবচয়	৯৮৬,৫৩৮	১৮৮,৫০৯
	অস্পর্শনীয় সম্পদের অবলোপন	১৭৬,১২৯	-
	নোট মুদ্রণ	২,০৫৯,৪২৪	২,০৭১,০৫৮
	পরিচালকদের ফি	৪৪৩	২৯৯
	নিরীক্ষকদের ফি	৭,৬০০	২,৬০০
	মনিহারী	৫৭,০৮৬	৫৪,০০৮
	ভাড়া	১১১,৬৪৫	৯৯,০২২
	রেমিটেন্স প্রেরণ	২৬,৩৩৯	৪৫,৮৩০
	ভ্রমণ খরচ	২২,১১৪	১৪,৮৭১
	অনুদান	১৩০,২৬৫	৭৪,৬৩৮
	দূরালাপনী	২৫,৩২২	১৪,১৬৮
	মধ্যাহ্ন আহার	১৮৪,০৩৪	১৬৯,৭০২
	স্টাফ বাস	৪৪,১৯৪	৩৬,৭৪৭
	মেরামত	১১৩,৬০৩	৮৮,১১২
	ওয়ারেন্টি ও অন্যান্য খরচ	৮০,৫৮৬	-
	বিবিধ	৬৮৭,২২১	৪৯৫,৩১৬
	মোট	**১১,৩২৬,৫২৫**	**৭,১৬৫,৮৪৬**
৩৮.১	**কর্মচারী খাতে বায়**		
	বেতন	১,১৫৪,৫৫৩	১,১১৮,৬৮২
	বাড়ি ভাড়া	৪৪৯,৮৮৩	৪৩২,৭৭১
	কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	(১৫৫,০০৯)	(১০৫,৪০১)
	পেনশন ও আনুতোষিক	৩,৮৪৬,৬৪৩	৯৯৯,৫৯৮
	ছুটি নগদায়ন	১০২,৯৪৬	৪৯০,৯৮৩
	সাধারণ ও প্রেরণা বোনাস	৬৭৫,৭৭৪	৫২৭,৬৯০
	সরকারকে প্রদত্ত আয়কর	৬২,২৯৬	৫৩,৩৪৪
	চিকিৎসা খরচ	১৬২,৬৬৬	১৩৯,৬৩৬
	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১০৩,৭১৪	১০৪,১৮৩
	অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ	২১০,৫১৬	৪৯,৪৮০
	মোট	**৬,৬১৩,৯৮২**	**৩,৮১০,৯৬৬**

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৩৮ক সমন্বিত সাধারণ ও প্রশাসনিক খরচ

	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
কর্মচারী খাতে ব্যয় (নোট ৩৮ক.১)	৬,৯১২,৪৫৫	৪,০৭৪,৯৫১
স্থাপনা এবং যন্ত্রপাতির অবচয়	১,১৫৩,৭৮৩	৩২৪,৮৪৪
অস্পর্শনীয় সম্পদের অবলোপন	১৭৬,১২৯	-
পরিচালকদের ফি	৬৩৮	৬২১
নিরীক্ষকদের ফি	৭,৮০০	২,৮০০
মনিহারী	৫৭,০৮৬	৫৪,০০৮
ভাড়া	১১১,৬৪৫	১৪০,৩৭২
রেমিটেন্স প্রেরণ	২৬,৩৩৯	৪৫,৮৩০
ভ্রমণ খরচ	২২,১১৪	১৪,৮৭১
অনুদান	১৩০,২৬৫	৭৪,৬৩৮
দূরালাপনী	২৫,৩২২	১৪,১৬৮
মধ্যাহ্ন আহার	২০৬,৭৯৭	১৯২,৭৪০
স্টাফ বাস	৪৪,১৯৪	৩৬,৭৪৭
মেরামত	১১৭,৭৩৬	৯৬,২৩৫
ওয়ারেন্টি ও অন্যান্য খরচ	৮০,৫৮৬	-
কাঁচামাল	২,৩০৪,৩৪৭	১,৯৭৪,৬১৯
ডব্লিউপিপিএফ এর বিপরীতে সংস্থান	৭০,৫০৩	৬২,৩২৮
আয়কর	৪৫৩,৯৫০	৩৫৭,৫৮২
বিলম্বিত কর	৪৮,৯৮০	৮৮,৯৬৮
বিবিধ	৭৬৮,৪১৮	৫২১,৬২৫
মোট	**১২,৭১৯,০৮৭**	**৮,০৭৭,৯৪৭**

৩৮ক.১ কর্মচারী খাতে ব্যয়

বেতন	১,২৯৮,২৬১	১,২৪৯,১৬৮
বাড়ি ভাড়া	৪৪৯,৮৮৩	৪৩২,৭৭১
কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	(১৫৫,০০৯)	(১০৫,৪০১)
পেনশন ও আনুতোষিক	৩,৮৬৮,৪১৯	১,০১৩,৪৫৪
ছুটি নগদায়ন	১০৭,০৪০	৪৯০,৯৮৩
সাধারণ ও প্রেরণা বোনাস	৭২২,৫৫৭	৫৬৯,৪৯৩
সরকারকে প্রদত্ত আয়কর	৬২,২৯৬	৫৩,৩৪৪
চিকিৎসা খরচ	১৬৬,৬১০	১৪৩,৮৫৮
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১০৩,৭১৪	১০৪,১৮৩
অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ	২৮৮,৬৮৪	১২৩,০৯৮
	৬,৯১২,৪৫৫	**৪,০৭৪,৯৫১**

৩৯. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

(ক) আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড আইএফআরএস-৭ আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টসমূহের ডিসক্লোজারঃ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ও অ-অন্তর্ভুক্ত উভয় প্রকার আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টের জন্য, তাদের তাৎপর্য ও কার্যকারিতা, হিসাব রক্ষণ নীতিমালা, রীতি ও পদ্ধতি, নীট প্রকৃত মূল্য ও ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্য এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংকের নীতিমালার তথ্য ডিসক্লোজারে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট বলতে ঐ সকল চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে যা একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদ এবং অপর প্রতিষ্ঠানের জন্য দায় বা মূলধন। বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য নির্দিষ্ট আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টসমূহ হচ্ছে সরকারের সিকিউরিটিজ, বৈদেশিক মুদ্রার দায়, সিকিউরিটিজ, ঋণ ও অগ্রিম, ব্যাংকসমূহের জমা, প্রচারণকৃত নোট এবং জমা হতে উদ্ভূত দায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

নীট বাজার মূল্য বলতে এরূপ মূল্যকে বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা প্রয়োজনানুযায়ী কোন সম্পদ হস্তান্তর বা কোন দায় নিষ্পত্তি করা যায়। অবিহিত মূল্যে অথবা চলতি বাজার মূল্যের মধ্যে যা নীট প্রকৃত মূল্যের কাছাকাছি সেই মূল্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বীকৃত ইন্স্ট্রুমেন্টসমূহ দেখানো হয়েছে।

ব্যাংক নীতি নির্ধারণী কাজে নিয়োজিত বিধায় ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ভিন্নতর। ব্যাংকের মুখ্য আর্থিক ঝুঁকি সমূহের মধ্যে রয়েছে ঋণ ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি এবং সুদের হার ঝুঁকি। চাহিদা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও তারল্য ঝুঁকি হ্রাসকেই প্রধান বিবেচ্য হিসাবে গণ্য করে থাকে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতোই ব্যাংকের কাজ প্রধানত পরিচালন ও সুনামের ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে এর প্রসার ঘটানো।

মূল্যায়ন, তদারকি ও ব্যবস্থাপনায় দৃঢ় ও কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই ব্যাংকের লক্ষ্য। গভর্নর কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত দক্ষ কর্মকর্তাগণ নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে ব্যাংকের স্থানীয় মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা এবং বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন পরিচালনা করে থাকেন।

ব্যাংকের বার্ষিক হিসাব বিবরণীসমূহ নিরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ ৬৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার দুটি বহিঃ নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে থাকে এবং তাদের সম্মানিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। বোর্ডের অডিট কমিটি কর্তৃক ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী এবং অডিট কার্যক্রমসমূহ তত্ত্বাবধান করা হয়ে থাকে এবং উক্ত কমিটি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রমও তদারকি করে। কমিটি তাদের কার্যক্রমের বিষয়ে বোর্ডকে অবহিত করে থাকে।

দক্ষ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার প্রচলন ও নিশ্চিত করার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ব্যাংকের সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। ব্যাংক তার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে আর্থিক বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থাসমূহ অবলম্বন করে থাকে। এই নোটের ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থিতি পত্রে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(খ) পরিচালন ঝুঁকি

অনিচ্ছাকৃত ভুল ও অভ্যন্তরীণ নিয়মের ব্যত্যয়ের কারণে সৃষ্ট আর্থিক বা অনার্থিক ক্ষতির ঝুঁকি পরিচালন ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত। পরিচালন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে ব্যাংকের প্রাত্যহিক কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যার মধ্যে ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত। ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট দক্ষ কর্মকর্তা নির্ধারণ করা ব্যাংকের পরিচালন ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত। ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের গুণগত পরিমাপের ভিত্তি নির্ধারণ করা ও তা নিশ্চিত করা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির কাজ। স্ব স্ব বিভাগ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক নীতি পদ্ধতির পরিপালন নিশ্চিত করে থাকে।

(গ) ঋণের ঝুঁকি

ঋণের ঝুঁকি বলতে চুক্তির অপর পক্ষ কর্তৃক চুক্তির শর্তাবলী পরিপালনে ব্যর্থতার মাধ্যমে সৃষ্ট ঝুঁকিকে বুঝানো হয়েছে।

(ঘ) ঋণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ঋণের ঝুঁকি নিয়মিত ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ব্যাংকের উদ্বৃত্তপত্রে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি শ্রেণীর আর্থিক সম্পদের ঝুঁকি নিরূপণ করে তা প্রশমনের জন্য ব্যাংক কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণত অতি নির্ভরযোগ্য পক্ষসমূহের সাথে এ ধরনের কার্যক্রম করে থাকে বিধায় এক্ষেত্রে ব্যাংকের ঝুঁকি কম।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

(ঙ) ঋণের কেন্দ্রীকরণ

বছর শেষে ব্যবহারকারীর উপর ভিত্তি করে ব্যাংকের ঋণের শ্রেণীকরণ নিম্নরূপ ঃ

	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
ব্যাংক		
বাংলাদেশ সরকার	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮	৩১৩,৫২৯,৭৯৩
অন্যান্য সার্বভৌম প্রচারণকারী	৪৭০,৯৯৭,৭৭৫	৪২০,৭৭৩,৬৪৬
বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩৬৩,১৯৮,০৩৬	৩৫৭,৭৮৫,২৪৬
বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩১২,৪৩৫,৪৫১	১৯২,০২৬,৬১৫
অন্যান্য	৪৫৯,৯৬০	৩০৬,৩৩৯
মোট	**১,৫২০,১৫৯,০৯০**	**১,২৮৪,৪২১,৬৩৯**
সমন্বিত		
বাংলাদেশ সরকার	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮	৩১৩,৫২৯,৭৯৩
অন্যান্য সার্বভৌম প্রচারণকারী	৪৭০,৯৯৭,৭৭৫	৪২০,৭৭৩,৬৪৬
বিদেশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩৬৩,১৯৮,০৩৬	৩৫৭,৭৮৫,২৪৬
বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩১৩,৭৫৪,৫২৫	১৯৩,১৪৭,৯০০
অন্যান্য	৯২৪,৬৩৮	৫৮২,৯০০
মোট	**১,৫২১,৯৪২,৮৪২**	**১,২৮৫,৮১৯,৪৮৫**

বছর শেষে দেশ/ অঞ্চলের উপর ভিত্তিকরে ব্যাংকের ঋণের শ্রেণীকরণ নিম্নরূপ ঃ

	২০১২ '০০০ টাকায়	২০১১ '০০০ টাকায়
ব্যাংক		
বাংলাদেশ	৭৫২,৭৯৪,৬২৩	৫০৫,৮৬২,৭৪৭
এশিয়া	১৬৮,২৩৯,৮০৫	৩০৬,৯১৮,১৯৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৮৮,৭২০,০৭৯	২৭৯,৭২৯,৫৯২
ইউরোপ	১৯৩,৭৭৩,৩৬৭	১৭৫,৯৬১,৮০৭
অস্ট্রেলিয়া	১৬,৬৩১,২১৬	১৫,৯৪৯,২৯৮
মোট	**১,৫২০,১৫৯,০৯০**	**১,২৮৪,৪২১,৬৩৯**
সমন্বিত		
বাংলাদেশ	৭৫৪,৫৭৮,৩৭৫	৫০৭,২৬০,৫৯৩
এশিয়া	১৬৮,২৩৯,৮০৫	৩০৬,৯১৮,১৯৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৮৮,৭২০,০৭৯	২৭৯,৭২৯,৫৯২
ইউরোপ	১৯৩,৭৭৩,৩৬৭	১৭৫,৯৬১,৮০৭
অস্ট্রেলিয়া	১৬,৬৩১,২১৬	১৫,৯৪৯,২৯৮
মোট	**১,৫২১,৯৪২,৮৪২**	**১,২৮৫,৮১৯,৪৮৫**

৪০. সূচক ভিত্তিক ঋণের বিশ্লেষণ

নিচের সারণীর সম্পদসমূহ MOODY'S ঋণের সূচকের উপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি জমার ক্ষেত্রে এএএ এর মাধ্যমে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে যাদের ঋণের সূচক অত্যন্ত ভালো এবং ঋণের ঝুঁকি কম; এএ ঐ সকল প্রতিষ্ঠান যাদের ঋণের সূচক ভালো কিন্তু এএএ এর চাইতে কম। এএ১ ঐ সকল প্রতিষ্ঠান যাদের ঋণের সূচক এএ এর চাইতে কম, এএ২ হচ্ছে এএ এর মাঝের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এএ৩ হচ্ছে এএ এর নিচের দিকের প্রতিষ্ঠানসমূহ। পি-১ হচ্ছে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান যারা স্বল্পমেয়াদি জমাসমূহের দায় তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে পারে এবং এদের ঋণের সূচকও ভাল, এসটি-১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের সর্বোচ্চ সামর্থ্য নির্দেশ করে, এসটি-২ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের মজবুত সামর্থ্য নির্দেশ করে আর এসটি-৩ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায় পরিশোধের গড় সামর্থ্য নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

	ঋণের সূচক	২০১২		২০১১	
		'০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদের %	'০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদের %
i) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহে জমা	পি-১	২৪৮,৫৭৬,৮৫১	১৬.৩৯%	১৭৬,৫০৮,৭৫৪	১৩.৭৪%
স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	পি-১	২১৭,৭৭৪,৪৩১	১৪.৩৬%	-	০.০০%
স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	পি-২	৬,৭৭৮,৬৬২	০.৪৫%	২২০,৫৯০,৮৮৯	১৭.১৮%
স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	এসটি-১	-	০.০০%	১,৯৬৯,৯০২	০.১৫%
স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	এসটি-২	-	০.০০%	৭,৭৪২,৯১৯	০.৬০%
স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	এসটি-৩	-	০.০০%	৭৪২,৩২৯	০.০৬%
মাঃ ডঃ ট্রেজারী বিল	পি-১	৯৫,৭১৯,৬৪৭	৬.৩১%	১২৩,৯৩৮,২৪৯	৯.৬৫%
বিদেশী বন্ড	এএএ	৩০,৯২৪,৭৬৩	২.০৪%	৩১,০৪৯,২৭৬	২.৪২%
বিদেশী বন্ড	এএ	১৯,৯০০,০৯২	১.৩১%	২০,৪২৭,২৯১	১.৫৯%
বিদেশী বন্ড	এএ১	১৪,৭৩০,৮২১	০.৯৭%	৩,৮২১,২৯০	০.৩০%
বিদেশী বন্ড	এএ২	২,১৩৩,১৪১	০.১৪%	৫,৯৩৮,৬৩২	০.৪৬%
বিদেশী বন্ড	এএ৩	৪,৯১৪,৪২৯	০.৩২%	১,৮৫৫,৮২৩	০.১৪%
বিদেশী বন্ড	এ-,বি,বিবি,বিবিবি ইত্যাদি	৫৩,৩০১,৪৪৬	৩.৫২%	৫৭,২৩৪,৩৩১	৪.৪৬%
স্বর্ণ বিনিয়োগ	এ-১	১৪,০০৫,৮৪৩	০.৯২%	১৪,৪৫৮,০২৩	১.১৩%
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	এনআর	১২১,৬৪১,২৯৪	৮.০২%	৪৮,৩৪৭,৯৭২	৩.৭৬%
অন্যান্য	এনআর	৪৩,৮২৬,২৬৫	২.৮৯%	৬৩,৯৩৩,২১২	৪.৯৮%
মোট		**৮৭৪,২২৭,৬৮৫**	**৫৭.৬৪%**	**৭৭৮,৫৫৮,৮৯২**	**৬০.৬২%**
ii) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
নগদ জমা	এনআর	৪৫৯,৯৬০	০.০৩%	৩০৬,৩৩৯	০.০২%
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	বিএ৩	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮	২৪.৬০%	৩১৩,৫২৯,৭৯৩	২৪.৪১%
রেপোতে বিনিয়োগ	এনআর	১৫৩,৭৬৯,৮২০	১০.১৪%	৮৪,১৫৬,৯০৯	৬.৫৫%
বিনিয়োগ	এনআর	৭,০৭৩,৩৩৩	০.৪৭%	৭,১৭৬,৬৬৭	০.৫৬%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	এনআর	১০৭,৭২২,৩৯২	৭.১০%	১০০,৬৯৩,০৩৯	৭.৮৪%
মোট		**৬৪২,০৯৩,৩৭৩**	**৪২.৩৪%**	**৫০৫,৮৬২,৭৪৭**	**৩৯.৩৮%**
মোট আর্থিক সম্পদ (i+ii)		**১,৫১৬,৩২১,০৫৮**	**১০০%**	**১,২৮৪,৪২১,৬৩৯**	**১০০%**

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৪০ক সমন্বিত সূচক ভিত্তিক ঋণের বিশ্লেষণ

	ঋণের সূচক	২০১২		২০১১	
		'০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদের %	'০০০ টাকায়	আর্থিক সম্পদের %
i) বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহে জমা	পি-১	২৪৮,৫৭৬,৮৫১	১৬.৩৭%	১৭৬,৫০৮,৭৫৪	১৩.৭৩%
স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	পি-১	২১৭,৭৭৪,৪৩১	১৪.৩৫%	২২০,৫৯০,৮৮৯	১৭.১৬%
স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	পি-২	৬,৭৭৮,৬৬২	০.৪৫%	১,৯৬৯,৯০২	০.১৫%
স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	এসটি-১	-	০.০০%	৭,৭৪২,৯১৯	০.৬০%
স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	এসটি-২	-	০.০০%	৭৪২,৩২৯	০.০৬%
স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	এসটি-৩	-	০.০০%	১২৩,৯৩৮,২৪৯	৯.৬৪%
মাঃ ডঃ ট্রেজারী বিল	পি-১	৯৫,৭১৯,৬৪৭	৬.৩১%	৩১,০৪৯,২৭৬	২.৪১%
বিদেশী বন্ড	এএএ	৩০,৯২৪,৭৬৩	২.০৪%	২০,৪২৭,২৯১	১.৫৯%
বিদেশী বন্ড	এএ	১৯,৯০০,০৯২	১.৩১%	৩,৮২১,২৯০	০.৩১%
বিদেশী বন্ড	এএ১	১৪,৭৩০,৮২১	০.৯৭%	৫,৯৩৮,৬৩২	০.৪৬%
বিদেশী বন্ড	এএ২	২,১৩৩,১৪১	০.১৪%	১,৮৫৫,৮২৩	০.১৪%
বিদেশী বন্ড	এএ৩	৪,৯১৪,৪২৯	০.৩২%		
বিদেশী বন্ড	এ-,বি,বিবি,বিবিবি ইত্যাদি	৫৩,৩০১,৪৪৬	৩.৫১%	৫৭,২৩৪,৩৩১	৪.৪৫%
স্বর্ণ বিনিয়োগ	এ-১	১৪,০০৫,৮৪৩	০.৯২%	১৪,৪৫৮,০২৩	১.১২%
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	এনআর	১২১,৬৪১,২৯৪	৮.০১%	৪৮,৩৪৭,৯৭২	৩.৭৬%
অন্যান্য	এনআর	৪৩,৮২৬,২৬৫	২.৮৯%	৬৩,৯৩৩,২১২	৪.৯৭%
মোট		**৮৭৪,২২৭,৬৮৫**	**৫৭.৫৯%**	**৭৭৮,৫৫৮,৮৯২**	**৬০.৫৫%**
ii) স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ					
নগদ জমা	এনআর	৯২৪,৬৩৮	০.০৬%	৫৮২,৯০০	০.০৫%
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	বিএ৩	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮	২৪.৫৭%	৩১৩,৫২৯,৭৯৩	২৪.৩৮%
রেপোতে বিনিয়োগ	এনআর	১৫৩,৭৬৯,৮২০	১০.১৩%	৮৪,১৫৬,৯০৯	৬.৫৫%
বিনিয়োগ	এনআর	৭,৬৬৪,৬৩৮	০.৫০%	৭,৮২৮,০৮৯	০.৬১%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	এনআর	১০৮,৪৫০,১৬১	৭.১৪%	১০১,১৬২,৯০২	৭.৮৭%
মোট		৬৪৩,৮৭৭,১২৫	৪২.৪১%	৫০৭,২৬০,৫৯৩	৩৯.৪৫%
মোট আর্থিক সম্পদ (i+ii)		১,৫১৮,১০৪,৮১০	১০০%	১,২৮৫,৮১৯,৪৮৫	১০০%

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৪১. সুদ হার ঝুঁকি

সুদের হার পরিবর্তনের কারণে উদ্ভূত ঝুঁকিকে সুদ হার ঝুঁকি বলা হয়। ব্যাংকের সুদ হারের অসামঞ্জস্যতার কারণে দায় ও সম্পদের পুনর্মূল্যায়নের ফলে সুদ হার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার জন্য ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন হাতিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে মুদ্রা নীতি অবলম্বন করে থাকে যা ব্যাংকের মুখ্য কাজ। ব্যাংকের ৩০ জুন ২০১২ তারিখ ভিত্তিক পুনর্মূল্যায়নকৃত চুক্তিসমূহের সুদ সংবেদনশীলতার বিষয়ে নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত সম্পদসমূহ তাদের বাহিত মূল্যে পুনর্মূল্যায়নকৃত চুক্তির মেয়াদের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণকৃত।

'০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০১২ তারিখে স্থিতি	ভাসমান সুদহার	পুনর্মূল্যায়ন কাল				ভারীত গড় সুদ হার
			০-৩ মাস	৩-১২ মাস	১-৫ বছর	৫ বছরের অধিক	
সম্পদ							
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ							
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২৪৯,৩৭৩,৪৩৬		২৪৯,৩৭৩,৪৩৬	-	-	-	০.২২%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৪৫৮,৬৯৭,৭৭৭		২৯১,৯২১,৪৯৬	৬৮,১৯৩,৫০৪	৯৮,৫৮২,৭৭৭	-	২.১৫%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১২১,৬৪১,২৯৪		৫৫,৪১৭,২২০	-	-	৬৬,২২৪,০৭৪	০.২৪%
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	৪৫,৩০৭,৩০১		৪,২৫১,৯৮২	৪১,০৫৫,২৩৯	-	৮০	১.৭৫%
মোট	**৮৭৫,০১৯,৮০৮**		**৬০০,৯৬৪,১৩৪**	**১০৯,২৪৮,৭৪৩**	**৯৮,৫৮২,৭৭৭**	**৬৬,২২৪,১৫৪**	
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ							
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৪৫৯,৯৬০		৪৫৯,৯৬০				৮.৭১%
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮		১৩১,৫৪৭,৮৮৫	৪০,১৫৬,১৩৮	১৭২,২৬৪,৪২৪	২৯,০৯৯,৪২১	৬.৯০%
রেপো তে বিনিয়োগ	১৫৩,৭৬৯,৮২০		১৫৩,৭৬৯,৮২০	-	-	-	৫.৮২%
শেয়ার ও ঋণপত্রে বিনিয়োগ	১৬০,৮৪৩,১৫৩		-	২০০,০০০	১৫৯,৪৯৩,১৫৩	১,১৫০,০০০	৪.৪৩%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	১১০,৭৬৮,৩০১	৫%	৫,০৭১,১০৪	৩৪,৫২২,০৪১	৯,০৬৭,৫৬৬	৬২,১০৭,৫৯০	
	৭৯৮,৯০৯,১০২		**২৯০,৮৪৮,৭৬৯**	**৭৪,৮৭৮,১৭৯**	**৩৪০,৮২৫,১৪৩**	**৯২,৩৫৭,০১১**	
মোট আর্থিক সম্পদ	**১,৬৭৩,৯২৮,৯১০**		**৮৯১,৮১২,৯০৩**	**১৮৪,১২৬,৯২২**	**৪৩৯,৪০৭,৯২০**	**১৫৮,৫৮১,১৬৫**	
দায়							
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়							
আইএমএফ এর সাথে দায়	১৭৩,৯০৫,৪২৭		৭,৯২০,২৫৬	১১,২১২,৫০৬	১৫,৩৬০,৪০৪	১৩৯,৪১২,২৬১	০.২৮%
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	১৫৭,৬২৬,৯৭৭		১৫৭,৬২৬,৯৭৭	-	-	-	০.১০%
অন্যান্য বৈদেশিক দায়	১,৪৮১,০৩৬		১,৪৮১,০৩৬	-	-	-	-
মোট	**৩৩৩,০১৩,৪৪০**		**১৬৭,০২৮,২৬৯**	**১১,২১২,৫০৬**	**১৫,৩৬০,৪০৪**	**১৩৯,৪১২,২৬১**	
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়							
প্রচারণকৃত নোট	৬৪২,০০৭,৪৯২		৬৪২,০০৭,৪৯২	-	-	-	-
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	৩২৯,০১২,০৭৮		৩২৯,০১২,০৭৮	-	-	-	-
মোট	৯৭১,০১৯,৫৭০		৯৭১,০১৯,৫৭০	-	-	-	
মোট আর্থিক দায়	**১,৩০৪,০৩৩,০১০**		**১,১৩৮,০৪৭,৮৩৯**	**১১,২১২,৫০৬**	**১৫,৩৬০,৪০৪**	**১৩৯,৪১২,২৬১**	

সকল স্বীকৃত আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টসমূহ পুনঃমূল্যায়ন করে নীট প্রকৃত মূল্যে প্রদর্শন করা হয়েছে যা ইন্সট্রুমেন্টসমূহের অবশিষ্ট মেয়াদ কালের সমান ।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৪১ক সমন্বিত সুদ হার ঝুঁকি

'০০০ টাকায়

বিবরণ	৩০ জুন ২০১২ তারিখে স্থিতি	ভাসমান সুদহার	পুনর্মূল্যায়ন কাল				ভারীত গড়সুদ হার
			০-৩ মাস	৩-১২ মাস	১-৫ বছর	৫ বছরের অধিক	
সম্পদ							
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ							
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২৪৯,৩৭৩,৪৩৬		২৪৯,৩৭৩,৪৩৬	-	-	-	০.২২%
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৪৫৮,৬৯৭,৭৭৭		২৯১,৯২১,৪৯৬	৬৮,১৯৩,৫০৪	৯৮,৫৮২,৭৭৭	-	২.১৫%
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	১২১,৬৪১,২৯৪		৫৫,৪১৭,২২০	-	-	৬৬,২২৪,০৭৪	০.২৪%
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	৪৫,৩০৭,৩০১		৪,২৫১,৯৮২	৪১,০৫৫,২৩৯	-	৮০	১.৭৫%
মোট	**৮৭৫,০১৯,৮০৮**		**৬০০,৯৬৪,১৩৪**	**১০৯,২৪৮,৭৪৩**	**৯৮,৫৮২,৭৭৭**	**৬৬,২২৪,১৫৪**	
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ							
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৯২৪,৬৩৮		৯২৪,৬৩৮	-	-	-	-
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮		১৩১,৫৪৭,৮৮৫	৪০,১৫৬,১৩৮	১৭২,২৬৪,৪২৪	২৯,০৯৯,৪২১	৮.৭১%
রেপোতে বিনিয়োগ	১৫৩,৭৬৯,৮২০		১৫৩,৭৬৯,৮২০	-	-	-	৬.৯০%
বিনিয়োগ	১৬১,৪৩৪,৪৫৮		-	১,২৭৯,৭৪৩	১৫৯,৫০০,৬০৫	৬৫০,০০০	৬.২৪%
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	১১১,৪৯৬,০৭০		৫,০৭১,১০৪	৩৪,৫২২,০৪১	৯,০৬৭,৫৬৬	৬২,৮৩৫,৩৫৯	৪.৪৪%
	৮০০,৬৯২,৮৫৪		**২৯১,৩১৩,৪৪৭**	**৭৫,৯৫৭,৯২২**	**৩৪০,৮৩২,৫৯৫**	**৯২,৫৮৪,৭৮০**	
মোট আর্থিক সম্পদ	**১,৬৭৫,৭১২,৬৬২**		**৮৯২,২৭৭,৫৮১**	**১৮৫,২০৬,৬৬৫**	**৪৩৯,৪১৫,৩৭২**	**১৫৮,৮০৮,৯৩৪**	
দায়সমূহ							
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়							
আইএমএফ এর সাথে দায়	১৭৩,৯০৫,৪২৭		৭,৯২০,২৫৬	১১,২১২,৫০৬	১৫,৩৬০,৪০৪	১৩৯,৪১২,২৬১	০.২৮%
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	১৫৭,৬২৬,৯৭৭		১৫৭,৬২৬,৯৭৭	-	-	-	০.১০%
অন্যান্য বৈদেশিক দায়	১,৪৮১,০৩৬		১,৪৮১,০৩৬	-	-		-
মোট বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়	**৩৩৩,০১৩,৪৪০**		**১৬৭,০২৮,২৬৯**	**১১,২১২,৫০৬**	**১৫,৩৬০,৪০৪**	**১৩৯,৪১২,২৬১**	
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়							
প্রচারণকৃত নোট	৬৪২,০০৭,৪৯২		৬৪২,০০৭,৪৯২				
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	৩২৯,০১২,০৭৮		৩২৯,০১২,০৭৮				
মোট স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়	**৯৭১,০১৯,৫৭০**		**৯৭১,০১৯,৫৭০**	-	-	-	-
মোট আর্থিক দায়	**১,৩০৪,০৩৩,০১০**		**১,১৩৮,০৪৭,৮৩৯**	**১১,২১২,৫০৬**	**১৫,৩৬০,৪০৪**	**১৩৯,৪১২,২৬১**	

সকল স্বীকৃত আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টসমূহ পুনঃমূল্যায়ন করে নীট প্রকৃত মূল্যে প্রদর্শন করা হয়েছে যা ইন্সট্রুমেন্টসমূহের অবশিষ্ট মেয়াদ কালের সমান।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৪২. তারল্য ঝুঁকি

ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তারল্যের সংকট হচ্ছে তারল্য ঝুঁকি। ব্যাংক এই ঝুঁকি কমানোর জন্য বৈদেশিক সম্পদের তারল্য বজায় রাখে। স্থিতিপত্রের তারিখে বিভিন্ন মেয়াদে ব্যাংকের সম্পদ ও দায়সমূহ নিম্নরূপঃ

সম্পদ ও দায়সমূহ নিম্নরূপ সময়ে মেয়াদপূর্তি হবে ঃ

'০০০ টাকায়

	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস	৩ হতে ১২ মাস	১ হতে ৫ বছর	৫ বছরের তদূর্ধ্বে	মোট
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২৪৮,৫৭৬,৮৫১	-	-	-	-	২৪৮,৫৭৬,৮৫১
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২২৪,৫৫৩,০৯৩	৬৭,৩৬৮,৪০৩	৬৮,১৯৩,৫০৪	৯৮,৫৮২,৭৭৭		৪৫৮,৬৯৭,৭৭৭
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	৫৫,৪১৭,২২০	-	-	-	৬৬,২২৪,০৭৪	১২১,৬৪১,২৯৪
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	৯০৩,৯১৬	২,০৯৮,২৭২	৪০,৮২৩,৯৯৭		৮০	৪৩,৮২৬,২৬৫
	৫২৯,৪৫১,০৮০	**৬৯,৪৬৬,৬৭৫**	**১০৯,০১৭,৫০১**	**৯৮,৫৮২,৭৭৭**	**৬৬,২২৪,১৫৪**	**৮৭২,৭৪২,১৮৭**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক সম্পদ						
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৪৫৯,৯৬০					৪৫৯,৯৬০
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২০,০০০,০০০	১১১,৫৪৭,৮৮৫	৪০,১৫৬,১৩৮	১৭২,২৬৪,৪২৪	২৯,০৯৯,৪২১	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮
রেপোতে বিনিয়োগ	১৫৩,৭৬৯,৮২০					১৫৩,৭৬৯,৮২০
শেয়ার ও ঋণপত্রে বিনিয়োগ	-	-	২০০,০০০	৫,৭২৩,৩৩৩	১,১৫০,০০০	৭,০৭৩,৩৩৩
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	২০৩,৩৪৯	৪,৮৬৭,৭৫৫	৩৪,৫২৪,১০৭	৯,০৬৭,৫৬৬	৫৯,০৫৯,৬১৫	১০৭,৭২২,৩৯২
	১৭৪,৪৩৩,১২৯	**১১৬,৪১৫,৬৪০**	**৭৪,৮৮০,২৪৫**	**১৮৭,০৫৫,৩২৩**	**৮৯,৩০৯,০৩৬**	**৬৪২,০৯৩,৩৭৩**
অর্থ বহির্ভূত সম্পদ						
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৪৩,২৩৭,০৪৮	-	-	-	-	৪৩,২৩৭,০৪৮
সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জাম	-	-	-	২১১,৯৩৮	২৬,৩৯৪,০৮৫	২৬,৬০৬,০২৩
অস্পর্শনীয় সম্পদ	-	-	-	-	২৯৭,১৩৯	২৯৭,১৩৯
মূলধনী চলতি কার্য	৪,৪৩৪	-	-	-	-	৪,৪৩৪
অন্যান্য স্থানীয় সম্পদ	-	১,৭৩৭,৩৫১	৩,৭৪১,৪৭৫	১১৬,১০০		৫,৫৯৪,৯২৬
	৪৩,২৪১,৪৮২	**১,৭৩৭,৩৫১**	**৩,৭৪১,৪৭৫**	**৩২৮,০৩৮**	**২৬,৬৯১,২২৪**	**৭৫,৭৩৯,৫৭০**
মোট সম্পদ	**৭৪৭,১২৫,৬৯১**	**১৮৭,৬১৯,৬৬৬**	**১৮৭,৬৩৯,২২১**	**২৮৫,৯৬৬,১৩৮**	**১৮২,২২৪,৪১৪**	**১,৫৯০,৫৭৫,১৩০**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়						
আইএমএফ এর সাথে দায়	৫,৮৫০,৭৫৪	২,০৬৯,৫০২	১১,২১২,৫০৬	১৫,৩৬০,৪০৪	১৩৯,৪১২,২৬১	১৭৩,৯০৫,৪২৭
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	১৫৭,৬২৬,৯৭৭	-	-	-	-	১৫৭,৬২৬,৯৭৭
অন্যান্য বৈদেশিক দায়	১,৪৮১,০৩৬	-	-	-	-	১,৪৮১,০৩৬
	১৬৪,৯৫৮,৭৬৭	**২,০৬৯,৫০২**	**১১,২১২,৫০৬**	**১৫,৩৬০,৪০৪**	**১৩৯,৪১২,২৬১**	**৩৩৩,০১৩,৪৪০**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়						
প্রচারণকৃত নোট	৬৪২,০০৭,৪৯২	-	-	-	-	৬৪২,০০৭,৪৯২
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	৩২৯,০১২,০৭৮	-	-	-	-	৩২৯,০১২,০৭৮
	৯৭১,০১৯,৫৭০	**-**	**-**	**-**	**-**	**৯৭১,০১৯,৫৭০**
স্থানীয় মুদ্রার অর্থ বহির্ভূত দায়						
অন্যান্য স্থানীয় দায়	৪৯,৪৬৪	৪১,৩৬২,২২৯	২,২৬৩,৭৯৪	২৭,৬৪৪,৩৯৬	১১,৯৫৩,১৫৭	৮৩,২৭৩,০৪০
মোট দায়	**১,১৩৬,০২৭,৮০১**	**৪৩,৪৩১,৭৩১**	**১৩,৪৭৬,৩০০**	**৪৩,০০৪,৮০০**	**১৫১,৩৬৫,৪১৮**	**১,৩৮৭,৩০৬,০৫০**
মুলধন ও সঞ্চিতি	**-**	**-**	**-**	**-**	**২০৪,৭৫৪,৫৭৮**	**২০৪,৭৫৪,৫৭৮**
মোট মূলধন ও দায়	**১,১৩৬,০২৭,৮০১**	**৪৩,৪৩১,৭৩১**	**১৩,৪৭৬,৩০০**	**৪৩,০০৪,৮০০**	**৩৫৬,১১৯,৯৯৬**	**১,৫৯২,০৬০,৬২৮**
পার্থক্য বিশ্লেষণ						
ব্যান্ড প্রতি পার্থক্য	**(৩৮৮,৯০২,১১০)**	**১৪৪,১৮৭,৯৩৫**	**১৭৪,১৬২,৯২১**	**২৪২,৯৬১,৩৩৮**	**(১৭৩,৮৯৫,৫৮২)**	**(১,৪৮৫,৪৯৮)**

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৪২ক সমন্বিত তারল্য ঝুঁকি

'০০০ টাকায়

	১ মাস পর্যন্ত	১ হতে ৩ মাস	৩ হতে ১২ মাস	১ হতে ৫ বছর	৫ বছরের তদূর্ধ্বে	মোট
বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২৪৮,৫৭৬,৮৫১	-	-	-	-	২৪৮,৫৭৬,৮৫১
বৈদেশিক বিনিয়োগ	২২৪,৫৫৩,০৯৩	৬৭,৩৬৮,৪০৩	৬৮,১৯৩,৫০৪	৯৮,৫৮২,৭৭৭	-	৪৫৮,৬৯৭,৭৭৭
আইএমএফ এর সাথে রক্ষিত সম্পদ	৫৫,৪১৭,২২০	-	-	-	৬৬,২২৪,০৭৪	১২১,৬৪১,২৯৪
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	৯০৩,৯১৬	২,০৯৮,২৭২	৪০,৮২৩,৯৯৭	-	৮০	৪৩,৮২৬,২৬৫
	৫২৯,৪৫১,০৮০	**৬৯,৪৬৬,৬৭৫**	**১০৯,০১৭,৫০১**	**৯৮,৫৮২,৭৭৭**	**৬৬,২২৪,১৫৪**	**৮৭২,৭৪২,১৮৭**
স্থানীয় মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ						
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৯২৪,৬৩৮	-	-	-	-	৯২৪,৬৩৮
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	২০,০০০,০০০	১১১,৫৪৭,৮৮৫	৪০,১৫৬,১৩৮	১৭২,২৬৪,৪২৪	২৯,০৯৯,৪২১	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮
রেপোতে বিনিয়োগ	১৫৩,৭৬৯,৮২০	-	-	-	-	১৫৩,৭৬৯,৮২০
শেয়ার ও ঋণপত্রে বিনিয়োগ	-	-	১,২৭৯,৭৪৩	৫,৭৩০,৭৮৫	৬৫৪,১১০	৭,৬৬৪,৬৩৮
ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণ	২০৩,৩৪৯	৪,৮৬৭,৭৫৫	৩৪,৫২২,০৪১	৯,০৬৭,৫৬৬	৫৯,৭৮৯,৪৫০	১০৮,৪৫০,১৬১
	১৭৪,৮৯৭,৮০৭	**১১৬,৪১৫,৬৪০**	**৭৫,৯৫৭,৯২২**	**১৮৭,০৬২,৭৭৫**	**৮৯,৫৪২,৯৮১**	**৬৪৩,৮৭৭,১২৫**
অন্যান্য অর্থ বহির্ভূত সম্পদ						
স্বর্ণ ও রৌপ্য	৪৩,২৩৭,০৪৮	-	-	-	-	৪৩,২৩৭,০৪৮
সম্পত্তি, স্থাপনা ও সরঞ্জাম				৩,৬৩৩,৪৬৭	২৬,০৬২,৩৫২	২৯,৬৯৫,৮১৯
অস্পর্শনীয় সম্পদ	-	-	-	-	২৯৭,১৩৯	২৯৭,১৩৯
মূলধনী কাজের অগ্রগতি	৫,৪১৬	-	-	-	-	৫,৪১৬
অন্যান্য স্থানীয় সম্পদ	-	১,৭৪০,৫৩৮	৪,৭৮০,৯২৪	১,৮৩৮,৪৮২	-	৮,৩৫৯,৯৪৪
	৪৩,২৪২,৪৬৪	**১,৭৪০,৫৩৮**	**৪,৭৮০,৯২৪**	**৫,৪৭১,৯৪৯**	**২৬,৩৫৯,৪৯১**	**৮১,৫৯৫,৩৬৬**
মোট সম্পদ	**৭৪৭,৫৯১,৩৫১**	**১৮৭,৬২২,৮৫৩**	**১৮৯,৭৫৬,৩৪৭**	**২৯১,১১৭,৫০১**	**১৮২,১২৬,৬২৬**	**১,৫৯৮,২১৪,৬৭৮**
বৈদেশিক মুদ্রার আর্থিক দায়						
আইএমএফ এর সাথে দায়	৫,৮৫০,৭৫৪	২,০৬৯,৫০২	১১,২১২,৫০৬	১৫,৩৬০,৪০৪	১৩৯,৪১২,২৬১	১৭৩,৯০৫,৪২৭
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	১৫৭,৬২৬,৯৭৭	-	-	-	-	১৫৭,৬২৬,৯৭৭
অন্যান্য বৈদেশিক দায়	-	-	-	-	-	-
	১৬৩,৪৭৭,৭৩১	**২,০৬৯,৫০২**	**১১,২১২,৫০৬**	**১৫,৩৬০,৪০৪**	**১৩৯,৪১২,২৬১**	**৩৩১,৫৩২,৪০৪**
স্থানীয় মুদ্রার আর্থিক দায়						
প্রচারণকৃত নোট	৬৪২,০০৭,৪৯২	-	-	-	-	৬৪২,০০৭,৪৯২
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	৩২৯,০১২,০৭৮	-	-	-	-	৩২৯,০১২,০৭৮
	৯৭১,০১৯,৫৭০	-	-	-	-	৯৭১,০১৯,৫৭০
স্থানীয় মুদ্রার অর্থ বহির্ভূত দায়						
অন্যান্য স্থানীয় দায়	৪৯,৪৬৪	৪১,৩৬২,২২৯	২,১১৯,৭৯৫	২৭,৬৪৪,৩৯৬	১৩,১৭১,১৭৫	৮৪,৩৪৭,০৫৯
মোট দায়	**১,১৩৪,৫৪৬,৭৬৫**	**৪৩,৪৩১,৭৩১**	**১৩,৩৩২,৩০১**	**৪৩,০০৪,৮০০**	**১৫২,৫৮৩,৪৩৬**	**১,৩৮৬,৮৯৯,০৩৩**
মূলধন ও সঞ্চিতি	**-**	**-**	**-**	**-**	**২১১,৩২০,১০৭**	**২১১,৩২০,১০৭**
মোট মূলধন ও দায়	**১,১৩৪,৫৪৬,৭৬৫**	**৪৩,৪৩১,৭৩১**	**১৩,৩৩২,৩০১**	**৪৩,০০৪,৮০০**	**৩৬৩,৯০৩,৫৪৩**	**১,৫৯৮,২১৯,১৪০**
পার্থক্য বিশ্লেষণ						
ব্যান্ড প্রতি পার্থক্য	**(৩৮৬,৯৫৫,৪১৪)**	**১৪৪,১৯১,১২২**	**১৭৬,৪২৪,০৪৬**	**২৪৮,১১২,৭০১**	**(১৮১,৭৭৬,৯১৭)**	**(৪,৪৬২)**

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৪৩. মুদ্রা ঝুঁকি

মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তনের কারণে মুদ্রা ঝুঁকি (বিনিময় হার ঝুঁকি) সৃষ্টি হয়, যা প্রত্যক্ষভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রম বিনিয়োগ কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কার্যক্রমের গাইড লাইন অনুসারে বিনিয়োগ কমিটি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। গাইডলাইনে অনুমোদিত বেঞ্চমার্ক অনুযায়ী মুদ্রার অবস্থা বিবেচনা করে বিনিয়োগ, পোর্টফোলিওর পরিমাণ ও সময় কাল বিবেচনা অনুসারে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে এবং তা দৈনিক/ সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পুনঃবিন্যাসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যবস্থাপক/ ডিলারগণ সচেষ্ট থাকে।

বৈদেশিক মুদ্রায় আর্থিক সম্পদ ও দায়

'০০০ টাকায়

বিবরণ	মাঃ ডঃ সমতুল্য	স্বর্ণ ও রৌপ্য সমতুল্য	ইউরো সমতুল্য	জিবিপি সমতুল্য	ইয়েন সমতুল্য	কাঃডঃ সমতুল্য	অঃ ডঃ সমতুল্য	এসডিআর সমতুল্য	অন্যান্য সমতুল্য
সম্পদ									
অন্যান্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং বহির্বিশ্বে নগদ জমা	১৫০,৭৪৬,৯২৪	-	৯১,৯৭২,৭৫৫	৪,৫২৯,৮৪৫	১,২০৪,০১১	৩৭২,৪৮৫	৪৮০,৪৬১	-	২৫,০৪৬
বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	১২১,৯৬৮,৯৮৯	১৪,০০৫,৮৪৩	১৫,২৪৩,৮৫২	৫৬,১৮১,১২৯	১,৪৮১,০৩৭	৫,০৩৯,০৯৩	২৩,৮২৪,৪১৭	-	৮১০,০৮৯
ট্রেজারী বিল	৯৫,৭১৯,৬৪৭	-	-	-	-	-	-	-	-
বিদেশী বন্ড	৮১,১৪২,৫৫১	-	১২,৭৪৯,৬৯৪	১০,২৫৩,৬৬৮	-	৪,৫০৬,৮১৯	১৫,৫৯৮,৮৯৩	-	১,৬৪৮,০৫৫
অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ	৪০,৮২৩,৯৯৭	-	-	-	-	-	-	-	৮০
প্রাপ্য সুদ	২,১৫১,৩০৩	-	৫৮৯,৭১৩	৮,২২৯	-	১৭,১৩১	২৩২,৭২৫	-	৩,০৮৭
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	-	-	-	-	-	-	-	১২১,৬৪১,২৯৪	-
মোট	**৪৯২,৫৫৩,৪১১**	**১৪,০০৫,৮৪৩**	**১২০,৫৫৬,০১৪**	**৭০,৯৭২,৮৭১**	**২,৬৮৫,০৪৮**	**৯,৯৩৫,৫২৮**	**৪০,১৩৬,৪৯৬**	**১২১,৬৪১,২৯৪**	**২,৪৮৬,৩৫৭**
দায়									
অন্যান্য ব্যাংকের জমা	১৫৪,৮৪৫,২৮০	-	১,২৬৮,১০৫	১,৪৭১,০৯৩	১২,৫৫১	২৯,৯৪৮			
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	-	-	-	-	-	-	-	৮৭,৪৬৭,৯২৪	-
দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি সহায়তার ঋণ	-	-	-	-	-	-	-	২৩,০৫৬,৪৮৩	-
এসডিআর বরাদ্দ	-	-	-	-	-	-	-	৬৩,৩৮১,০২০	-
অন্যান্য - জেডিআর স্থিতি	-	-	-	-	১,৪৮১,০৩৬	-	-	-	-
মোট	**১৫৪,৮৪৫,২৮০**	**-**	**১,২৬৮,১০৫**	**১,৪৭১,০৯৩**	**১,৪৯৩,৫৮৭**	**২৯,৯৪৮**	**-**	**১৭৩,৯০৫,৪২৭**	**-**
নীট	**৩৩৭,৭০৮,১৩১**	**১৪,০০৫,৮৪৩**	**১১৯,২৮৭,৯০৯**	**৬৯,৫০১,৭৭৮**	**১,১৯১,৪৬১**	**৯,৯০৫,৫৮০**	**৪০,১৩৬,৪৯৬**	**(৫২,২৬৪,১৩৩)**	**২,৪৮৬,৩৫৭**

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৪৪. সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

৩০ জুন ২০১২ তারিখে অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে সুদের হার শতকরা ১ ভাগ হ্রাস পেলে ব্যাংকের মুনাফা ১২,৬০৮ মিলিয়ন টাকা কম হতো (২০১১: টাকা ১১,৭২৩ মিলিয়ন)। বিপরীতে অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে সুদের হার শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি পেলে মুনাফা ১২,৬০৮ মিলিয়ন টাকা বেশি হতো (২০১১: টাকা ১১,৭২৩ মিলিয়ন)। সুদ ব্যাংকের প্রধান আয়ের উৎস হওয়ায় সুদ হারের পরিবর্তন ব্যাংকের মুনাফার উপর অধিক সংবেদনশীল।

৩০ জুন ২০১২ তারিখে অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে টাকার মূল্যমান শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস পেলে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ হতে মুনাফা ৩,১৬৭ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেতো (২০১১: টাকা ৬,৯৫৭ মিলিয়ন)। বিপরীতে অন্যান্য সূচক অপরিবর্তিত থেকে টাকার মূল্যমান শতকরা ১০ দশ ভাগ বৃদ্ধি পেলে মুনাফা পরিমাণ ৩,১৬৭ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেতো (২০১১: টাকা ৬,৯৫৭ মিলিয়ন)। ব্যাংকের মুনাফা বিনিময় হারের সাথে অতি সংবেদনশীল বিধায় ব্যাংকের পক্ষ হতে ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ করে থাকে।

প্রকৃত মূল্য

প্রকৃত মূল্য বলতে ব্যাংকের সম্পদ ও দায়ের ঐ মূল্যকে বুঝায় যা তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সম্পদ ও দায়ের পোর্টফোলিও এর উপর নির্ভর করে ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করা হয়। আইএফআরএস'র বাধ্যবাধকতার কারণে আইএএস-৩৯ অনুযায়ী সম্পদ ও দায়ের শ্রেণীকরণ করে তাদের প্রকৃত মূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করা হয়নি এমন আর্থিক সম্পদসমূহের বাহিত মূল্য ও প্রকৃত মূল্য নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলো ঃ

	বাহিত মূল্য		প্রকৃত মূল্য	
	২০১২	২০১১	২০১২	২০১১
আর্থিক সম্পদ				
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২৪৯,৩৭৩,৪৩৬	১৭৬,৫০৮,৭৫৪	২৪৯,৩৭৩,৪৩৬	১৭৬,৫০৮,৭৫৪
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৪৫৮,৬৯৭,৭৭৭	৪৮৯,৭৬৮,৯৫৪	৪৫৮,৬৯৭,৭৭৭	৪৮৯,৭৬৮,৯৫৪
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	১২১,৬৪১,২৯৪	১১১,৩১৮,৩২৪	১২১,৬৪১,২৯৪	১১১,৩১৮,৩২৪
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	৪৫,৩০৭,৩০১	৬৩,৯৩৩,২১২	৪৫,৩০৭,৩০১	৬৩,৯৩৩,২১২
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮	৩১৩,৫২৯,৭৯৩	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮	৩১৩,৫২৯,৭৯৩
রেপোতে বিনিয়োগ	১৫৩,৭৬৯,৮২০	৮৪,১৫৬,৯০৯	১৫৩,৭৬৯,৮২০	৮৪,১৫৬,৯০৯
শেয়ার ও ঋণপত্রে বিনিয়োগ	১৬০,৮৪৩,১৫৩	৭,১৭৬,৬৬৭	১৬০,৮৪৩,১৫৩	৭,১৭৬,৬৬৭
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ	১১০,৭৬৮,৩০১	১০০,৬৯৩,০৩৯	১১০,৭৬৮,৩০১	১০০,৬৯৩,০৩৯
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৪৫৯,৯৬০	৩০৬,৩৩৯	৪৫৯,৯৬০	৩০৬,৩৩৯
আর্থিক দায়				
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১৭৩,৯০৫,৪২৭	১৬৮,৫৫৪,২০৪	১৭৩,৯০৫,৪২৭	১৬৮,৫৫৪,২০৪
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	৪৮৬,৬৩৯,০৫৫	৪৩১,৭৭৫,৯১৭	৪৮৬,৬৩৯,০৫৫	৪৩১,৭৭৫,৯১৭
প্রচারণকৃত নোট	৬৪২,০০৭,৪৯২	৫৯৯,১৫৭,৭৩০	৬৪২,০০৭,৪৯২	৫৯৯,১৫৭,৭৩০
অন্যান্য বৈদেশিক দায়	১,৪৮১,০৩৬	১,৪৬৫,১৯২	১,৪৮১,০৩৬	১,৪৬৫,১৯২

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৪৪ক সমন্বিত প্রকৃত মূল্য

	বাহিত মূল্য		প্রকৃত মূল্য	
	২০১২	২০১১	২০১২	২০১১
আর্থিক সম্পদ				
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২৪৯,৩৭৩,৪৩৬	১৭৬,৫০৮,৭৫৪	২৪৯,৩৭৩,৪৩৬	১৭৬,৫০৮,৭৫৪
বৈদেশিক বিনিয়োগ	৪৫৮,৬৯৭,৭৭৭	৪৮৯,৭৬৮,৯৫৪	৪৫৮,৬৯৭,৭৭৭	৪৮৯,৭৬৮,৯৫৪
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	১২১,৬৪১,২৯৪	১১১,৩১৮,৩২৪	১২১,৬৪১,২৯৪	১১১,৩১৮,৩২৪
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ	৪৫,৩০৭,৩০১	৬৩,৯৩৩,২১২	৪৫,৩০৭,৩০১	৬৩,৯৩৩,২১২
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮	৩১৩,৫২৯,৭৯৩	৩৭৩,০৬৭,৮৬৮	৩১৩,৫২৯,৭৯৩
রেপোতে বিনিয়োগ	১৫৩,৭৬৯,৮২০	৮৪,১৫৬,৯০৯	১৫৩,৭৬৯,৮২০	৮৪,১৫৬,৯০৯
সমন্বিত বিনিয়োগ	১৬১,৪৩৪,৪৫৮	৭,৮২৮,০৮৯	১৬১,৪৩৪,৪৫৮	৭,৮২৮,০৮৯
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ	১১১,৪৯৬,০৭০	১০১,১৬২,৯০২	১১১,৪৯৬,০৭০	১০১,১৬২,৯০২
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৯২৪,৬৩৮	৫৮২,৯০০	৯২৪,৬৩৮	৫৮২,৯০০
আর্থিক দায়				
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়	১৭৩,৯০৫,৪২৭	১৬৮,৫৫৪,২০৪	১৭৩,৯০৫,৪২৭	১৬৮,৫৫৪,২০৪
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা	৪৮৬,৬৩৯,০৫৫	৪৩১,৭৭৫,৯১৭	৪৮৬,৬৩৯,০৫৫	৪৩১,৭৭৫,৯১৭
প্রচারণকৃত নোট	৬৪২,০০৭,৪৯২	৫৯৯,১৫৭,৭৩০	৬৪২,০০৭,৪৯২	৫৯৯,১৫৭,৭৩০
অন্যান্য বৈদেশিক দায়	১,৪৮১,০৩৬	১,৪৬৫,১৯২	১,৪৮১,০৩৬	১,৪৬৫,১৯২

আর্থিক সম্পদের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ

মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বৈদেশিক সিকিউরিটিজের প্রকৃত মূল্য হচ্ছে উদ্বৃত্তপত্রের তারিখে তাদের বাজার মূল্য। বিক্রয়ের জন্য ধারণকৃত সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) এর শেয়ারসমূহের (যার প্রকৃত মূল্য টাকা ৫০০,০০০,০০০) কোন বাজার মূল্য না থাকায় এবং অনুরূপ কোন শেয়ার বাজারে লেনদেন না হওয়ায় এর প্রকৃত মূল্য নির্ণয় সম্ভব হয়নি, যা নোট নং ৩.৩ খ (৪) এ বিবৃত করা হয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মনে করে এ সকল শেয়ারের বাহিত মূল্যই তাদের প্রকৃত মূল্য। সরকারি সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে (ওভারড্রাফট ব্লক ও চলতি) অর্জিত সুদ দৈনিক ভিত্তিতে আদায় করা হয় বিধায় তাদের বাহিত মূল্য বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যান্য সরকারি সিকিউরিটিজ (সরকারি ট্রেজারী বিল এবং বন্ড) এমোরটাইজেশন করে দেখানো হয়েছে। ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্মচারীদের প্রদত্ত আগাম এমোরটাইজেশন করে ও ইমপেয়ারমেন্ট প্রভিশনের সাথে নীট করে দেখানো হয়েছে। এ ধরনের ঋণসমূহ একই সুদ হারে হয়ে থাকে এবং সমরূপ বৈশিষ্ট্যের অপর কোন ঋণ না থাকায় তাদের বাহিত মূল্যকেই প্রকৃত মূল্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৪৫. আর্থিক হাতিয়ারসমূহের শ্রেণীকরণ

আর্থিক সম্পদসমূহ

'০০০ টাকায়

দফা সমূহ	ঋণ ও প্রাপ্তব্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ ক্ষতির মাধ্যমে সম্পদের প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	মোট
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৪৫৯,৯৬০	-	-	-	৪৫৯,৯৬০
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২৪৯,৩৭৩,৪৩৬	-	-	-	২৪৯,৩৭৩,৪৩৬
বৈদেশিক বিনিয়োগসমূহ:					
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	২২৩,০৬৭,৫৯৫	-	-	-	২২৩,০৬৭,৫৯৫
মা:ড: ট্রেজারী বিল	-	৯৫,৭১৯,৬৪৭	-	-	৯৫,৭১৯,৬৪৭
স্বর্ণ বিনিয়োগ	-	-	-	১৪,০০৫,৮৪৩	১৪,০০৫,৮৪৩
বৈদেশিক বন্ড	-	-		-	১২৫,৯০৪,৬৯২
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	-	-	১২৫,৯০৪,৬৯২	-	১২১,৬৪১,২৯৪
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ:			১২১,৬৪১,২৯৪		
অন্যান্য ব্যাংকসমূহে বিনিয়োগ	৪০,৮২৩,৯৯৭	-	-	-	৪০,৮২৩,৯৯৭
স্যুইফ্‌ট শেয়ার	-	-	-	৮০	৮০
প্রাপ্য সুদ	৩,০০২,১৮৮	-	-	-	৩,০০২,১৮৮
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ :					
ওয়েজ এন্ড মিন্‌স এডভান্স	২০,০০০,০০০	-	-	-	২০,০০০,০০০
ওভারড্রাফট -ব্লকড (সরকারের ট্রেজারী বিল)	১৬১,৫১০,০০০	-	-	-	১৬১,৫১০,০০০
ওভারড্রাফট - কারেন্ট	৭৮,২৪৭,০০০				৭৮,২৪৭,০০০
ট্রেজারী বিল	-		-	-	৫৮,৪৫৭,০২৩
ট্রেজারী বন্ড	-	৫৮,৪৫৭,০২৩	-	-	৫৪,৮৫৩,৮৪৫
রেপোতে বিনিয়োগ	১৫৩,৭৬৯,৮২০	৫৪,৮৫৩,৮৪৫	-	-	১৫৩,৭৬৯,৮২০
শেয়ার ও ঋণপত্রে বিনিয়োগ:					
ঋনপত্র - এইচবিএফসি		-			
সাবসিডিয়ারীতে বিনিয়োগ	-	৬,৫৭৩,৩৩৩	-	-	৬,৫৭৩,৩৩৩
	-	-	-	৫০০,০০০	৫০০,০০০
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ:					
বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ	৪,৬১১,৭৪৮	-	-	-	৪,৬১১,৭৪৮
বিশেষায়িত ব্যাংকের ঋণ	৫২,৮১৮,৫১৭	-	-	-	৫২,৮১৮,৫১৭
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকের ঋণ	৪,৮৬৭,৭৫৬	-	-	-	৪,৮৬৭,৭৫৬
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	১৯,৯৪৯,৭৩২	-	-	-	১৯,৯৪৯,৭৩২
প্রাপ্য সুদ	৭,৫৬৩,৩০৩	-	-	-	৭,৫৬৩,৩০৩
কর্মচারীদের ঋণ ও আগাম	২০,৯৫৭,২৪৫	-	-	-	২০,৯৫৭,২৪৫
মোট	**১,০৪১,০২২,২৯৭**	**২১৫,৬০৩,৮৪৮**	**২৪৭,৫৪৫,৯৮৬**	**১৪,৫০৫,৯২৩**	**১,৫১৮,৬৭৮,০৫৪**
প্রাপ্ত সুদ/ কমিশন	**৪৪,৬৭৯,০২৮**	**৩,৫৩৮,১৫৫**	**৬,৪১৯,৪৩৩**	**৭৫,০০০**	**৫৪,৭১১,৬১৬**

আর্থিক দায়সমূহ

'০০০ টাকায়

দফা সমূহ		এমোরটাইজেশনকৃত খরচ	লাভ ক্ষতির মাধ্যমে দায়ের প্রকৃত মূল্য	মোট
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়		১৭৩,৯০৫,৪২৭	-	১৭৩,৯০৫,৪২৭
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা :				
বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা জমা		১০২,৮৯৮,৭৯৯	-	১০২,৮৯৮,৭৯৯
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)		৫৪,৭২৮,১৭৮	-	৫৪,৭২৮,১৭৮
অন্যান্য বৈদেশিক দায়		১,৪৮১,০৩৬	-	১,৪৮১,০৩৬
প্রচারণকৃত নোট		৬৪২,০০৭,৪৯২	-	৬৪২,০০৭,৪৯২
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা		৩২৯,০১২,০৭৮	-	৩২৯,০১২,০৭৮
মোট		**১,৩০৪,০৩৩,০১০**	**-**	**১,৩০৪,০৩৩,০১০**
পরিশোধিত সুদ/ কমিশন		**৪,৪০৫,৮২৯**	**-**	**৪,৪০৫,৮২৯**

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৪৫ক সমন্বিত আর্থিক হাতিয়ারগুলোর শ্রেণীকরণ

আর্থিক সম্পদসমূহ

'০০০ টাকায়

দফাসমূহ	ঋণ ও প্রাপ্তব্য	মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত	লাভ ক্ষতির মাধ্যমে সম্পদের প্রকৃত মূল্য	বিক্রয়যোগ্য	মোট
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৯২৪,৬৩৮	-	-	-	৯২৪,৬৩৮
বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব	২৪৯,৩৭৩,৪৩৬	-	-	-	২৪৯,৩৭৩,৪৩৬
বৈদেশিক বিনিয়োগসমূহ:					
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ	২২৩,০৬৭,৫৯৫	-	-	-	২২৩,০৬৭,৫৯৫
মাঃ ডঃ ট্রেজারী বিল	-	-	৯৫,৭১৯,৬৪৭	-	৯৫,৭১৯,৬৪৭
স্বর্ণ বিনিয়োগ	-	১৪,০০৫,৮৪৩	-	-	১৪,০০৫,৮৪৩
বৈদেশিক বন্ড	-	-	১২৫,৯০৪,৬৯২	-	১২৫,৯০৪,৬৯২
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট সম্পদ	-	-	১২১,৬৪১,২৯৪	-	১২১,৬৪১,২৯৪
অন্যান্য বৈদেশিক সম্পদ:					
অন্যান্য ব্যাংকসমূহে বিনিয়োগ	৪০,৮২৩,৯৯৭	-	-	-	৪০,৮২৩,৯৯৭
স্যুইফ্‌ট শেয়ার	-	-	-	৮০	৮০
প্রাপ্য সুদ	৩,০০২,১৮৮	-	-	-	৩,০০২,১৮৮
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ :					
ওয়েজ এন্ড মিন্‌স এডভান্স	২০,০০০,০০০	-	-	-	২০,০০০,০০০
ওভারড্রাফট -ব্লকড (সরকারের টেজারী বিল)	১৬১,৫১০,০০০	-	-	-	১৬১,৫১০,০০০
ওভারড্রাফট - কারেন্ট	৭৮,২৪৭,০০০	-	-	-	৭৮,২৪৭,০০০
ট্রেজারী বিল	-	৫৮,৪৫৭,০২৩	-	-	৫৮,৪৫৭,০২৩
ট্রেজারী বন্ড	-	৫৪,৮৫৩,৮৪৫	-	-	৫৪,৮৫৩,৮৪৫
রেপো তে বিনিয়োগ	১৫৩,৭৬৯,৮২০	-	-	-	১৫৩,৭৬৯,৮২০
শেয়ার ও ঋণপত্রে বিনিয়োগ:					
ঋণপত্র - এইচবিএফসি	৬,৫৭৩,৩৩৩	-	-	-	৬,৫৭৩,৩৩৩
আর্থিক বাজারে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ	-	১,০৮৩,৮৫৩	-	-	১,০৮৩,৮৫৩
আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের শেয়ার	-	-	-	৭,৪৫২	৭,৪৫২
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ:					
বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ	৪,৬১১,৭৪৮	-	-	-	৪,৬১১,৭৪৮
বিশেষায়িত ব্যাংকের ঋণ	৫২,৮১৮,৫১৭	-	-	-	৫২,৮১৮,৫১৭
ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংকের ঋণ	৪,৮৬৭,৭৫৬	-	-	-	৪,৮৬৭,৭৫৬
অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিম	১৯,৯৪৯,৭৩২	-	-	-	১৯,৯৪৯,৭৩২
প্রাপ্য সুদ	৭,৫৬৩,৩০৩	-	-	-	৭,৫৬৩,৩০৩
কর্মচারীদের ঋণ ও আগাম	২১,৬৮৫,০১৪	-	-	-	২১,৬৮৫,০১৪
মোট	**১,০৪৮,৭৮৮,০৭৭**	**১২৮,৪০০,৫৬৪**	**৩৪৩,২৬৫,৬৩৩**	**৭,৫৩২**	**১,৫২০,৪৬১,৮০৬**
প্রাপ্ত সুদ/ কমিশন	**১৪৫,৮৬৩,৫৩১**	**৩,৬৮২,০৫৬**	**৬,৪১৯,৪৩৩**	**-**	**১৫৫,৯৬৫,০২০**

আর্থিক দায়সমূহ

'০০০ টাকায়

দফাসমূহ		এমোরটাইজেশনকৃত খরচ	লাভ ক্ষতির মাধ্যমে দায়ের প্রকৃত মূল্য	মোট
আইএমএফ সংশ্লিষ্ট দায়		১৭৩,৯০৫,৪২৭	-	১৭৩,৯০৫,৪২৭
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জমা :				
বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা জমা		১০২,৮৯৮,৭৯৯	-	১০২,৮৯৮,৭৯৯
এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু)		৫৪,৭২৮,১৭৮	-	৫৪,৭২৮,১৭৮
অন্যান্য বৈদেশিক দায়		১,৪৮১,০৩৬	-	১,৪৮১,০৩৬
প্রচারণকৃত নোট		৬৪২,০০৭,৪৯২	-	৬৪২,০০৭,৪৯২
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জমা		৩২৯,০১২,০৭৮	-	৩২৯,০১২,০৭৮
মোট		**১,৩০৪,০৩৩,০১০**	**-**	**১,৩০৪,০৩৩,০১০**
পরিশোধিত সুদ/ কমিশন		**৪,৪০৫,৮২৯**	**-**	**৪,৪০৫,৮২৯**

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৪৬. সম্ভাব্য দায়

গ্যারান্টির বিপরীতে ৩০ জুন ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১,৮৭,৩৮০ মিলিয়ন টাকা (২০১১ ঃ ৪১,৫৭০ মিলিয়ন টাকা) সম্ভাব্য দায় রয়েছে যার বিপরীতে বাংলাদেশ সরকারের কাউন্টার গ্যারান্টি রয়েছে।

স্থিতিপত্র তারিখে ব্যাংকের ৩টি অমীমাংসিত মামলা রয়েছে যার বিপরীতে ব্যাংকের সম্ভাব্য আর্থিক দায় ৬.৯৩ মিলিয়ন টাকা। আর্থিক বিবরণীতে এর বিপরীতে কোন সংস্থান রাখা হয়নি। কেননা এ ব্যাপারে ন্যায় সঙ্গত ফলাফল নিশ্চিতভাবে নিরূপণ সম্ভব হয়নি।

৪৭. খণ্ড প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে সরকারের আর্থিক নীতি নির্ধারকের কাজ করে। এ কার্যক্রমকে অভ্যন্তরীণ (নোট প্রচারণসহ) এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজার এ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। ব্যাংক দেশের বৈদেশিক মুদ্রা বাজার এবং রিজার্ভ নিয়ন্ত্রকের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়ন করে থাকে। সেমতে ব্যাংকের স্থিতিপত্র ও আয়ের বিবরণীতে দায় ও সম্পদ এবং আয় ও ব্যয়ের কার্যক্রমকে বৈদেশিক এবং স্থানীয় মুদ্রায় পৃথকীকরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করায় এর কার্যক্রমকে ভৌগলিকভাবে পৃথকীকরণ করা হয়নি।

৪৮. অবসর সুবিধা পরিকল্পনা

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ সালের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং ঐ তারিখের পর নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য আলাদা অবসর সুবিধা স্কীম চালু আছে।

৪৮.১ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ সালের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য অবসর সুবিধাসমূহ

(ক) কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল (সিপিএফ)

ব্যাংক এবং কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ এ ফান্ডে অর্থের যোগান দেয় যা বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয়। ব্যাংক উক্ত বিনিয়োগের উপর ১২.৫০% হারে আয় প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। যদি বিনিয়োগ হতে আয় তদাপেক্ষা কম হয় সেক্ষেত্রে ব্যাংক ঘাটতি অংশ বহন করবে।

(খ) আনুতোষিক স্কীম

এ স্কীমে অবসর গ্রহণের সময় কর্মচারীগণ প্রতি বছর চাকুরির জন্য দু'মাসের সর্বশেষ মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ গ্র্যাচুইটি হিসেবে পেয়ে থাকেন।

৪৮.২ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ সালের পরে নিয়োগ প্রাপ্তদের জন্য অবসর সুবিধাসমূহ

(ক) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ)

এ স্কীমের কর্মচারীবৃন্দ তাদের মূল বেতনের বিভিন্ন হারে সংশ্লিষ্ট তহবিলে অর্থের যোগান দেয় এবং এ তহবিলের অর্থও বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হয়। ব্যাংক এ বিনিয়োগের জন্য ১২.৫% হারে মুনাফা প্রদানের জন্য অংগীকারাবদ্ধ। বিনিয়োগ হতে আয়ের পরিমাণ ১২.৫% অপেক্ষা কম হলে ব্যাংক ঘাটতি অংশ বহন করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

(খ) পেনশন স্কীম

পেনশনভুক্ত কর্মচারীগণ তাদের সর্বশেষ মূল বেতনের ৮০% হারে পেনশন পেয়ে থাকেন। পেনশনের অর্থের ৫০ভাগ সমর্পণ বাধ্যতামূলক এবং সমর্পিত অর্থের প্রতি ১ টাকায় ২০০ টাকা হারে এককালীন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। কর্মচারীগণ ইচ্ছা করলে অবশিষ্ট ৫০ ভাগের দাবী পরিত্যাগপূর্বক প্রতি ১ টাকার জন্য ১০০ টাকা হারে এককালীন সুবিধা অথবা আজীবন পেনশন সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

কর্মচারীগণ চাকুরিতে যোগদানের তারিখ হতে প্রতি মাসে নগদ ৭০০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা এবং সর্বোচ্চ বছরে ১০০০ টাকা ঔষধ গ্রহণের সুবিধা ভোগ করে থাকে যা অবসর গ্রহণের পরও প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫৯ বছর বয়স পূর্তির সময় যে সকল কর্মচারীর ১ বছরের অধিক ছুটি জমা থাকে তাদেরকে ১ বছর ছুটি প্রদান করা হয়ে থাকে। অবশিষ্ট ছুটির বিনিময়ে (সর্বোচ্চ ১২ মাস) অর্থ প্রদান করা হয়। অবসর গ্রহণের সময়সীমায় না পৌঁছা পর্যন্ত কোন কর্মচারীকে অব্যবহৃত ছুটির জন্য অর্থ প্রদান করা হয় না।

সিপিএফ ও জিপিএফ ফান্ডের জন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়ে থাকে বিধায় এ সকল ফান্ড নির্দিষ্ট লাভজনক ফান্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। গ্র্যাচুইটি স্কীম, পেনশন ফান্ড এবং অবসর গ্রহণের পর প্রদেয় চিকিৎসা সুবিধা এবং অব্যবহৃত ছুটির পরিবর্তে টাকা প্রদান ব্যাংকের ফান্ড বিহীন নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

৪৮.৩ নির্দিষ্ট সুবিধা পরিকল্পনাসমূহের একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়ন

পেনশন ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি ফান্ড এর একচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন সর্বপ্রথম ২০০৩-০৪ সালে এবং পরবর্তীতে ২০০৫-০৬ সালে নিরূপণ করা হয়। পরবর্তীতে ফান্ড দুটো মূল্যায়নের জন্য ২০০৮-০৯ সালে জেড হালিম এন্ড এসোসিয়েটস নামক একচ্যুয়ারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগদান করা হয়। কিন্তু একচ্যুয়ারি প্রতিষ্ঠান একচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন নির্ণয়ে অসমর্থ হয় এবং তাদের নিয়োগ বাতিল করা হয়। তারপর নতুন করে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র আহবানের বিপরীতে একটিমাত্র আবেদন পাওয়া যায় এবং গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় বাতিল করা হয়। অবশেষে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১-২০১২ অর্থবছরের হিসাব সমাপন এবং বহিঃনিরীক্ষা সম্পাদনের পর একচ্যুয়ারি নিয়োগের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। একচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন না হওয়ার কারণে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ অনুমান (কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বয়স, চাকুরিকাল এবং বেতন ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক) এর ভিত্তিতে এই বছরের পেনশন প্ল্যান সঞ্চিতির ঘাটতি নিরূপণ করা হয়। পূর্ববর্তী বছরগুলোতে ব্যাংক সঞ্চিতির ঘাটতির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা সরবরাহ না করার কারণে এই বছরে পুঞ্জীভূত ঘাটতির পরিমাণ অনেক বেশি হয় এবং ব্যাংক পেনশন সঞ্চিতিতে অনেক টাকা সরবরাহ করে। ফান্ডের স্থিতিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

বিবরণ	পেনশন পরিকল্পনা		আনুতোষিক পরিকল্পনা	
	২০১১-২০১২	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১০-২০১১
স্থিতিপত্রের তারিখে স্বীকৃত অর্থের পরিমাণ				
প্রারম্ভিক স্থিতি	২,৯৬৮,২৩০	২,৭৫২,৫৯৯	১,৮৭১,২৩০	১,৭৩১,৯২৩
বছরে পরিশোধ	(৬০৯,৫৪২)	(৫৩৪,৩৬৯)	(৮৩,১০৬)	(১১০,৬৯৩)
চলতি বছরের প্রভিশন	৩,৭৪৬,৬৫৮	৭৫০,০০০	১০০,০০০	২৫০,০০০
ফান্ডের স্থিতি	**৬,১০৫,৩৪৬**	**২,৯৬৮,২৩০**	**১,৮৮৮,১২৪**	**১,৮৭১,২৩০**

এ্যাকচ্যুরিয়াল ফার্মের নিকট হতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ফান্ডসমূহে অর্থের কোন ঘাটতি পাওয়া গেলে তা পরবর্তী বছরে সমন্বয় করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

৪৯. মূলধন অঙ্গীকার/প্রতিশ্রুতি

৩০ জুন ২০১২ তারিখে স্থাপনা নির্মাণ বাবদ ব্যাংকের কোন মূলধনী প্রতিশ্রুতি নেই (২০১১ঃ ৫২২.৬৫ মিলিয়ন)। অন্যান্য মূলধনী ব্যয় নির্বাহের জন্য ১২.৩৯ মিলিয়ন টাকা মূলধনী ব্যয়ের ব্যাপারে ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৫০. সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন

৫০.১ সরকারি ও সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে লেনদেন

ব্যাংক এর স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন করে থাকে। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ হচ্ছে ব্যাংকের প্রকৃত মালিক তথা সরকার, বিভিন্ন সরকারি বিভাগ এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান। বাজার মূল্যের ভিত্তিতে সকল লেনদেন কার্যকর হয়।

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কোষাধ্যক্ষ, ব্যাংকার এবং আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা রাখে; ব্যাংক সরকারের, সরকারি প্রতিনিধির এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জমাকারক হিসেবে কাজ করে, সরকার ও সরকারি বিভাগসমূহ এবং সংস্থাসমূহকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

খ) সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যাংক সরকার এবং সরকারের প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্যারান্টি ও ঋণ প্রদান করে থাকে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ করে।

গ) সরকার এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক সাধারণত কোন কমিশন, ফি অথবা চার্জ আদায় করে না।

ঘ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক সরকারি সিকিউরিটিজ ইস্যু করে থাকে এবং ইস্যুর অবিলিকৃত অংশ ও ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত অংশ নিজে ক্রয় করে থাকে।

ঙ) সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক সরকারি ঋণ ও বৈদেশিক রিজার্ভ এর ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

চলতি বছরে ব্যাংক সরকারের পক্ষে ১,৮৩০.৫৭ বিলিয়ন টাকা গ্রহণ এবং ১,৮২১.৫৩ বিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে। ৩০ জুন ২০১২ তারিখে মোট বকেয়া স্থিতির পরিমাণ ৩৭৩.০৭ বিলিয়ন টাকা।

৫০.২ তাৎপর্যপূর্ণ বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন

চলতি বছরে ব্যাংক হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন হতে ডিবেঞ্চারের সুদ বাবদ ৩৩৯.৪৮ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে যা সুদ আয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫০.৩ নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন

চলতি বছরে ব্যাংক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে নোট মুদ্রণ ব্যয় বাবদ ১,৫৯৮.৭৬ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করেছে এবং ১০০% শেয়ার মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ লিঃ এর কাছ থেকে লভ্যাংশ বাবদ ৭৫.০০ মিলিয়ন টাকা গ্রহণ করেছে যা সামগ্রিক আয় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই লেনদেন সামগ্রিক আয় বিবরণী প্রস্তুতের সময় বর্ণনা করা হয়েছে।

৫০.৪ অবসর কল্যাণ পরিকল্পনায় লেনদেন

অবসর কল্যাণ পরিকল্পনায় ১,০০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় খাত হতে প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে বিধবা/ বিপত্নীকগণ অন্তর্ভুক্ত আছেন। অবসর সুবিধা পরিকল্পনার আওতায় জমাকৃত অর্থের স্থিতি নোট নং ৪৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫০.৫ পরিচালক পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত সদস্যগণ

ক) ড. আতিউর রহমান-পরিচালক পর্ষদের সভাপতি এবং গভর্নর হিসেবে ১ মে ২০০৯ তারিখ হতে চার বছরের জন্য নিযুক্ত হন।

বাংলাদেশ ব্যাংক
৩০ জুন ২০১২ তারিখ ও সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীর নোটসমূহ

খ) জনাব মোঃ আবুল কাসেম - ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত আছেন।

গ) ড. মোহাম্মদ তারেক - ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখ হতে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে নিযুক্ত আছেন।

ঘ) ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ - ২২ এপ্রিল ২০০৯ তারিখ হতে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব পদে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত আছেন।

ঙ) ড. মোস্তফা কামাল মুজেরী - ১১ মার্চ ২০১০ তারিখ হতে তিন বছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এর ডাইরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত আছেন।

চ) অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা - ১১ মার্চ ২০১০ তারিখ হতে তিন বছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক।

ছ) ড. সাদিক আহমেদ - ১১ মার্চ ২০১০ তারিখ হতে তিন বছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি বিশ্বব্যাংক, ইউএসএ এর প্রাক্তন পরিচালক।

জ) অধ্যাপক হান্নানা বেগম - ১১ মার্চ ২০১০ তারিখ হতে তিন বছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ইডেন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

ঝ) মোঃ শফিকুর রহমান পাটওয়ারী - ২২ মার্চ ২০১০ তারিখ হতে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং একই সাথে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে সচিব পদে নিযুক্ত আছেন।

৫০.৬ শেয়ারের বিপরীতে পরিশোধ

ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ব্যাংকের কোন শেয়ার ধারণ করেন না। বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০০% শেয়ারের মালিক হওয়ায় বছরান্তে ব্যাংকের সমুদয় মুনাফা সরকারি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।

৫০.৭ পরিচালক পর্ষদ ও উচ্চ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত সদস্যগণের সম্মাননা

পরিচালক পর্ষদের সদস্যগণ সম্মাননা বাবদ মোট ৪৪২,৯১০ টাকা এবং গভর্নর বেতন বাবদ ৪৯২,০০০ টাকা পেয়েছেন। এছাড়া গভর্নর সুসজ্জিত আবাসন সুবিধা পেয়ে থাকেন। ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত অন্যান্য মুখ্য কর্মকর্তাগণ বেতন বাবদ ১,৮৬৭,৪৭০ টাকা পেয়েছেন। এছাড়াও তাঁরা অফিস হতে আবাসন ও যাতায়াত সুবিধা পেয়ে থাকেন।

৫১. স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী বিষয়সমূহ

স্থিতিপত্রের তারিখের পরবর্তী সময়ে প্রকাশযোগ্য উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি।

৫২. পরিচালকদের দায়বদ্ধতা

আর্থিক বিবরণীসমূহের প্রস্তুত ও উপস্থাপনের জন্য ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ দায়বদ্ধ।

পরিশিষ্ট-১

প্রধান নীতিমালার পর্যায়ক্রমিক ঘোষণা ঃ অর্থবছর ১২

প্রধান নীতিমালার পর্যায়ক্রমিক ঘোষণা ঃ অর্থবছর ১২

১। আর্থিক খাত উন্নয়ন

জুলাই ২০১১ ● মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে দেশের বীমা কোম্পানির জন্য একটি গাইডেন্স নোটস্ প্রণয়নের নিমিত্তে একটি ‘ফোকাস গ্রুপ’ গঠন করা হয়। উক্ত ‘ফোকাস গ্রুপ’ কর্তৃক দেশে বিদ্যমান আইনী কাঠামো, বীমা ব্যবসার আকার ও প্রকৃতি, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও এর সর্বোত্তম প্রয়োগ বিবেচনায় ‘গাইডেন্স নোটস্ অন AML এন্ড CFT ফর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ’ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয় যা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামত গ্রহণ ও ‘রিভিউ টীম’ কর্তৃক পর্যালোচনার পর চূড়ান্ত করা হয়। গাইডেন্স নোটস্ এর সফ্ট কপি সকল বীমা কোম্পানি বরাবরে সরবরাহ করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইটে (http://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/circulars.php) আপলোড করা হয়। বাংলাদেশে কর্মরত বীমা কোম্পানিগুলোকে নিজস্ব গাইডেন্স নোটস্ প্রণয়ন করে স্ব-স্ব পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখের মধ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে দাখিল করতে হবে এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের মধ্যে পরিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

জুলাই ২০১১ ● আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ এর সংশোধনপূর্বক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ১০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয় যার ঘাটতির অংশ ৩০ জুন ২০১২ তারিখের মধ্যে পূরণ করতে হবে। পরিশোধিত মূলধন পূরণে আইপিও বা রাইট শেয়ার বা বোনাস শেয়ার ইস্যু করা যাবে। পরিশোধিত মূলধন ঘাটতি থাকা অবস্থায় কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নগদে লভ্যাংশ প্রদান না করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

জুলাই ২০১১ ● আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের প্রতিমাসের শেষ কার্যদিবসের স্থিতির ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রক্ষেপিত তারল্য রেখাচিত্র (Liquidity Profile) নির্ধারিত ছকে সফ্ট্ কপি ও হার্ড কপি উভয়ভাবে এবং সংশ্লিষ্ট মাসের স্টেটমেন্ট অব এ্যাফেয়ার্স পরবর্তী মাসের পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

জুলাই ২০১১ ● বিসিডি সার্কুলার নং; ২০/১৯৯৩, পত্র নং-ডিওএস/(ওএস)১১৫৬/৪৪/২০০৬/২৪৫-২৯২/২০০৬ এবং এ সংক্রান্ত তৎপরবর্তী ইস্যুকৃত পত্রের ভিত্তিতে সকল তফসিলি ব্যাংককে ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয়ের লক্ষ্যে অফ-সাইট সুপারভিশন বিষয়ে প্রতিবেদন সরবরাহের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। নতুন ছক অনুযায়ী ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন সকল তফসিলি ব্যাংককে সরাসরি অনলাইনে দাখিল করতে হবে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৩৬ নং ধারা অনুসারে ব্যাংকগুলোকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা পরিপালন করার পরামর্শ দেয়া হয় ঃ

● রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রতি তিন মাস শেষের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে নতুন ছক অনুযায়ী প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। তবে, বেসরকারি বাণিজ্যিক

ব্যাংক, বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংকগুলোকে উক্ত প্রতিবেদন অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে প্রতি অর্ধ-বছর শেষের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে দাখিল করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের ‘ওয়েব আপলোড’ মেন্যু’র অধীনে সকল তফসিলি ব্যাংককে সঠিকভাবে পূরণকৃত সফট্‌কপি এক্সেল ফরমেট-এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ একইসাথে একটি আনুষ্ঠানিক পত্র ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা ন্যূনতম প্রধান আর্থিক কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ উপরোল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (DOS)-এ দাখিল করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

- এছাড়া, পত্র নং-ডিওএস/(ওএস)/১১৫৬/৪৪/২০১০/৩০-৭৬/২০১০ এর মাধ্যমে চাহিদাকৃত তালিকা অনুযায়ী অতিরিক্তি/ সংযোজনী দলিল/ তথ্য উপরোল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে ব্যাংকগুলোকে দাখিল করতে হবে।

- যদি কোন ব্যাংক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলে ব্যর্থ হয়, তবে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুসারে অভিযুক্ত ব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

- উপরোক্ত এক্সেল ফরম্যাট-এর সফট্‌কপি ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন হতে সংগ্রহ করার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়।

- নতুন ছক-এ প্রতিবেদন দাখিল ৩০ জুন ২০১১ তারিখে অর্ধ-বছর শেষে কার্যকর হবে।

সেপ্টেম্বর ২০১১

- ক্ষুদ্র শিল্প খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কীম ‘বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড’ এর নীতিমালায় নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন/ সংশোধন/ সংযোজন আনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ঃ

১. ক্ষুদ্র উদ্যোগের ন্যায় কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগেও পুনঃঅর্থায়নের আবেদন বিবেচনা করা হবে।

২. নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগে ১০% (ব্যাংক রেট+৫%) সুদ হারে প্রচলিত পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগেও প্রযোজ্য হবে।

৩. নারী উদ্যোক্তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ম্যানুফ্যাকচারিং, সেবা ও ব্যবসা খাতে প্রদত্ত ঋণের ১০০% পুনঃঅর্থায়ন করা হবে। তবে তহবিল অপর্যাপ্ত হলে শুধুমাত্র শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) ও সেবা খাতে পুনঃঅর্থায়ন দেয়া হবে।

৪. নারী উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্যান্য উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে কেবলমাত্র ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে তহবিল পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে প্রদত্ত ঋণের ১০০% পুনঃঅর্থায়ন করা হবে।

৫. কুটির শিল্প ও মাইক্রো শিল্পের ক্ষেত্রে পুনঃঅর্থায়ন সীমা বর্ধিত করে যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং ২০ হাজার টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬. ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে পুনঃঅর্থায়নের সীমা ৫০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

৭. ‘বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড’ থেকে পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের আবেদন ত্রৈমাসিকের পরিবর্তে মাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে। পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুনঃঅর্থায়ন আবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলে ব্যর্থ হলে তা তৎপরবর্তী মাসের আবেদনের সাথে দাখিল করা যাবে।

৮. ‘বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড’ এর অন্যান্য প্রচলিত নীতিমালা অপরিবর্তিত থাকবে।

সেপ্টেম্বর ২০১১ ● আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত বৃহদাংক ঋণ/ লীজের বিবরণী নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক দাখিল করতে হবে ঃ

(ক) কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ঋণ/ লীজের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধনের (পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভ) ১৫% বা তদূর্ধ্ব হলে তা বৃহদাংক ঋণ/ লীজ হিসেবে গণ্য হবে।

(খ) ঋণ/ লীজ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ/ পরোক্ষ সব ধরনের ঋণ/ লীজ সুবিধা বিবেচনায় আনতে হবে। তবে সব ধরনের পরোক্ষ ঋণ/ লীজ সুবিধার ৫০ শতাংশ ঋণসমতুল হিসেবে গণ্য হবে।

(গ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বৃহদাংক ঋণ/ লীজ সম্পর্কিত বিবরণী নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করবে।

সেপ্টেম্বর ২০১১ ● (এসিএসপিডি-০৬/ ২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ২.১.২ (এফ) অনুসারে) সৌর শক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম এর সুদহার পুনঃনির্ধারণ সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত পল্লি এলাকায় সৌরবিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের (এমএফআই) সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উপকারভোগী গ্রাহক পর্যায়ে রিডিউসিং ব্যালেন্স পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ১২% হারে সুদ ধার্য করা যাবে।

সেপ্টেম্বর ২০১১ ● ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে কেবলমাত্র ক্রেডিট লেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)-এর অবিরাম কার্যক্রম আরম্ভ হয়। ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার (EFT) কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণ এবং এর মাধ্যমে সব ধরনের লেনদেন পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে BEFTN এর মাধ্যমে ডেবিট লেনদেন শুরুর তারিখ নির্ধারণ করা হয়। EFT ডেবিট লেনদেনে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণের পরামর্শ দেয়া হয় ঃ

১. কেবলমাত্র বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রহণকারী (Receiver)-এর লিখিত সম্মতি সাপেক্ষে এ ধরনের লেনদেন পরিচালনা করতে পারবে।

২. ডেবিট লেনদেন পরিচালনার ক্ষেত্রে অরিজিনেটিং ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান (Originator)-এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদন বাধ্যতামূলক।

৩. বিভিন্ন ধরনের EFT লেনদেন পরিচালনার জন্য রিটার্নের সময়সীমা ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে বিধায় এক্ষেত্রে BEFTN অপারেটিং রুলস্-এ বর্ণিত নিয়ম/ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৪. তহবিল অপর্যাপ্ততার কারণে EFT ডেবিট লেনদেন রিটার্ন হলে সেক্ষেত্রে গ্রহণকারী (Receiver) ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রহণকারী (Receiver)-এর হিসাব হতে লেনদেনের অংকের ওপর প্রচলিত হারে সুদ কর্তন করতে পারবে।

৫. EFT লেনদেনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি পক্ষকে BEFTN অপারেটিং রুলস সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

সেপ্টেম্বর ২০১১ ● আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৬ ধারায় কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অর্জন ও ধারণের পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে। উক্ত সীমার অতিরিক্ত বিনিয়োগ থাকলে তা ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত সীমার মধ্যে নামিয়ে আনতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি নির্দেশনা দেয়া হয়।

সেপ্টেম্বর ২০১১ ● মার্চেন্ট ব্যাংকিং ও ব্রোকারেজ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে গঠিত ব্যাংকের নিজস্ব সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিদ্যমান ঋণ নির্ধারিত সীমার মধ্যে নামিয়ে আনার সময়সীমা (বিআরপিডি সার্কুলার নং-৫/২০০৫ অনুযায়ী) ৩১/১২/২০১১ এর পরিবর্তে ৩১/১২/২০১২ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০১১ ● বাংলাদেশে কর্মরত সকল তফসিলি ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট (www.bb.org.bd/www.bangladesh-bank.org) হতে তাদের নিজেদের ব্যবহারের লক্ষ্যে 'গাইডলাইনস অন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দি ব্যাংকস' ডাউনলোড করার পরামর্শ দেয়া হয়। উক্ত গাইডলাইন অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

সেপ্টেম্বর ২০১১ ● অর্থবছর ১২-এর কৃষি/ পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় মৎস্য সম্পদ খাতের উপ-খাত হিসেবে 'নদীতে খাঁচায় মৎস্য চাষ' কর্মসূচিতে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্য বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত কী হবে সে বিষয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সেপ্টেম্বর ২০১১ ● বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের HTM সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ (মূল্যমান অনুসারে)-এর পরিমাণ সংশ্লিষ্ট মাসের রক্ষিতব্য সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদের (SLR) ৫০% এর স্থলে ৭৫% এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়, যা ১ অক্টোবর ২০১১ হতে কার্যকর রয়েছে। ব্যাংক কোম্পানির ধারণকৃত ট্রেজারী বিল ও বন্ডের মার্কিং টু মার্কেট ভিত্তিক পুনঃমূল্যায়ন সংক্রান্ত ২৬/০৫/২০০৮ তারিখের ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-০৫ এর অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

সেপ্টেম্বর ২০১১ ● সরকারি ট্রেজারী বিল ও বন্ড-এর প্রাথমিক নিলামে শুধুমাত্র প্রাইমারি ডিলার কর্তৃক দরপত্র দাখিলের প্রক্রিয়া পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে (সার্কুলার পত্র নং-ডিএমডি-০২/২০১১)।

অক্টোবর ২০১১ ● বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেডকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ৪ ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

অক্টোবর ২০১১
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তারল্য রেখাচিত্র (Liquidity Profile) দাখিলের পূর্বে ইস্যুকৃত ছক (ডিএফআইএম সার্কুলার নং.০৬/২০১১) প্রতিস্থাপন করে নতুন ছক ইস্যু করা হয়।

অক্টোবর ২০১১
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইন্টারনাল কন্ট্রোল এন্ড কমপ্লায়েন্স (ICC) ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কিত গাইডলাইন অনুসারে নিরীক্ষা কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয় (এফআইডি সার্কুলার নং ১০/০৫)। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বহিঃনিরীক্ষণ, বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের পরিপালন ইত্যাদি বিষয়ে নিরীক্ষা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য, নিরীক্ষা কমিটির সাংগঠনিক কাঠামো, কমিটির সদস্য হওয়ার উপযুক্ততা, কমিটির সভা আহ্বান এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (ডিএফআইএম সার্কুলার নং.১৩/১১)।

নভেম্বর ২০১১
- ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতাগণ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত) দেশের যে কোন সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক বা বিশেষায়িত ব্যাংকে জাতীয় পরিচয় পত্র/ জন্ম নিবন্ধন পত্র এবং প্রিমিয়াম জমার বই/ জীবন বীমা দলিল এর বিপরীতে ১০০ (একশত) টাকা জমা প্রদানপূর্বক ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে। এ সকল ব্যাংক হিসাবে ন্যূনতম স্থিতি রাখার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে না।

নভেম্বর ২০১১
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত এক্সটারনাল ক্রেডিট এসেসমেন্ট ইন্সটিটিউশনগুলোর (ECAI) মাধ্যমে পরিচালিত ক্রেডিট রেটিং এর ভিত্তিতে ঋণ ঝুঁকির বিপরীতে ঝুঁকি ভারীত সম্পদ (RWA) পরিমাপ করা হবে। পরবর্তীতে, RBCA গাইডলাইনের সাথে সংযুক্ত নির্দিষ্ট ছকে পরিমাপকৃত RWA এবং মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত (CAR) রিপোর্ট করতে হবে।

- উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যমান ৪ (চার) রেটিং এজেন্সি (যেমনঃ CRISL, CRAB,NCRL এবং ECRL) এর পাশাপাশি ARGUS ক্রেডিট রেটিং সার্ভিসেস লিমিটেড (ACRSL) কে ECAI উপযুক্ত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। RBCA গাইডলাইন অনুসারে ঋণ ঝুঁকির বিপরীতে RWA পরিমাপের লক্ষ্যে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক তাদের নিজেদের বা কাউন্টার পার্টির ক্রেডিট রেটিং এর ক্ষেত্রে এক বা একাধিক রেটিং এজেন্সিকে মনোনয়ন প্রদান করতে পারে।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের রেটিং গ্রেড এর সাথে CRISL, CRAB, NCRL এবং ECRL এর রেটিং স্কেলের ম্যাপিং ইতোমধ্যে গাইডলাইনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রেটিং গ্রেড এর সাথে ম্যাপিংকৃত ARGUS এর রেটিং স্কেল নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

দীর্ঘমেয়াদি		স্বল্পমেয়াদি	
বাংলাদেশ ব্যাংকের রেটিং গ্রেড	সমতুল্য Notch/ ACRSL এর নোটেশন	বাংলাদেশ ব্যাংকের রেটিং গ্রেড	সমতুল্য Notch/ ACRSL এর নোটেশন
১	AAA	S1	ST-1
	AA+, AA, AA-		
২	A+, A, A-	S2	ST-2
৩	BBB+, BBB, BBB-	S3	ST-3
৪	BB+, BB, BB-	S4	ST-4
৫	B+, B, B-,CC+,CC,CC-	S5	ST-5
৬*	C+, C, C-, D	S6	ST-6

* ডিফল্ট রেটিং (DR) সহ

নভেম্বর ২০১১ ● সকল তফসিলি ব্যাংককে ডিওএস ডাব্লিউআর ১ অনুযায়ী সাপ্তাহিক বিবরণী দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিছু নতুন পণ্য/ পণ্যের কোড সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে উপরোক্ত ছক পুনঃবিন্যাসিত করা হয় এবং DOS WR-02 হিসেবে নামকরণ করা হয়। ব্যাংকগুলোকে এখন হতে সংশোধিত ছকে সাপ্তাহিক বিবরণী দাখিল করার নির্দেশ দেয়া হয় (কপি সংযুক্ত) যা ডিসেম্বর ২০১১ হতে কার্যকর হবে। সংশোধিত DOS WR-02 রিপোর্টিং ছক বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়।

নভেম্বর ২০১১ ● বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকগুলোকে ডিওএস সার্কুলার নং-০৪/২০১০ এর অধিকতর ব্যাখ্যা/ স্পষ্টীকরণের বিষয়ে অবহিত করা হয়, যা নিম্নরূপ ঃ

১. (ক) মার্চেন্ট ব্যাংকিং ও ব্রোকারেজ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে গঠিত ব্যাংকের নিজস্ব সাবসিডিয়ারী কোম্পানিতে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন ঐ ব্যাংকের পুঁজিবাজার এক্সপোজার হিসাবায়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(খ) কোন কোম্পানিতে কোন ব্যাংক-কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি ইক্যুইটি ইনভেস্টমেন্ট উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির পুঁজিবাজার এক্সপোজার হিসাবায়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২. মার্চেন্ট ব্যাংকিং ও ব্রোকারেজ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে গঠিত নিজস্ব সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত সিংগেল বোরোয়ার এক্সপোজার লিমিট এর অতিরিক্ত বিদ্যমান ঋণ নির্ধারিত সীমার (বিআরপিডি সার্কুলার নং-৫/২০০৫ অনুযায়ী) মধ্যে কমিয়ে আনার সময়সীমা ৩১/১২/২০১২ এর স্থলে ৩১/১২/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৩. পুঁজিবাজারে ব্যাংকের বিনিয়োগ হতে উদ্ভূত কোন ক্ষতির জন্য পোর্টফোলিও ভিত্তিতে লাভ/ ক্ষতির নেট অফ করে প্রভিশন সংরক্ষণ করা যাবে।

৪. বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদেশী ব্রোকারেজ ফার্মকে প্রদেয় কমিশন প্রামাণিক কাগজপত্র/ দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে দ্রুত প্রেরণের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নভেম্বর ২০১১ ● দেশের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব স্কীমের আওতায় গ্রাহকের প্রাঙ্গনে ব্যাংকিং পরিসেবা; যেমন ঃ নগদ অর্থ সংগ্রহ ও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে মর্মে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গ্রাহকের অধিকার ও দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়ন, বিভিন্ন ব্যাংকের দেয়া পরিসেবার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে এসব সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে কিছু সাধারণ নীতিমালা এবং বিস্তৃত পরামিতি (parameters) অনুসরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়। এমতাবস্থায়, সার্কুলারে বর্ণিত গাইডলাইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্রাহকের জন্য নগদ অর্থ সংগ্রহ ও সরবরাহকরণের লক্ষ্যে স্ব স্ব স্কীম প্রণয়নের জন্য দেশের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়।

ডিসেম্বর ২০১১ ● অর্ধবার্ষিক CSR কার্যক্রম দাখিলকরণের (ডিওএস সার্কুলার নংঃ ৭/১০ প্রসঙ্গে) ক্ষেত্রে দেখা যায়

যে, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থসামাজিক প্রবৃদ্ধির পূর্বশর্ত হিসেবে এবং মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা স্থাপন CSR বাধ্যবাধকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ডিসেম্বর ২০১১ হতে পরবর্তী সময়ে CSR কার্যক্রমের উন্নতি হচ্ছে কিনা তা প্রতিবছর তদারকি করার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর অর্ধবার্ষিক CSR কার্যক্রম রিপোর্টে লিঙ্গ সমতা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এর মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাংকগুলোকে লিঙ্গ সমতা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের মানদণ্ড তাদের অর্ধবার্ষিক CSR রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ডিসেম্বর ২০১১ ● ব্যাংকের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রতিফলনের লক্ষ্যে আর্থিক বিবরণীতে স্থগিত ট্যাক্স সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত হিসাব অর্ন্তভুক্ত করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয় ঃ

১. আয়কর আইন অনুযায়ী যেসব বিষয়ের উপর ভবিষ্যতে আয়কর সুবিধা পাওয়া যাবে সেসব বিষয়ে বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ অনুসরণ করে স্থগিত ট্যাক্স সম্পদ হিসাব সংরক্ষণ করা যাবে। তবে এ ব্যাপারে আর্থিক বিবরণীর টীকা অংশে বিস্তারিত বিবরণ (যেমন ঃ হিসাবায়নের ভিত্তি ও পদ্ধতি, পরিমাণ, সমন্বয়ের সময় ইত্যাদি) দিতে হবে;

২. বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ এ যেসব বিষয়ে স্থগিত ট্যাক্স হিসাবভুক্ত করার উল্লেখ রয়েছে, সেসব বিষয়ে আবশ্যিকভাবে তা হিসাবভুক্ত করতে হবে;

৩. শ্রেণীকৃত ঋণ, অগ্রিম বা বিনিয়োগ (শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকের ক্ষেত্রে) এর বিপরীতে রক্ষিত সংস্থানের উপর ভিত্তি করে স্থগিত ট্যাক্স সম্পদ নির্ণয় ও হিসাবভুক্ত করা হলে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে ঃ

(ক) উক্ত স্থগিত ট্যাক্স সম্পদ হিসাবভুক্ত করার ফলে কর পরবর্তী আয়ের যে পরিমাণ বৃদ্ধি হয় তা লভ্যাংশ আকারে বিতরণ করা যাবে না;

(খ) বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলকৃত মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত বিবরণীতে প্রবিধিগত উপযুক্ত মূলধন পর্যাপ্ততা নির্ণয়ে অবণ্টিত মুনাফা হতে শ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে রক্ষিত সংস্থানের উপর ভিত্তি করে হিসাবভুক্ত স্থগিত ট্যাক্স সম্পদ বাদ দিতে হবে;

(গ) আর্থিক প্রতিবেদনের টীকা অংশে শ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে রক্ষিত সংস্থানের উপর সৃষ্ট স্থগিত ট্যাক্স সম্পদ এর ব্যাখ্যা (পরিমাণ, হিসাবায়ন পদ্ধতি, উৎস বছর, বর্তমান বছরে সংযোজন ও আদায় ইত্যাদি তথ্য) সংযোজন করতে হবে।

ডিসেম্বর ২০১১ ● 'গাইডলাইনস্ অন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দি ব্যাংকস'-এ বর্ণিত (ডিসিএমপিএস সার্কুলার নং-০৮/২০১১) মোবাইল আর্থিক সেবা গ্রহণকারী হিসাবধারীদের জন্য প্রতিদিন সর্বোচ্চ

১০,০০০ টাকা এবং মাসিক ভিত্তিতে সর্বমোট ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত লেনদেনের সীমা নির্ধারণ করা হয়। এ সীমা যেকোন সংখ্যক লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য হবে।

ডিসেম্বর ২০১১ ● বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট হতে সংশোধিত ‘গাইডলাইনস্ অন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দি ব্যাংকস’ ডাউনলোড করার পরামর্শ দেয়া হয় (ডিসিএমপিএস সার্কুলার নং-০৮/২০১১)।

ডিসেম্বর ২০১১ ● বেসরকারি ব্যাংকগুলোর নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে শহর ও পল্লি এলাকা নির্ধারণ সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসারে (বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০২ তারিখঃ ০৯/০১/২০০৬) শহর এলাকার পাশাপাশি দেশের ‘আন-ব্যাংকড্’ এলাকার পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পল্লি এলাকায় শাখা সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংকগুলোর শহর ও পল্লি শাখা সম্পর্কিত বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ঃ

১. এখন থেকে শহর ও পল্লি শাখার অনুপাত হবে ১ঃ১;

২. সিটি কর্পোরেশন ও সব ধরনের পৌরসভায় স্থাপিত/ স্থাপিতব্য ব্যাংক শাখা শহর শাখা হিসেবে গণ্য হবে;

৩. সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার বাইরে স্থাপিত/ স্থাপিতব্য ব্যাংক শাখা পল্লি শাখা হিসেবে গণ্য হবে;

৪. কোন পল্লি এলাকা পৌরসভা হিসেবে ঘোষিত হলে সে এলাকায় স্থাপিত ব্যাংক শাখা শহর শাখা হিসেবে গণ্য হবে।

ডিসেম্বর ২০১১ ● ইসলামি ইন্টারব্যাংক ফান্ড মার্কেট সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখাগুলো তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল ইসলামি ইন্টারব্যাংক ফান্ডের (IIF) নিকট দৈনিক ভিত্তিতে হস্তান্তর করবে।

২. ইসলামি বন্ড ফান্ড (IBF) কাস্টডিয়ান হিসেবে কাজ করবে এবং ইসলামি শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখাগুলোর ঘাটতি অর্থায়নে এই তহবিল ব্যবহার করবে। তহবিল বিনিয়োগ না করা হলে তহবিল দাতাগণ কোন মুনাফা প্রাপ্য হবেন না। প্রতিদিনের হিসেবে মোট প্রাপ্ত তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর অর্জিত মুনাফা তহবিল সরবরাহকারীদের মধ্যে আনুপাতিক হারে সাময়িকভাবে বণ্টিত হবে। পরিশোধিত মুনাফা বছর শেষে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) তহবিল গ্রহীতা কর্তৃক ঘোষিত চূড়ান্ত মুনাফার হার অনুসারে সমন্বিত হবে।

৩. সকল লেনদেন মুদারাবা ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে।

৪. ইসলামি বন্ড ফান্ড (IBF) প্রফিট শেয়ারিং রেশিও (PSR) নির্ধারণ করার পাশাপাশি তহবিল গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় লভ্যাংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাময়িক মুনাফার হারের ভিত্তি ঠিক করবে।

৫. গৃহীত তহবিলের মেয়াদ ১ দিন (Overnight) হবে, তবে ছুটি থাকলে তা পরবর্তী কার্যদিবস পর্যন্ত বর্ধিত হবে। মেয়াদান্তে তহবিল গ্রহীতাকে নির্ধারিত PSR অনুসারে মুনাফাসহ মূল টাকা পরিশোধ করতে হবে। বছর শেষে তহবিল গ্রহীতা কর্তৃক ঘোষিত চূড়ান্ত মুনাফার হার অনুসারে প্রয়োজন সাপেক্ষে মুনাফা চূড়ান্ত বা সমন্বিত করা হবে।

ডিসেম্বর ২০১১ ● সরকারি সিকিউরিটিজের প্রাইমারি ডিলারদের জন্য সাময়িকভাবে HTM সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট মাসের রক্ষিতব্য সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদের (SLR) ৭৫% এর স্থলে ৮৫%-এ উন্নীত করা হয়। ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-০৫/২০০৮ এবং ১৭/২০১১ এর অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিসেম্বর ২০১১ ● আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মূলধন আরো ঝুঁকি সংবেদনশীল করার পাশাপাশি অভিঘাত শোষণক্ষম এবং স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে মূলধন পর্যাপ্ততা এবং বাজার শৃঙ্খলা (CAMD) সম্পর্কে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রুডেন্সিয়াল গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে যা ১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে কার্যকর হবে। CAMD গাইডলাইনের ন্যূনতম মূলধন আবশ্যকতা, তত্ত্বাবধান পর্যালোচনা প্রক্রিয়া এবং উন্মোচন আবশ্যকতা পরিপালন করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো CAMD সম্পর্কে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগে দাখিল করবে।

জানুয়ারি ২০১২ ● বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৫/২০০৬ অনুযায়ী ব্যাংকের সিএল-২, ৩, ৪, ৫ বিবরণীর ২ নং কলামে ঋণগ্রহীতার নাম এবং সিএল-৬ বিবরণীর ২নং কলামে ঋণ হিসাব নম্বর লিপিবদ্ধ করার বিধান রয়েছে। এক্ষণে, এমর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, ব্যাংকের সিএল-২, ৩, ৪, ৫ বিবরণীর ২ নং কলামে ঋণগ্রহীতার নাম এবং সিএল-৬ বিবরণীর ২ নং কলামে ঋণ হিসাব নম্বর এর সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যক্তি ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বরও সংযোজন করে সিএল বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে।

জানুয়ারি ২০১২ ● বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি বিবেচনায় কতিপয় খাতে ঋণের সুদ হারের ঊর্ধ্বসীমা আরোপ করা হয়েছিল। এক্ষণে প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ ও কৃষি ছাড়া অন্যান্য খাতে ব্যাংক ঋণের উপর সুদ হারের ঊর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

জানুয়ারি ২০১২ ● বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে CSR অবলম্বন এবং CSR কার্য সম্পাদন তদারকি করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে CSR সম্পর্কে বিবরণী এবং লিঙ্গ সমতা সংশ্লিষ্ট কার্য প্রতিবেদন অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে দাখিলের নির্দেশ দেয়া হয়।

জানুয়ারি ২০১২ ● তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট থেকে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংকে এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW) বাস্তবায়নের কাজ চূড়ান্ত হয়েছে। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলো পরিপালনপূর্বক EDW সংশ্লিষ্ট বিবরণী (দৈনিক/ সাপ্তাহিক/ মাসিক/ ত্রৈমাসিক/ ষান্মাসিক) রেশনালাইজড্ ইনপুট টেমপ্লেট (RIT)-এ ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে ঃ

(ক) EDW সংশ্লিষ্ট তথ্য/ বিবরণী প্রেরণ শুরু করার ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ কে ভিত্তি তারিখ ধরে উক্ত তারিখ ভিত্তিক তথ্য/ বিবরণী সর্বশেষ ৩১ মার্চ ২০১২ এর মধ্যে দাখিল করতে হবে। পরবর্তী বিভিন্ন ভিত্তি তারিখের বিবরণী দাখিলের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সময়সূচি অনুসরণ করতে হবে।

(খ) EDW এর আওতাধীন ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট বিবরণীগুলোর তালিকা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত RIT-গুলোর সফট্ কপি ২৬ জানুয়ারি ২০১২ এর মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

(গ) RIT-গুলো যথাযথভাবে পূরণ করে নিয়মিতভাবে ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে।

(ঘ) বিবরণী দাখিলের বিদ্যমান পদ্ধতি/ প্রক্রিয়া এবং ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে দাখিলের পদ্ধতি/ প্রক্রিয়া যুগপৎভাবে ৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং ১ জুলাই ২০১২ হতে শুধুমাত্র ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তথ্য/ বিবরণী দাখিল করতে হবে।

(ঙ) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীভিত্তিক যেসব তথ্য/ বিবরণী প্রেরণ করা হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে দাখিলের বিষয়টি আপাততঃ প্রযোজ্য হবে না। এরূপ বিবরণী দাখিলের বিদ্যমান পদ্ধতি ও সময়সূচি যথারীতি অনুসরণ করতে হবে।

জানুয়ারি ২০১২ ● তফসিলি ব্যাংকগুলো কর্তৃক গৃহীত সরকারি ট্রেজারি বিল এবং বন্ডের মার্কিং টু মার্কেট (MTM) প্রসঙ্গে (ডিওএস সার্কুলার লেটার নং ০৫/২০০৮) এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সাম্প্রতিক বাজার উন্নয়ন বিবেচনায় প্রাইমারি ডিলার গণ কর্তৃক তাদের পোর্টফোলিও-তে অধিকৃত ট্রেজারী বন্ডের MTM এর জন্য সরকারি সিকিউরিটিজের প্রাইমারি ডিলারগণ নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে ঃ

১. নিম্নলিখিত সময়ে ইস্যুকৃত এবং HFT শ্রেণীতে PD কর্তৃক অধিকৃত টেজারি বন্ড ন্যায্য মূল্যের (fair value) স্থলে অ্যামোর্টাইজড খরচে পুনঃপরিমাপ করা হবে ঃ

ইস্যুকরণের সময় ব্যাপ্তি	স্থায়িত্ব
২২/০৭/২০০৯ থেকে ০৭/১২/২০১১	৫ বছর
০৬/০৫/২০০৯ থেকে ১৩/১২/২০১১	১০ বছর
১০/০৬/২০০৯ থেকে ২০/১২/২০১১	১৫ বছর
২৯/০৪/২০০৯ থেকে ২৭/১২/২০১১	২০ বছর

২. ভবিষ্যতে, HFT সিকিউরিটিজ হিসেবে শ্রেণীকৃত ট্রেজারী বন্ড যা ক্রয়ের দিন থেকে শুরু করে ২ বছর যাবত অবিক্রিত আছে, তা অ্যামোর্টাইজড খরচে পুনঃপরিমাপ করা যাবে।

৩. বর্তমান HTM-HFT অনুপাত (SLR-এর ৮৫ শতাংশ ঃ ২৫ শতাংশ) পরিমাপ করার ক্ষেত্রে অ্যামোর্টাইজড খরচে পুনঃপরিমাপকৃত ট্রেজারী বন্ডসমূহ, যদিও HTM হিসেবে শ্রেণীকৃত, অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৪. SLR, রেপো এবং ALS কার্যাবলীর জন্য পুনঃপরিমাপকৃত সিকিউরিটিজ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৫. HTM সিকিউরিটিজ সম্পর্কে অন্য সকল বিদ্যমান নির্দেশনাবলী পুনঃপরিমাপকৃত সিকিউরিটিজ এর জন্য প্রযোজ্য হবে।

হিসাবায়ন প্রক্রিয়া

৬. বিবেচনাধীন বন্ডের সংখ্যার বহিঃমূল্য (ন্যায্য মূল্য) পুনঃপরিমাপ এর তারিখ হতে নতুন অ্যামোর্টাইজড খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. উপরোক্ত ক্রয়কৃত সময়সীমা বিবেচনা না করে ৩১ জানুয়ারি ২০১২ এর মধ্যে ধারা (১) এ বর্ণিত সরকারি সিকিউরিটিজের পুনঃপরিমাপ সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে, ১ জানুয়ারি ২০১২ হতে বিবেচনাধীন বন্ডের সংখ্যার বহিঃমূল্য (ন্যায্য মূল্য) নতুন অ্যামোর্টাইজড খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৮. নতুন অ্যামোর্টাইজড খরচ এবং ম্যাচিউরিটি-এর মধ্যে কোন পার্থক্য বন্ডের অবশিষ্ট কার্যকালের ক্ষেত্রে অ্যামোর্টাইজড করতে হবে।

৯. বিবেচনাধীন বন্ডের বিদ্যমান পুনঃমূল্যায়ন রিজার্ভ পুনঃপরিমাপের তারিখ হতে P/L হিসাবে জমা করতে হবে।

প্রতিবেদনের আবশ্যকতা

১০. ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখের মধ্যে প্রাইমারি ডিলারগণ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনে (DOS) সার্কুলারে বর্ণিত কার্যক্রমের রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

১১. পুনঃপরিমাপের পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ছকে ভবিষ্যৎ পুনঃপরিমাপ DOS-এ দাখিল করতে হবে।

১২. ডিবি-৫পি (ডিওএস সার্কুলার লেটার নং ০৫/২০০৮)-তে রিপোর্ট করার সময় পুনঃপরিমাপকৃত বন্ডগুলো HTM পোর্টফোলিও-এর আওতায় প্রদর্শন করতে হবে।

১৩. ডিওএস সার্কুলার লেটার নং ০৫/২০০৮ (এবং তৎপরবর্তী সংশোধনী) এবং ডিওএস সার্কুলার লেটার নং ০৫/২০০৯ এর অন্যান্য সকল নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

জানুয়ারি ২০১২ ● প্রি-শিপমেন্ট রপ্তানি ঋণ ও কৃষি ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ব্যাংক ঋণের সুদ হারের ঊর্ধ্বসীমা সম্প্রতি প্রত্যাহার করা হয়। বিভিন্ন খাতে ব্যাংক ঋণের সুদ হার নির্ধারণের স্বাধীনতাটি সব ক্ষেত্রে খুব সুবিবেচিত, যৌক্তিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে না বলে ব্যবসায়ী মহল থেকে অভিযোগ শোনা যায়। এ প্রেক্ষিতে উচ্চতর ঝুঁকিবাহী ভোক্তা ঋণ (ক্রেডিট কার্ড ঋণ সমেত) ও SME ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ঋণের সুদ হার এবং আমানত সংগ্রহের গড় ভারীত সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

জানুয়ারি ২০১২ ● এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ভোক্তা ঋণ-এর আওতায় নতুন ঋণ যোগানে গৃহ ঋণ খাতে ঋণ-মার্জিন অনুপাত ৭০ ঃ ৩০ এবং মোটর কার লোনসহ অন্য সব ধরনের ভোক্তা ঋণ-এ ঋণ-মার্জিন অনুপাত ৩০ ঃ ৭০ অনুসরণ করতে হবে।

জানুয়ারি ২০১২ ● বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের মাসিক ও ত্রৈমাসিক বিবরণী/ তথ্যাবলী রেশনালাইজড্ ইনপুট টেমপ্লেট (RIT) এ পূরণ করে ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW)-এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপ-লোড করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

জানুয়ারি ২০১২ ● পেপারলেস ব্যাংকিং এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্থাপিত এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW)-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাত্যহিক বিবরণীগুলো অন-লাইন প্রক্রিয়ায় দাখিল করতে হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু সংখ্যক নির্ধারিত বিবরণী ৩০ জুন ২০১২ তারিখ পর্যন্ত রেশনালাইজড্ ইনপুট টেমপ্লেট (RIT) ব্যবহার করে Web Portal এর পাশাপাশি বিদ্যমান পদ্ধতিতে সমান্তরালভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে। পরবর্তীতে, শুধুমাত্র ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিবরণী দাখিল করতে হবে। অন্যান্য বিবরণীগুলো পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিদ্যমান পদ্ধতিতে দাখিল করতে হবে।

জানুয়ারি ২০১২ ● বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রেপো এবং আন্তঃব্যাংক রেপো লেনদেনের বিস্তারিত অভিন্ন গাইডলাইন বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকগুলোকে ডিওএস সার্কুলার নং-০৬/২০১০ এর মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সার্কুলারে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসারে সকল রেপো লেনদেন আউটরাইট ক্রয়/বিক্রয় হিসেবে বিবেচিত হবে। সরকারি সিকিউরিটিজের প্রাইমারি ডিলার ব্যাংকগুলো তাদের ক্রয়কৃত সিকিউরিটিজের বিপরীতে সিকিউরিটিজের ইস্যু তারিখ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য তারল্য সহায়তা পেয়ে থাকে যা

রেপো লেনদেনের (আউটরাইট ক্রয়/ বিক্রয়) মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারি সিকিউরিটিজের প্রাইমারি ডিলার ব্যাংকগুলোকে প্রদত্ত তারল্য সহায়তার প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করার লক্ষ্যে তা আউটরাইট ক্রয়/ বিক্রয় এর পরিবর্তে নিম্নলিখিত নিয়মাচার পরিপালন সাপেক্ষে কোলেটেরালাইজড্ রেপো লেনদেন হিসেবে বিবেচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ঃ

১. কোলেটেরালাইজড্ রেপো লেনদেন শুধুমাত্র সরকারি সিকিউরিটিজের প্রাইমারি ডিলার ব্যাংকগুলো কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তারল্য সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২. ট্রেজারী বিল এবং বন্ডের অভিহিত মূল্যের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক যথাক্রমে ১৫ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ মার্জিন প্রয়োগ করে অভিহিত মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ তারল্য সহায়তা হিসেবে প্রদান করবে।

৩. এইরূপ রেপোর বিপরীতে বন্ধকীকৃত সম্পূর্ণ সিকিউরিটি দায়যুক্ত বিবেচিত হবে এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে জামানত বা SLR হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৪. ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৩৮ ধারার ক(৪) নং ক্রমিকে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে কোলেটেরালাইজড্ রেপো লেনদেনের বিপরীতে বন্ধকীকৃত সিকিউরিটিজ-এর যথাযথ ডিসক্লোজার প্রদান করতে হবে।

৫. এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে আরোপিত অন্যান্য নির্দেশনাবলী পরিপালন করতে হবে। এ নির্দেশনা ০১/০২/২০১২ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। রেপো লেনদেন সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা (ডিওএস সার্কুলার নং-০৬/২০১০) অপরিবর্তিত থাকবে।

জানুয়ারি ২০১২ ● মার্চেন্ট ব্যাংকিং ও ব্রোকারেজ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে গঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সাবসিডিয়ারী কোম্পানিতে উক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত মূলধন এবং অন্য কোন কোম্পানিতে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি ইক্যুইটি ইনভেস্টমেন্ট/ ভেনচার ক্যাপিটাল ঐ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পুঁজিবাজার এক্সপোজার হিসেবে গণ্য হবে না। মার্চেন্ট ব্যাংকিং ও ব্রোকারেজ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত নিজস্ব সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত সিংগেল ঋণগ্রহীতার এক্সপোজার লিমিট-এর অতিরিক্ত বিদ্যমান ঋণ নির্ধারিত সীমার মধ্যে নামিয়ে আনার সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ এ নির্ধারণ করা হয়েছে। পুঁজিবাজারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ হতে উদ্ভূত কোন ক্ষতির জন্য প্রভিশন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে লাভ/ ক্ষতি নেট অফ করে প্রভিশন সংরক্ষণ করা যাবে।

ফেব্রুয়ারি ২০১২ ● অবিরত সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা, স্ট্রেস টেস্টিং এবং ছয়টি কোর এলাকায় ব্যাংকিং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে গাইডলাইন ইস্যু করেছে। বিচক্ষণ পদ্ধতিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করার জন্য তফসিলি ব্যাংকগুলোকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়া হয়। বিদ্যমান কোর ঝুঁকি গাইডলাইনের বিকল্প নয় সম্পূরক হিসেবে উপরোক্ত নথি পর্যালোচনা করা হবে।

ব্যাংকগুলোকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নথি প্রস্তুত করতে হবে এবং তা ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে। সভার কার্যসংক্ষেপে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নথিতে উল্লিখিত বিশ্লেষণ/ সুপারিশ-এর ভিত্তিতে গৃহীত সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত থাকতে হবে। সভার সারসংক্ষেপসহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নথি (প্রত্যেক ত্রৈমাসিকের আওতাভুক্ত মাসসমূহের হার্ড এবং সফট কপি) প্রত্যেক ত্রৈমাসিক শেষের ১০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনে দাখিল করতে হবে। গাইডলাইন এবং অন্যান্য সার্কুলার বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং তা অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

ফেব্রুয়ারি ২০১২ ● প্রাইমারি ডিলারদের তারল্য সহায়তা সুবিধা প্রদানের বিষয়ে (ডিএমডি সার্কুলার লেটার নং-০১/২০০৯ তারিখ ২১ এপ্রিল এর ১ নং ক্রমিকে বর্ণিত) নির্দেশনা নিম্নরূপে সংশোধন করা হলোঃ নিলামে প্রাইমারি ডিলারদের উপর ডিভলভ্‌কৃত ট্রেজারী বিল ও বন্ডের পাশাপাশি “সফল” বিড দাখিলের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিকিউরিটিজের বিপরীতেও ইস্যুর তারিখ হতে একনাগাড়ে সর্বোচ্চ ২ মাস ১৫ দিন (আড়াই মাস) পর্যন্ত তারল্য সহায়তা সুবিধা প্রদান করা হবে।

ফেব্রুয়ারি ২০১২ ● সরকারি সিকিউরিটিজের মার্কেট ইনফ্রাস্ট্রাক্চার সিস্টেম চালুর প্রেক্ষিতে এখন থেকে ট্রেজারী বন্ডের ন্যায় ট্রেজারী বিলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও বিনিয়োগকারী নির্বিশেষে সকলকে শুধুমাত্র সিস্টেম জেনারেটেড এডভাইস প্রদান করা হবে এবং কোন কাগুজে স্ক্রীপ ইস্যু করা হবে না।

মার্চ ২০১২ ● কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে “কৃষি ঋণ বিভাগ” কে পুনর্গঠিত করে “কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ” (Agricultural Credit & Financial Inclusion Department) নামকরণ করা হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন এর আওতাধীন কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি তদারকি কার্যক্রম নবগঠিত কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

মার্চ ২০১২ ● সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রোজেক্ট-এর আওতায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ (NPS) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। NPS প্রধান সুইচ হিসেবে কাজ করবে এবং পর্যায়ক্রমে দেশের তফসিলি ব্যাংকগুলো কর্তৃক অধিকৃত বা শেয়ারকৃত (কোন ব্যাংক বা অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠান দ্বারা অধিকৃত বা পরিচালিত) অন্যান্য সুইচগুলোকে এর সাথে সংযুক্ত করা হবে। প্রত্যেক চাইল্ড সুইচ-এর NPS-এর সাথে একটি ইন্টারফেস থাকবে যার মাধ্যমে বিকল্প লেনদেনের মাধ্যম হতে সৃষ্ট আন্তঃব্যাংক লেনদেন, যেমন-ATM, KIOSK, POS, ই-কমার্স, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদির তথ্য আদান প্রদান করা হবে। কার্ড বা হিসাব (সরাসরি ডেবিট/ ক্রেডিট)-এর মাধ্যমে সম্পাদিত লেনদেনকে সহায়তা, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে স্থাপিত সকল তফসিলি ব্যাংকের নিষ্পত্তি হিসাবের মাধ্যমে এসব ইলেক্ট্রনিক লেনদেন নিকাশ এবং নিষ্পত্তি করার কাজ NPS-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

তদুপরি, সকল উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক পেমেন্ট স্কীম, যেমন-VISA, মাস্টারকার্ড, AMEX

ইত্যাদি এর সাথে NPS-এর ইন্টারফেস থাকবে যেন ব্যাংকগুলো এসব আন্তর্জাতিক ব্রান্ড কার্ডের সাথে এর মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে।

যে সব ব্যাংকের নিজস্ব লেনদেন সুইচিং ব্যবস্থা আছে বা অন্যদের ব্যবস্থা শেয়ার করে বা নিজস্ব ব্যবস্থা স্থাপন করার পরিকল্পনা করছে, সে সব ব্যাংককে NPS-এর সাথে একটি ইন্টারফেস তৈরির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হয় যেন তারা সকল আন্তঃব্যাংক লেনদেন NPS-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারে। এছাড়া, NPS-এর নিয়ম পরিপালন করার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

মার্চ ২০১২

- বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক যে কোন ধরনের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠনের পূর্বে উক্ত কোম্পানি গঠনের উদ্দেশ্য যথাযথ বর্ণনাপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ইতোমধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর আওতা বহির্ভূত ব্যবসায় বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে যে সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠনপূর্বক উক্ত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছে তাদেরকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের মধ্যে উক্ত বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

এপ্রিল ২০১২

- বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকগুলোকে ১ কোটি টাকা ও তদূর্ধ্ব অংকের স্থায়ী/ মেয়াদি আমানতের তথ্য দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

এপ্রিল ২০১২

- অনুৎপাদনশীল তথা ভোক্তা ঋণ খাতে ঋণ প্রবাহ হ্রাস করে উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, ভোক্তা ঋণ খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কোন অবস্থাতেই ব্যাংকের মোট ঋণের গড় প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি হবে না।

মে ২০১২

- সরকার জাতীয় সঞ্চয় কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা এবং উন্নয়নমূলক কাজে অর্থ যোগানের লক্ষ্যে বিবিধ প্রকার সঞ্চয়পত্রের সুদের হার সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সঞ্চয়পত্র বিক্রির পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। বিবিধ পর্যায়ের গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ/ আপত্তি পাওয়া যাচ্ছে যে, তফসিলি ব্যাংকগুলোর শাখা সঞ্চয়পত্র বিক্রির তালিকাভুক্তিতে থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকগণকে নানা প্রক্রিয়ায় সঞ্চয়পত্র বিক্রিতে নিরুৎসাহিত করেন এবং সার্বিকভাবে সঞ্চয়পত্র বিক্রিতে সহযোগিতা করেন না।

  সঞ্চয়পত্র রুলস, ১৯৭৭ এর অনুচ্ছেদ নং-৩ এর নির্দেশনা মোতাবেক সঞ্চয়পত্রের ইস্যু/ বিক্রয়কারী অফিস হিসেবে বিনিয়োগকারীদের নিকট সঞ্চয়পত্র বিক্রিতে সহযোগিতা প্রদানসহ দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে যথাযথ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়।

মে ২০১২

- সমন্বিত গরু পালন ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশের পল্লি এলাকায় বায়োগ্যাস উৎপাদন ও এর ব্যবহার প্রসারের লক্ষ্যে কোন কোম্পানি/ প্রতিষ্ঠানকে এজেন্ট/ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে নতুন ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে (এসিএসপিডি সার্কুলার নং.০৬/২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ২.২.২ প্রসঙ্গে)ঃ

  (ক) উপকারভোগী গ্রাহক পর্যায়ে রিডিউসিং ব্যালেন্স পদ্ধতিতে সুদের হার প্রচলিত ব্যাংক রেট (বর্তমানে ৫%) + সর্বোচ্চ ৬% অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১১%-এ ধার্য করা যাবে।

  (খ) উপকারভোগী গ্রাহকদের নিকট হতে কোন ধরনের সার্ভিস চার্জ আদায় করা যাবে না।

মে ২০১২

- গ্রাহকদেরকে অবহিত করার নিমিত্তে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের শাখাসমূহের বিদ্যমান হেল্প ডেস্কে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ.এস.ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ইউ.এস.ডলার প্রিমিয়াম বন্ড সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদিও সংরক্ষণ করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়া হয়।

জুন ২০১২

- ঋণ শ্রেণীবিন্যাস এবং প্রভিশনিং সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো ঃ

১. ঋণ ও অগ্রিমের প্রকারভেদ

শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্যে সকল ঋণ ও অগ্রিমকে চারভাবে বিভক্ত করা যায় (ক) চলমান ঋণ (খ) চাহিদা ঋণ (গ) নির্দিষ্ট মেয়াদি ঋণ এবং (ঘ) স্বল্প মেয়াদি কৃষি ঋণ ও মাইক্রো ক্রেডিট।

২. ঋণ শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি

(ক) উদ্দেশ্য মানদণ্ড

(১) যদি কোন চলমান ঋণ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে বা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক পরিশোধ না করা হয় তবে তা নির্ধারিত মেয়াদ শেষের পরদিন হতে পাস্টডিউ/ ওভারডিউ বলে বিবেচিত হবে।

(ক) যদি কোন চাহিদা ঋণ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে বা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক পরিশোধ না করা হয় তবে তা নির্ধারিত মেয়াদ শেষের পরদিন হতে পাস্টডিউ/ ওভারডিউ বলে বিবেচিত হবে।

(খ) যদি কোন চাহিদা ঋণ নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে বা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক পরিশোধ না করা হয় তবে তা নির্ধারিত মেয়াদ শেষের পরদিন হতে পাস্টডিউ/ ওভারডিউ বলে বিবেচিত হবে।

(গ) যদি কোন নির্দিষ্ট মেয়াদি ঋণের কোন কিস্তির বা কিস্তির কোন অংশ মেয়াদ শেষের সময়সীমার

মধ্যে পরিশোধ না করা হয়, তবে মেয়াদ অপরিশোধিত কিস্তির পরিমাণ মেয়াদ শেষের পরদিন হতে পাস্টডিউ/ ওভারডিউ বলে বিবেচিত হবে।

(ঘ) যদি কোন স্বল্প মেয়াদি কৃষিঋণ ও মাইক্রো-ক্রেডিট নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ না করা হয়, তবে মেয়াদ শেষের ছয় মাস পর হতে তা পাস্টডিউ/ ওভারডিউ বলে বিবেচিত হবে ।

(২) স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্ট (এসএমএ) ছাড়া অন্য সকল অ-শ্রেণীকৃত ঋণ 'স্ট্যান্ডার্ড' বলে বিবেচিত হবে।

(৩) কোন চলমান ঋণ, চাহিদা ঋণ বা মেয়াদি ঋণ যা বিগত ২ মাস যাবত ওভারডিউ হয়ে আছে, তা স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্ট (এসএমএ) এ অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৪) ব্যাংকিং কোম্পানি অ্যাক্ট, ১৯৯১ এর ২৭কক(৩) অনুসারে 'স্পেশাল মেনশন অ্যাকাউন্ট' এবং 'সাব-স্ট্যান্ডার্ড' ঋণ ডিফল্টেড ঋণ বলে বিবেচিত হবে না।

(৫) যে কোন চলমান এবং চাহিদা ঋণকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীকরণ করা যায় ঃ
'সাব স্ট্যান্ডার্ড' যদি ৩ মাসের অধিক কিন্তু ৬ মাসের কম সময় ধরে পাস্টডিউ/ ওভারডিউ থাকে,
'ডাউটফুল' যদি ৬ মাসের অধিক কিন্তু ৯ মাসের কম সময় ওভারডিউ থাকে,

(৬) স্বল্প মেয়াদি কৃষিঋণ বা ক্ষুদ্রঋণ অনিয়মিত বলে বিবেচিত হবে যদি তা ঋণ চুক্তিপত্রে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করা না হয়, অনিয়মিত অবস্থা চলমান থাকলে ঋণ চুক্তিপত্রে উল্লেখিত নির্ধারিত সময় হতে ১২ মাস পর সাব-স্ট্যান্ডার্ড, ৩৬ মাস পর ডাউটফুল এবং ৬০ মাস পর ব্যাড/ লস বলে বিবেচিত হবে,

(খ) গুণগত মান বিচার

যদি কোন ঋণের পুনরুদ্ধার নিয়ে কোন অনিশ্চয়তা বা সন্দেহ দেখা দেয় তবে তা গুণগত মান বিচারের উদ্দেশ্য মানদণ্ডে বর্ণিত ঋণ শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে শ্রেণীকরণ করতে হবে,

(গ) শ্রেণীবিন্যাসে উন্নতি

অন-সাইট পরিদর্শনে নিরসন করা হয়নি এরূপ শ্রেণীকরণের বিষয়ে মতানৈক্য থাকলে কোন ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং পরিদর্শন বিভাগকে উল্লিখিত শ্রেণীকরণ পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করতে পারে, অনুরোধ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার মতামত প্রদান করবে।

৩. শ্রেণীকৃত ঋণের সুদহারের হিসাবায়ন

যদি কোন ঋণ সাব-স্ট্যান্ডার্ড বা ডাউটফুল হিসেবে শ্রেণীকৃত হয়, তবে তার সুদ আয় হিসাবের পরিবর্তে ইন্টারেস্ট সাসপেন্স হিসাবে জমা করা হবে। পুনঃনির্ধারিত ঋণের ক্ষেত্রে কোন অপ্রাপ্ত সুদ, যদি থাকে, তবে তা আয় হিসাবের পরিবর্তে ইন্টারেস্ট সাসপেন্স হিসাবে জমা করা হবে।

৪. প্রভিশন সংরক্ষণ

ক) সাধারণ প্রভিশনঃ ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন ধরনের ঋণের জন্য ১ শতাংশ, ২ শতাংশ, ৫ শতাংশ হারে সাধারণ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) সুনির্দিষ্ট প্রভিশন ঃ ব্যাংকগুলোকে শ্রেণীকৃত চলমান, চাহিদা ও নির্দিষ্ট মেয়াদি ঋণের জন্য যথাক্রমে ২০, ৫০ এবং ১০০ শতাংশ হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

গ) স্বল্প মেয়াদি কৃষি ঋণ এবং মাইক্রো ক্রেডিটের জন্য প্রভিশন ঃ ব্যাংকগুলোকে ব্যাড/ লস ব্যতীত সকল ঋণের জন্য ৫ শতাংশ হারে এবং ব্যাড/ লস এর জন্য ১০০ শতাংশ হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

ঘ) প্রভিশনের ভিত্তি ঃ উপরোক্ত হারে প্রভিশন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দু'টি পরিমাপের মধ্যে বৃহৎটি অনুসারে ব্যালেন্স এর হিসেব করতে হবে ঃ

(ক) অনাদায়ী ঋণের ব্যালেন্স ইন্টারেস্ট সাসপেন্স-এর পরিমাণ এবং উপযুক্ত কোলাটেরাল এর মূল্য হতে কম হবে; এবং
(খ) অনাদায়ী ঋণের শতকরা ২০ ভাগ।

৫. রেফারেন্স তারিখের ২৫ দিনের মধ্যে ব্যাংকগুলোকে CL-1 এর মাধ্যমে বিস্তারিত বিবরণী দাখিল করার পরামর্শ দেয়া হয়।

জুন ২০১২

- শুধুমাত্র সীমিত পর্যায় এবং বিধিনিষেধের আওতায় ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করা যাবে। পুনঃশ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকরণের আবেদন বিবেচনার গাইডলাইন

ব্যাংকগুলোকে অসম্পাদিত ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করার আবেদন বিবেচনা করার সময় নির্দেশাবলী (ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাসের সার্কুলার অনুসারে) পরিপালন করতে হবে।

(ক) যে পরিস্থিতি এবং শর্তাবলীতে ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করা যাবে তার নীতি সব ব্যাংকের অবশ্যই থাকতে হবে যা প্রত্যেক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। এসকল শর্তাবলী

সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশাবলীর চেয়েও কঠোর হতে পারে এবং কোনক্রমেই তা ভঙ্গ করা যাবে না। নীতিতে অবশ্যই রুটিন রিশিডিউল না করার বিষয়টি থাকতে হবে এবং ঋণ গ্রহীতারা আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন বা সম্পূর্ণ ঋণ পুনরুদ্ধার না হবার আশঙ্কা আছে এমন ক্ষেত্রে বারবার ঋণ রিশিডিউল করা যাবে না। সুনির্দিষ্টভাবে, অনুৎপাদনশীল খাতে বা উৎপাদনশীল খাতের অলাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকরণ এর সুযোগ প্রদানে কঠোর সীমা বা নিষেধ করার বিষয়টি নীতিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। যদি কোন খাত/ প্রতিষ্ঠানের জন্য উপরোক্ত নীতিমালার ব্যতিক্রম করা হয়, তবে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি এবং পুনরায় ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করার কারণ নীতিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

(খ) যদি কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করার আবেদন করেন তবে ব্যাংককে অবশ্যই অকার্যকর ঋণ (নন-পারফর্মিং ঋণ) হবার কারণ খুঁটিয়ে দেখতে হবে। যদি দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহীতা তহবিল অন্য কোথাও স্থানান্তর করেছে বা ঋণ গ্রহীতা অভ্যাসগতভাবে ঋণখেলাপী, তবে ব্যাংক ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাসের আবেদন বিবেচনা করা হবে না এবং ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে/ অব্যাহত রাখবে।

(গ) যদি কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করার আবেদন করার পর একইসাথে প্রয়োজনীয় অর্থ ডাউন পেমেন্ট করে, তবে ব্যাংককে আবেদন প্রাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। যদি কোন ঋণ গ্রহীতা চেক, পে-অর্ডার বা অন্য কোন উপকরণ ডাউন পেমেন্ট করার সময় অবহিত করে, তবে ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরুর আগে ব্যাংককে অবশ্যই উপরোক্ত উপকরণের নগদকরণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। সময়ে সময়ে প্রদেয় পূর্বের কোন পেমেন্টকে ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

(ঘ) ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করার সময় ঋণ গ্রহীতার অন্যান্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে দায় বিবেচনায় রেখে ব্যাংককে ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করার সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করতে হবে।

(ঙ) ঋণ গ্রহীতার আর্থিক পরিচালনা বিবরণী, নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট, আয় বিবরণী এবং অন্যান্য আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে ঋণ গ্রহীতার পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকৃত কিস্তি/ বর্তমান দায় পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কে ব্যাংককে নিশ্চিত হতে হবে।

(চ) প্রয়োজনে ব্যাংকগুলোকে ঋণ গ্রহীতা কোম্পানি/ ব্যবসা স্থান তাৎক্ষণিক পরিদর্শনের মাধ্যমে তার আর্থিক উদ্বৃত্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে, যেন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকরণের দায় শোধ করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরীক্ষণের জন্য এধরনের রিপোর্ট ব্যাংকগুলোকে তাদের শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে।

(ছ) যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণকরতঃ ব্যাংক যদি ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করার সক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়, তবে ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকৃত করা যাবে। অন্যথায়, ঋণের অর্থ আদায় করার জন্য ব্যাংককে সকল আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে।

(জ) যে কোন পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণ ব্যাংকের ক্রেডিট কমিটি দ্বারা লিখিতভাবে পরীক্ষিত হতে হবে। ব্যাংকের দীর্ঘ মেয়াদি মুনাফা এবং মূলধন পর্যাপ্ততার জন্য পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করা কেন জরুরি তা লিখিত বিবরণীতে উল্লেখ থাকতে হবে, যাতে পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণের সম্পূর্ণ পরিমাণ ভবিষ্যতে পরিশোধ করা হবে তার নিশ্চয়তা সম্পর্কে ক্রেডিট কমিটির বিশ্বাসের কারণ বিস্তৃত থাকবে। ব্যাংকের তারল্য পরিস্থিতির এবং অন্যান্য গ্রাহকের চাহিদার উপর এই ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকরণের প্রভাব বিবরণীতে থাকতে হবে।

পুনঃশ্রেণীবিন্যাসের সময়সীমা এবং ডাউন পেমেন্ট

পুনঃশ্রেণীবিন্যাস যৌক্তিক সময়কালের জন্য করা হবে। বিভিন্ন ধরনের ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা এবং ডাউন পেমেন্ট ব্যাংকগুলোকে বিস্তারিতভাবে জানানো হবে।

পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণের শ্রেনীবিভাগ এবং ইন্টারেস্ট সাসপেন্স

মাস্টার সার্কুলারঃ ঋণ শ্রেণীবিন্যাস এবং প্রভিশনিং (বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৭/২০১২) অনুসারে যথাযথ প্রভিশনিং সংরক্ষণকরতঃ ব্যাংকগুলো পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণের শ্রেণীবিভাগ করবে। এই সকল শ্রেণীবিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক দ্বারা পর্যালোচনা করা হবে। উপরন্তু, ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত শ্রেণীবিভাগে পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণকে 'ডিফল্টেড ঋণ' বা ঋণগ্রহীতাকে 'ডিফল্টেড ঋণ গ্রহীতা' হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না।

পুনঃশ্রেণীবিন্যাসের পর নতুন ঋণ সুবিধা

ঋণগ্রহীতা, যার ক্রেডিট সুবিধা পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে, নতুন ঋণ সুবিধা প্রাপ্তি বা চলমান ক্রেডিট সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য কিছু শর্তাবলী পূরণ করতে হবে।

ঋণ গ্রহীতাকে অবশ্যই 'অপরিশোধিত ব্যালেন্স' (পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণের ডাউন পেমেন্ট বাদে অপরিশোধিত অর্থ) এর শতকরা ১৫ ভাগ পরিশোধ করতে হবে।

রপ্তানিকারকদের শতকরা ৭.৫ ভাগ 'অপরিশোধিত ব্যালেন্স' পরিশোধ সাপেক্ষে প্রয়োজন হলে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান (অনিচ্ছুক ডিফল্টার হিসেবে চিহ্নিত হবার পর) করা যাবে।

তারা পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকৃত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে NOC প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য ব্যাংক হতে ঋণ সুবিধা পেতে পারে।

যদি ঋণটি কোন ব্যাংকের পরিচালক এর সাথে সম্পর্কিত হয় তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাসকরণের বিশেষ শর্তাবলী

(ক) যদি স্টক প্রাচুর্যের কারণে কোন রপ্তানিভিত্তিক বা নিট গার্মেন্টসকে বিরূপভাবে শ্রেণীকৃত করা হয়, তবে প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট ছাড়াই ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করা যাবে।

(খ) যদি সরকারি ভর্তুকি প্রাপ্তি বা ভর্তুকির অর্থ পরিশোধের বিলম্বের কারণে কোন সার আমদানিকারককে বিরূপভাবে শ্রেণীকৃত করা হয়, তবে প্রয়োজনীয় ডাউনপেমেন্ট ছাড়াই ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করা যাবে।

(গ) উপরোক্ত কারণে ঋণ পুনঃশ্রেণীবিন্যাস করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই; যদি না সেটা বৃহদাংক ঋণ হয় বা ব্যাংকের পরিচালকের সাথে সম্পর্কিত হয়।

মেয়াদি ঋণের টার্ম টু ম্যাচিউরিটি বৃদ্ধি করার ওপর বিধি নিষেধ

মেয়াদি ঋণের ম্যাচিউরিটি নিম্নোক্ত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(ক) ঋণটি অবশ্যই কার্যক্রম [অশ্রেণীকৃতঃ স্টান্ডার্ড বা SMA]

(খ) ঋণ যেখানে প্রথম অনুমোদিত হয় সেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে হবে

(গ) ম্যাচিউরিটির বর্তমান অবশিষ্ট সময়ের ২৫ শতাংশের বেশি সময় ম্যাচিউরিটি তারিখ হিসেবে বৃদ্ধি করা যাবে না।

জুন ২০১২

- ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৭/২০০৭ এর ১(ঘ) এর ৩ নং উপধারা নিম্নরূপে সংশোধন করা হলো ঃ

  ‘যে কোন বৃহদাংক ঋণ/ লীজ/ বিনিয়োগ প্রস্তাব অবশ্যই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।’

জুন ২০১২

- ১৪ জুন ২০১২ এর স্থলে ১ জুলাই ২০১২ হতে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস এবং প্রভিশনিং এর সংশোধিত নির্দেশনাবলী কার্যকর হবে।

  সংশোধিত নির্দেশনাবলীর ভিত্তিতে ২০১২ সালের ৩য় ত্রৈমাসিক (সেপ্টেম্বর শেষে) হতে ব্যাংকগুলোকে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস এবং প্রয়োজনীয় প্রভিশনিং এর রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। যদি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ এর মধ্যে নতুন শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী প্রভিশন সংরক্ষণে কোন ঘাটতি থাকে, তবে তা অবশ্যই ডিসেম্বর ২০১২ শেষের মধ্যে পূরণ করতে হবে।

জুন ২০১২

- বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে অবহিত করা হয় যে, এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW) সংশ্লিষ্ট তথ্য/ বিবরণী সম্বলিত রেশনালাইজড্ ইনপুট টেমপ্লেট (RIT)-গুলো ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে দাখিলের পাশাপাশি উক্ত বিবরণীগুলো প্রেরণের বিদ্যমান ম্যানুয়েল পদ্ধতি/ প্রক্রিয়া যুগপৎভাবে ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

২। মুদ্রা খাত উন্নয়ন

সেপ্টেম্বর ২০১১ ● বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির উপকরণ হিসেবে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৬.৭৫ ও ৪.৭৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে যথাক্রমে শতকরা ৭.২৫ এবং ৫.২৫ ভাগে পুনঃনির্ধারিত করা হয়, যা ০৫ সেপেটম্বর ২০১১ থেকে কার্যকর হয়।

জানুয়ারি ২০১২ ● বাংলাদেশ ব্যাংকের রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে যথাক্রমে শতকরা ৭.৭৫ এবং ৫.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারিত হয়।

৩। বৈদেশিক খাত উন্নয়ন

জুলাই ২০১১ ● নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রপ্তানি আয় আদায়করণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল রপ্তানি লেনদেন পরিচালনার ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত গাইডলাইনের (GFET) ভলিউম-১ এর অনুচ্ছেদ ৮ মোতাবেক অনুমোদিত ডিলারদের এ বিষয়ক নির্দেশাবলী পরিপালন করার পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া, তাদের অনাদায়ী রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়।

জুলাই ২০১১ ● GFET এর অধ্যায় এর অনুচ্ছেদ নং-১১, প্যারা-১ এ উল্লিখিত নির্দেশনা মোতাবেক ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বিভিন্ন অনলাইন ফি, যেমন-বিদেশি পেশাদার এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ফি এবং বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে আবেদন, নিবন্ধন, ভর্তি এবং পরীক্ষা (TOEFL, SAT ইত্যাদি) সংক্রান্ত ফি প্রদানের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড (ICC) ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। উপরন্তু, যাদের ICC নেই তারা নির্ধারিত মূল্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভার্চুয়াল কার্ড দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক শাখার মাধ্যমে ICC ইস্যুকারী ব্যাংক কর্তৃক এ ধরনের অনলাইন অর্থ প্রদান করতে পারবে।

জুলাই ২০১১ ● সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অগ্রিম মূল্যের বিপরীতে নগদ ভর্তুকি সুবিধা প্রদান বিষয়ে সংশোধিত নির্দেশনা জারি করা হয়। নির্দেশনাগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) টিটি'র মাধ্যমে অগ্রিম মূল্য পরিশোধের শর্তটি রপ্তানি ঋণপত্র/ চুক্তিপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট রপ্তানি মূল্যের সঠিক মূল্য ও পরিমাণ এবং বিদেশি ক্রেতার যথার্থতা/ বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে বাংলাদেশ জুট মিলস্ এসোসিয়েশন/ বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন সনদপত্র দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

(খ) অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখাকে বিদেশি ক্রেতার যথার্থতা, মূল্যের সঠিকতা এবং বাংলাদেশ হতে প্রকৃত রপ্তানির বিপরীতে টিটি বার্তার ভাষ্য ও অন্যান্য কাগজপত্রের ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়ে এতদ্‌বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

(গ) টিটি'র মাধ্যমে প্রাপ্ত অগ্রিম মূল্যের বিপরীতে নগদ ভর্তুকির আবেদন পাকিস্তান, হংকং ও সিংগাপুর ব্যতীত অন্যান্য দেশে রপ্তানির জন্য প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) নগদ ভর্তুকির আবেদন আমদানিকারকের দেশ হতে অগ্রিম টিটির বিপরীতে প্রযোজ্য হবে। তবে যে সকল দেশ হতে সরাসরি রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনে সমস্যা রয়েছে সে সকল দেশে পাটজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে তৃতীয় কোন দেশ হতে ব্যাংকিং চ্যানেলে (এক্সচেঞ্জ হাউস ব্যতীত) রপ্তানি

মূল্য প্রত্যাবাসিত হলে টিটি বার্তার ভাষ্যে আমদানিকারকের নাম ও আমদানির সূত্র উল্লেখ থাকতে হবে।

(ঙ) ১ জুলাই ২০১০ হতে জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে টিটি'র মাধ্যমে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি কার্যকর হবে।

(চ) রপ্তানি বিল প্রাপ্তির ১৮০ দিনের মধ্যে নগদ ভর্তুকির আবেদন দাখিল করতে হবে। সন্তোষজনক অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে নগদ ভর্তুকি প্রদেয় হবে। তবে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের পূর্বে নগদ ভর্তুকি বাবদ প্রাপ্য অর্থের ৭০ শতাংশ অগ্রিম পরিশোধ করা যাবে (এফই সার্কুলার নং.১৫/২০০৯)।

আগস্ট ২০১১ ● সরকারি সিদ্ধান্ত অর্থবছর ১২ তে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার হার ১২.৫০ শতাংশের স্থলে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।

আগস্ট ২০১১ ● নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা পরিপালনপূর্বক অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস প্রোভাইডারস (OPGSP) এর মাধ্যমে অভৌত আকারের, যেমন-ডাটা-এন্ট্রি, ডাটা প্রোসেস, অফ-শোর আইটি সার্ভিস, ব্যবসাকার্যের অডিট সোর্সিং ইত্যাদি স্বল্প মূল্যের রপ্তানির বিপরীতে অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকদের রেমিট্যান্স প্রত্যাবাসনের সুবিধা প্রদানের অনুমতি দেয়া হয় ঃ

(ক) এডি ব্যাংকদের বৈদেশিকভাবে স্বীকৃত OPGSP এর সাথে স্থায়ী চুক্তি সম্পাদন করতে হবে; উপরোক্ত রপ্তানি সেবার মূল্য প্রত্যাবসনের জন্য স্বতন্ত্র নস্ট্রো হিসাব পরিচালনা করতে হবে। এ ধরনের হিসাবে কোন তহবিল বজায় রাখা হবে না তা নিশ্চিতকরণ এবং এডিদের মাধ্যমে পরিচালিত নস্ট্রো সংগ্রহ হিসাবে সকল প্রাপ্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমাকরণ ও একত্রীকরণ করার লক্ষ্যে এরূপ সুবিধা গ্রহণকারী সেবা রপ্তানিকারকরা OPGSP-দের সাথে ধারণাকৃত হিসাব খুলবে।

(খ) এ সুবিধা শুধুমাত্র অভৌত আকারের সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে; যার পরিমাণ ৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি হবে না।

(গ) এই ব্যবস্থার আওতায় খোলা এবং পরিচালিত নস্ট্রো হিসাবে শুধমাত্র নিম্নবর্ণিত ডেবিটগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ

- সেবা রপ্তানিকারকদের মূল্য পরিশোধের জন্য বাংলাদেশের রপ্তানি আয় এর প্রতিনিধিকারী তহবিল প্রত্যাবাসন;
- পূর্বনির্ধারিত হার/ সংখ্যা/ ব্যবস্থা অনুসারে OPGSP-দের ফি/ কমিশন এর মূল্য পরিশোধ;
- সেবা গ্রহণকারী আমদানিকারককে চার্জ করা যখন সুনির্দিষ্ট চুক্তি মোতাবেক দায় পরিশোধে সেবা রপ্তানিকারক ব্যর্থ হয়;

(ঘ) এডিরা নস্ট্রো সংগ্রহ হিসাবে ধারণকৃত অর্থ প্রত্যাবাসন করবে এবং রপ্তানিকারকদেরকে ধারণকৃত হিসাব হতে নস্ট্রো সংগ্রহ হিসাবে রপ্তানি আয় জমা এবং একত্রীকরণ করা হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হয়ে বাংলাদেশের একটি ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকদের হিসাবে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ ক্রেডিট করবে।

(ঙ) এডিরা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র নিরীক্ষাপূর্বক লেনদেনের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হবে এবং যথাযথভাবে পূরণকৃত ফর্ম-সি প্রাপ্তি সাপেক্ষে রপ্তানিকারকদের হিসাবে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ক্রেডিট করবে। তবে, রপ্তানিকারকদের ইআরকিউ-হিসাবে অনুমোদিত সীমা পর্যন্ত অর্থ ক্রেডিট করা যাবে। এডিরা প্রযোজ্য ট্যাক্স কর্তন সম্পর্কেও (যদি থাকে) নিশ্চিত হবে এবং তৎপরবর্তীতে মূল্য পরিশোধ করবে।

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংককে লেনদেনের মাসিক সিডিউল/ বিবরণী রিপোর্ট করার পাশাপাশি এই ব্যবস্থার আওতায় যে কোন লেনদেন সংক্রান্ত সকল তথ্য/ নথিপত্র বাংলাদেশ ব্যাংককে চাহিবামাত্র সরবরাহ করতে হবে।

(ছ) সকল নস্ট্রো হিসাব ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সমন্বয় এবং নিরীক্ষা করা হবে।

(জ) বাংলাদেশের রপ্তানিকারক/ সেবা প্রদানকারীদের মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত সকল অভিযোগের সমাধান করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট OPGSP-এর।

(ঝ) OPGSP-দের সাথে সমঝোতা স্মারকে অংশগ্রহণকারী সকল এডি প্রয়োজনীয় বিবরণীসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগে রিপোর্ট করবে।

(ঞ) এডিরা OPGSP-দের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মাবলী মেনে চলবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা প্রবিধান AML/CFT প্রবিধান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন/ প্রবিধান পরিপালন করবে।

আগস্ট ২০১১ ● সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক অগ্রিম রপ্তানি মূল্যের বিপরীতে জাহাজ রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি ভর্তুকি প্রদানের বিষয়ে সংশোধিত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশনা নিম্নরূপ ঃ

(ক) জাহাজ রপ্তানির পূর্বে নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাপ্ত অগ্রিম মূল্যের বিপরীতে নির্মাণের স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট দলিল-পত্রাদি এবং কমপক্ষে ৩ বছরের ব্যাংক গ্যারান্টি (আবেদনকৃত রপ্তানি ভর্তুকির সমপরিমাণ) দাখিল সাপেক্ষে রপ্তানি ভর্তুকি প্রদান করা যাবে।

(খ) জাহাজ রপ্তানির ক্ষেত্রে তার নির্মাণ পর্যায়ে প্রাপ্ত অগ্রিম মূল্যের বিপরীতে প্রথম ভর্তুকির আবেদনের তারিখ হতে ৩ বছরের মধ্যে সমুদয় উত্তোলনের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট জাহাজ রপ্তানি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে শেষ করে রপ্তানির স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করতে হবে যার কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটলে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করা যাবে।

(গ) জাহাজ রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি ভর্তুকি প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের সময়সীমা বর্ধিত করে ৬০ দিন করা হয় যা ১৪ আগস্ট ২০১১ হতে কার্যকর হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০১১ ● সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুন বাজার সম্প্রসারণ সহায়তা বিষয়ে এফই সার্কুলার নং-২১/২০১০ সংশোধন করা হয়। সংশোধনী অনুযায়ী নতুন বাজার সম্প্রসারণ সহায়তার সুবিধাভোগীরা নগদ সুবিধা বা অতিরিক্ত নগদ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য হবেন। তবে নগদ সুবিধা (৫ শতাংশ) বা অতিরিক্ত নগদ সুবিধা (৫ শতাংশ) বা বাজার সম্প্রসারণ সহায়তা কোনক্রমেই ১০ শতাংশের বেশি হবে না। এছাড়া, বস্ত্র খাতের যে সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান ১ মেগাওয়াট এর কম ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর ব্যবহার করে নিজস্ব প্রয়োজনে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ

বিলের ওপর ১০ শতাংশ অনুদান প্রাপ্য হবে। এক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান জেনারেটর এর ক্ষমতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করবে।

সেপ্টেম্বর ২০১১ ● সেপ্টেম্বর ২০১১ অনুমোদিত ডিলারদের (এডি) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে কানাডিয়ান ডলারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং হিসাব খোলার অনুমতি দেয়া হয়।

অক্টোবর ২০১১ ● সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে টিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সংশোধিত নির্দেশনা জারি করা হয়। এক্ষেত্রে পরিপালনীয় নির্দেশনাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) টিটির মাধ্যমে অগ্রিম মূল্য পরিশোধের শর্তটি রপ্তানি ঋণপত্র/ চুক্তিপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। রপ্তানি পণ্যের সঠিক মূল্য ও পরিমাণ এবং বিদেশি ক্রেতার যথার্থতা/ বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো/ ফ্রোজেন ফুডস্ এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন সনদপত্র দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

(খ) টিটির মাধ্যমে অগ্রিম মূল্য প্রত্যাবাসনের শর্তযুক্ত রপ্তানি ঋণপত্র/ চুক্তিপত্রের বিপরীতে রপ্তানির ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখাকে বিদেশি ক্রেতার যথার্থতা/ বিশ্বাসযোগ্যতা, মূল্যের সঠিকতা এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকৃত রপ্তানির বিপরীতে টিটির মাধ্যমে অগ্রিম মূল্য প্রত্যাবাসন সম্পর্কে টিটি বার্তার ভাষ্য ও অন্যান্য কাগজপত্রের ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়ে এতদ্‌বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

(গ) টিটির মাধ্যমে অগ্রিম মূল্য প্রত্যাবাসনের বিষয়টি সরাসরি ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে (‘এক্সচেঞ্জ হাউজ’-এর মাধ্যমে নয়) সম্পন্ন হতে হবে এবং টিটি বার্তার ভাষ্যে আমদানিকারকের নাম ও আমদানির সূত্র উল্লেখ থাকতে হবে।

(ঘ) যে দেশে পণ্য রপ্তানি করা হবে কেবল সে দেশ থেকেই মূল্য প্রত্যাবাসন হতে হবে।

(ঙ) অগ্রিম জাহাজীকরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান ২৫ অক্টোবর ২০১১ (সার্কুলার জারির তারিখ) হতে কার্যকর হয়েছে।

(চ) হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানিতে নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সিলিং মূল্য (সার্কুলার পত্র নং-এফইপিডি(কম)২৯১ অনুসারে) অনুসৃত হবার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

নভেম্বর ২০১১ ● বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) এর সদস্য স্পিনিং/ উইভিং/ ডাইং-ফিনিশিং সংশ্লিষ্ট মিলগুলোর মধ্যে যে সকল মিলসমূহকে আগস্ট ২০১০ হতে মার্চ ২০১১ সময়ে উচ্চমূল্যে তুলা আমদানি করেছে কেবল সে সকল মিল ২০১১-১২ অর্থবছরের রপ্তানি/ স্থানীয় সরবরাহের বিপরীতে বস্ত্রখাতের বিদ্যমান নগদ সহায়তা/ প্রণোদনা সুবিধার অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে বিশেষ নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে অনুমোদিত ডিলারগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বর্ণিত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।

নভেম্বর ২০১১ ● এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (EDF) এর প্রায়োগিক পদ্ধতি সংশোধন করা হয়। সংশোধনী মোতাবেক, অনুমোদিত ডিলাররা EDF ঋণ এর আবেদনপত্রে এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণীতে রপ্তানি নিবন্ধন সার্টিফিকেট নম্বর অন্তর্ভুক্ত করবে।

নভেম্বর ২০১১ ● সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুন বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে টিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল্যের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সংশোধিত নির্দেশনা জারি করা হয়। এক্ষেত্রে পরিপালনীয় নির্দেশনাবলী নিম্নরূপ ঃ

(ক) টিটির মাধ্যমে অগ্রিম মূল্য পরিশোধের শর্তটি রপ্তানি ঋণপত্র/ চুক্তিপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। রপ্তানি পণ্যের সঠিক মূল্য ও পরিমাণ এবং বিদেশি ক্রেতার যথার্থতা/ বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে বিজিএমইএ/ বিকেএমইএ/ বিটিএমএ কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন সনদপত্র দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

(খ) টিটির মাধ্যমে অগ্রিম মূল্য প্রত্যাবাসনের শর্তযুক্ত রপ্তানি ঋণপত্র/ চুক্তিপত্রের বিপরীতে রপ্তানির ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখাকে বিদেশি ক্রেতার যথার্থতা/ বিশ্বাসযোগ্যতা, মূল্যের সঠিকতা এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকৃত রপ্তানির বিপরীতে টিটির মাধ্যমে অগ্রিম মূল্য প্রত্যাবাসন সম্পর্কে টিটি বার্তার ভাষ্য ও অন্যান্য কাগজপত্রের ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়ে এতদবিষয়ে ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

(গ) টিটির মাধ্যমে অগ্রিম মূল্য প্রত্যাবাসনের বিষয়টি সরাসরি ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে (‘এক্সচেঞ্জ হাউজ’-এর মাধ্যমে নয়) সম্পন্ন হতে হবে এবং টিটি বার্তার ভাষ্যে আমদানিকারকের নাম ও আমদানির সূত্র উল্লেখ থাকতে হবে।

(ঘ) যে দেশে পণ্য রপ্তানি করা হবে কেবল সে দেশ থেকেই মূল্য প্রত্যাবাসন হতে হবে।

(ঙ) জাহাজীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রিম মূল্যের বিপরীতে বাজার সম্প্রসারণ সহায়তা ২০ নভেম্বর ২০১১ হতে কার্যকর হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১১ ● দেশে আগত যাত্রী কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ধারণ বিষয়ক ঘোষণা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে FMJ ফর্মে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়। সংশোধিত FMJ ফর্মে তিনটি কপি রয়েছে- বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য মূল কপি, কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের জন্য দ্বিতীয় কপি এবং সংশ্লিষ্ট যাত্রীর জন্য তৃতীয় কপি।

জানুয়ারি ২০১২ ● শিপ ব্রেকিং ও শিপ রিসাইক্লিং বিধিমালা-২০১১ অনুযায়ী (বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারিকৃত) এখন হতে যে কোন সমুদ্রগামী জাহাজ আমদানির নিমিত্তে এলসি স্থাপনের পূর্বে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের পরিবর্তে শিল্প মন্ত্রণালয়/ শিপ বিল্ডিং ও শিপ রিসাইক্লিং বোর্ড (SBSRB) হতে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

ফেব্রুয়ারি ২০১২ ● বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের গাইডলাইন, ২০০৯ (GFET) ভলিউম-১ এর অধ্যায় ৭ এর অনুচ্ছেদ ৩৩(এ) প্রসঙ্গে আমদানি বাণিজ্য অর্থায়ন এর ইউসেন্স সুদহার এর ক্ষেত্রে বিলম্বিত ভিত্তিতে সুদহার শুধুমাত্র বিবেচ্য সময়সীমার জন্য LIBOR এর নিম্ন সুদহার এর প্রেক্ষিতে গ্রাহ্য হবে। LIBOR খুব কম থাকায়, আন্তর্জাতিক বাজারে অ-ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য ঋণ সুদের হার এখন বেশি। সরকারি খাতের আমদানি অর্থায়নের ইউসেন্স সুদহারের সাম্প্রতিক গতিধারার আলোকে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে সার্বিক সুদ ব্যয় প্রতি বছর শতকরা ৬ ভাগ এর বেশি হবে না এই শর্ত প্রতিপালন এবং চলমান বাজার অবস্থা অনুসারে বেসরকারি খাতে ইউসেন্স আকারে আমদানির জন্য সুদহার LIBOR এর উপর মার্ক-আপ গ্রহণ করতে পারে।

রপ্তানিকারকদের বাণিজ্য ক্রেডিট এর পাশাপাশি সংশোধিত সুদহার বাংলাদেশের আমদানিকারকদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুমোদিত ডিলারদের মাধ্যমে আয়োজনকৃত বিদেশি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রাহক ক্রেডিটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

ফেব্রুয়ারি ২০১২ ● আউটসোর্সিং ব্যবসার সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দিষ্ট শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির হিসাবে জমা করার জন্য এডিদের নির্দেশ দেয়। বাংলাদেশ হতে প্রদেয় বিভিন্ন সেবা রপ্তানি, যেমন-ব্যবসা সেবা, পেশাগত/ গবেষণা এবং উপদেষ্টা সেবা ইত্যাদির গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ ব্যাংক শর্তাবলীতে আরো পরিবর্তন আনয়ন করে। এ সকল সেবা এবং অন্য সকল অ-ভৌত অপ্রাতিষ্ঠানিক সেবা রপ্তানির বিপরীতে দেশের বাইরে থেকে গৃহীত অন্তর্মুখী রেমিট্যান্স মূল্য পরিশোধ হিসেবে শতকরা ৫০ ভাগের নিচে নয়, এই হিসেবে স্থানীয় মুদ্রায় এবং অবশিষ্ট অর্থ সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের এক্সপোর্টারস্ রিটেনশন কোটা [ERQ] তে ক্রেডিট করার জন্য এডিদের নির্দেশ দেয়া হয়।

এপ্রিল ২০১২ ● এ মর্মে স্পষ্টীকরণ করা হয় যে, বিদেশি মালিকানাধীন/ পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি/ BMRE-এর জন্য এডি ব্যাংক শাখার সাথে জড়িত থাকা সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ছাড়াই অননুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশী টাকায় মেয়াদি ঋণ প্রদান করতে পারবে। তবে এজন্যে (১) সর্বমোট মেয়াদি ঋণের শতকরা হিসেবে টাকায় প্রদানকৃত মেয়াদি ঋণ বাংলাদেশী নাগরিকদের এবং বিদেশিদের মালিকানাধীন নয় বা পরিচালিত হচ্ছে না এমন প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার ইক্যুইটির শতকরা হিসাবের চেয়ে বেশি হবে না; (২) প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার মোট ঋণ, ঋণ-ইক্যুইটির অনুপাত ৫০ঃ৫০ এর চেয়ে বেশি হবে না। সিংগেল পার্টি এক্সপোজার লিমিটসহ ঋণ প্রদানের প্রসঙ্গে চলমান ক্রেডিট নীতি এবং নিয়ন্ত্রক বিধান যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

জুন ২০১২ ● ‘বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খোলা ও পরিচালনা বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাবলী’ শিরোনামে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি বুকলেট প্রকাশ করে; কারণ অনেকেই উপরোক্ত নির্দেশনাবলী বাংলা ভাষায় সহজে অবগত হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। ব্যক্তিগত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব, অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা আমানত (NFCD) হিসাব এবং নিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা আমানত (RFCD) হিসাব স্থাপন ও পরিচালন সংক্রান্ত নিয়মাবলী বুকলেটে বর্ণনা করা হয়েছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটেও (www.bb.org.bd) পাওয়া যাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব স্থাপনে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে সহায়তা করার লক্ষ্যে বুকলেটটির পর্যাপ্ত সংখ্যক কপি সকল এডি শাখা, বিদেশস্থ ব্যাংক শাখা এবং বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউসে সংরক্ষণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

জুন ২০১২ ● বাংলাদেশ এবং তুরস্কের মধ্যে ব্যাংকিং লেনদেন সহজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ-তুরস্ক যৌথ কমিশনের ৩য় সভার প্রোটোকল (সম্মত কার্যবিবরণী) অনুসারে সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংককে ‘ব্যাংক অফ টার্কি’-এর সাথে সরাসরি ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

পরিশিষ্ট-২

বাংলাদেশ ঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান

সারণী ১ ঃ বাংলাদেশ ঃ নির্বাচিত সামাজিক সূচকসমূহ

সূচকসমূহ	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১[স]	অর্থবছর ১২[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জনসংখ্যা						
মোট জনসংখ্যা (১ জানুয়ারি, মিলিয়ন)	১৪১.৮	১৪৩.৮	১৪৫.৮	১৪৭.৭	১৪৯.৮*	১৫২.৫
বৃদ্ধির হার	১.৪	১.৪	১.৪	১.৪	১.৪*	---
শহুরে জনসংখ্যা (মোট জনসংখ্যার শতকরা হার)	২৫.০	২৫.১	২৫.৫	২৫.৯	--	---
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)	৯৬৬	৯৮০	৯৯৩	১০০৭	১০১৫	---
জনসংখ্যার ঘনত্ব (চাষযোগ্য প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)[ক/]	১৮৬৩	১৮৮৯	১৯১৬	১৯৪১	১৯৬৮	---
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)	২.৪	২.৩	২.২	২.১	---	---
দারিদ্র্যের হার (মাথা-গণনার অনুপাত, জনসংখ্যার শতকরা হার)[খ/]						
জাতীয়	--	--	--	৩১.৫	--	--
শহর	--	--	--	২১.৩	--	--
পল্লি	--	--	--	৩৫.২	--	--
আয়						
মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (মার্কিন ডলার)	৫২৩	৬০৮	৬৭৬	৭৫১	৮১৬	৮৪৮
প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার (শতকরা)[ক/]						
মোট	১০১.১	১০১.৩	--	১০৮.৮	--	--
ছাত্র	১০২.১	১০২.৬	১০২.১	১০২.৪	--	--
ছাত্রী	১০০.২	৯৭.৯	১০০.১	১০০.২	--	--
নিরাপদ পানি ব্যবহার (মোট জনসংখ্যার শতকরা হার)	৯৭.৮	৯৮.৩	৯৮.১	--	৯৬.০	--
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর)	৬৬.৬	৬৬.৮	৬৭.২	৬৭.৭	--	--
মৃত্যু হার						
শিশু (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	৪৩	৪১	৩৯	৩৬	--	--
১-৪ বছর (প্রতি হাজার জন্মে)	৩.৬	৩.১	২.৭	২.৬	--	--
মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার প্রসবে)	৩.৫	৩.৫	২.৬	২.২	--	--

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং মানব উন্নয়ন রিপোর্ট, ইউএনডিপি।
নোট: *= বাংলাদেশ আদমশুমারি ও গৃহগণনা-২০১১।
ক/= কৃষিশুমারি-২০০৮।
খ/= HIES-২০১০, বিবিএস।
সা= সাময়িক।
স= সংশোধিত।

সারণী ২ ঃ প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের গতিধারা

সূচকসমূহ	অর্থবছর ০৩	অর্থবছর ০৪	অর্থবছর ০৫	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১^{স}	অর্থবছর ১২$^{সা}$
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার (অর্থবছর ৯৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	৫.৩	৬.৩	৬.০	৬.৬	৬.৪	৬.২	৫.৭	৬.১	৬.৭	৬.৩
২। ব্যাপক মুদ্রা যোগানের (M2) প্রবৃদ্ধির হার	১৫.৬	১৩.৮	১৬.৭	১৯.৩	১৭.১	১৭.৬	১৯.২	২২.৪	২১.৩	১৭.৪
৩। জিডিপি ডিফ্লেটর (শতকরা পরিবর্তন)	৪.৫	৪.২	৫.১	৫.২	৬.৮	৮.৮	৬.৫	৬.৫	৭.৫	৮.০
৪। বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০)	৪.৪	৫.৮	৬.৫	৭.২	৭.২	৯.৯	৬.৭	৭.৩	৮.৮	১০.৬
৫। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২৪৭০	২৭০৫	২৯৩০	৩৪৮৪	৫০৭৭	৬১৪৯	৭৪৭১	১০৭৫০	১০৯১২	১০৩৬৪
৬। নীট বৈদেশিক সম্পদ (বিলিয়ন টাকা)	১৪১.৬	১৬৩.২	১৮৬.৮	২২০.১	৩২৮.৭	৩৭৩.২	৪৭৪.৬	৬৭০.৭	৬৯৫.৩	৭৮৮.২
৭। বিনিময় হার (টাকা-ডলার)	৫৭.৯	৫৮.৯	৬১.৪	৬৭.১	৬৯.০	৬৮.৬	৬৮.৮	৬৯.২	৭১.২	৭৯.১
৮। রিয়ার সূচক জুন শেষে (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ০১=১০০)	৯৩.৬	৯০.৪	৮৮.৫	৮৩.৯	৮৬.৬	৮৬.০	৯১.৩	৯৭.৭	৮৯.৪	৯০.৯
৯। টাকায় মাথাপিছু জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে)	২২৫৩০	২৪৬২৮	২৭০৬১	২৯৯৫৫	৩৩৬০৭	৩৮৩৩০	৪২৬২৮	৪৭৫৩৬	৫৩২৩৮	৬০৩৫০
						(জিডিপি'র শতকরা হার)				
১০। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৮.৬	১৯.৫	২০.০	২০.৩	২০.৪	২০.৩	২০.১	২০.১	১৯.৩	১৯.৪
১১। বিনিয়োগ	২৩.৪	২৪.০	২৪.৫	২৪.৭	২৪.৫	২৪.২	২৪.৪	২৪.৪	২৫.২	২৫.৫
১২। রাজস্ব আয়	১০.৪	১০.৬	১০.৬	১০.৮	১০.৬	১১.৩	১১.৩	১১.৫	১১.৮	১২.৬
১৩। রাজস্ব ব্যয়	৮.৪	৮.৫	৯.০	৮.৮	৯.৭	১০.৬	১০.৯	১১.১	৯.৮	১০.০
১৪। রাজস্ব উদ্বৃত্ত (+)/ রাজস্ব ঘাটতি (−)	২.০	২.১	১.৬	২.০	০.৯	০.৭	০.৪	০.৪	২.০	২.৬
১৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	৫.৬	৫.৭	৫.৫	৫.২	৩.৮	৪.১	৩.৭	৪.১	৪.২	৪.৫
১৬। অন্যান্য ব্যয়	০.৬	০.৬	০.৫	০.৭	০.৭	২.৫	০.৭	১.৯	০.৬	০.৫
১৭। মোট ব্যয়	১৪.৬	১৪.৮	১৫.০	১৪.৭	১৪.১	১৭.৩	১৫.৩	১৫.৯	১৬.৩	১৭.৬
১৮। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৪.২	৪.২	৪.৪	৩.৯	৩.৭	৬.২	৪.১	৩.৭	৪.৫	৫.১
১৯। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ)	৩.৪	৩.৪	৩.৭	৩.৩	৩.২	৫.৪	৩.৩	৩.৩	৪.২	৪.৬
২০। সার্বিক বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন (ক+খ)	৩.৬	৪.৬	৪.৫	৪.১	৩.৫	৪.৪	৪.১	৩.২	৪.২	৪.৬
ক) নীট বৈদেশিক অর্থায়ন	২.৩	২.৪	২.৪	১.৯	১.৬	১.৮	১.৮	০.৯	০.৩	০.৮
খ) নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন (১+২)	১.৩	২.২	২.১	২.২	১.৯	২.৬	২.৩	২.৩	৩.৯	৩.৮
১) ব্যাংক ঋণ	-০.৩	০.৮	১.০	১.৫	০.৯	২.০	১.৭	-০.৩	৩.২	৩.২
২) ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	১.৬	১.৪	১.১	০.৭	১.০	০.৬	০.৬	২.৬	০.৭	০.৬
২১। সরকারের ঋণের স্থিতি (১+২)	৪৯.০	৪৮.২	৪৭.৯	৪৬.৭	৪৪.৮	৪২.৭	৪১.০	৩৭.১	৩৭.৪	৩৭.২
১) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৬.৩	১৬.৪	১৬.৪	১৬.৬	১৬.৬	১৭.২	১৭.৭	১৬.৮	১৭.৭	১৭.৫
২) বৈদেশিক ঋণ*	৩২.৭	৩১.৮	৩০.৫	৩০.১	২৮.২	২৫.৫	২৩.৩	২০.৩	১৯.৭	১৯.৭
২২। চলতি হিসাবের ভারসাম্য ঃ উদ্বৃত্ত (+)/ ঘাটতি (-)	০.৩	০.৩	-০.৯	১.৩	১.৪	০.৯	২.৭	৩.৭	০.৮	১.৪

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ এবং বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩।

সা= সাময়িক, স= সংশোধিত।

* আইএমএফ ঋণ ব্যতীত।

সারণী ৩ ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ

সূচকসমূহ	প্রকৃত		সাময়িক	প্রাক্কলিত	প্রক্ষেপণ				
	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩	অর্থবছর ১৪	অর্থবছর ১৫	অর্থবছর ১৬	অর্থবছর ১৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
রিয়েল সেক্টর									
নামিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	১২.৬	১২.৯	১৩.৪	১৫.৯	১৪.১	১৪.০	১৪.২	১৪.১	১৪.০
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৫.৭	৬.১	৬.৭	৭.০	৭.২	৭.৬	৮.০	৮.৩	৮.৭
ভোক্তা মূল্যসূচক ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি	৬.৭	৭.৩	৮.৮	৯.৫	৭.৫	৬.৫	৬.০	৫.৫	৫.১
মোট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হার)	২৪.৪	২৪.৪	২৪.৭	২৫.৯	২৬.৬	২৮.১	২৯.৬	৩১.৪	৩২.৮
বেসরকারি	১৯.৭	১৯.৪	১৯.৫	২০.৬	২০.৪	২১.৩	২২.৪	২৩.৮	২৪.৪
সরকারি	৪.৭	৫.০	৫.৩	৫.৪	৬.২	৬.৮	৭.২	৭.৬	৮.৪
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (জিডিপি'র শতকরা হার)	২০.১	২০.১	১৯.৬	২০.২	১৯.৯	২০.৬	২১.১	২২.২	২৩.৩
জাতীয় সঞ্চয় (জিডিপি'র শতকরা হার)	২৯.৬	৩০.০	২৮.৪	২৬.৩	২৬.৮	২৮.২	২৯.৬	৩১.৫	৩৩.০
রাজস্ব খাত (জিডিপি'র শতকরা হার)									
মোট রাজস্ব আয়	১০.৪	১০.৯	১১.৮	১২.৬	১৩.৪	১৪.০	১৪.৬	১৫.২	১৫.৮
কর	৮.৬	৯.০	১০.১	১০.৬	১১.২	১১.৮	১২.৪	১৩.০	১৩.৬
কর ব্যতীত	১.৮	১.৯	১.৭	২.০	২.২	২.২	২.২	২.২	২.২
মোট ব্যয়	১৪.৩	১৪.৬	১৬.২	১৭.৭	১৮.৫	১৮.৮	১৯.৩	১৯.৭	২০.১
রাজস্ব ব্যয়	১১.২	১১.০	১২.০	১৩.২	১৩.২	১৩.৩	১৩.৪	১৩.৪	১৩.৫
বাষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩.২	৩.৭	৪.২	৪.৫	৫.২	৫.৫	৫.৯	৬.৩	৬.৬
সার্বিক ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত)	-৩.৯	-৩.৭	-৪.৪	-৫.১	-৫.০	-৪.৭	-৪.৬	-৪.৫	-৪.৩
অর্থায়ন (নীট)									
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.১	২.৩	৩.৮	৩.৮	৩.৩	২.৯	২.৮	২.৭	২.৫
ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে	২.২	-০.৩	৩.২	৩.২	২.৪	২.০	১.৯	১.৮	১.৬
নন-ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে	০.৯	২.৬	০.৬	০.৬	০.৯	০.৯	০.৯	০.৯	০.৯
বৈদেশিক অর্থায়ন	০.৮	১.৩	০.৬	১.৩	১.৮	১.৮	১.৮	১.৮	১.৮
আর্থিক খাত (% পরিবর্তন)									
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৭.৮	১৮.৮	২৫.০	২১.৯	১৫.৮	১৫.৩	১৫.৭	১৪.৯	১৪.৭
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৫.৯	১৭.৬	২৮.৪	১৯.১	১৮.০	১৭.১	১৬.৭	১৬.২	১৫.৯
বেসরকারি খাতে ঋণ	১৪.৬	২৪.২	২৫.৮	১৬.০	১৬.০	১৬.০	১৬.০	১৬.০	১৬.০
ব্যাপক মুদ্রা (M2)	১৯.২	২২.৪	২১.৪	১৭.০	১৬.০	১৫.৫	১৫.৫	১৫.২	১৫.০
বৈদেশিক খাত									
রপ্তানি, এফওবি (% পরিবর্তন)	১০.১	৪.২	৪১.৭	১৪.৫	১৪.৫	১৪.৫	১৫.০	১৫.০	১৫.০
আমদানি, সিআইএফ (% পরিবর্তন)	৪.২	৫.৪	৪১.৮	১৫.০	১৫.০	১৫.০	১৫.৫	১৫.৫	১৫.৫
রেমিট্যান্স (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৯.৭	১১.০	১১.৭	১২.৯	১৪.৫	১৬.২	১৮.২	২০.৪	২৩.০
চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জিডিপি'র শতকরা হার)	২.৭	৩.৭	০.৯	০.৪	০.২	০.০	০.০	০.১	০.২
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৭.৫	১০.৭	১০.৯	৯.৭	১০.৭	১১.৮	১৩.০	১৪.৬	১৭.০
রিজার্ভ (যত মাসের আমদানি ব্যয়)	৩.৮	৫.১	৩.৬	২.৯	২.৭	২.৬	২.৫	২.৫	২.৫

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১২।

সারণী ৪ ঃ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১^{স}	অর্থবছর ১২$^{সা}$
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে)	৪১৫৭.৩	৪৭২৪.৮	৫৪৫৮.২	৬১৪৭.৯	৬৯৪৩.২	৭৯৬৭.০	৯১৪৭.৮
২। মোট বিনিয়োগ (চলতি মূল্যে)	১০২৪.৮	১১৫৫.৯	১৩২১.৩	১৪৯৮.৪	১৬৯৫.১	২০০৩.৭	২৩২৭.৭
ক) বেসরকারি খাত	৭৭৫.৫	৮৯৮.৬	১০৫০.৯	১২০৯.৪	১৩৪৬.৯	১৫৫৪.৪	১৭৫১.০
খ) সরকারি খাত	২৪৯.৩	২৫৭.৩	২৭০.৪	২৮৯.০	৩৪৮.২	৪৪৯.৩	৫৭৬.৭
৩। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (চলতি মূল্যে)	৮৪১.৮	৯৬১.৫	১১০৮.৬	১২৩৫.১	১৩৯৫.৬	১৫৩৬.৮	১৭৭১.৯
ক) বেসরকারি খাত	৭৮৩.২	৮৯৪.৯	১০৩৪.৯	১১৫৪.০	১৩০১.৯	১৪২৬.৯	১৬৪৭.৫
খ) সরকারি খাত	৫৮.৬	৬৬.৬	৭৩.৭	৮১.১	৯৩.৭	১০৯.৯	১২৪.৪
৪। জিডিপি'র খাতওয়ারী বিতরণ (অর্থবছর ৯৬'র স্থির মূল্যে)							
১। কৃষি	**৫৯৮.৫**	**৬২৫.৮**	**৬৪৫.৯**	**৬৭২.৪**	**৭০৭.৭**	**৭৪৪.০**	**৭৬২.৮**
ক) কৃষি ও বনজ	৪৬৫.৪	৪৮৭.৩	৫০১.৫	৫২২.১	৫৫১.২	৫৭৯.৩	৫৮৯.২
১) শস্য ও শাক-সবজি	৩৩৬.৪	৩৫১.৩	৩৬০.৭	৩৭৫.২	৩৯৮.২	৪২০.৭	৪২৪.৬
২) পশু সম্পদ	৮০.১	৮৪.৫	৮৬.৫	৮৯.৫	৯২.৬	৯৫.৮	৯৯.০
৩) বনজ সম্পদ	৪৮.৯	৫১.৫	৫৪.৩	৫৭.৪	৬০.৪	৬২.৮	৬৫.৫
খ) মৎস্য সম্পদ	১৩৩.১	১৩৮.৫	১৪৪.৩	১৫০.৩	১৫৬.৫	১৬৪.৭	১৭৩.৬
২। শিল্প	**৭৯৫.৫**	**৮৬২.২**	**৯২০.৭**	**৯৮০.১**	**১০৪৩.৭**	**১১২৯.৩**	**১২৩৬.২**
ক) খনিজ ও খনন	৩১.৮	৩৪.৪	৩৭.৫	৪১.২	৪৪.৮	৪৭.০	৪৯.৯
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	৪৬৮.২	৫১৩.৭	৫৫০.৮	৫৮৭.৫	৬২৫.৭	৬৮৪.৮	৭৫১.৬
১) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৩৩২.৭	৩৬৫.১	৩৯১.৬	৪১৭.৪	৪৪২.৩	৪৯০.৭	৫৪৩.৬
২) ক্ষুদ্র শিল্প	১৩৫.৫	১৪৮.৭	১৫৯.২	১৭০.২	১৮৩.৪	১৯৪.১	২০৮.০
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৪৫.১	৪৬.১	৪৯.২	৫২.১	৫৫.৯	৫৯.৬	৬৮.০
ঘ) নির্মাণ	২৫০.৪	২৬৮.০	২৮৩.২	২৯৯.৩	৩১৭.৩	৩৩৭.৯	৩৬৬.৭
৩। সেবা খাত	**১,৩৪৬.৭**	**১,৪৩৯.৯**	**১,৫৩৩.৪**	**১৬৩০.৪**	**১৭৩৫.৯**	**১৮৪৩.৯**	**১৯৫৫.৭**
ক) পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৩৮৬.০	৪১৭.০	৪৪৫.৪	৪৭৩.১	৫০০.৯	৫৩২.৫	৫৬৩.৮
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	১৮.৮	২০.২	২১.৮	২৩.৪	২৫.২	২৭.১	২৯.১
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	২৭৫.৯	২৯৮.১	৩২৩.৬	৩৪৯.৫	৩৭৬.৪	৩৯৭.৮	৪২৪.০
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৪৭.১	৫১.৪	৫৬.০	৬১.০	৬৮.১	৭৪.৭	৮১.৮
চ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া এবং ব্যবসা	২১৫.৭	২২৩.৮	২৩২.২	২৪১.১	২৫০.৪	২৬০.৪	২৭০.৯
ছ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৭৪.২	৮০.৪	৮৫.৪	৯১.৪	৯৯.১	১০৮.৬	১১৫.২
জ) শিক্ষা	৬৮.২	৭৪.৩	৮০.১	৮৬.৬	৯৪.৬	১০৩.৪	১১২.৩
ঝ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৬২.২	৬৬.৯	৭১.৬	৭৬.৮	৮৩.০	৮৯.৯	৯৭.১
ঞ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	১৯৮.৬	২০৭.৭	২১৭.৩	২২৭.৫	২৩৮.৩	২৪৯.৫	২৬১.৪
জিডিপি (অর্থবছর ৯৬'র স্থির উৎপাদক মূল্যে)	**২,৭৪০.৭**	**২,৯২৭.৯**	**৩,০৯৯.৯**	**৩২৮২.৯**	**৩৪৮৭.৩**	**৩৭১৭.২**	**৩৯৫৪.৭**
আমদানি শুল্ক	১০৬.০	১০১.৮	১১৭.৩	১১৯.০	১২১.২	১৩৩.৩	১৩৯.১
জিডিপি (অর্থবছর ৯৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	**২,৮৪৬.৭**	**৩,০২৯.৭**	**৩,২১৭.২**	**৩৪০২.০**	**৩৬০৮.৫**	**৩৮৫০.৫**	**৪০৯৩.৮**

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
সা= সাময়িক, স= সংশোধিত।

সারণী ৫ ঃ জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ও খাতওয়ারী অংশ (অর্থবছর ৯৬'র স্থির মূল্যে)

বিবরণ	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১$^{\text{স}}$	অর্থবছর ১২$^{\text{সা}}$
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	শতকরা প্রবৃদ্ধি						
১। কৃষি	**৪.৯**	**৪.৬**	**৩.২**	**৪.১**	**৫.২**	**৫.১**	**২.৫**
ক) কৃষি ও বনজ	৫.২	৪.৭	২.৯	৪.১	**৫.৬**	৫.১	১.৭
১) শস্য ও শাক-সবজি	৫.০	৪.৪	২.৭	৪.০	৬.১	৫.৭	০.৯
২) পশু সম্পদ	৬.২	৫.৫	২.৪	৩.৫	৩.৪	৩.৫	৩.৪
৩) বনজ সম্পদ	৫.২	৫.২	৫.৫	৫.৭	৫.২	৩.৯	৪.৪
খ) মৎস্য সম্পদ	৩.৯	৪.১	৪.২	৪.২	৪.২	৫.৩	৫.৪
২। শিল্প	**৯.৭**	**৮.৪**	**৬.৮**	**৬.৫**	**৬.৫**	**৮.২**	**৯.৫**
ক) খনিজ ও খনন	৯.৩	৮.৩	৮.৯	৯.৮	৮.৮	৪.৮	৬.৩
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.৮	৯.৭	৭.২	৬.৭	৬.৫	৯.৫	৯.৮
১) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১১.৪	৯.৭	৭.৩	৬.৬	৬.০	১০.৯	১০.৮
২) ক্ষুদ্র শিল্প	৯.২	৯.৭	৭.১	৬.৯	৭.৮	৫.৮	৭.২
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৭.৭	২.১	৬.৮	৫.৯	৭.৩	৬.৬	১৪.১
ঘ) নির্মাণ	৮.৩	৭.০	৫.৭	৫.৭	৬.০	৬.৫	৮.৫
৩। সেবা খাত	**৬.৪**	**৬.৯**	**৬.৫**	**৬.৩**	**৬.৫**	**৬.২**	**৬.১**
ক) পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৬.৮	৮.০	৬.৮	৬.২	৫.৯	৬.৩	৫.৯
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৭.৫	৭.৫	৭.৬	৭.৬	৭.৬	৭.৬	৭.৭
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৮.০	৮.০	৮.৬	৮.০	৭.৭	৫.৭	৬.৬
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৮.৫	৯.২	৮.৯	৯.০	১১.৬	৯.৬	৯.৫
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া এবং ব্যবসা	৩.৭	৩.৮	৩.৮	৩.৮	৩.৯	৪.০	৪.১
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৮.২	৮.৪	৬.২	৭.০	৮.৪	৯.৭	৬.১
ছ) শিক্ষা	৯.১	৯.০	৭.৮	৮.১	৯.২	৯.৪	৮.৬
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৭.৮	৭.৬	৭.০	৭.২	৮.১	৮.৪	৭.৯
ঝ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৪.১	৪.৬	৪.৬	৪.৭	৪.৭	৪.৭	৪.৮
জিডিপি (অর্থবছর ৯৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	**৬.৬**	**৬.৪**	**৬.২**	**৫.৭**	**৬.১**	**৬.৭**	**৬.৩**
	জিডিপি'র খাতওয়ারী অংশ						
১। কৃষি	**২১.৯**	**২১.৪**	**২০.৭**	**২০.৫**	**২০.৩**	**২০.০**	**১৯.৩**
ক) কৃষি ও বনজ	১৭.০	১৬.৬	১৬.২	১৫.৯	১৫.৮	১৫.৬	১৪.৯
১) শস্য ও শাক-সবজি	১২.৩	১২.০	১১.৬	১১.৪	১১.৪	১১.৩	১০.৭
২) পশু সম্পদ	২.৯	২.৯	২.৮	২.৭	২.৭	২.৬	২.৫
৩) বনজ সম্পদ	১.৮	১.৮	১.৮	১.৮	১.৭	১.৭	১.৭
খ) মৎস্য সম্পদ	৪.৯	৪.৭	৪.৬	৪.৬	৪.৫	৪.৪	৪.৪
২। শিল্প	**২৯.০**	**২৯.৫**	**২৯.৭**	**২৯.৯**	**২৯.৯**	**৩০.৪**	**৩১.৩**
ক) খনিজ ও খনন	১.২	১.২	১.২	১.৩	১.৩	১.৩	১.৩
খ) ম্যানুফ্যাকচারিং	১৭.১	১৭.৬	১৭.৮	১৭.৯	১৭.৯	১৮.৪	১৯.০
১) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১২.১	১২.৫	১২.৬	১২.৭	১২.৭	১৩.২	১৩.৮
২) ক্ষুদ্র শিল্প	৪.৯	৫.১	৫.১	৫.২	৫.৩	৫.২	৫.৩
গ) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	১.৭	১.৬	১.৬	১.৬	১.৬	১.৬	১.৭
ঘ) নির্মাণ	৯.১	৯.২	৯.১	৯.১	৯.১	৯.১	৯.৩
৩। সেবা খাত	**৪৯.১**	**৪৯.২**	**৪৯.৫**	**৪৯.৭**	**৪৯.৮**	**৪৯.৬**	**৪৯.৫**
ক) পাইকারি ও খুচরা বিপণন	১৪.১	১৪.২	১৪.৪	১৪.৪	১৪.৪	১৪.৩	১৪.৩
খ) হোটেল ও রেস্তোরাঁ	০.৭	০.৭	০.৭	০.৭	০.৭	০.৭	০.৭
গ) পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১০.১	১০.২	১০.৪	১০.৭	১০.৮	১০.৭	১০.৭
ঘ) আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১.৭	১.৮	১.৮	১.৯	১.৯	২.০	২.১
ঙ) রিয়েল এস্টেট, ভাড়া এবং ব্যবসা	৭.৯	৭.৬	৭.৫	৭.৩	৭.২	৭.০	৬.৯
চ) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৭	২.৮	২.৮	২.৮	২.৮	২.৯	২.৯
ছ) শিক্ষা	২.৫	২.৫	২.৬	২.৬	২.৭	২.৮	২.৮
জ) স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.৩	২.৩	২.৩	২.৩	২.৪	২.৪	২.৫
ঝ) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৭.৩	৭.১	৭.০	৬.৯	৬.৮	৬.৭	৬.৬
জিডিপি (অর্থবছর ৯৬'র স্থির উৎপাদক মূল্যে)	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
সা= সাময়িক, স= সংশোধিত।

সারণী ৬ ঃ সরকারের বাজেটারি কার্যক্রম

(বিলিয়ন টাকা)

বর্ণনা	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২	অর্থবছর ১৩ (বাজেট)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক। রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক অনুদান	৬৪৯.৩	৬৬২.২	৭৯১.২	৯৫০.৫	১১৯৩.৫	১৪৫৭.১
১) রাজস্ব আয়	৬০৫.৪	৬৪১.০	৭৫৯.১	৯২৯.৯	১১৪৮.৯	১৩৯৬.৭
ক) কর রাজস্ব	৪৮০.১	৫২৮.৭	৬২৪.৯	৭৯৫.৫	৯৬২.৯	১১৬৮.২
খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব	১২৫.৩	১১২.৩	১৩৪.২	১৩৪.৪	১৮৬.০	২২৮.৫
২) বৈদেশিক অনুদান	৪৩.৯	২১.২	৩২.২	২০.৬	৪৪.৬	৬০.৪
খ। ব্যয়	৯৩৬.১	৮৮০.৬	১০১৬.১	১২৮২.৭	১৬১২.১	১৯১৭.৪
১) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	৫২২.৫	৬১১.০	৬৭০.১	৭৭৪.৭	৯১৮.২	৯৯৫.০
২) অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	৫১.৭	৩৩.৩	৬১.৬	৫৩.৯	৯১.৬	১২১.৮
৩) ঋণ ও অগ্রিম (নীট)	৯৩.২	১৮.৩	৯.৩	৭২.৫	১৪১.৯	১৯৫.৭
৪) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২২৫.০	১৯৩.৭	২৫৫.৫	৩৩২.৮	৪১০.৮	৫৫০.০
৫) অন্যান্য ব্যয়	৪৩.৭	২৪.৩	১৯.৬	৪৮.৮	৪৯.৬	৫৪.৯
গ। সার্বিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৩৩০.১	২৩৯.৭	২৫৭.০	৩৫২.৮	৪৬৩.৩	৫২০.৭
ঘ। সার্বিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	২৮৬.৮	২১৮.৪	২২৪.৯	৩৩২.২	৪১৮.৭	৪৬০.২
ঙ। অর্থায়ন	২৮৬.৮	২১৮.৪	২১৮.৬	৩৩২.২	৪১৮.৭	৪৬০.২
১) বৈদেশিক অর্থায়ন-নীট	৮৭.৬	২৫.৮	৬০.৪	২৬.৩	৭৪.০	১২৫.৪
বৈদেশিক ঋণ	১৩০.২	৭২.৫	১১০.০	৮০.৬	১৪০.৪	২০৪.০
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৪২.৭	-৪৬.৭	-৪৯.৭	-৫৪.৩	-৬৬.৪	-৭৮.৬
২) অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন-নীট	১৯৯.২*	১৯২.৬	১৫৮.২	৩০৫.৯	৩৪৪.৭	৩৩৪.৮
ব্যাংকিং খাত (নীট)	১০৪.০	১৩৭.৯	-২০.৯	২৫২.১	২৯১.২	২৩০.০
ব্যাংক বহির্ভূত (নীট)	২০.০	৫৪.৬	১৭৯.১	৫৩.৮	৫৩.৫	১০৪.৮
মেমোর‍্যান্ডাম আইটেম ঃ জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে)	৫৪১৯.২	৬১৪৯.৪	৬৯০৫.৭	৭৮৭৫.০	৯১৪৭.৮	১০৪১৩.৬

উৎস ঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯ , ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ ।

*= নন-ক্যাশ বন্ড (বিপিসির দায়) ৭৫.২৩ বিলিয়ন টাকাসহ।

সারণী ৭ ঃ মুদ্রা ও ঋণ

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ব্যাপক মুদ্রা (M2)@	১৮০৬.৭	২১১৫.০	২৪৮৭.৯	২৯৬৫.০	৩৬৩০.৩	৪৪০৫.২	৫১৭২.০
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ@	১৭৯০.৯	২০৫৬.৭	২৪৮৬.৮	২৮৮৫.৫	৩৪০২.১	৪৩৩৫.৩	৫১৮২.১
ক) সরকারি খাত	৪৬৭.৭	৫৩৫.০	৫৮৫.৪	৭০৬.২	৬৯৪.৫	৯২৮.২	১১০৩.১
১) সরকার (নীট)@@	৩১৬.২	৩৬০.৪	৪৬৯.১	৫৮১.৮	৫৪৩.৯	৭৩৪.৪	৯১৯.১
২) অন্যান্য সরকারি খাত	১৫১.৫	১৭৪.৬	১১৬.৩	১২৪.৪	১৫০.৬	১৯৩.৮	১৮৪.১
খ) বেসরকারি খাত	১৩২৩.২	১৫২১.৭	১৯০১.৪	২১৭৯.৩	২৭০৭.৬	৩৪০৭.১	৪০৭৯.০
৩। জিডিপি'র শতকরা হিসেবে ব্যাপক মুদ্রা (চলতি বাজার মূল্যে)	৪৩.৫	৪৪.৮	৪৫.৬	৪৮.২	৫২.৩	৫৫.৩স	৫৬.৫সা
				শতকরা প্রবৃদ্ধি			
১। ব্যাপক মুদ্রা (M2)@	১৯.৩	১৭.১	১৭.৬	১৯.২	২২.৪	২১.৩	১৭.৪
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ@	২০.৩	১৪.৮	২০.৯	১৬.০	১৭.৯	২৭.৪	১৯.৫
ক) সরকারি খাত	২৭.০	১৪.৪	৯.৪	২০.৬	-১.৭	৩৩.৭	১৮.৮
১) সরকার (নীট)@@	২৩.৬	১৪.০	৩০.২	২৪.০	-৬.৫	৩৫.০	২৫.১
২) অন্যান্য সরকারি খাত	৩৪.৮	১৫.২	-৩৩.৪	৭.০	২১.১	২৮.৭	-৫.০
খ) বেসরকারি খাত	১৮.১	১৫.০	২৫.০	১৪.৬	২৪.২	২৫.৮	১৯.৭

উৎস ঃ (১) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
(২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

@ জুন শেষের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।
@@ সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে সমন্বয় করা হয়েছে।

নোট ঃ (১) সরকারি সিকিউরিটিজ এবং ট্রেজারী বিলসমূহ ব্যয় মূল্যে দেখানো হয়েছে।
(২) অগ্রিমগুলো গ্রস ভিত্তিতে।
সা= সাময়িক।
স= সংশোধিত।

সারণী ৮ ঃ ভোক্তা মূল্য সূচক (সিপিআই) এবং মূল্যস্ফীতির হার-জাতীয় (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০)

সময়	১২-মাসের গড় ভিত্তিক						১২-মাসের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক					
	সাধারণ		খাদ্য		খাদ্য-বহির্ভূত		সাধারণ		খাদ্য		খাদ্য-বহির্ভূত	
	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	সূচক	বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার
ভার	১০০.০০		৫৮.৮৪		৪১.১৬		১০০.০০		৫৮.৮৪		৪১.১৬	
অর্থবছর ০৩	১৩৫.৯৭	৪.৩৮	১৩৭.০১	৩.৪৬	১৩৫.১৩	৫.৬৬	১৩৮.৮৪	৫.০৩	১৪০.১৫	৫.২২	১৩৭.৭০	৪.৬৮
অর্থবছর ০৪	১৪৩.৯০	৫.৮৩	১৪৬.৫০	৬.৯৩	১৪১.০৩	৪.৩৭	১৪৬.৬৭	৫.৬৪	১৪৯.৪৬	৬.৬৪	১৪৩.৫৬	৪.২৬
অর্থবছর ০৫	১৫৩.২৪	৬.৪৯	১৫৮.০৮	৭.৯০	১৪৭.১৪	৪.৩৩	১৫৭.৪৫	৭.৩৫	১৬২.৫১	৮.৭৩	১৫১.২০	৫.৩২
অর্থবছর ০৬	১৬৪.২১	৭.১৬	১৭০.৩৫	৭.৭৬	১৫৬.৫৬	৬.৪০	১৬৯.৩২	৭.৫৪	১৭৬.৮২	৮.৮১	১৫৯.৮৬	৫.৭৩
অর্থবছর ০৭	১৭৬.০৪	৭.২০	১৮৪.১৬	৮.১১	১৬৫.৭৯	৫.৯০	১৮৪.৮৯	৯.২০	১৯৪.১৯	৯.৮২	১৭৩.১৯	৮.৩৪
অর্থবছর ০৮	১৯৩.৫৪	৯.৯৪	২০৬.৭৮	১২.২৮	১৭৬.২৬	৬.৩২	২০৩.৪৫	১০.০৪	২২১.৫৭	১৪.১০	১৭৯.৩২	৩.৫৪
অর্থবছর ০৯	২০৬.৪৩	৬.৬৬	২২১.৬৪	৭.১৯	১৮৬.৬৭	৫.৯১	২০৮.০২	২.২৫	২২২.১৩	০.২৫	১৮৯.৯৮	৫.৯৪
অর্থবছর ১০	২২১.৫৩	৭.৩১	২৪০.৫৫	৮.৫৩	১৯৬.৮৪	৫.৪৫	২২৬.১১	৮.৭০	২৪৬.২৯	১০.৮৮	১৯৯.৯৪	৫.২৪
অর্থবছর ১১	২৪১.০২	৮.৮০	২৬৭.৮৩	১১.৩৪	২০৫.০১	৪.১৫	২৪৯.১১	১০.১৭	২৭৭.১১	১২.৫১	২১১.৩৯	৫.৭৩
অর্থবছর ১২	২৬৬.৬১	১০.৬২	২৯৫.৮৬	১০.৪৭	২২৭.৮৭	১১.১৫	২৭০.৪৩	৮.৫৬	২৯৬.৭৪	৭.০৮	২৩৬.১৬	১১.৭২
অর্থবছর ১২												
জুলাই ১১	২৪৩.১১	৯.১১	২৭০.৬৪	১১.৭৩	২০৬.০৯	৪.২৯	২৫৪.৭২	১০.৯৬	২৮৫.৩১	১৩.৪০	২১৩.৬১	৬.৪৬
আগস্ট ১১	২৪৫.৩১	৯.৪৩	২৭৩.৩৬	১১.৯৮	২০৭.৫৬	৪.৭১	২৫৯.৬৬	১১.২৯	২৯০.১৩	১২.৭০	২১৯.১১	৮.৭৬
সেপ্টেম্বর ১১	২৪৭.৬৭	৯.৭৯	২৭৬.৩৭	১২.৩২	২০৯.০৪	৫.১৪	২৬৪.৮৫	১১.৯৭	২৯৮.২৯	১৩.৭৫	২২০.০৪	৮.৭৭
অক্টোবর ১১	২৪৯.৯৪	১০.১৮	২৭৯.২০	১২.৬৯	২১০.৫৭	৫.৫৮	২৬৫.৯৪	১১.৪২	২৯৯.১৫	১২.৮২	২২১.৪১	৯.০৫
নভেম্বর ১১	২৫২.২৫	১০.৫১	২৮১.৯৫	১২.৯০	২১২.৩০	৬.১৫	২৬৬.৫৫	১১.৫৮	২৯৮.২৯	১২.৪৭	২২৪.১৬	১০.১৯
ডিসেম্বর ১১	২৫৪.৩৮	১০.৭১	২৮৪.২৮	১২.৮৩	২১৪.২৩	৬.৮৩	২৬৬.৩৪	১০.৬৩	২৯৬.০৮	১০.৪০	২২৬.৮৯	১১.৩৮
জানুয়ারি ১২	২৫৬.৭২	১০.৯১	২৮৬.৭৩	১২.৭৩	২১৬.৪৮	৭.৬১	২৭০.৫৯	১১.৫৯	২৯৯.৯১	১০.৯০	২৩১.৮৪	১৩.১৬
ফেব্রুয়ারি ১২	২৫৮.৮৪	১০.৯৬	২৮৮.৭৬	১২.৩৯	২১৮.৮১	৮.৩৮	২৬৯.৭৬	১০.৪৩	২৯৬.৮৯	৮.৯২	২৩৪.১৩	১৩.৫৭
মার্চ ১২	২৬০.৯১	১০.৯২	২৯০.৬৬	১১.৯১	২২১.২১	৯.১৯	২৭০.৮১	১০.১০	২৯৭.৭৭	৮.২৮	২৩৫.৫০	১৩.৯৬
এপ্রিল ১২	২৬২.৯৫	১০.৮৬	২৯২.৫২	১১.৩৯	২২৩.৫৯	১০.০০	২৭০.৬৮	৯.৯৩	২৯৭.৩৬	৮.১২	২৩৫.৭৭	১৩.৭৭
মে ১২	২৬৪.৮৩	১০.৭৬	২৯৪.২২	১০.৯২	২২৫.৮১	১০.৬৬	২৬৭.৯৩	৯.১৫	২৯৪.৩৯	৭.৪৬	২৩৫.৮৫	১২.৭২
জুন ১২	২৬৬.৬১	১০.৬২	২৯৫.৮৬	১০.৪৭	২২৭.৮৭	১১.১৫	২৭০.৪৩	৮.৫৬	২৯৬.৭৪	৭.০৮	২৩৬.১৬	১১.৭২

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণী ৯ ঃ রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উপাদানসমূহ

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	তফসিলি ব্যাংকসমূহে রক্ষিত নগদ অর্থ	তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা*	অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা	রিজার্ভ মুদ্রা
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+৩+৪+৫)
১৯৯৬	৭১.২	৭.৮	৩১.০	-	১১০.০
১৯৯৭	৭৫.৭	৮.৮	৩৯.৪	-	১২৩.৯
১৯৯৮	৮১.৫	৯.২	৪৫.৪	-	১৩৬.১
১৯৯৯	৮৬.৯	১০.৩	৫০.৩	-	১৪৭.৫
২০০০	১০১.৮	১০.৯	৫৮.০	-	১৭০.৭
২০০১	১১৪.৮	১৩.৫	৬১.০	-	১৮৯.৩
২০০২	১২৫.৩	১৩.৫	৬৬.৮	০.১	২০৫.৭
২০০৩	১৩৯.০	১৪.৪	৬০.৮	০.১	২১৪.৩
২০০৪	১৫৮.১	১৪.৮	৬৫.৬	০.২	২৩৮.৭
২০০৫	১৮৫.২	১৮.১	৭০.৪	০.৪	২৭৪.১
২০০৬	২২৮.৬	২০.৩	৯০.১	০.৫	৩৩৯.৫
২০০৭	২৬৬.৪	২১.৪	১০৫.৭	০.৭	৩৯৪.২
২০০৮	৩২৬.৯	২৯.৬	১১৮.১	১.১	৪৭৫.৭
২০০৯	৩৬০.৫	৩৪.০	২৩১.৬	১.৪	৬২৭.৫
২০১০	৪৬১.৬	৪৩.১	২৩৪.৭	২.০	৭৪১.৪
২০১১	৫৪৮.০	৫৭.৩	২৯০.১	২.০	৮৯৭.৪
২০১২	৫৮৪.২	৬৪.৮	৩২৬.৬	২.৪	৯৭৮.০

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* ফরেন কারেন্সি ক্লিয়ারিং একাউন্টে জমা বাদে, জুন ২০০২ থেকে ।

সারণী ১০ ঃ রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উৎসসমূহ

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি					নীট বৈদেশিক সম্পদ	অন্যান্য সম্পদ (নীট)	রিজার্ভ মুদ্রা
	সরকার (নীট)	তফসিলি ব্যাংকসমূহ@	অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জমা	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬=(২+৩+৪+৫)	৭	৮	৯=(৬+৭+৮)
১৯৯৬	৩০.৪	৩৪.১	১১.৯	০.২	৭৬.৬	৫৩.০	-১৯.৬	১১০.০
১৯৯৭	৪৪.৯	৩৬.০	১১.৯	০.২	৯৩.০	৪৯.২	-১৮.২	১২৪.০
১৯৯৮	৫২.৯	৩৭.৫	১৪.০	০.২	১০৪.৬	৫৩.০	-২১.৫	১৩৬.১
১৯৯৯	৬৩.৬	৪৬.২	১৩.৭	৮.১	১৩১.৬	৪৬.২	-৩০.৩	১৪৭.৫
২০০০	৮১.০	৪২.৯	১৩.২	৯.০	১৪৬.১	৫৬.৭	-৩২.১	১৭০.৭
২০০১	১০১.১	৪৩.৭	১৩.০	৯.৯	১৬৭.৭	৪৮.১	-২৬.৫	১৮৯.৩
২০০২	১২৮.৩	৪৭.৩	১২.৮	১০.১	১৯৮.৫	৭২.৩	-৬৫.১	২০৫.৭
২০০৩	৭৩.৫	৪৮.৫	১২.৮	১১.৪	১৪৬.২	১১৮.১	-৪৯.৯	২১৪.৪
২০০৪	১১৮.৫	৫৮.৫	১২.৪	১২.৪	২০১.৮	১৩৫.৪	-৯৮.৫	২৩৮.৭
২০০৫	১৫৬.৭	৬১.৩	১১.১	১৩.৪	২৪২.৫	১৪৬.৯	-১১৫.৪	২৭৪.০
২০০৬	২৫০.৩	৬৩.৫	১০.২	১৪.৩	৩৩৮.৩	১৮৬.৫	-১৮৫.৩	৩৩৯.৫
২০০৭	২৫৯.৩	৬৪.৪	৯.৯	১৫.৮	৩৪৯.৪	২৮৭.৭	-২৪২.৯	৩৯৪.২
২০০৮	২৬০.০	৭৩.৩	৯.৫	১৭.০	৩৫৯.৮	৩২৮.৩	-২১২.৫	৪৭৫.৬
২০০৯	২৮৯.৬	৬৮.৫	৮.৫	২০.২	৩৮৬.৮	৪৩২.৪	-১৯১.৭	৬২৭.৫
২০১০	২২৩.২	৬৬.১	৮.৩	২৫.৯	৩২৩.৫	৬১২.০	-১৯৪.১	৭৪১.৪
২০১১	৩২০.৫	১৮৬.১	৭.৮	৩১.৪	৫৪৫.৮	৬১৩.৯	-২৬২.৩	৮৯৭.৪
২০১২	৩৮০.৪	২২৬.৩	১১.৮	৩৬.০	৬৫৪.৫	৬৮৯.৭	-৩৬৬.২	৯৭৮.০

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

@ ফরেন কারেন্সি ক্লিয়ারিং একাউন্টে জমা বাদে, জুন ২০০২ থেকে।

সারণী ১১ ঃ সরকারি এবং বেসরকারি খাতের আমানতসমূহ

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর (জুন শেষে)	তলবি আমানত[১/]			মেয়াদি আমানত[১/]		
	সরকারি[২/]	বেসরকারি	মোট	সরকারি[২/]	বেসরকারি[৩/]	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৯৫	১৬.০	৬১.০	৭৭.০	৭৯.৬	২৩৫.৮	৩১৫.৪
১৯৯৬	১৫.১	৬৭.৭	৮২.৮	৮৭.২	২৪৯.৩	৩৩৬.৫
১৯৯৭	১৭.৯	৬৯.৫	৮৭.৪	৮৪.৭	২৯৪.৩	৩৭৯.০
১৯৯৮	১৯.৫	৭০.৭	৯০.২	৯৬.২	৩৩২.৫	৪২৮.৭
১৯৯৯	২০.৫	৭৯.৪	৯৯.৯	১০৬.৩	৩৮৬.২	৪৯২.৫
২০০০	২৩.৭	৮৯.৭	১১৩.৪	১১৭.৩	৪৭১.৩	৫৮৮.৬
২০০১	২৬.৪	১০০.৯	১২৭.৩	১৩১.৮	৫৫৭.০	৬৮৮.৮
২০০২	২৩.৭	১০৮.২	১৩১.৯	১৩৪.৯	৬৫৩.৩	৭৮৮.২
২০০৩	২৬.৫	১১৮.১	১৪৪.৬	১৫৭.৩	৭৬৩.৯	৯২১.২
২০০৪	২৭.১	১৩৬.০	১৬৩.১	১৮৪.২	৮৬৫.৯	১০৫০.১
২০০৫	৩৫.২	১৫৮.৯	১৯৪.১	২২৩.৩	১০০৮.৪	১২৩১.৭
২০০৬	৩৮.১	১৮৩.৯	২২২.০	২৫৫.১	১২১২.৯	১৪৬৮.০
২০০৭	৪২.২	২১৮.৮	২৬১.০	২৯৮.৭	১৪০৯.৮	১৭০৮.৫
২০০৮	৪৯.৫	২৫৪.৯	৩০৪.৪	৩৬৪.৮	১৬৪৭.৬	২০১২.৪
২০০৯	৫৭.৫	২৮০.৩	৩৩৭.৮	৪৪২.৭	২০০৫.৬	২৪৪৮.৩
২০১০	৬১.৮	৩৯৩.০	৪৫৪.৮	৫৩৭.১	২৩৭৪.৫	২৯১১.৬
২০১১	৮৭.৮	৪৩৯.৩	৫২৭.১	৬৭৭.০	২৯০০.৪	৩৫৭৭.৪
২০১২	১০৩.৪	৪৭১.০	৫৭৪.৪	৮৪৫.১	৩৪৮০.৭	৪৩২৫.৮
			শতকরা অংশ			
১৯৯৫	২০.৮	৭৯.২	১০০.০	২৫.২	৭৪.৮	১০০.০
১৯৯৬	১৮.২	৮১.৮	১০০.০	২৫.৯	৭৪.১	১০০.০
১৯৯৭	২০.৫	৭৯.৫	১০০.০	২২.৩	৭৭.৭	১০০.০
১৯৯৮	২১.৬	৭৮.৪	১০০.০	২২.৪	৭৭.৬	১০০.০
১৯৯৯	২০.৫	৭৯.৫	১০০.০	২১.৬	৭৮.৪	১০০.০
২০০০	২০.৯	৭৯.১	১০০.০	১৯.৯	৮০.১	১০০.০
২০০১	২০.৭	৭৯.৩	১০০.০	১৯.১	৮০.৯	১০০.০
২০০২	১৮.০	৮২.০	১০০.০	১৭.১	৮২.৯	১০০.০
২০০৩	১৮.৩	৮১.৭	১০০.০	১৭.১	৮২.৯	১০০.০
২০০৪	১৬.৬	৮৩.৪	১০০.০	১৭.৫	৮২.৫	১০০.০
২০০৫	১৮.১	৮১.৯	১০০.০	১৮.১	৮১.৯	১০০.০
২০০৬	১৭.১	৮২.৯	১০০.০	১৭.৪	৮২.৬	১০০.০
২০০৭	১৬.২	৮৩.৮	১০০.০	১৭.৫	৮২.৫	১০০.০
২০০৮	১৬.৩	৮৩.৭	১০০.০	১৮.১	৮১.৯	১০০.০
২০০৯	১৭.০	৮৩.০	১০০.০	১৮.১	৮১.৯	১০০.০
২০১০	১৩.৬	৮৬.৪	১০০.০	১৮.৪	৮১.৬	১০০.০
২০১১	১৬.৭	৮৩.৩	১০০.০	১৮.৯	৮১.১	১০০.০
২০১২	১৮.০	৮২.০	১০০.০	১৯.৫	৮০.৫	১০০.০

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

১/ আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে।
২/ সরকারি প্রতিষ্ঠানের আমানতসহ।
৩/ ওয়েজ আর্নার্স আমানতসহ।

সারণী ১২ ঃ তফসিলি ব্যাংকসমূহের নির্বাচিত পরিসংখ্যান

(বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	৩০ জুন ২০০৬	৩০ জুন ২০০৭	৩০ জুন ২০০৮	৩০ জুন ২০০৯	৩০ জুন ২০১০	৩০ জুন ২০১১	৩০ জুন ২০১২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ব্যাংক আমানত (আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে)	**১৬৯০.১**	**১৯৭০.১**	**২৩১৭.৩**	**২৭৮৬.৮**	**৩৩৬৮.৭**	**৪১০৪.৮**	**৪৯০০.৪**
(ক) তলবি আমানত	১৯৭.৪	২৩৪.৬	২৭০.৫	৩০২.৩	৪১৬.২	৪৮১.১	৫১০.৬
(খ) মেয়াদি আমানত	১৩৮০.২	১৬১৩.৪	১৮৮৯.৫	২৩০০.৭	২৭৫০.৪	৩৩৭৪.২	৪০৭৩.৮
(গ) নিয়ন্ত্রিত আমানত	০.২	০.৫	০.৫	০.৭	০.৩	০.৩	০.২
(ঘ) সরকারি আমানত	১১২.৩	১২১.৬	১৫৬.৮	১৮৩.১	২০১.৮	২৪৯.২	৩১৫.৭
২। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ	৭০.৫	৫৭.৪	৬৬.৮	৬১.০	৫৮.৫	১৭৮.৩	২১৬.৬
৩। সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল	২০.৩	২১.৪	২৯.৬	৩৪.০	৪৩.১	৫৭.৩	৬৪.৮
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত জমা (বৈদেশিক মুদ্রা জমাসহ)	১৩৭.৬	১৫২.৭	১৬৭.১	২৮৭.৭	৩০৮.৮	৩৮৪.০	৪৭২.৪
৫। বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংকে রক্ষিত জমা	৩৭.৪	৪৯.৬	৫৫.৯	৭৪.৪	৯৪.১	১০৪.৩	১২০.২
৬। চাহিবামাত্র ও স্বল্প মেয়াদে ফেরতযোগ্য অর্থ	৭.৭	৮.৭	২২.৩	২০.৮	৩৬.৫	২৯.৪	৫৭.৪
৭। মোট বিনিয়োগ@	**১৬৮.৮**	**২২৩.১**	**৩৭৯.৩**	**৪৮৬.৫**	**৫৮১.৪**	**৭৫৬.৫**	**৯৮৬.৫**
(ক) সরকারের ঋণপত্র ও ট্রেজারী বিল*	১৫০.৫	১৯৪.৪	৩৪৩.২	৪২৭.৫	৪৬৫.৪	৬১৪.৫	৮০১.১
(খ) অন্যান্য	১৮.৩	২৮.৭	৩৬.১	৫৯.০	১১৬.০	১৪২.০	১৮৫.৪
৮। ব্যাংক ঋণ (আন্তঃব্যাংক লেনদেন ও বৈদেশিক বিল বাদে)	**১৪২০.৮**	**১৬১৪.২**	**১৯২৮.৭**	**২১৯৭.০**	**২৭১৯.৩**	**৩৪০৭.৮**	**৪০৫৩.৮**
(ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত আগাম**	১২৭৭.৭	১৪৪৯.৬	১৭৯০.৯	২০৭৯.৯	২৫৭৮.৬	৩১৯৭.৪	৩৮১৫.৩
(খ) অভ্যন্তরীণ ক্রয়কৃত এবং বাট্টাকৃত বিলসমূহ	১৪৩.১	১৬৪.৬	১৩৭.৮	১১৭.১	১৪০.৭	২১০.৪	২৩৮.৫
৯। ঋণ/ আমানত অনুপাত (বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বাদে)	০.৯	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮	০.৮

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

@ সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডসমূহ এতে অন্তর্ভুক্ত ।

* সরকারি সিকিউরিটিজ এবং ট্রেজারী বিলসমূহ ব্যয়মূল্যে দেখানো হয়েছে ।

** অগ্রিমসমূহ গ্রস ভিত্তিতে ।

সারণী ১৩ ঃ নির্বাচিত সুদের হারের* গতিধারা (বছর শেষে)

	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ব্যাংক রেট	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০
ট্রেজারী বিল রেট							
২৮-দিন	৭.১	৭.৩	৭.৩	--	--	--	
৯১-দিন	৭.৪	৭.৬	৭.৬	৬.৮^{স}	২.২^{স}	৫.৬	৫.৭
১৮২-দিন	৭.৮	৭.৯	৭.৯	৭.৮^{স}	৩.৬^{স}	৫.৫	৬.২
৩৬৪-দিন	৮.৩	৮.৫	৮.৫	৮.৩^{স}	৪.৬^{স}	৬.২	৬.২
কল মানি রেট							
গ্রহণ	১১.১	৭.৮	৯.৭	১.৭	৬.৬	১০.৯	১৫.০
প্রদান	১১.১	৭.৮	৯.৭	১.৭	৬.৬	১০.৯	১৫.০
তফসিলি ব্যাংকসমূহের সুদহার							
আমানত	৬.৭	৬.৯	৭.০	৭.০	৬.০	৭.৩	৮.২
আগাম	১২.১	১২.৮	১২.৩	১১.৯	১১.৩	১২.৪	১৩.৮

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* ভারীত গড়, ব্যাংক রেট ছাড়া।

স= সংশোধিত।

সারণী ১৪ ঃ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	ট্রেজারী বিল/বন্ড/সিকিউরিটিজের নাম	উদ্দেশ্যাবলী	৩০ জুন ২০১১ এ স্থিতি	৩০ জুন ২০১২[সা] এ স্থিতি
১	২	৩	৪	৫
বাংলাদেশ ব্যাংক				
১।	উপায়-উপকরণ আগাম	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	১০.০০	২০.০০
২।	ওভারড্রাফ্‌ট	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	৯৭.২৮	৭৮.২৫
৩।	ডিভল্‌ভমেন্ট		২৯.৭৪	১১৩.০১
	ক) ট্রেজারী বিল		১.১৩	৫৮.৪৬
	খ) ট্রেজারী বন্ড		২৮.৬১	৫৪.৫৫
৪।	ওভারড্রাফট ব্লক		১৭৬.৫১	১৬১.৫১
৫।	সরকারের মুদ্রা দায়		৬.৪২	৭.৪১
৬।	স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত আগাম		০.০৫	০.০৫
৭।	সরকারি আমানত১/ (-)		-০.১৮	-০.১৭
৮।	পুঞ্জিত সুদ		০.৬৮	০.০৮
(অ)	**মোট ঃ (১ +...+ ৮)**		**৩২০.৫০**	**৩৮০.১৪**
আমানত গ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ (DMBs)				
১।	গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বিল (১-বছর অপো কম)	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	১২২.১৮	১৪৯.৫৬
২।	**বিভিন্ন মেয়াদের সরকারি বন্ড (ক+খ)**		**৫০১.৫৪**	**৬৬৭.৭৪**
ক)	**১-বছর ও তার বেশি কিন্তু ৫-বছরের কম মেয়াদের**		**০.৩৭**	**৮.৮৪**
১)	সুদবিহীন ৩-বছর মেয়াদি ফ্রজেন ফুড ট্রেজারী বন্ড-২০১৩ এবং ২০১৪	ফ্রজেন ফুড ইন্ডাস্ট্রিগুলোর ঋণ পরিশোধ	০.৩৭	০.৪১
২)	শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ২-বছর, ৩-বছর, ও ৪-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ট্রেজারী বন্ড	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর ঋণ পরিশোধ	০.০০	৬.০০
৩)	শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ১-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) ট্রেজারী বন্ড	বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন এর ঋণ পরিশোধ	০.০০	২.৩৯
৪)	সুদবিহীন ১-বছর মেয়াদি মুক্তিযোদ্ধা ট্রেজারী বন্ড-২০১২		০.০০	০.০৪

সারণী ১৪ ঃ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	ট্রেজারী বিল/বন্ড/সিকিউরিটিজের নাম	উদ্দেশ্যাবলী	৩০ জুন ২০১১ এ স্থিতি	৩০ জুন ২০১২$^{\text{সা}}$ এ স্থিতি
১	২	৩	৪	৫
খ)	**৫-বছর ও তার বেশি মেয়াদের**		**৫০১.১৭**	**৬৫৮.৯০**
১)	৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি	১৫৫.০৬	১৮৬.৩১
২)	শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারী বন্ড-২০১২	কোহিনুর ব্যাটারী ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি বেসরকারিকরণে অর্থায়ন	০.১০	০.০০
৩)	শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ৫-বছর (বিএসএফআইসি) মেয়াদি ট্রেজারী বন্ড-২০১২	জনতা ব্যাংকে বিএসএফআইসি এর ঋণ পরিশোধ	০.২১	০.২১
৪)	সুদমুক্ত ৬-বছর (বিজেএমসি এবং বিটিএমসি) মেয়াদি ট্রেজারী বন্ড-২০১৬	বিজেএমসি এবং বিটিএমসি এর ঋণ পরিশোধ	৩.৩৯	৩.৩৯
৫)	সুদমুক্ত ৭-বছর (বিজেএমসি এবং বিটিএমসি) মেয়াদি ট্রেজারী বন্ড-২০১৭	বিজেএমসি এবং বিটিএমসি এর ঋণ পরিশোধ	১.৩৫	১.৩৫
৬)	সুদমুক্ত ১০-বছর (বিজেএমসি এবং বিটিএমসি) মেয়াদি ট্রেজারী বন্ড-২০২০	বিজেএমসি এবং বিটিএমসি এর ঋণ পরিশোধ	২.০৪	২.০৪
৭)	১০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি	১৮৬.৩৮	২৩৩.৫১
৮)	১৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি	৫৩.৬৭	৭৭.০৪
৯)	২০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি	৪০.৫৮	৫৪.৬১

সারণী ১৪ ঃ (সমাপ্ত) ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের বিবরণ

(বিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	ট্রেজারী বিল/বন্ড/সিকিউরিটিজের নাম	উদ্দেশ্যাবলী	৩০ জুন ২০১১ এ স্থিতি	৩০ জুন ২০১২[সা] এ স্থিতি
১	২	৩	৪	৫
১০)	শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ২৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারী বন্ড-২০১৮	পাট খাতের ঋণের লোকসান পুনর্ভরণ	১.৭২	১.৪৭
১১)	শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ২৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারী বন্ড-২০১৯	পাট খাতের ঋণের লোকসান পুনর্ভরণ	১.১৯	১.০২
১২)	শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ২৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারী বন্ড-২০২০	বেসরকারি ব্যাংকসমূহের পাট খাতে অবলোপনকৃত ঋণের এক-তৃতীয়াংশ পুনর্ভরণ	০.২৫	০.২২
১৩)	শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ৫ বছর ও এর অধিক বছর মেয়াদি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ট্রেজারী বন্ড	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর ঋণ পরিশোধ	৫৫.২৩	৫৫.২৩
১৪)	শতকরা ৭.০ ভাগ সুদযুক্ত ৫ বছর ও এর অধিক বছর মেয়াদি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ট্রেজারী বন্ড	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর ঋণ পরিশোধ[স]	০.০০	২১.০০
১৫)	শতকরা ৫.০ ভাগ সুদযুক্ত ৫ বছর ও এর অধিক বছর মেয়াদি বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন(বিজেএমসি) ট্রেজারী বন্ড	বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন এর ঋণ পরিশোধ	০.০০	২১.৫০
৩।	প্রাইজ বন্ড/ ইনকাম ট্যাক্স বন্ড	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	০.২৭	০.২৮
৪।	সরকারি অন্যান্য বন্ড/ সিকিউরিটিজ	সরকারি নগদ অর্থ বৃদ্ধি	০.০২	০.০২
৫।	**উপ-মোট ঃ (১+...+৪)**		**৬২৪.০১**	**৮১৭.৬০**
৬।	খাদ্য মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত আগাম		৫.৭৬	৫.০৯
৭।	অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত আগাম		২০.১৫	২৯.৯১
৮।	পুঞ্জিত সুদ		২২.৩২	১৯.৪৮
৯।	সরকারের গচ্ছিত আমানত (-)		-২৪৯.২০	-৩১৫.৭৪
(আ)	**মোট ঃ (৫+...+৯)**		**৪২৩.০৪**	**৫৫৬.৩৪**
	সর্বমোট (ব্যাংকিং খাত হতে সরকারের গৃহীত নীট ঋণ) ঃ (অ+আ)		**৭৪৩.৫৪**	**৯৩৬.৪৮**

নোট ঃ জানুয়ারি ২০০৬ থেকে বন্ডের উপাত্তসমূহ কস্ট ভ্যালুতে গণনা করা হচ্ছে, ১/ ইআরডি'র আমানত অন্তর্ভুক্ত।
সা= সাময়িক, স= সংশোধিত।

উৎস ঃ

ক) মনিটারি সার্ভে, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
খ) বাংলাদেশ ব্যাংক এফেয়ার্স, একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।
গ) সরকারের গৃহীত ঋণের স্থিতি, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১৫ ঃ সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)

(বিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অর্থবছর ১১^{স}				অর্থবছর ১২$^{সা}$			
		বিক্রয়	পরিশোধ		নীট বিক্রয়	বিক্রয়	পরিশোধ		নীট বিক্রয়
			মূল	সুদ			মূল	সুদ	
১	২	৩	৪	৫	৬ = (৩-৪)	৭	৮	৯	১০ = (৭-৮)
	জাতীয় সঞ্চয় স্কীমসমূহ								
১.	প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র	০.০০	২.৫৪	৩.২০	-২.৫৪	০.০০	০.৪৮	০.৬৩	-০.৪৮
২.	৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১৭.৮১	১৭.৭০	৭.৭৪	০.১১	১২.২৭	২১.৪২	১০.১৫	-৯.১৫
৩.	বোনাস সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৭	-	-০.০৭
৪.	৬-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	০.০০	০.০৩	০.০১	-০.০৩	০.০০	০.১১	০.০৩	-০.১১
৫.	পরিবার সঞ্চয়পত্র	৫১.৬২	১.৬৪	১.৮৮	৪৯.৯৮	৭১.২৭	১০.৬১	৭.০৭	৬০.৬৫
৬.	৩-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	২৩.৯৪	৫৯.৯৯	২২.১৪	-৩৬.০৫	৩৩.৩৮	৬৯.৩২	২০.১৫	-৩৫.৯৪
৭.	জামানত সঞ্চয়পত্র	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	২১.৯৫	১০.৯৬	৭.৯৮	১১.০০	১৮.৬৩	১৬.৩৫	৮.৬২	২.২৮
৯.	**ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক**	**৪৫.৮০**	**৪৯.২০**	**১৪.০৬**	**-৩.৪০**	**৪৪.০৫**	**৫৭.০১**	**১৬.৮১**	**-১২.৯৭**
	ক) সাধারণ হিসাব	১২.৪২	১১.০৯	০.২৮	১.৩৩	১২.১৯	১২.২৩	০.৪০	-০.০৫
	খ) মেয়াদি হিসাব	৩৩.৩৮	৩৮.১১	১৩.৭৮	-৪.৭২	৩১.৮৬	৪৪.৭৮	১৬.৪১	-১২.৯২
	গ) বোনাস হিসাব	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	-	-
১০.	ডাক জীবন বীমা	০.৮৭	০.৪৩	০.০৪	০.৪৪	০.৮৬	০.৫৭	০.০৩	০.২৯
১১.	প্রাইজ বন্ড	০.৬০	০.৪১	০.০৯	০.১৮	০.৫০	০.৩২	০.০৯	০.১৮
১২.	ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৭.১০	৫.৬৪	৪.৯৩	১.৪৬	৩.৭৬	৫.২২	৫.৩৮	-১.৪৬
১৩.	৩-বছর মেয়াদি জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড	০.০০	১.৯২	০.৪৯	-১.৯২	০.০০	২.১৩	০.৫৪	-২.১৩
১৪.	ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	০.৪১	০.২৪	০.০৯	০.১৭	০.৯৪	০.২৩	০.১১	০.৭১
১৫.	ইউএস ডলার বিনিয়োগ বন্ড	২.২৪	১.০৫	০.৩৯	১.১৯	৩.৮৮	০.৮৯	০.৫৩	২.৯৯
১৬.	**মোট ঃ (১+...+১৫)$^{১/}$**	**১৭২.৩২**	**১৫১.৭৫**	**৬৩.০১**	**২০.৫৭**	**১৮৯.৫৫**	**১৮৪.৬৬**	**৭০.১৪**	**৪.৭৯**
১৭.	ব্যাংকিং খাত (নীট) (-) বিয়োগ				-০.০১				০.০১
১৮.	**মোট জাতীয় সঞ্চয় স্কীমসমূহ (নীট) ঃ (১৬-১৭)**				**২০.৫৮**				**৪.৭৮**
	সরকারি ট্রেজারী বিলস্/ বন্ডস্								
১৯.	সরকারি ট্রেজারী বিলস				২.০৫				-২.০৭
২০.	৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড				২.১০				২.৫৬
২১.	১০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড				০.২০				৫.৪৩
২২.	১৫-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড				-১.৬১				২.৩৪
২৩.	২০-বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারী বন্ড				-২.৪২				৮.৫৬
	সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট) ঃ (১৮+..+২৩)				**২০.৯০**				**২১.৬০**

- = দশমিক ভগ্নাংশ রাউন্ডিং এর কারণে উপাত্তের মান শূন্য রয়েছে এবং তা মোট গণনায় যোগ করা হয়নি।

১/ ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগসহ ।

স= সংশোধিত, সা= সাময়িক।

উৎস ঃ ১) জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর।
২) সরকারের গৃহীত ঋণের স্থিতি, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১৬ ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য*

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১^{স}	অর্থবছর ১২$^{সা}$
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-৩৪৫৮**	**-৫৩৩০**	**-৪৭১০**	**-৫১৫৫**	**-৭৭৪৪**	**-৭৯৯৫**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	১২০৫৩	১৪১৫১	১৫৫৮১	১৬২৩৩	২২৫৯২	২৩৯৯২
তন্মধ্যে, তৈরি পোশাক (আরএমজি)	৯২১১	১০৭০০	১২৩৪৮	১২৪৯৭	১৭৯১৪	১৯০৯০
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	১৫৫১১	১৯৪৮১	২০২৯১	২১৩৮৮	৩০৩৩৬	৩১৯৮৭
সেবা	**-১২৫৫**	**-১৫২৫**	**-১৬১৬**	**-১২৩৩**	**-২৩৬৯**	**-২৫৬৬**
গ্রহণ	১৪৮৪	১৮৯১	১৮৩২	২৪৭৮	২৫৭৩	২৬৮৪
প্রদান	২৭৩৯	৩৪১৬	৩৪৪৮	৩৭১১	৪৯৪২	৫২৫০
আয়	**-৯০৫**	**-৯৯৪**	**-১৪৮৪**	**-১৪৮৪**	**-১৪৫৪**	**-১৫০৮**
গ্রহণ	২৪৪	২১৭	৯৫	৫২	১২৪	১৯৫
প্রদান	১১৪৯	১২১১	১৫৭৯	১৫৩৬	১৫৭৮	১৭০৩
তন্মধ্যে, অফিসিয়াল সুদ পরিশোধ	২১২	২৩৪	২৩৮	২১৫	৩৪৫	৩৭৩
চলতি হস্তান্তর	**৬৫৫৪**	**৮৫৫১**	**১০২২৬**	**১১৫৯৬**	**১২৪৫২**	**১৩৬৯৯**
সরকারি	৯৭	১৪৯	৭২	১২৭	১০৩	১০৫
বেসরকারি	৬৪৫৭	৮৪০২	১০১৫৪	১১৪৬৯	১২৩৪৯	১৩৫৯৪
তন্মধ্যে ঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	৫৯৭৯	৭৯১৫	৯৬৮৯	১০৯৮৭	১১৬৫০	১২৮৪৩
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**৯৩৬**	**৭০২**	**২৪১৬**	**৩৭২৪**	**৮৮৫**	**১৬৩০**
মূলধনী হিসাব	**৪৯০**	**৫৭৬**	**৪৫১**	**৫১২**	**৬৪২**	**৪৬৯**
মূলধন হস্তান্তর	৪৯০	৫৭৬	৪৫১	৫১২	৬৪২	৪৬৯
আর্থিক হিসাব	**৭৬২**	**-৪৫৭**	**-৮২৫**	**-৬৫১**	**-১৯২০**	**-৯৫৫**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট)	৭৯৩	৭৪৮	৯৬১	৯১৩	৭৭৫	৯৯৫
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	১০৬	৪৭	-১৫৯	-১১৭	-২৮	১৯৮
অন্যান্য বিনিয়োগ	-১৩৭	-১২৫২	-১৬২৭	-১৪৪৭	-২৬৬৭	-২১৪৮
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি (সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট ব্যতীত)	১০৩৭	১৩৩৮	১২০৪	১৫৮৯	১০৩২	১৪৬০
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	৫২৫	৫৮০	৬৪১	৬৮৭	৭৩৯	৭৮৯
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	-২৪	-৬	-৭০	-১৫১	-১০১	-৫৭
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	৪৯৩	-১৬০	-১৬৯	৬২	৫৩১	২৪২
অন্যান্য মূলধন	-৫৩৫	-৬০৩	-৬৫০	-৯০২	-৬৬১	-১৬০৬
বাণিজ্য ঋণ (নীট)	-৪৮১	-১১০৮	-১২৭৭	-১০৪৩	-২৫৬৯	-১৪৫০
বাণিজ্যিক ব্যাংক	-১০২	-১৩৩	-২৪	-৩১৫	-১৬০	৫২
সম্পদ	৮৬	১৪৬	১২৯	৪১০	৪৫২	৪৪৩
দায়	-১৬	১৩	১০৫	৯৫	২৯২	৪৯৫
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ	**-৬৯৫**	**-৪৯০**	**১৬**	**-৭২০**	**-২৬৩**	**-৬৫০**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**১৪৯৩**	**৩৩১**	**২০৫৮**	**২৮৬৫**	**-৬৫৬**	**৪৯৪**
রিজার্ভ	**-১৪৯৩**	**-৩৩১**	**-২০৫৮**	**-২৮৬৫**	**৬৫৬**	**-৪৯৪**
বাংলাদেশ ব্যাংক	-১৪৯৩	-৩৩১	-২০৫৮	-২৮৬৫	৬৫৬	-৪৯৪
সম্পদ	১৫৯৩	৭৯৯	১৮৮৩	৩৬১৬	-৪৮১	২৯৩
দায়	১০০	৪৬৮	-১৭৫	৭৫১	১৭৫	-২০১

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
স= সংশোধিত, সা= সাময়িক।
*= এই শ্রেণীবিভাগ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য ম্যানুয়্যাল ৬ এর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত ।

সারণী ১৭ ঃ প্রকারভিত্তিক পণ্য রপ্তানি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। কাঁচা পাট	**১৪৭.২**	**১৬৫.১**	**১৪৮.২**	**১৯৬.৩**	**৩৫৭.৩**	**২৬৬.৩**
পরিমাণ (মিলিয়ন বেল)	৩.৪	৩.৮	৩.৪	৪.৫	৮.২	----
একক মূল্য	৪৩.৪	৪৩.৫	৪৩.০	৪৩.৩	৪৩.৫	---
২। পাটজাত দ্রব্য (কার্পেট বাদে)	**৩২০.৮**	**৩১৮.৩**	**৩২৪.৯**	**৫৯১.৭**	**৭৫৭.৭**	**৭০১.১**
পরিমাণ (০০০’ মে. টন)	৫৪৮.৪	৫৪১.৩	৫৫৪.৪	৯৯৬.২	১২৭৩.৪	---
একক মূল্য	৫৮৫.০	৫৮৮.০	৫৮৬.০	৫৯৪.০	৫৯৫.০	---
৩। চা	**৬.৯**	**১৪.৯**	**১২.৩**	**৫.৭**	**৩.২**	**৩.৪**
পরিমাণ (মিলিয়ন কেজি)	৪.৯	১০.৬	৬.২	২.৪	১.২	---
একক মূল্য	১.৪	১.৪	২.০	২.৬	২.৭	---
৪। চামড়া	**২৬৬.১**	**২৮৪.৪**	**১৭৮.২**	**২২৬.১**	**২৯৭.৮**	**৩৩০.২**
পরিমাণ (মিলিয়ন বর্গফুট)	৫৩.২	৫৬.৯	৭১.৩	১১২.৫	১১৪.৬	---
একক মূল্য	৫.০	৫.০	২.৫	২.৪	২.৬	---
৫। হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ	**৫১৫.৩**	**৫৩৪.১**	**৪৫৫.৬**	**৪৩৭.৪**	**৬১১.৩**	**৫৭৯.৮**
ক) চিংড়ি	৪৫৭.০	৪৪৫.৪	৩৭৫.১	৩৪৮.৩	৪৭৭.৮	৪৭১.৭
পরিমাণ (মিলিয়ন পাউন্ড)	৮৭.৯	৬৮.৫	৭৫.০	১০৮.৮	১৪৪.৮	---
একক মূল্য	৫.২	৬.৫	৫.০	৩.১	৩.৩	---
খ) মাছ	৫৮.৩	৮৮.৭	৮০.৫	৮৯.১	১৩৩.৫	১০৮.১
পরিমাণ (মিলিয়ন পাউন্ড)	২৪.৩	৪২.২	৩৬.৬	২১.০	৩৫.১	---
একক মূল্য	২.৪	২.১	২.২	৩.৯	৩.৮	---
৬। ওভেন পোশাক পরিচ্ছদ	**৪৬৫৭.৬**	**৫১৬৭.৩**	**৫৯১৮.৫**	**৬০১৩.৪**	**৮৪৩২.৪**	**৯৬০৩.৩**
পরিমাণ (মিলিয়ন ডজন)	১৩৩.১	১৪৭.২	১৬৯.৬	১৭২.৮	২৪৭.৩	---
একক মূল্য	৩৫.০	৩৫.১	৩৪.৯	৩৪.০	৩৪.১	---
৭। নীটওয়্যার পণ্য	**৪৫৫৩.৬**	**৫৫৩২.৫**	**৬৪২৭.৩**	**৬৪৮৩.৩**	**৯৪৮২.১**	**৯৪৮৬.৪**
পরিমাণ (মিলিয়ন ডজন)	১৯৯.৭	২৪১.৬	২৯০.৮	২৯২.৭	৪৪১.০	---
একক মূল্য	২২.৮	২২.৯	২২.১	২২.০	২১.৫	---
৮। রাসায়নিক সার	**১২৫.১**	**৯১.৩**	**১০৭.৫**	**৩৮.৬**	**৩৯.৫**	**১৭.৬**
পরিমাণ (০০০’ মে. টন)	৪৪২.০	২৬৩.০	২৫৫.২	১৫৩.২	১৫৪.৪	---
একক মূল্য	২৮৩.০	৩৪৭.২	৪২১.৩	২৫২.০	২৫৬.০	---
৯। টেরী টাওয়েলস্	**১০৬.০**	**১১২.৯**	**১১৭.৭**	**১৫৭.১**	**১২০.১**	**৯২.১**
পরিমাণ (মিলিয়ন ডজনস্)	৮.৩	৯.০	৯.৪	১২.৫	৯.৫	---
একক মূল্য	১২.৭	১২.৬	১২.৫	১২.৫	১২.৭	---
১০। অন্যান্য	**১৪৭৯.৩**	**১৮৯০.০**	**১৮৭৫.০**	**২০৫৫.১**	**২৮২৬.৮**	**৩২০৭.৫**
তন্মধ্যে ঃ হোম টেক্সটাইল	২৫৭.০	২৯১.৪	৩১৩.৫	৫৩৯.৩	৭৮৮.৮	৯০৬.১
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য	২৩৬.৯	২১৯.৭	১৮১.৩	৩১১.১	৩০৯.৬	৩৭৫.৫
পাদুকা	১৩৫.৯	১৬৯.৬	১৮৬.৯	২০৪.১	২৯৭.৮	৩৩৫.৫
সিরামিক টেবলওয়ার	৩০.০	৩৮.৩	৩১.৭	৩০.৮	৩৭.৬	৩৩.৮
বিবিধ	৮১৯.৫	১১৭১.০	১১৬১.৬	৯৬৯.৮	১৩৯৩.১	১৫৫৬.৬
মোট রপ্তানি ঃ	**১২১৭৭.৯**	**১৪১১০.৮**	**১৫৫৬৫.২**	**১৬২০৪.৭**	**২২৯২৮.২**	**২৪২৮৭.৭**
তন্মধ্যে, ইপিজেড	১৫১৫.৯	১৭২৯.৫	১৯০০.৩	২১৫০.৫	২৮০০.৯	৩৪২৫.৫

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।
--- = পাওয়া যায়নি।

সারণী ১৮ ঃ প্রকারভিত্তিক পণ্য আমদানি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক. খাদ্যশস্য	৫৮১	১৪১১	৮৮২	৮৩৬	১৯১১	৯০১
১) চাল	১৮০	৮৭৪	২৩৯	৭৫	৮৩০	২৮৮
২) গম	৪০১	৫৩৭	৬৪৩	৭৬১	১০৮১	৬১৩
খ. অন্যান্য দ্রব্য	১৫৪৩২	১৮৯২৪	২০৩২৩	২১৪৮৮	২৯৬০৬	৩২৫০১
১. দুধ এবং দুধজাত দ্রব্য	৮৩	১৩৭	৯৬	১০৬	১৬১	২২১
২. মসলা	৭৬	৮০	৬২	১০৯	১২৭	১৩৮
৩. তেলবীজ	১০৬	১৩৬	১৫৯	১৩০	১০৩	১৭৭
৪. ভোজ্য তেল	৫৮৩	১০০৬	৮৬৫	১০৫০	১০৬৭	১৬৪৪
৫. ডাল (সব ধরনের)	১৯৫	৩২৭	২৩৪	৩৫০	২৯২	২৪৩
৬. চিনি	২৯৪	৩৯৬	৪১৩	৬৫০	৬৫৪	১১৭৭
৭. ক্লিংকার	২৪০	৩৪৭	৩১৪	৩৩৩	৪৪৬	৫০৪
৮. অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৫২৪	৬৯৫	৫৮৪	৫৩৫	৮৮৮	৯৮৭
৯. পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	১৭০৯	২০৫৮	১৯৯৭	২০২১	৩২২১	৩৯২২
১০. রাসায়নিক দ্রব্য	৬৬৮	৮৯০	৯৬০	৯৭২	১২৫৪	১২১০
১১. ঔষধ সামগ্রী	৪৯	৬২	৮০	১০৩	১১৬	১১৯
১২. সার	৩৫৭	৬৩২	৯৫৫	৭১৭	১২৪১	১৩৮১
১৩. ডাইং ও টেনিং প্রক্রিয়াজাতকরণ সামগ্রী	১৬১	২১৮	২৫৯	২৭৫	৩৩৩	৩৭৫
১৪. প্লাস্টিক ও রাবার এবং তন্তুজাত সামগ্রী	৬৪৩	৮০৮	৮৪০	৯৬৬	১৩০২	১৩৬৬
১৫. তুলা	৮৫৯	১২১৩	১২৯১	১৪৩৯	২৬৮৯	২০৮৪
১৬. সুতা	৫৮২	৬৯১	৭৯২	৭১৮	১৩৯১	১৩৮৪
১৭. টেক্সটাইল এবং তন্তুজাত সামগ্রী	১৮৯২	১৮৯২	২০৯৯	১৯৮৬	২৬৮০	৩০২৩
১৮. স্ট্যাপল ফাইবার	৯৭	১১০	১১২	১১৮	১৮০	৪২৮
১৯. লৌহ, ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতু	৯৮৫	১১৮০	১৫০২	১৪৫৩	২০০৪	২২২৪
২০. মূলধনী যন্ত্রপাতি	১৯২৯	১৬৬৪	১৪২০	১৫৯৫	২৩২৪	২০০৫
২১. অন্যান্য	৩৪০০	৪৩৮২	৫২৮৯	৫৮৬২	৭১৩৩	৭৮৮৯
গ. ইপিজেড-এর আমদানি	১১৪৪	১২৯৪	১৩০২	১৪১৪	২১৪০	২১১৪
মোট আমদানি (সিআইএফ)	**১৭১৫৭**	**২১৬২৯**	**২২৫০৭**	**২৩৭৩৮**	**৩৩৬৫৭**	**৩৫৫১৬**
বাদ জাহাজ ভাড়া ও বীমা চার্জ	১৬৪৬	২১৪৮	২২১৬	২৩৫০	৩৩২১	৩৫২৯
মোট আমদানি (এফওবি)	**১৫৫১১**	**১৯৪৮১**	**২০২৯১**	**২১৩৮৮**	**৩০৩৩৬**	**৩১৯৮৭**

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ১৯ ঃ আমদানি ঋণপত্র খোলা, নিষ্পত্তি ও বকেয়া স্থিতির খাতভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণী

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাত/পণ্য	অর্থবছর ১১			অর্থবছর ১২			অর্থবছর ১১-এর তুলনায় অর্থবছর ১২-এ পরিবর্তনের শতকরা হার		
	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	জুন শেষে এলসি'র স্থিতি	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	জুন শেষে এলসি'র স্থিতি	নতুন এলসি খোলা	এলসি নিষ্পত্তি	জুন শেষে এলসি'র স্থিতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১) ভোগ্য পণ্য	৪৯৩৪.৩	৩৭৬৩.৭	১৬৩২.২	৪২৪৩.৩	৩৬৩২.৬	১৭৬০.০	-১৪.০	-৩.৫	৭.৮
২) মাধ্যমিক পণ্য	২৭৮৫.৭	২০৮৭.৯	১১৮৬.৮	৩৩৪২.৮	৩২৭০.২	১১৮৭.৭	২০.০	৫৬.৬	০.১
৩) শিল্প কাঁচামাল	১৫০৩৩.৩	১২১৯৪.৭	৬৯৯২.৯	১৪৪৫৫.৪	১৩৩৭১.৬	৬০২০.৬	-৩.৮	৯.৭	-১৩.৯
৪) মূলধনী যন্ত্রপাতি	২৭৭৮.৮	২০৪৬.১	১৭৯০.৪	২১৮৯.০	২৫১৫.৮	২৪২৫.১	-২১.২	২৩.০	৩৫.৫
৫) বিবিধ শিল্প যন্ত্রপাতি	৩১৯২.৭	২৮৪৬.৮	১৩৪২.১	৩৬৫৩.৭	৩০৫১.৫	১৬৫৯.৫	১৪.৪	৭.২	২৩.৭
৬) পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৩০৮৫.৫	৩১৭৭.৬	৪৫৮.৩	৪৬৭১.৩	৪৪৭৯.২	১৩৭৫.৮	৫১.৪	৪১.০	২০০.২
৭) অন্যান্য	৬৭৭২.১	৫৮৩৬.৪	৪৫৩৪.৯	৪৪৮০.৩	৪৪৯৩.৮	১৭০৯.২	-৩৩.৮	-২৩.০	-৬২.৩
মোট ঃ	**৩৮৫৮২.৪**	**৩১৯৫৩.২**	**১৭৯৩৭.৬**	**৩৭০৩৫.৮**	**৩৪৮১৪.৬**	**১৬১৩৭.৯**	**-৪.০**	**৯.০**	**-১০.০**
তন্মধ্যে, ব্যাক-টু-ব্যাক	৫৬৫৪.৯	৪৫৫৪.৯	৩৩২২.৮	৫২১১.১	৫২২১.২	২৫৯০.৭	-৭.৯	১৪.৬	-২২.০

উৎস ঃ বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২০ ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

অর্থবছর (জুন শেষে)	মোট রিজার্ভ	
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩
১৯৯৫	১২৩,০৭৩	৩,০৭৭
১৯৯৬	৮৪,৯০৬	২,০৩৯
১৯৯৭	৭৪,৮৫৭	১,৭১৯
১৯৯৮	৮০,২৬৬	১,৭৩৯
১৯৯৯	৭৩,৬৫০	১,৫২৩
২০০০	৮১,৪৬৬	১,৬০২
২০০১	৭৩,৮৩১	১,৩০৭
২০০২	৯০,৮৫৮	১,৫৮৩
২০০৩	১৪১,৭৫৩	২,৪৭০
২০০৪	১৬৩,২৪১	২,৭০৫
২০০৫	১৮৬,৭৬৯	২,৯৩০
২০০৬	২৪২,৯১৪	৩,৪৮৪
২০০৭	৩৪৯,৩১৪	৫,০৭৭
২০০৮	৪২১,৩৭৭	৬,১৪৯
২০০৯	৫১৫,৯৪৫	৭,৪৭১
২০১০	৭৪৭,১২১	১০,৭৫০
২০১১	৮০৯,৯৯৬	১০,৯১২
২০১২	৮৪৮,০৭১	১০,৩৬৪

উৎস ঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২১ ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

অর্থবছর	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা (বার্ষিক গড়)
১	২
অর্থবছর ৯৫	৪০.২০
অর্থবছর ৯৬	৪০.৮৪
অর্থবছর ৯৭	৪২.৭০
অর্থবছর ৯৮	৪৫.৪৬
অর্থবছর ৯৯	৪৮.০৬
অর্থবছর ০০	৫০.৩১
অর্থবছর ০১	৫৩.৯৬
অর্থবছর ০২	৫৭.৪৩
অর্থবছর ০৩	৫৭.৯০
অর্থবছর ০৪	৫৮.৯৪
অর্থবছর ০৫	৬১.৩৯
অর্থবছর ০৬	৬৭.০৮
অর্থবছর ০৭	৬৯.০৩
অর্থবছর ০৮	৬৮.৬০
অর্থবছর ০৯	৬৮.৮০
অর্থবছর ১০	৬৯.১৮
অর্থবছর ১১	৭১.১৭
অর্থবছর ১২	৭৯.১০

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২২ ঃ দেশভিত্তিক প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশসমূহ	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সৌদি আরব	১৬৯৭.০	১৭৩৫.০	২৩২৪.২	২৮৫৯.১	৩৪২৭.০	৩২৯০.০	৩৬৮৪.৪
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৫৬১.৪	৮০৪.৮	১১৩৫.১	১৭৫৪.৯	১৮৯০.৩	২০০২.৬	২৪০৪.৮
যুক্তরাজ্য	৫৫৫.৭	৮৮৬.৯	৮৯৬.১	৭৮৯.৭	৮২৭.৫	৮৮৯.৬	৯৮৭.৫
কুয়েত	৪৯৪.৪	৬৮০.৭	৮৬৩.৭	৯৭০.৮	১০১৯.২	১০৭৫.৮	১১৯০.১
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭৬০.৭	৯৩০.৩	১৩৮০.১	১৫৭৫.২	১৪৫১.৯	১৮৪৮.৫	১৪৯৮.৫
ইটালী	৮৩.০	১৪৯.৬	২১৪.৫	১৮৬.৯	১৮২.২	২১৫.৬	২৪৪.৮
কাতার	১৭৫.৬	২৩৩.২	২৮৯.৮	৩৪৩.৪	৩৬০.৯	৩১৯.৪	৩৩৫.৩
ওমান	১৬৫.৩	১৯৬.৫	২২০.৬	২৯০.১	৩৪৯.১	৩৩৪.৩	৪০০.৯
সিংগাপুর	৬৪.৮	৮০.২	১৩০.১	১৬৫.১	১৯৩.৫	২০২.৩	৩১১.৫
জার্মানি	১১.৯	১৪.৯	২৬.৯	১৯.৩	১৬.৫	২৫.৬	৩৫.০
বাহরাইন	৬৭.৩	৮০.০	১৩৮.২	১৫৭.৪	১৭০.১	১৮৫.৯	২৯৮.৫
জাপান	৯.৪	১০.২	১৬.৩	১৪.১	১৪.৭	১৫.২	২২.২
মালয়েশিয়া	২০.৮	১১.৮	৯২.৪	২৮২.২	৫৮৭.১	৭০৩.৭	৮৪৭.৫
অন্যান্য	১৩৪.৬	১৬৪.৪	১৮৬.৮	২৮১.১	৪৯৭.৪	৫৪১.৮	৫৮২.৭
সর্বমোট ঃ	**৪৮০১.৯**	**৫৯৭৮.৫**	**৭৯১৪.৮**	**৯৬৮৯.৩**	**১০৯৮৭.৪**	**১১৬৫০.৩**	**১২৮৪৩.৪**

উৎস ঃ বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণী ২৩ ঃ তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা
(৩০ জুন ২০১২)

রাষ্ট্রায়ত্ত/ সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকসমূহ (৪+৪=৮)

সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৪)
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড*

বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ (৪)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
বাংলাদেশ স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৩০)
এবি ব্যাংক লিমিটেড
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড
ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড
ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড
ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড
ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স (আইএফআইসি) ব্যাংক লিমিটেড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
যমুনা ব্যাংক লিমিটেড
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড
ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

---

* ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শতকরা ৫১ ভাগ মালিকানা সরকারি খাতে রেখে রূপালী ব্যাংককে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনে সরকারের অংশ ছিল ৯৩.২ ভাগ।

সারণী ২৩ (চলমান) ঃ তফসিলি ব্যাংকসমূহের তালিকা

(৩০ জুন ২০১২)

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড

ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড

বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৯)

ব্যাংক আলফালাহ লিমিটেড

সিটি ব্যাংক এন,এ

কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন পিএলসি

হাবিব ব্যাংক লিমিটেড

ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া

দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড

উরি ব্যাংক

সারণী ২৪ ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা*
(৩০ জুন ২০১২)

অগ্রণী এসএমই ফাইন্যান্সিং কোম্পানী লিমিটেড

বে লীজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড

ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

ফার্স্ট লীজ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

ইন্টারন্যাশনাল লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড

মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড

ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড

ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

পিপলস লীজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড

প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড

দি ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেড

ইউনাইটেড লীজিং কোম্পানী লিমিটেড

উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড**

---

* আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সকৃত।

** কার্যক্রম শুরু করেনি।

সারণী ২৫ ঃ গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসমূহের তালিকা

বার্ষিক

১. বার্ষিক রিপোর্ট
২. এক্সপোর্ট রিসিপ্ট্স
৩. ইমপোর্ট পেমেন্টস্
৪. ব্যালেন্স অব পেমেন্টস্

অর্ধ বার্ষিক

১. ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর রিভিউ
২. মনিটারী সেক্টর রিভিউ
৩. বাংলাদেশে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট
৪. মনিটারী পলিসি স্টেটমেন্ট
৫. ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট

ত্রৈমাসিক

১. সিডিউলড্ ব্যাংক স্ট্যাটিস্টিকস্
২. বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন
৩. বাংলাদেশ ব্যাংক কোয়ার্টারলি

মাসিক

১. ইকোনোমিক ট্রেন্ডস্
২. বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

পরিশিষ্ট-৩

ব্যাংকিং খাতের কার্যদক্ষতার নির্দেশিকাসমূহ

সারণী ১ ঃ ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১২ (জুন)					
	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানতের শতকরা অংশ
এসসিবি	৪	৩৪৪৯	১৭৭১.৭৫	২৭.২	১৩০৫.০২	২৬.৫
বিশেষায়িত	৪	১৪১৭	৩৬৮.৮৪	৫.৭	২৪৩.৩৯	৪.৯
বেসরকারি	৩০	৩১৩০	৩৯৬৫.৯৩	৬০.৮	৩০৯২.৮৬	৬২.৬
বিদেশী	৯	৬৩	৪১৪.৬৩	৬.৩	২৯৫.৯৩	৬.০০
মোট ঃ	**৪৭**	**৮০৫৯**	**৬৫২১.১৬**	**১০০.০**	**৪৯৩৭.২১**	**১০০**

সারণী ২ ঃ ব্যাংকের প্রকৃতিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভারীত সম্পদের অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (জুন)
এসসিবি	-০.৪	১.১	৭.৯	৬.৯	৯.০	৮.৯	১১.৭	১১.২
বিশেষায়িত	-৭.৫	-৬.৭	-৫.৫	-৫.৩	০.৪	-৭.৩	-৪.৫	-৪.৩
বেসরকারি	৯.১	৯.৮	১০.৬	১১.৪	১২.১	১০.১	১১.৫	১১.৪
বিদেশী	২৬.০	২২.৭	২২.৭	২৪.০	২৮.১	১৫.৬	২১.০	২১.৫
মোট ঃ	**৫.৬**	**৬.৭**	**৯.৬**	**১০.১**	**১১.৬**	**৯.৩**	**১১.৪**	**১১.৩**

সারণী ৩ ঃ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে মোট ঋণের অনুপাতে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অবস্থা

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (জুন)
এসসিবি	২১.৪	২২.৯	২৯.৯	২৫.৪	২১.৪	১৫.৭	১১.৩	১৩.৫
বিশেষায়িত	৩৪.৯	৩৩.৭	২৮.৬	২৫.৫	২৫.৯	২৪.২	২৪.৬	২৩.৮
বেসরকারি	৫.৬	৫.৫	৫.০	৪.৪	৩.৯	৩.২	২.৯	৩.৮
বিদেশী	১.৩	০.৮	১.৪	১.৯	২.৩	৩.০	২.৯	৩.২
মোট ঃ	**১৩.৬**	**১৩.২**	**১৩.২**	**১০.৮**	**৯.২**	**৭.৩**	**৬.১**	**৭.২**

সারণী ৪ ঃ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে নীট ঋণের বিপরীতে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অবস্থা

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (জুন)
এসসিবি	১৩.২	১৪.৫	১২.৯	৫.৯	১.৯	১.৯	-০.৩	২.৪
বিশেষায়িত	২২.৬	২৩.৬	১৯.০	১৭.০	১৮.৩	১০.০	১৬.৯	১৬.৪
বেসরকারি	১.৮	১.৮	১.৪	০.৯	০.৪	০.০	-০.২	০.৪
বিদেশী	-২.২	-২.৬	-১.৯	-২.০	-২.৩	-১.৭	-১.৮	-১.৩
মোট ঃ	**৭.২**	**৭.১**	**৫.১**	**২.৮**	**১.৭**	**১.৩**	**০.৭**	**১.৭**

সারণী ৫ ঃ প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন - সকল ব্যাংক

(বিলিয়ন টাকা)

সকল ব্যাংক	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (জুন)
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	১৭৫.১	২০০.১	২২৬.২	২২৪.৮	২২৪.৮	২২৭.১	২২৬.৪	২৯০.০
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৮৮.৩	১০৬.১	১২৭.২	১৩৬.১	১৩৪.৮	১৪৯.২	১৪৮.২	১৭৮.৪
সংরক্ষিত প্রভিশন	৪২.৬	৫২.৯	৯৭.১	১২৬.২	১৩৭.৯	১৪২.৩	১৫২.৭	১৬৭.৫
উদ্বৃত্ত (+)/ ঘাটতি (-)	-৪৫.৭	-৫৩.২	-৩০.১	-৯.৯	৩.১	-৬.৯	৪.৫	-১০.৯১
প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৪৮.২	৪৯.৯	৭৬.৩	৯২.৭	১০২.৩	৯৫.৪	১০৩.০৪	৯৩.৮৯

সারণী ৬ ঃ প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	আইটেম	এসসিবি	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশী
২০০৯	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৬৬.০	১৭.৫	৪৬.৫	৪.৬
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৭৯.৫	৮.৯	৪৩.৬	৫.৯
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	১২০.৫	৫০.৯	৯৩.৮	১২৮.৩
২০১০	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৭০.৬	১৯.১	৫৩.৩	৬.২
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৬৯.৯	১৩.৩	৫১.৮	৭.৪
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৯৮.৯	৬৯.৭	৯৭.১	১১৯.৪
২০১১	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৬০.৮	২১.৭	৫৮.৩	৭.৪
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৬৯.০	১৩.৯	৬১.২	৮.৫
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	১১৩.৪	৬৪.০	১০৪.৯	১১৪.৮
২০১২ (জুন)	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৭৩.৩	২৪.৯	৭১.৮	৮.৪
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৭০.৮	১৫.১	৭২.৫	৯.০
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৯৬.৫	৬০.৬	১০০.৯	১০৭.১

সারণী ৭ ঃ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	৩০ জুন ০৫	৩০ জুন ০৬	৩০ জুন ০৭	৩০ জুন ০৮	৩০ জুন ০৯	৩০ জুন ১০	৩০ জুন ১১	৩০ জুন ১২
এসসিবি	২৯.৭	৩৫.৭	৪২.৮	৪৮.৪	৬৪.৫	৭০.৫	৮২.৪	৯২.৩
বিশেষায়িত	২৭.৬	২৮.৬	৩০.৪	৩১	৩১.৮	৩১.৮	৩২.০	৩২.৩
বেসরকারি	৩২.৯	৪০.৭	৪৫.৫	৪৯.৪	৫৪.৭	৬৯.৬	৭৭.১	৮৫.৫
বিদেশী	১.১	১.৫	১.৬	১.৭	২.০	২.১	২.৩	২.৯
মোট ঃ	**৯১.৩**	**১০৬.৫**	**১২০.৩**	**১৩০.৫**	**১৫৩.০**	**১৭৪.০**	**১৯৩.৯**	**২১৩.০**

সারণী ৮ ঃ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (জুন)
এসসিবি	১০১.৯	১০০	১০০	৮৯.৬	৭৫.৬	৮০.৭	৬২.৭	৭৩.০
বিশেষায়িত	১০৩.৯	১০৩.৫	১০৭.৭	১০৩.৭	১১২.১	৮৭.৮	৮৮.৬	১০০.১
বেসরকারি	৮৯.৩	৯০.২	৮৮.৮	৮৮.৪	৭২.৬	৬৭.৬	৭১.৭	৭২.৮
বিদেশী	৭০.৮	৭১.১	৭২.৯	৭৫.৮	৫৯.০	৬৪.৭	৪৭.৩	৪৭.৪
মোট ঃ	**৯২.১**	**৯১.৪**	**৯০.৪**	**৮৭.৯**	**৭২.৬**	**৭০.৯**	**৬৮.৬**	**৭২.৮**

সারণী ৯ ঃ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	সম্পদের আয় হার (ROA)								ইক্যুইটির আয় হার (ROE)							
	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (জুন)	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (জুন)
এসসিবি	-০.১	০.০	০.০	০.৭	১.০	১.১	১.৩	০.৮	-৬.৯	০.০	০.০	২২.৫	২৬.২	১৮.৪	১৯.৭	১১.৭
বিশেষায়িত	-০.১	-০.২	-০.৩	-০.৬	০.৪	০.২	০.১	-০.০৪	-২.০	-২.০	-৩.৪	-৬.৯	-১৭১.৭	-৩.২	-০.৯	১.৪
বেসরকারি	১.১	১.১	১.৩	১.৪	১.৬	২.১	১.৬	১.২	১৮.১	১৫.২	১৬.৭	১৬.৪	২১.০	২০.৯	১৫.৭	১২.৪
বিদেশী	৩.১	২.২	৩.১	২.৯	৩.২	২.৯	৩.২	৩.৮	১৮.৪	২১.৫	২০.৪	১৭.৮	২২.৪	১৭.০	১৬.৬	১৯.৪
মোট ঃ	**০.৬**	**০.৮**	**০.৯**	**১.২**	**১.৪**	**১.৮**	**১.৫**	**১.২**	**১২.৪**	**১৪.১**	**১৩.৮**	**১৫.৬**	**২১.৭**	**২১.০**	**১৭.০**	**১৩.৫**

সারণী ১০ ঃ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে নীট সুদ আয়

(বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (জুন)
এসসিবি	৭.৭	৯.০	৭.৪	৭.৯	১২.১	১৯.৮	৩৪.৩	৯.৭
বিশেষায়িত	১.০	১.৭	১.৪	১.৯	১.৯	৬.২	৪.৯	৩.৮
বেসরকারি	২১.০	২৫.৪	৩৬.১	৪৮.৫	৫৬.৭	৮২.৮	৯১.৪	৫৭.৯
বিদেশী	৫.৬	৮.২	৯.৯	১২.৬	১০.৭	১৩.০	১৬.১	১০.৪
মোট ঃ	**৩৫.৩**	**৪৪.৩**	**৫৪.৮**	**৭০.৯**	**৮১.৫**	**১২১.৯**	**১৪৬.৭**	**৮১.৮**

সারণী ১১ ঃ ব্যাংকের শ্রেণীভেদে তারল্যের হার

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	তরল সম্পদ								অতিরিক্ত তারল্য							
	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (জুন)	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২ (জুন)
এসসিবি	২০.০	২০.১	২৪.৯	৩২.৯	২৫.১	২৭.২	৩৪.৭	৩২.৭	২.০	২.১	৬.৯	১৪.৯	১৭.৬	৮.২	১৫.৭	১৩.৭
বিশেষায়িত	১১.২	১১.৯	১৪.২	১৩.৭	৯.৬	২১.৩	১২.৩	১৪.৯	৬.২	৩.৮	৫.৬	৪.৯	৭.১	২.৩	২.৫	৪.৯
বেসরকারি	২১.০	২১.৪	২২.২	২০.৭	১৮.২	২১.৫	২৩.৯	২৫.১	৫.১	৫.৬	৬.৪	৪.৭	৫.৩	৪.৬	৭.০	৮.২
বিদেশী	৪১.৫	৩৪.৪	২৯.২	৩১.৩	৩১.৮	৩২.১	৩০.৫	৩২.৬	২৩.৬	১৬.৪	১১.২	১৩.৩	২১.৮	১৩.২	১১.৮	১৩.৮
মোট ঃ	**২১.৭**	**২১.৫**	**২৩.২**	**২৪.৮**	**২০.৬**	**২৩.০**	**২৬.৫**	**২৭.০**	**৫.৩**	**৫.১**	**৬.৯**	**৮.৪**	**৯.০**	**৬.০**	**৯.৩**	**৯.৮**

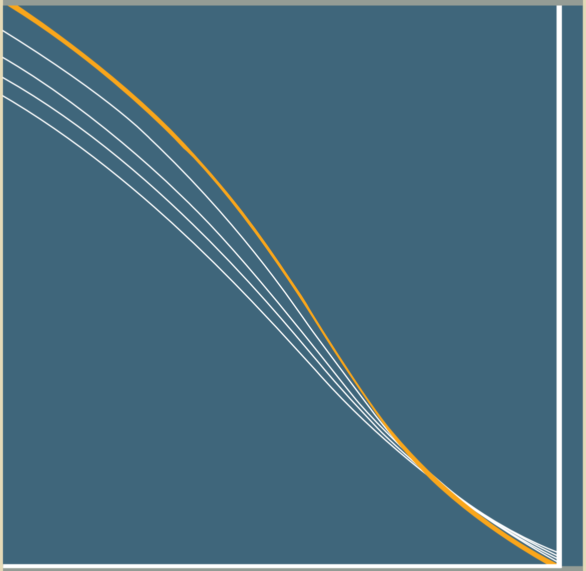

এফ.এম. মোকাম্মেল হক, মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন : ৮৮-০২-৯৫৩০১৪১
ই-মেইল : mokammel.huq@bb.org.bd
ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd
www.bangladeshbank.org.bd
www.bangladesh-bank.org
স্রোত এ্যাডভার্টাইজিং, ঢাকা থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৮৩৫৬৭৪১, ০১৮১৯-২৫১৮৯৮

মূল্য : টাকা ২০০.০০

ডিসিপি-০৬-২০১৩-১০০০